VANGA SAHITYA PARICHAYA

OR

SELECTIONS FROM THE BENGALI LITWRATURE

FROM THE EARLIEST TIMES

TO THE

MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY

WITH ILLUSTRATIONS

BY

RAI SHAHIB DINESH CHANDRA SEN, B.A.

VOLUME 2

PAGE NO. 379 TO 959

PART - I

ধর্ম্মরাজের গীত।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ধর্ম্মমঙ্গল।

ময়ূর ভট্ট ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি। তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে ময়ূর ভট্টের প্রাচীন পদ ভাঙ্গিয়া যে অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (খণ্ডিত) পুথি নকলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১০৭১, (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ); পত্রসংখ্যা ১৭—৪৩। গ্রন্থ-রচনার সময়ের নির্দ্দেশ নাই। আমরা ইঁহার রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছি।

ময়নাগড়েব বাজা লাউসেন দুশ্চর তপঃসাধন করিবার জন্য হাকণ্ডে গিয়াছেন। এই সুযোগে গৌড়াধিপেব প্রধান মন্ত্রী মাহুত্বা নবলক্ষ সৈন্য লইয়া ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন। লাউসেন তাঁহার প্রধান সেনাপতি কালু ডোমের উপর ময়নাগড়ের ভার দিয়া গিয়াছেন। কালু ডোম দুর্দ্ধর্ষ, তাহাকে কোন ক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মাহুত্বা ইন্ধা নামক এক যাদুকরের সহায়তা লইতেছেন। ইন্ধা এমন এক মন্ত্র জানিত যাহাতে অকস্মাৎ সকলে নিদ্রাযুক্ত হইত।

ইন্ধারে জানিঞা পাত্র (১) করিল সন্ধান।
[illegible] ভূষণ প্রসাদ জলপান॥
বলে ময়নায় নিদ্যাটি (২) দেহ ভাই।
তোমার প্রসাদে গড় জিন্যা (৩) গৌড় যাই॥
তোমার নিদ্যাটী দেবাসুর নাগে লাগে।
কুকুর বিড়াল পঞ্চ লোক নাহি জাগে॥ (৪)

---

(১) গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মাহুত্বা। (২) নিন্দ্যাটি=যে মন্ত্রে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। (৩) গড়=ময়নাগড়, জিন্যা=জিনিয়া=জয় করিয়া। (৪) তোমার নিদ্রার মন্ত্র এরূপ শক্তিশালী যে দেবাসুর, নাগ সকলেই তাহাতে বশীভূত হয়। তাহার প্রভাবে কুকুর, বিড়াল এবং পঞ্চলোক (পঞ্চলোক=ভূ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন) কেহই জাগ্রত থাকে না।

পার্ব্বতীর পুত্র তুমি জানি পূর্ব্বাপর।
সকল গুণের গুণী গুণের সাগর॥
কর যোড় করি মহাপাত্রে কয় ইন্ধা।
কাত্যায়নী পূজিয়া ময়নায় দিব নিন্দ্যা॥ (১)
অনেক আগলা কড়ি নিল সেই ক্ষেণে।
পূর্ণ হাট বৈসায় পূজার আওজনে॥
কাল ধল ছাগল কেনিল দুই বলি।
কিনিলেক কাঁধি কত সুপক্ক কদলি॥
গুয়া নারিকেল নিল কাঁধির সহিত।
অক্ষত আতপ কেনে আর সদ্য ঘৃত॥
সুচারু চন্দন চুয়া কিনিল কস্তুরী।
কুঙ্কুম অগুরু মধু পানপাত্র পূরি॥

ইন্ধার দেবী পূজা।

শর্করা সিন্দুর ধূনা জৈত্রী জাতিফল।
কেনে ইন্ধা দিল যে চাহিল যত মুল॥
ভারে ভরি আনে দিব্য নাহি পায় যোড়।
চতুষ্পথে চণ্ডিকা পূজেন ইন্ধা চোর॥ (২)
স্নান করি আসনে বসিল হৈয়া পূত।
সমুখে রচিল ঘট আম্রশাখা যুত॥
সিন্দুরে মণ্ডিত আচ্ছাদিল রক্তপটে।
আবাহনে অম্বিকা উড়িলা আস্যা (৩) ঘটে॥
আসন অঙ্গুরী পাদ্য গন্ধ দীপ ধূপ।
মধুপর্ক নৈবেদ্যাদি পুষ্প নানারূপ॥
বলিদান দিয়া দিল সমাংস রুধির।
অঙ্গ বলি দিয়া স্তব করেন চণ্ডীর॥ (৪)
ত্রৈলোক্য-তারিণী তুমি ত্রিজগত-মাতা।
ভকত-বৎসলা ভবপ্রিয়া ভবত্রাতা॥
কাত্যায়নী কামরূপা কঙ্কালমালিনী।
করালবদনা কালী খর্পরধারিণী॥

---

(১) চণ্ডীকে পূজা করার পর ময়নাগড়ে নিদ্রা দিব।
(২) ইন্ধা চোর চৌমাথায় চণ্ডী পূজা করিল।
(৩) আসিয়া অবতীর্ণ হইলা।
(৪) ইন্ধা স্বীয় অঙ্গ কাটিয়া বলিস্বরূপ দেবীকে প্রদান করিল।

কৃশোদরী কুলিশাঙ্গী কঠোরনয়না।
দানবারি দিগম্বরী দীপ্ত সুদশনা॥
শবাসনা মৃগেন্দ্রবাহিনী ভগবতী।
ঋদ্ধ সিদ্ধ দুষ্ট দৈত্য সভাকার গতি॥
মারিলে মহিষে রণে দনুজ দুরন্ত।
বধিলে নিশুম্ভ শুম্ভ দেবতার অন্ত॥
কটাক্ষে করিলে বধ বীর চণ্ডমুণ্ড।
রক্তবীজ বিনাশিলে প্রসারিয়া তুণ্ড (১)॥
দীন প্রতি দয়াকর দেবী দশভুজা।
আমি চোবা ইন্ধা কি করিতে জানি পূজা॥
দেবী পাদ ধরি ইন্ধা করে প্রণিপাত।
দেব অগোচর দুর্গা হইলা সাক্ষাত॥
সেবকে সন্তুষ্ট হয়্যা উড়িলা (২) বাসুলী (৩)।
পাদপদ্ম পুজে চোরা দিয়া পুষ্পাঞ্জলি॥
বলেন বাসুলী বর মাগ প্রিয়দাস।
তোরে বর দিয়া যাব তৎকালে কৈলাস॥
ইন্ধা বলে আজ্ঞা মোরে হল্যা কৃপাপর।
ময়নায় নিন্দ্যাটী দিব দেহ মোরে বর॥
বিপদনাশিনী বর দিয়া বাস গেলা।
দিতেছে নিন্দ্যাটী ইন্ধা ভাবিয়া মঙ্গলা॥ নিদ্রিত ময়নাগড়।
উত্তর করিয়া মুখ গড়ে রইলান (৪)।
নিদ্রামন্ত্র জপিয়া মারয়ে ধূলাবাণ॥
লাগ লাগ নিন্দ্যাটি হাঁকারিছে (৫) ইন্ধা চোর।
শোবা মাত্র নিদ্রায় হইল লোক ঘোর॥
যাবন্ত গড়ের লোক হল্যা নিদ্রাতুর।
নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর॥
কালু সিংহ (৬) নিদ্রা গেল যত বীরগণ।
চারি নারী (৭) সেনের নিদ্রায় অচেতন॥

---

(১) দানবের রক্ত পানের জন্য বদন ব্যাদান করিয়া।
(২) অবতীর্ণ হইলা।
(৩) 'বাসুলী' বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ কি না বিবেচ্য, কিন্তু উত্তর কালে এই দেবতা যে চণ্ডীরই নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।
(৪) রহিলেন। (৫) হাঁকারিছে=হুঙ্কার করিতেছে।
(৬) কালু ডোম। (৭) লাউ সেনের চারি মহিষী।

সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আণ্ডির পাথর (১)।
দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর ॥
সন্তান মায়ের কোরে (২) কত নিদ্রা যায়।
সামন্তের বৌ (৩) একা গড়েতে বেড়ায় ॥
ঘরে ঘরে ফেরে লক্ষ্মা নাঞি পায় সাড়া।
ডাকিয়া জাগিয়া বোলে বরূজের পাড়া ॥
নিদ্রিত যতেক লোক শুনে নাক সাট।
দেখিতে চলিল চারি দুয়ারে কপাট ॥
আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত ॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

পাথরে নির্ম্মিত পূর্ব্ব প্রধান দুয়ার।
পক্ষী পার হতে নারে পর্ব্বত আকার ॥ (৪)
পাথর্য্যা কপাট পিপীড়ার নাহি পথ।
দেখিয়া লক্ষ্মার হল্য পূর্ণ মনোরথ ॥
পুষ্প জল দিয়া পূর্ব্ব দ্বার বাচাইয়া (৫)।
উত্তর দ্বারে লক্ষ্মা উত্তরিল গিয়া ॥
লোহার প্রাচীর দ্বারে লোহার কপাট।
কেমনে আসিব সৈন্য নাহি বায়ু-বাট (৬) ॥
বাচায়্যা উত্তর দ্বারে দিয়া পুষ্প জল।
পশ্চিম দ্বারে গেলা লক্ষ্মা পায়াদল (৭) ॥
অরুণ কিরণ ধরে তাম্র গড়খান।
তাম্রের কপাট বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
সূতার সঞ্চার নাঞি নিবিড় কপাট।
লক্ষ্মা বলে কোন পথে প্রবেশিব ঠাট (৮) ॥
পুষ্প জল দিয়া দ্বার করিয়া পূজন।
দক্ষিণ গড়ের দ্বারে দিল দরশন ॥

কালু ডোমের স্ত্রী "লক্ষ্মা"।

---

(১) ঘোড়ার নাম। (২) ক্রোড়ে = কোলে। (৩) কালু ডোমের স্ত্রী "লক্ষ্মা" (লক্ষ্মী)। (৪) পর্ব্বত-তুল্য উচ্চ, পক্ষীও পার হইতে পারে না। (৫) রক্ষা করিয়া। (৬) বায়ুর পথ। (৭) পদব্রজে। (৮) সৈন্য।

কাষ্ঠের কপাট দ্বারে অট্টালিকা গড়।
দিল পুষ্প জল দ্বারে সামন্ত-ঝকড় (১)॥
ধূলি রেণু প্রবেশ করিতে নাগ্নি তায়।
দ্বার বাচাইয়া বাচি (২) খেলাইতে যায়॥
জাল্যার ম্যায্যারে (৩) লক্ষ্মা জাগাইয়া আনে।
পবনের প্রায় ডিঙ্গা খেয়াতে যে জানে॥ (৪)
নারীগণ লয়া লক্ষ্মা নায় বাচি খেলে।
লক্ষ লক্ষ আঠ্যা পাত হাঁড়ী (৫) ভাসে জলে॥
নির্ম্মল গাঙ্গের জল দেখি যেন ঘোল।
মেঘের গর্জ্জন সম শুনি সৈন্য-রোল॥
জলে থলে (৬) সৈন্য-রোল দেখে লক্ষ্মা শুনে।
ময়না বিপত্য বড় মনে মনে গুণে॥ (৭)
ঘাটে নৌকা রাখিয়া নাবিক-নারীগণে।
বিদায় দিলেক লক্ষ্মা গেল নিকেতনে॥
বাচি খেলাইয়া লক্ষ্মা যাতি ছিল ঘর।
মন স্থির নহে উঠে গড়ের উপর॥
গড়েতে উঠিয়া লক্ষ্মা চতুর্দ্দিগে চায়।
মাহঁদা বেড়্যাছে গড় দেখিবারে পায়॥ (৮)
কেহ রাঁদে কেহ ভুজে (৯) কেহ কেহ জাগে।
চৌবেড়ে (১০) বেড়্যাছে গড় রাত্রি নিশাভাগে॥
লক্ষ্মা বলে যদ্যপি সংগ্রামে পশি আমি।
শাঁখা-শুকা পুত্র দোষ দেই পাছে স্বামী॥(১১)
সবারে জাগায়্যা যুক্তি মত যেই হয়।
রাত্রে রণ করি একা যুক্তি সিদ্ধ নয়॥

---

(১) সামন্ত কালু ডোমের স্ত্রী।

(২) নৌকা-বাচ। (৩) জেলের মেয়েকে।

(৪) যে জেলের মেয়ে বায়ুর গতিতে ডিঙ্গা বহাইতে পারে।

(৫) গৌড়ের সৈন্যগণ যে সকল উচ্ছিষ্ট পত্র এবং রন্ধনের হাঁড়ী জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

(৬) জলে স্থলে। (৭) ময়নাগড়ের অত্যন্ত বিপদ লক্ষ্মা ডুমুনি মনে মনে গুণিল। (৮) মাহুদ্যা মন্ত্রী ময়নাগড় বেষ্টন করিয়াছে দেখিতে পাইল। (৯) ভোজন করে। (১০) চারি পংক্তিতে।

(১১) যদি রাত্রিকালে একা যুদ্ধ করিতে যাই, তবে পাছে আমার স্বামী এবং শাকা-শুকা দুই পুত্র আমার দোষ দেয়।

ভাবিয়া ভবনে গেলা ভর্ত্তার নিকটে।
নিদ্রিত হৈয়াছে কালু সিংহ স্বর্ণ-খাটে॥
অচেতন হৈয়া বীর কালু নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া শিরা (১) চামর ঢুলায়॥
লক্ষ্মা বলে মোর সবিনয় শুন শিরে।
তৎকাল জাগায়্যা দেহ তুমি মহাবীরে॥
নব লক্ষ দলে মাহু (২) পাত্র ময়না বেড়ে।
বিপক্ষের হাতে পুরী পড়িল বিখেড়ে॥
টল বল করে পদ্ম-পত্রে যেন জল।
প্রভু না জাগিলে ময়না যায় রসাতল॥
শিরা বলে দিদি আমি অকার্য্যের পাত্র।
নাক কাণ আছে বাকি কাটাইবে মাত্র॥ (৩)
সোয়ামীর যত ভোগ ভুঁজি (৪) সবে জানে।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হল্যে বধিবেক প্রাণে॥
মরুক আমার স্বামী খায়্যা বিষ-খণ্ড।
বাপের বাসেতে যাব হৈয়া তপ্ত রাণ্ড (৫)॥
সংগ্রামে স্বামীর অঙ্গে প্রবেশুক শেল।
সিন্দুর নামিলে ভালে শিরোরুহে তেল॥ (৬)
জীয়ন্ত স্বামীরে মোরে বিধি কৈল বাঁকা(৭)।
দুঃখে কাল গেল না পরিনু সোণা শাঁখা॥
জাগাইয়া লইয়া যাহ যুদ্ধে বীরবরে।
বীর মল্যে বঞ্চি গিয়া মা বাপের ঘরে॥
শিরার আক্ষেপ উক্তি শুন্যা লক্ষ্মা জ্বলে।
বীরে জাগাইতে রামা বস্যে খাট-তলে॥
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য শ্রীধর্ম্মের পায়।
শুনিলে কলুষ হরে যে গায় গাওয়ায়॥*॥

---

(১) শিরা—লক্ষ্মা ডুমুনির সপত্নী। (২) মাহুত্তা।

(৩) শিরা বলিল, আমি এ গৃহে কোন কার্য্যে নাই, আমার সব সুখই হইয়াছে, এখন স্বামীর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া আমার নাক কান কাটাইবে মাত্র। (৪) সম্ভোগ করি।

(৫) তপ্ত=নূতন। রাণ্ড=রাঁড়ী। (৬) আমার চুলের তেল ও কপালের সিন্দুর যদি খসিয়া পড়ে, অর্থাৎ যদি আমি বিধবা হই, তবে বরং মঙ্গল। (৭) বক্র=প্রতিকূল=নিষ্ঠুর।

রূপরাম—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী।

রূপরাম সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে তদীয় ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ইনি ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, নানা কারণে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ইনি ধর্ম্ম-মঙ্গলকাবদের মধ্যে "আদি রূপরাম" বলিয়া বিখ্যাত এবং একজন সুপ্রাচীন কবি।

নয়ানী নাম্নী কুলটা রমণী ময়নাগড়ের রাজকুমার লাউসেনকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে।

লাউসেনের সংযম ও কুলটার পরাজয়।

শিবা বারুয়ের বোউ (১) হরিপালের ঝী।
মনে করে নয়ানী ইহার যুক্তি কি॥
বিদেশী কুমার যথা যাব সেই স্থান।
বিলক্ষণ বেশে যাব তার বিদ্যমান॥
সুবন্ন (২) পেড়াতে (৩) ছিল ভাবের চিরুণী। নয়ানীর সাজ-সজ্জা।
নানা প্রবন্ধে কেশ বান্ধে আপনি॥
আঁচড়িয়া কুন্তল কবিয়া সমতুল।
বান্ধিল বিনোদ খোপা যার নাই মূল॥
কাঞ্চন পাটের গোছে (৪) বান্ধিল কববী।
মদন মল্লিকা মালে মকরন্দ ঝুরি॥
কবরী উপরে বান্ধে মনোহর যাদ।
সারাদিন দেবের দেখিতে যায় সাধ॥
নয়ন ভরিয়া পরে মনোহর কাজল।
টল টল করে কাণ সাপের যুগল (৫)॥
কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়।
চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণ যুতা।
আনন্দ অঙ্কুর কুলে বিজুরীর লতা॥
লাউসেনে দেখিয়া ধরিতে নারি মন।
প্রতি অঙ্গে পরে রামা সর্ব্ব আভরণ॥

(১) বৌ=বধূ। (২) সুবর্ণ। (৩) পেড়াতে=পেটারীতে=ঝাঁপীতে। (৪) স্বর্ণ-মণ্ডিত জরীর ফিতা দ্বারা। (৫) সর্পাকৃতি কর্ণালঙ্কার।

তাড়-বালা পাশুলি পদেতে শোভা করে।
পরিপূর্ণ বাজুবন্ধ শঙ্খের উপরে ॥
আঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে নাকে নাক-চনা।
সচঞ্চল শশিমুখী অঞ্জননয়না ॥
ডুস্থতিতে স্থতি পরে শতস্থরী (১) হার।
পুরট পর্ব্বতে যেন জাহ্নবীর ধার ॥
বড় সাধে শঙ্খের উপরে পরে চুড়ি।
তার কাছে রাঙ্গা রুলী শোভা করে বড়ি (২) ॥
পায়ে পরে পাতা-মল অপূর্ব্ব পাশুলি।
বিনা করিয়া বান্ধে বিচিত্র কাঁচলি ॥
কাঁচলির সমুখেতে পূর্ণরাস লেখা (৩)।
মাধবেরে গোপিনী যেখানে দিল দেখা ॥
সারি সারি শোভা করে ষোল শ গোপিনী।
তাহার মধ্যে দাণ্ডাএ আছেন চক্রপাণি ॥
সুমধুর পাখোআজ মন্দিরা করতাল।
গোপিনী সকল নাচে বড়ই রসাল ॥
কেহ বা আনন্দ করে কৃষ্ণে কোলে কবি।
নিজ গুণে আবস্থিলা রাধিকা সুন্দরী ॥
অবনীতে জাহ্নবী জন্মিলা যার পায়।
সে জন গোপিনী কোলে নাচিয়া বেড়ায় ॥
পূর্ণ রসে লিখিল সমুখে দান খণ্ড।
ভাঙ্গা নায় রাধা কামু তরঙ্গ নিখণ্ড (৪) ॥
অনিল তরঙ্গ লীলা যমুনার জলে।
রাধা কামু সহিত তরণীখান দোলে ॥
পরাণে আকুল বড় রাধা ঠাকুরাণী।
তরঙ্গে তরঙ্গ লীলা কৈল চক্রপাণি ॥
অক্রূর সংবাদ কিছু লিখিয়াছে আর।
বলরাম সমুরারি চিত্র লেখা সার ॥
কৃষ্ণ লোএ (৫) অক্রূর চড়িল্যা নিজ রথে।
আনন্দে করিল যাত্রা মথুরার পথে ॥

---

(১) যাহার একশত স্থরী (লহরী) আছে। (২) বড়।
(৩) সম্পূর্ণ রাসলীলা চিত্রিত।
(৪) অখণ্ড (পূর্ণ) তরঙ্গ। (৫) লয়ে।

গোপস্ত্রী সকল কান্দে ব্যাকুল হইয়া।
কেহ বা কদম্ব-ডাল রহিল ধরিয়া॥
কাঁচলি উত্তর চালে লিখি পক্ষী সব।
খএর খুরঙ্গ লেখা সারস সরব॥
টুলকুচি টেসকলা টিয়া রাঙ্গামুখী।
কোকিল খঞ্জন ঘুঘু চিল কাক পাখী॥
কুহরি কচল বক লিখ্যা বুড়ি পাঁচ।
মাছরাঙ্গা সদাই উড়ে মুখে যার মাছ॥
ফিঙ্গা চোটুই বাদুড় লিখিল গাঙ্গচিল।
রামশাক্কী (১) উড়ে যায় সাক্ষাৎ অনিল (২)॥
পাঁচ বুড়ি লিখিল সমুখে কাদা-খোঁচা।
কদম্ব কোটরে বস্যা মাথা নাড়ে পেঁচা॥
অপূর্ব্ব কাঁচলিখান বিশেষ লিখিল।
বারুই বোউকে আনি রামধনী তা দিল॥
কাঁচলি পরিয়া রামা লাগিল হাসিতে।
লাফিয়া লাফিয়া যায় লাউসেনে ভেটিতে॥
অবশেষে অপূর্ব্ব অম্বুজ পরিধান।
নূপুর চরণে দিয়া ধীরে ধীরে যান॥
শ্রীধর্ম্মের পদ মকরন্দে যার কর।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের কিঙ্কর॥

ন্যাশ বেশ নয়ানী করিল কুতূহলে।
লাউসেনে ভেটিতে আনন্দে রামা চলে॥
গড়া মালা হাতেতে কস্তূরী গুয়া পাণ।
উপহার অপূর্ব্ব ঔষধ বড় টান॥
শুভক্ষণে সুন্দরী বাহিরে দিল পা।
ঘরে বলে শিশু কথাকারে যায় মা॥
এত শুনি হল্য যেন অনলের কণা।
ঐমনি (৩) ছেলের গালে মারিল দুই ঠোনা॥
পাছু গোড়াইল (৪) শিশু ঘরে নাহি থাকে।
দুগ্ধের ছাওয়াল শিশু নিল রামা কাখে॥

---

(১) রামশালিক।
(২) প্রত্যক্ষ বায়ুর ন্যায় উড়িয়া যায়।
(৩) অমনি।
(৪) সঙ্গ লইল।

সেনের নিকটে শীঘ্র চলিল নয়ানী।
মনে শঙ্কা পথে পাছে দেখে ননদিনী ॥
মনের গুমানে চলে পথে নাই দেখা।
শ্রীরাম সম্ভাষে যেমন আইল শূর্পণখা ॥
বাহির মহলে গিয়া দিল দরশন।
তরুতলে লাউসেন কর্পূর তপোধন (১) ॥
দুই ভাই বসিয়া আছেন তরুতলে।
রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ সর্ব্বলোকে বলে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যেন দেবচূড়ামণি।
হেন কালে মধ্য পথে দাণ্ডাএ নয়ানী ॥
রূপের ছটায় তার বিদ্যুৎ খেলিল।
সুবর্ণ প্রতিমা যেন সমুখে দাণ্ডাইল ॥
লাজ খেএ নয়ানী যে লাগিল কহিতে।

*   *   *   *

মালা পরে গলায় চন্দন মাখা গায়।
তোমার মুখ দরশনে জগৎ জুড়ায় ॥
কপট ঘুচায়ে আজি দিবে পরিচয়।
কিবা নাম কুন জাতি কহ মহাশয় ॥
এখন আমার মতি ঘরে নাই স্বামী।
পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাব আমি ॥
মাতা রঞ্জাবতী পিতা কর্ণ বীরবর।
নিজ নাম লাউসেন ময়নাগড় ঘর ॥
রাজা গৌড়েশ্বর মেসো মহাপাত্র (২) মামা।
গৌড় সহর যাব পথ ছাড় রামা ॥
দাখিল হইল গিয়া রাজার নগর।
কালি গিয়া ভেটিব পঞ্চম গৌড়েশ্বর (৩) ॥

---

(১) কর্পূর লাউসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর নহে)। কর্পূরের চরিত্র নির্ম্মল ছিল, এজন্য তাহাকে তপোধন বলা হইয়াছে।

(২) মহাপাত্র মাহুদা লাউসেনের মামা এবং চির-শত্রু।

(৩) "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্ব-প্রধান রাজা গ্রহণ করিতেন। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল এই পঞ্চ রাজ্য "পঞ্চগৌড়" নামে খ্যাত ছিল। আমাদের গৌড়েশ্বরগণের অনেকেই এই গর্ব্বিত-উপাধি-ভূষিত ছিলেন।

নয়ানী সুন্দরী বলে বেলা অবশেষ।
কালি তোমার সহিত যাইব গৌড়দেশ ॥
এই দেশের প্রকৃতি আমি ভাল জানি।
আজি বিলম্ব কর ময়নার গুণমণি ॥
ঘরে নিব টাকা কড়ি প্রবাল কাঞ্চন।
তোমারে সকলই দিব শুন প্রাণধন ॥
তরুলতা হইয়া থাকিব এক ঠাঁই।
নিকুঞ্জ কাননে জেন চঞ্চল কানাই ॥
বড় সুখে রজনী বঞ্চিব বাস-ঘরে।
কোপুর হইবেক আমার সাধের দেয়রে (১) ॥
সাধ করি সদাই বলিব প্রিয়বাণী।
খেতে দিব ক্ষীর খণ্ড ওলা লাড়ু (২) চিনি ॥
কুসুম-শয়নে তুমি পোহাইবে নিশি।
আইস্য গিয়া দুই জনে বিরলেতে বসি ॥
অহল্যার মতন আমি দুশ্চারিণী নই।
সাধ যায় বিরলে বসিয়া কথা কোই ॥
তুমি আমার ধন প্রাণ কুল শীল।
তোমা বিনে প্রাণ না রাখিব এক তিল ॥
ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত।
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥
কি করিব পাণ গুয়া শীতল চন্দন।
গৃহস্থের বাড়ী আমি না যাই কখন ॥
শিশুকাল হৈতে আমি ধর্ম্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম্ম-একাদশী ॥
শনিবারে পারণাতে ভক্ষ্য ভোজ্য খাই।
ধর্ম্মের সেবক হয়্যা সুখ নাহি চাই ॥
বৈশ্য-বাসের কুলে নাই আমিষ্য ভোজন। (৩)
ধর্ম্ম বিনা অধর্ম্ম আমি না করি কখন ॥
আপনার জনমে কভু তৈল নাই মাখি।
নিশিযোগে দুই ভাই কদম-তলে থাকি ॥

---

(১) দেবর। (২) মিছরীর নাড়ু।

(৩) বৈশ্যগণের কুলে আমিষ ভোজনের প্রথা নাই। এই অর্থ ঠিক হইলে, এখানে লাউসেন নিজকে বৈশ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

প্রবাসে কদম্বতল রতন-মন্দির।(১)
গোপীগণ যার তলে উলঙ্গ শরীর॥
পথ ছাড় পরম সুন্দরী তুমি রাণী।
মনুষ্য জনমের সুখ আমি নাহি জানি॥
হরীতকী বয়ড়া কেবল গুয়া পাণ।
কি দিব দুঃখের লেখা পরাধীন প্রাণ॥
পরের মন্দিরে আমি বাসা নাই লই।
পরের পতিনী সঙ্গে কথা নাই কোই॥
পথ ছাড় পথিনী ছাড়িয়া দেহ গণ (২)।
কুলবতী কন্যা তুমি এ কায কেমন॥
এমন বএসে জান এত বড় কলা।
তোমার নিকট যেমন আমি শিশু বালা॥
বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পঞ্চরসে।
বাসি ফুল কমলে ভ্রমর নাহি বৈসে॥
ঘরে গিয়া সেবা কর শ্বশুর শাশুড়ী।
সদাই স্বামীর সেবা করতে না করিবে তেড়ী॥
তোমার সমুখে বলিব আর কি।
কুরঙ্গ-নয়নী তুমি কুলীনের ঝী॥
বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা দুঃখ।
জন্মাবধি নাই দেখি অসতীর মুখ॥
অসতী লোকের সঙ্গে করিয়া আলাপ।
একথা বলিলে পুন জলে দিব ঝাঁপ॥
এত শুনি নয়ানী কোটুর (?) নাহি হয়।
কোপুরের কথা শুনি মনে লাগে ভয়॥
লাউসেনে গর্জ্জিয়া মাগী বলে বিপরীত।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥

মনে কর ধর্ম্মের তপস্বী আমি বড়।
ইন্দ্রকে চাহিয়া তুমি কত গুণে বড়॥
কুন অপরাধে হৈল্য সহস্রলোচন।
অঞ্জনা দেখিয়া কেন ভুলিল পবন॥

---

(১) প্রবাস-কালে কদম্ব-বৃক্ষের তল আমার নিকট রত্ন-মন্দিরের তুল্য। (২) স্বগণ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ কর্পূরকে।

দ্রুপদনন্দিনী ছিল বাথানিয়া গাই। (১)
যার পতি বলিত পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
অহল্যার বারতা শুনেছি রামায়ণে।
পরিণামে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-চরণে॥
এমত বিস্তর আছে কত দিব লেখা।
নয়ন পূরিব রায় রূপ হৈলে দেখা॥
তোমায় আমায় বিস্তর করিব ন্যাশ বেশ।
এইরূপে আনন্দে বুলিব নানা দেশ॥
সেই বেশে বিরলে বঞ্চিব দুই জনে।
সরস তাম্বূল দিব কর্পূর সমান।
শচী দেই যেন হে ইন্দ্রের মুখে পাণ॥

ধর্ম্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী—১৫৪৭ খৃঃ।

এই কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমরা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি।

মেঘ-বর্ণন।

[উদ্ধৃত অংশের অনুস্বারগুলি শুধু গীতির ঝঙ্কার উৎপাদনের জন্য,— ইহাকে কেহ সংস্কৃতের অপভ্রংশ মনে করিবেন না। গায়নের তাল-লয়-বিশিষ্ট মধুর কণ্ঠস্বরে এই অনুস্বারগুলি ঝঙ্কার একরূপ মন্দ শুনায় না।]

আজ্ঞা পেয়ে শর্ম্মী (২) হয়ে সমীরণ মেঘং।
চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং॥
গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ করে কুল কুলং।
চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং॥
শিলকণা ঝন্ ঝনা পড়ে অনিবারং।
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং॥
অবিরল সদাক্ষণ তড়িৎ প্রকাশং।
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং॥
ত্রিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোকং।
সবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাকং॥

---

(১) বাথানের গরু। হেমন্তকালে মাঠে গরু রাখিবার যে ঘর করা হয় তাহাকে 'বাথান' বলে। এই শব্দ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাওয়া গিয়াছে। (২) সুখী।

ভূশবার একাকার নদনদী খাতং।
মেঘ সব করে রব সুখোচিত চিত্তং॥
হৃদি মাঝে ধর্ম্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং।
সদা ভণে ভাবি মনে দ্বিজ মাণিকং॥

কালু সরদারের নিকট গৌড়াধিপের ভাট।

বাহির মহলে বসেছে বীর (১)।
ধরণী উপরে ধনুক তীর॥
শিরে রণটোপ সুচেল (২) গাএ।
খাসা মকমলী পাদুকা পাএ॥
ঘন গোঁফে তারা ঘুরাএ আখি।
পদ্মপত্রে যেন খঞ্জন পাখী॥
মুখে ঘোরতর গভীর ডাক।
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক্॥
করে কলস্বরে কবিতা পাঠ।
বলে রাজ্যাঁ গৌড়ে ঘর রাজার ভাট॥
আছেন যেখানে অনন্তরূপা।
কালু বীরে কালী করুন কৃপা॥
বিরলে বলিব বিশেষ কথা।
শুনে সিংহ কালু নুয়াল (৩) মাথা॥
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে।
নিঃশঙ্ক হইয়ে নিকটে বসে॥
বসিতে আসন দিলেক বীর।
যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে বীর॥
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত।
মাণিক রচিল মধুর গীত॥

---

(১) কালু ডোম।

(২) সুন্দর বস্ত্র।

(৩) ময়নাগড়ের অধিপতি লাউসেন গৌড়েশ্বরের অধীনস্থ রাজা। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম এই জন্যই গৌড়াধিপের নাম শুনিয়া মাথা নোয়াইল।

লাউসেন অপূর্ব্ব তপস্যার বলে হাকণ্ডে যাইয়া সূর্য্যদেবকে পশ্চিমে উদিত হইতে বাধ্য করিয়াছেন; লাউসেনের মাতুল এবং তাঁহার চিরশত্রু মহাম্মদ (মাহুদ্যা) একথা অবিশ্বাস্য বলিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টা ও তাহার ফলাফল নিম্নের উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে।

হরিহর বাইতির সাক্ষ্য।

মন দিবে মহারাজা মধুর বচনে।
ভাল ছাড়া মন্দ নাহি ভাগিনার সনে॥
তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয়।
আমি বলি যত কিছু মিথ্যা সব কয়॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি।
পরাশর পুলস্ত্য পুরাণে নাম শুনি॥
কঠোর তপস্যা করে জরাজীর্ণ দেহ।
পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেহ॥ (১)
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এল।
তবে সত্য মিথ্যা নয় তুমি যদি বল॥ (২)
নৃপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম।
মহামদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম॥
প্রহ্লাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজারে।
পুরাণ পড়িয়া থাকে প্রতি শনিবারে॥
আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিখা।
দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখা॥
সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি।
ভুলে গেল ভূপতি ভণ্ডের কথা শুনি॥
সেন কন সত্য ধর্ম্ম অসত্য বিপক্ষী।
হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী॥
দক্ষিণ দুয়ারে দিত দুসন্ধ্যা ধুমুল। (৩)
পশ্চিম উদয় হলো হাকণ্ডের (৪) কুল॥

রাজমন্ত্রী মাহুদ্যার উক্তি।

রাজার প্রতিবাদ।

---

(১) কেহই সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইতে পারেন নাই।

(২) আপনি যদি বলেন ইহা সত্য, তবেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

(৩) দক্ষিণ দ্বারে দুই বেলা ঢাক বাজাইত।

(৪) হাকণ্ড কোন নদীর নাম বা দেশের নাম, বলা যায় না। এই শব্দ "সপ্তখণ্ড" শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। এই স্থান হইতেই লাউসেন পশ্চিমে সূর্য্যোদয় দেখাইয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ "হাকণ্ড পুরাণের" দোহাই দিয়া থাকেন।

তখন মাহুদ্যা কয় তবে হলো ভাল।
এক বৎসরের দ্বন্দ্ব এক দিনে গেল॥
রাজা কয় সাক্ষী যদি আছে হরিহর।
আনাও এখন পাত্র (১) শুনি অবান্তর (২)॥

হরিহরের সাক্ষ্য।

পাত্র কয় পৃথ্বীনাথ পড়ে গেল মনে।
বাইতির বাপের শ্রাদ্ধ বুধবার দিনে (৩)॥
প্রভাতে উঠিয়া গেছে পুরোহিতের বাড়ী।
লেখা কবে দিয়া গেছে খাজনার কড়ি॥
যাতায়াতে গত দিবা যে কালে দুপর।
প্রভাতে বুঝিব কালি ফিরে এলে ঘর॥

লাউসেন বন্দী।

লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে।
যা হয় হবেক কালি হুজুর দরবারে॥
এত কয়ে উঠে গেল আনন্দে তখন।
রাজার ভাণ্ডারে গিয়া দিল দরশন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন চিত্তের কৌতুক।
বাইতি বেটার আগে বন্ধ করি মুখ॥
ধনে হতে ধর্ম্ম হয় ধনে হতে যশ।
বসু দিয়া ব্রহ্মাকে করিতে পারি বশ॥
কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে।
আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জ্জনে॥
দুশত লইলা টাকা দ্বাদশ মোহর।
করধা লইয়া এলো বাইতির ঘর॥
হরিহর ঘরে বসে হরিগুণ গায়।
পাত্র মহামদ এল দেখিবারে পায়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈল সম্ভাষ বিনতি।
কোথাকে করিছ যাত্রা কহ মহামতি॥
মহামদ কয় ভাই আছে মনস্কাম।
হাকণ্ড হইতে কবে এলে নিজ ধাম॥
ধনে হতে ধর্ম্ম ভাই ধনে হতে ঝাকা।
দ্বাদশ মোহর লও দুইশত টাকা॥

---

(১) লাউসেনের মাতুল এবং গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ গৌড়ের মহাপাত্র ছিলেন।

(২) এখানে এই শব্দের অর্থ 'আনুপূর্ব্বিক' বলিয়া বোধ হয়।

(৩) তখনই হরিহরকে ডাকিলে পাছে সে সত্য কথা বলিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় মাহুদ্যা একদিন হাতে রাখিল।

জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সত্যচয়।
এই কণ্ড দেখি নাই পশ্চিম উদয়॥
মহত্ত্ব আমার থাকে মিথ্যা সাক্ষী দিলে।
গজমণি মুকুতা হার পরাইব গলে॥
যত কাল গোউড়ে থাকিবে তোর বংশ।
পালন করিব আমি করে নিজ অংশ (১)॥
ধন পেয়ে হরিহর ধর্ম্ম-পথ ছাড়ে।
মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে রাজার নিয়ড়ে॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে সুনিশ্চয়।
সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাপ হয়॥
এখন হইল তুষ্ট মাহুত্তা পাত্তর (২)।
ফিরে এসে বসে পুনঃ দরবার ভিতর॥

হরিহর বাইতিকে অর্থের প্রলোভন প্রদর্শন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত।

কোটালে কহিল ডেকে কর এই কায।
হরিহর বাইতিকে আনিবি সভা-মাঝ॥
আজ্ঞায় কোটাল ধায় অনিল-গমন।
বাইতির ভবনে গিয়া দিল দরশন॥
তলপ রাজার তোকে তূর্ণগতি আয়।
বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব রায়॥
হরিহর কয় ভাই হবে সাবধান।
এক লক্ষ নিয়ম করেছি হরিনাম॥
শেষ নাম সাঙ্গ হকু সাক্ষীর হর্জ্জুত।
দুয়ারে কোটাল বসে যেন যমদূত॥
বাইতির বনিতা তার আখ্যান (৩) বিমলা।
সত্যবতী যুবতী নৌতন চন্দ্রকলা॥
সুবর্ণ গর্গরী লয়ে সুবেশী সুন্দর।
জল আনিবারে গেল জয়-সরোবর॥
মিথ্যা সাক্ষী হরিহর দিবেক অচল।
স্বর্গে তাহা শুনি সপ্ত পুরুষ বিকল॥
জয়-সরোবর ঘাটে আকুল জীবন।
উচ্চস্বরে ক্রন্দন করয়ে সাত জন॥

সপ্ত-পুরুষের শোক।

(১) নিজ অংশ=স্বগণ। (২) পাত্তর=পাত্র। মহামদ (মাহুত্তা) গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র। (৩) নাম।

কেহ বলে হায় হায় কি হলো প্রলয়।
স্বর্গ তেজে (১) সপ্তম পাতালে যেতে হয়॥
কেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে।
সকল সফল হবে বিফল করিলে॥
বিমলা তা দেখে কয় বিনয় বচন।
কহ সবে কেন কান্দ কিসের কারণ॥
বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয়ে হাত।
নরকে লইতে চায় তোর প্রাণনাথ॥
তুমি বাছা পুণ্যবতী ধর্ম্ম-পরায়ণা।
স্বর্গে যাই যদ্যপি স্বামীকে কর মানা॥
তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার।
ভগীরথ কৈল যেন কুলের উদ্ধার॥
ধন-লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় মূঢ়মতি।
সপ্তম পুরুষ তার যায় অধোগতি॥
বচন বলিল যেন পদ্মের পীযুষ।
এই দেখ বর্ত্তমান সপ্তম পুরুষ॥
পরিচয় দিয়া তারা যায় যথাস্থান।
বিমলা শ্বশুর কুলে করিল প্রণাম॥
সোণার গর্গরী তবে ভাসায়ে কমলে।
আলয় প্রবেশে রামা আউদড় (২) চুলে॥
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে।
কি হলো কি হলো বলে উচ্চস্বরে কান্দে॥

বিমলার অনুনয়।

সুবিহিত শুন নাথ সবিনয় বাণী।
কি ছার ধনের লেগে ধর্ম্মে দিবে কালি॥
ধন কড়ি মাল মাত্তা বিফল সকল।
সপ্তম পুরুষ আজি যান রসাতল॥
স্বর্গবাস তেজে তারা সবিকল সভে।
মিথ্যা সাক্ষী দিও নাই মনস্তাপ পাবে॥
হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ।
চৌরাশী নরকে নাথ করিবে নিবাস॥
মিথ্যা বলে যুধিষ্ঠির মাধবের বোলে।
অশ্বত্থামা পড়িল প্রথম রণস্থলে॥

---

(১) ত্যাগ করিয়া। (২) আলুলায়িত।

যে কালে হইল স্বর্গ-সভায় গমন।
কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দর্শন॥
মিথ্যা হতে মুক্তি নাই মনে বুঝে দেখ।
ধন ধরা ধার্য্য নয় ধর্ম্মপথ রাখ॥
ন হেতু ধিক্কার দেহজ ধ্বংস হলো।
শত কোটি সোণা রেখে সন্তাপন মলো॥
পরিণামে পরদ্রোহীর পার নাই।
মিথ্যা কথা কহিলে কলুষ সর্ব্ব ঠাঞি॥
পরহিত করিলে পরম পদ পায়।
অন্তকালে উদ্ধার করেন কৃষ্ণ রায়॥
হরিহর কয় তবে হরিমুখি শুন।
অর্থ বিনা পুরুষের অসার জীবন॥
হার দিব হয় গ্রীবে হাতে হেম-চুড়ী।
পরিবে পরম সুখে পট্টময় শাড়ী॥
বনিতার বচন বাইতি নাহি মানে।
মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায় ধনের কারণে॥
চমৎকার ত্রিভুবন চঞ্চল বাসুকি।
মলিন হইল সূর্য্য মহোৎপাত দেখি॥
বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন।
রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন॥
পুনরপি হরিহরে পৃথিবীনাথ (১) কয়।
কি দেখেছ সত্য কথা কহিবে নিশ্চয়॥
মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে বাইতির মন।
[illegible] উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ (২)॥
দক্ষিণ [illegible] আমি দিতাম ধুমুল।
পশ্চিম উদয় হলো হাকন্ডে [illegible]॥
লাউসেন নিয়ম করিল নবখণ্ড।
ত্রিকাঠা উপরে কেটে দিয়াছিলা মুণ্ড (৩)॥

হরিহরের স্বীয় স্ত্রীকে লোভ প্রদর্শন।

হরিহরের সত্য সাক্ষ্য প্রদান ও লাউসেনের পুরস্কার।

---

(১) গৌড়েশ্বর।

(২) মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর কাতরোক্তি স্মরণ করিয়া তাহার মতের পরিবর্ত্তন হইল।

(৩) লাউসেন তিনটি কাষ্ঠের উপর নিজের মুণ্ড কাটিয়া ধর্ম্মকে উপহার দিয়াছিলেন। এই তপস্যার ফলে সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইতে সম্মত হন।

বার জন ভক্ত মৈল দ্বাদশ আমিনি।
এই সত্য ধর্ম্ম কথা এই আমি জানি ॥
স্মরিয়া সেনের গুণ সারি শুক মল।
মনোরাম কপিলা কমলে ঝাপ দিল ॥
মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিনু আমি।
অপরঞ্চ ইহার অধিক নাই জানি ॥
পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত সবে।
লাউসেন আমার সাক্ষী রাখিলেন তবে ॥
এত শুনে নৃপতির অঝোর নয়ন।
কোলে করে লাউসেনে নাচেন তখন ॥
সভাজন সবে তারা সবিনয় বলে।
ধার্ম্মিক শরীর সেন ধন্য রসাতলে ॥
অর্জ্জুনের সারথি সারথি যার সদা।
কি কবিতে পারে তায় কোটি মহামদা ॥ (১)
সত্য সাক্ষী দিয়া হরিহর গেল ঘর।
মাহুত্থার বুকে জেন পড়িল বজ্জর (২) ॥
অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অনুমান।
বলে বাইতি বেটার আজি বধিব পরাণ ॥

মন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজার নিকট রাজভাণ্ডারে চৌর্য্যের কথা নিবেদন।

সবংশে নাশিব লয়ে নিব ঘর গারি।
ভূপে কয় ভুবন-ভাণ্ডারে গেছে চুরি ॥ (৩)
সিন্ধুক সহিত গেছে দুইশত টাকা।
অপর যে কিছু তার শেষ দিব লেখা ॥
আর গেছে এক দফা দ্বাদশ মোহর।
কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর (৪) ॥
চোর ডাকাতের সনে করেছি সিদারি (৫)।
এত লোক থাকিতে তোমার ঘরে চুরি ॥
রাত্রি দিন রস-রঙ্গ রমণীর সনে।
ফিরে নাই সহর ফিকির এই মনে ॥

---

(১) যার সহায় স্বয়ং কৃষ্ণ, কোটি মাহুত্তা তাহার কি করিতে পারে?

(২) বজ্র। (৩) রাজাকে জানাইল যে ভাণ্ডারে চুরি গিয়াছে। "ভুবন-ভাণ্ডার" রাজ-ভাণ্ডারের নাম হওয়া সম্ভব।

(৪) কোটাল স্বাধীন (স্বতন্তর) হইয়াছে অর্থাৎ রাজাদেশ মান্য করে না।

(৫) সৌহার্দ্দ্য।

কোপ হলো রাজার কোটালে কয় ডেকে।
আমার ভাণ্ডারে চুরি এত লোক বেছে (১) ॥
কোটাল তখন কয় করুণা বচন।
চারি দিন করিমু চোরের অন্বেষণ ॥
বলি যদি চোর হয় বলে ছলে বুঝে।
প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পেঁজে (২) ॥
অস্তিক অগস্ত্য হকু অথবা দুর্ব্বাসা।
ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশা ॥
ধাইল কোটাল সঙ্গে নিজ অনুচর।
প্রবেশ করিল আগে পঞ্চম সহর ॥
কালচক্র কোটাল সে কোটি বুদ্ধি ধরে।
সন্ধান করিয়া বুলে সভাকার ঘরে ॥
বিশাশয় গঞ্জ পাতা বাইশ বাজার।
একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥
বাইতির পাড়ায় পড়িল গিয়া ডঙ্কা।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শুনে হলো শঙ্কা ॥

কোটালের প্রতি শাসন ও চোরধরার চেষ্টা।

করতার পাদ-পদ্ম করেছি ভরসা।
ও রাঙ্গা চরণ পাব এই মনে ভরসা ॥ ধুয়া ॥
হরিহর ঘরে বসে হরিনাম করে।
দ্বিবাহু দণ্ডক দূত (৩) দাণ্ডায় দুয়ারে ॥
কালচক্র (৪) কোটাল ধনের গন্ধ পায়।
চঞ্চল লোচনযুগ চারিপানে চায় ॥
ধন কোলে হরিহর ধর্ম্মকে ধিয়ান।
বলে এইবার রক্ষা কর স্বরূপ নারায়ণ ॥
অনুমানে কোটাল ধরিল তার চুলে।
দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায় গলে ॥
আথালি পাথালি মারে বন্দুকের হুড়া।
পরিধান বসন ভূষণ হলো গুঁড়া ॥

হরিহর ধৃত।

---

(১) বাছিয়া। (২) কৌশলক্রমে।
(৩) দ্বিবাহু আর দণ্ডক এই নামধেয় দুই দূত।
(৪) কোটালের নাম কালচক্র।

হরিহরের শূলে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ।

ছম দাম বরিষে মুষলধারে কিল।
নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল॥
বিস্তৃত কাঁকালে দড়ি দড় করে ধরে।
দাখিল করিয়া দিল রাজার দরবারে॥
দ্বাদশ মোহর টাকা দিলেক সকল।
কোটাল বক্সিস পাইল কর্ণের কুণ্ডল॥
মনে সুখী মহামদ মহীনাথে কয়।
বাইতি বেটা চঞ্চল চোরের গুরু হয়॥
ধর্ম্ম গেল কর্ম্ম হতে ধন্ধ হলো কলি।
দারুণ চোরের শাস্তি দিতে হয় শূলি (১)॥
হুকুম দিলেন রাজা না করে বিচার।
গাছ কেটে গঠে শূল গোবিন্দ কামার॥
আট হাত উচ্চ রাখে সূক্ষ্ম করে অগ্র।
হরিহর বাইতি হইল দেখে ব্যগ্র (২)॥
অনিবার অশ্রুধারা পড়ে বুক বেয়ে।
(বলে) কেন কৃষ্ণ হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়ে॥
ভৈরবীর তীরে প্রস্তুত করে শূলি।
চোরে লয়ে চলিল কোটাল মহাবলী॥
রাজা পাত্র চলিল যতেক সভাজন।
ভৈরবীর কূলে এসে দিল দরশন॥
কালচক্র কোটালে কহিল মহামদ।
এ কতিল রাখ নয় তস্কর আপদ (৩)॥
কোটাল এতেক শুনে কথদূরে চলে।
সকাতরে হরিহর সবিনয় বলে॥
বিফলে জনম গেল বিষয়ে বিফল।
উদর পূরিয়া আজি খাই গঙ্গাজল॥
কোটাল এতেক শুনে করুণা বচন।
দয়া ভেবে ছুই দণ্ড কৈল বিলম্বন॥
ভৈরবী গঙ্গার জলে নামে হরিহর।
আগুলে রহিল দূত দণ্ডক ছুক্কর॥

---

(১) শূল। (২) ব্যাকুল।

(৩) মহামদ (মাহুজা) কালচক্র কোটালকে বলিল, আপদ চোরকে এক তিল রাখাও উচিত নহে।

চিন্তামণি চিন্তিয়া চপলে কৈল স্নান।
সিদ্ধবিদ্যা জপ করে হয়ে সাবধান॥
সজল নয়নে কবে সবিনয় নতি।
এমন সময়ে কোথা অর্জ্জুন-সারথি॥
শুনেছি মহিমা-গুণ গজেন্দ্র মথনে।
ব্যাধকে করিলে দয়া বিয়োগ বিপিনে॥
ভক্তজনার ভক্তিভাবে ভক্ত অনুসারে।
গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে বাম করে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে বসে দেখে নারায়ণ।
যদ্যপি আমার হয় অকাল মরণ॥
তোমা ভজে এতদিনে এই হলো গতি।
যা কর এখন কৃষ্ণ কমলার পতি॥
এতেক করিল স্তব অঝোর নয়ন।
বৈকুণ্ঠে ধর্ম্মের তথা টলিল আসন॥
অল্লুক (১) না সহে ভার অখিল চঞ্চল।
ধিয়ানে জানিল ধর্ম্ম ভকতবৎসল॥
হনুমানে কন ডেকে হের শুন বাপু।
রাম অবতারে তুমি রাবণের রিপু॥
সমুদ্র বাঁধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
অবনী গৌউড় ভূমি (২) চল একবার॥
কলিযুগে বার মতি (৩) প্রকাশ হইল।
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এলো॥
সরস্বতী অনুকূলা সভার ভিতর।
সত্য সাক্ষী দিয়াছে বাইতি হরিহর॥
মাহুত্যা প্রবন্ধ (৪) করে দিতে চায় শূলি।
তা হলে ধর্ম্মের নামে ত্রিভুবনে কালী॥
রথ লয়ে যাও বাছা অভয় পুষ্কর।
আন গিয়া হরিহরে আমার ঘর॥
প্রভু-বাক্যে পুলকিত পবন-নন্দন।
রথ লয়ে অবিলম্বে অবনী-গমন॥
কিরূপ ধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
ঐরাবতে চাপিয়া চলিল দেবরায়॥

হরিহরের ভগবানকে স্তুতি।

হরিহরের স্বর্গারোহণ।

(১) উল্লুক (পেচক), ধর্ম্মের বাহন। (২) পৃথিবীতে গৌরদেশে।
(৩) বার পালা। (৪) কৌশল।

অরুণ বরুণ বায়ু আদি চতুর্ম্মুখ।
দেবতা সকল জানে দেখিতে কৌতুক ॥
হনূমান আগুয়ান হরষ অন্তর।
লুকালেন রথখান মেঘের উপর ॥
হরিহর এখানে ভৈরবী গঙ্গাতটে।
একাঞ্জলি উদক অশন করে উঠে ॥
চঞ্চল কোটাল-চর চারিদিকে ধায়।
কেহ ধরে হাতে পায় কেহ বা গলায় ॥
উচ্চৈঃস্বরে আকর্ণ অভেদ শূলি দিতে।
শূন্যে তুলে হনূমান বসালেন রথে ॥
ইন্দ্র করে পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে বিভোল।
জগৎ সংসার যুড়ে জয় জয় রোল ॥
স্বর্গ গেল হরিহর সবে এই কথা।
মনস্তাপে মহামদ হেট কৈল মাথা ॥
অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অনুমান।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান ॥

এক চিন্তা করিতে অশেষ চিন্তা উঠে।
যাদৃশী ভাবনা করি যথাকালে যুটে ॥
সুবিহিত শুন রাজা সুযোগ বিচার।
এই শুনি আপনি ঈশ্বর অবতার ॥
না হলে বাইতি বেটা মরে যেত ঠায়।
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বেটা সকায় স্বর্গ যায় ॥
যে কালে শূলির গাছ কেটেছে কামার।
মাহেন্দ্র-যোগের কিছু ছিল অধিকার ॥
সত্য মিথ্যা সাক্ষাতে বুঝিব সমুদয়।
না দিয়াছে লাউসেন পশ্চিমে উদয় ॥
বড় বেটা আমার বিনোদকান্ত রায়।
এই শূলে চাপালে সকায় স্বর্গ যায় ॥ (১)
রাজা কয় ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ।
বিচার করেছে ভাল বিলম্বে কি কায ॥

(১) মাহুদ্যা বলিল যে, মাহেন্দ্রক্ষণে শূলের কাঠ কাটা হইয়াছিল, ইহাতে আমার বড় পুত্র বিনোদকান্তকে চড়াইলে সে সশরীরে স্বর্গে যাইবে।

সীতারাম দাস—১৫৯৭ খৃঃ।

লাউসেন গৌড়েশ্বর-কর্তৃক কামরূপ (কাঙুর) বিজয়ে নিযুক্ত। ডোম জাতীয় কালু সর্দ্দার লাউসেনের প্রধান সেনাপতি। লাউসেনের আদেশে কালু কাঙুর-গড়ে প্রবেশপূর্ব্বক রাজা কর্পূরধলকে পরাজয় করিয়া স্বীয় প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৭৩—৪৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কালু সিংহ বলে শুন লাউসেন ভূপ।
এখনি জিনিঞা রাজা দিব কামরূপ॥
কামরূপ জিনিব এখানে থাক তুমি।
মায়া কর্যা গড়খান প্রবেশিব আমি॥
এত বলি প্রণাম করিল রাজ-পায়।
কাঙুর-গড় জিনিতে সর্দ্দার বংশ যায়॥
অঙ্গদ চলিল যেন ভৎসিতে রাবণে।
দণ্ডবৎ করে বীর দুর্গার চরণে॥
ব্রহ্মপুত্র দুকূলে আকুল বয়্যা যায়।
ছড়াইল সনমুণ্ড (?) কাটারি বীর তায়॥

কালুর দেবীপূজা।

শুকাইয়া গেল সব গণ্ডকীর নীর।
পার হয় দেখাল কালুসিংহ বীর॥
কুসুম-কাননে বীর করে দেবীর পূজা।
ডোমের পূজায় সুখী হল্যা দশভূজা॥

কামরূপে প্রবেশ।

প্রবেশ করিল বীর সমুখ দুয়ার।
যোজন প্রমাণ উচ্চ পর্ব্বত আকার॥
গড় দেখি সমুখে একাশী হাত থাওা।
সাড়ি গজ ঘোড়ার বলিতে নাঞি দাণ্ডা॥ (?)

বেত-গড়।

তারপর বেত-গড় ষাটি হাত খানা।
কেআ বনে দেখি কত পিব্যাসীর (১) থানা॥

গুয়া-গড়।

গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
সাত হাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে॥
লাখে লাখে কুম্ভীর মকর অবতার।
অই রূপ সাত গড় হয়্যা গেল পার॥

কামরূপের রাজধানী বর্ণন।

সহর দেখিতে প্রায় লোক রব শুনে।
দেখিল রাজার গোলা পরিপূর্ণ ধনে॥

---

(১) প্রবাসীর।

মনোহর সূক্ষ্ম মালা লয়্যা বুলে (১) মালী।
মোহন কামিনী সব বুলে কুলি কুলি॥
রসিক নাগর কত রসিক নাগরী।
চক্ষে চক্ষে তারা যেন প্রাণ করে চুরি॥
চুরি করি আঁচলে বান্ধিয়া যায় ঘর।

* * * * *

দুঞরে দুঞরে (২) কত নানা বর্ণ খগ।
পড়ায় পুছনি (৩) বস্যা খাটের মাঝগ॥ (৪)
পদ্মিনীর হাতে হাতে পুরট পঞ্জর (৫)।
নাসায় উজ্জ্বল সব পরেশ পাথর॥
ভুজঙ্গের মণি সব কনকে বেষ্টিত।
চকোরাক্ষ চান্দনী (৬) উপরে গায় গীত॥
কত গণ্ডা গুণী দেখে কত গণ্ডা দন্ত (?)।
কত কত অবলা সাধন করে মন্ত্র॥
সদাগর কত কত বেচে হাতী ঘোড়া।
নানা বর্ণ পাথর বসন ঢাল খাড়া॥
পণ্ডিত করিএ কত করেছে বিচার।
মঙ্গল বাজন পড়ে জয় জয়কার॥
পাব হয় সাত শয় (৭) বত্রিশ বাজার।
সুখ বই নাহি দেখি দুঃখের সঞ্চার॥
কামাখ্যার মেড় (৮) গিয়া পাইল ঈশানে।
ধর্ম্মমঙ্গল সীতারাম দাস ভণে॥

দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ।
বিনা বায় শঙ্খ বাজে দণ্ডীর নিশান॥
পাঁচ হাজার হাত উচ্চ দেউল গঠন।
পতাকা হাজার হাত ঠেকিল গগন॥

---

(১) ভ্রমণ করে। যথা বৈষ্ণব পদ—"আমার অঙ্গের সুবাস পাইলে। ঘুরে ঘুরে যেন ভ্রমরা বুলে॥"

(২) দ্বারে দ্বারে। (৩) পুছনি=যে জিজ্ঞাসা করে। এখানে দাসী। (৪) মাঝগ=মধ্যে। খট্টার মধ্যে বসিয়া দাসী পাখীগুলিকে পড়ায়। (৫) প্রবাল।

(৬) চন্দনা পাখী। (৭) শত। (৮) মন্দির।

বারগণ্ডা দেহারা (১) বাইশ গণ্ডা থানা। — দেবীর "মেড়"।
উত্তর দেউল দেখে যোগীদের থানা॥
ঈশানে ডাকিনী সাধে আপন সাধন।
কালু বীর সকল করেন নিরীক্ষণ॥
দেবীর দেউলে বৈসে পাতিয়া আসন।
ব্রহ্মার হাতের মালা জপে ঘনে ঘন॥ — কালুকে ব্রহ্মা (ভাসুর) ভ্রম করিয়া দেবীর পলায়ন।
ঘরে বস্যা ঈশ্বরী ব্রহ্মার মালা দেখে।
মালা দেখি কামরূপ রহে হেট মুখে॥
যেইখানে কর জাপ্য ব্রহ্মা সেই খানে।
ভাসুর ভরমে দেবী চায় চারি পানে॥
বীর বস্যা দুআরে পালাব কোন্ পথে।
সাত পাঁচ ভগবতী লাগিল ভাবিতে॥
চৌদিগ চাহিয়া দেবী হুহুঙ্কার ছাড়ে।
আচম্বিতে উত্তর দেহারা ভাঙ্গে পড়ে॥
লজ্জা পায়্যা গেল দেবী কৈলাসে অচল।
ঘন বন করে রাজ্য কাঁউর-মণ্ডল॥
উগ্রচণ্ডা পালাইলা দেখিয়া হনুমান। — রাজ্যের বিপদ।
কপূরধল রাজন হইল কম্পবান॥
হইল চকার শব্দ চমকিয়া পড়ে।
ভূমিকম্প হয়্যা গেল কাঁউরের গড়ে॥
গাছপালা নড়ে সব কাঁউরের ঘরে।
কামরূপে বড় হৈল মলিন অন্তরে॥
কামতার বিপদ হৈলে বর্ত্তমান।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া কোটাল বেগে ধান॥ — কোটালের অভিযান।
বিশাশয় (২) ঘোড়া সাথে তিন হাজার ঢালি।
নয় ক্রোশ কাঁউর লোকের কোলাকুলি॥ (৩)
কোটাল দেবীর মেড়ে দিল দরশন।
দুআরে বসি কালু পাতিয়া আসন॥
অভয়ার উত্তর দেয়াল ভাঙ্গ্যাছে। — দেবীর মন্দিরে।
ব্রহ্মচারী একজন তায় বস্যা আছে॥

---

(১) দেউরী। দ্বারের অপভ্রংশ। (২) একশত বিশ।

(৩) কোলাকুলি এস্থলে 'কোলাহল অর্থে' ব্যবহৃত হইয়াছে। নয় ক্রোশ জুড়িয়া লোকের কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল।

বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে মালা।
চক্ষু মুস্তা বস্তা আছে মায়াময় ভোলা (১)॥
সমাচার লৈতে কেহ আগে নাক্রি হয়।
মনে মনে ভাবেন কোটাল রামজয়॥ (২)
উগ্রচণ্ডা পাল্যাল দেখিয়া অমঙ্গল।
লঙ্কাপুরে এতদিনে লাগিল অনল॥
হনুমান গেলেন সাগর পার হয়্যা।
পোড়াল সোণার লঙ্কা সীতা সম্ভাষিয়া॥
ছেড়্যা দিল (৩) উগ্রচণ্ডা লঙ্কার দুআর।
সেই দিন হইতে লঙ্কায় মহামার॥
রাবণে নন্দীর শাপ সাক্ষাৎ হইল।
হেমপুরী মজিল সাগর বান্ধা গেল॥
পূর্ব্বকালে শুন্যা ছিল্যাঙ কাঁউরের কথা।
কশ্যপনন্দন আনে হবে বিতথা॥ (?)
তের ডোম সঙ্গে তার আগুন পাথর।
শুনিঞা ছিল্যাঙ তার মায়াময় ঘর॥
মায়াময় কোন জন মহাজন রিপু।
আগ লাইতে নারে কার চল দল রিপু॥
সমাচার লাগিলে রাজার ঘরএ।
কোন জন আজ্ঞায় সন্ধান লয় কে॥
বলিতে লাগিল কেহ ভয় দূর কর্য্যা।
কেহ কেহ পাছে রহে ঢাল খাড়া ধর্য্যা॥
মহাশয় আপনে এথানে কোন্ জন।
এমন হয়্যাছে কোন্ দেবীর আসন॥
কোন্ দেশ নিবাস এথানে কাজ কি।
বল দেখি কথা গেল হেমন্তের ঝী॥
বীর বলে কে জানে কথা গেল দেবী।
হেট মুখ হয়্যা আমি হরিগুণ ভাবি॥
আমি নহি এথানে চণ্ডীর রাখ-আল (৪)।
কে জানে কেমন রূপে ভাঙ্গিল দেআল॥

কালুর পরিচয় জিজ্ঞাসা।

---

(১) যেন মায়াময় ভোলানাথ।
(২) কোটালের রামের যুদ্ধ-জয় বৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল।
(৩) ছাড়িয়া দিল।
(৪) রক্ষা-কর্ত্তা।

এ কথা ধাবক (১) শুনিয়া বেগে ধায়। — রাজসভায় দূত।
সমাচার দিল গিয়া রাজার সভায়॥
সন্ন্যাসীকে বলে কিছু কোটালের বল।
রাজার আদেশ হল্য রাজসভা চল॥
বচন বলিছে কিছু কালু মহাতেজা।
এত ভুজ বল কোথাকার রাজা॥
তোর রাজা আস্থা মোর পশুক শরণ।
রক্ষণ করিব আমি জাতি কুল ধন॥
থানা দিয়া আছি (২) আমি গণ্ডকীর ঘাটে।
কাঁউব জিনিয়া কালি রাজা হব পাটে॥
কাঁউর সোণার লঙ্কা আমি হনূমান। — কালুর বিক্রম।
জাতি কুল যগুপি রাখিবি পরিণাম॥
এক দণ্ডে কর্যে দিব রাবণের কাত।
পূর্ব্বকালে অনেক কহিল রঘুনাথ॥
অঙ্গদের কথা যদি রাখিত রাবণ।
তবে কে যাইত যত তার ধন জন॥
বিভীষণ বুঝাইল দিল খেদাড়িয়া।

*　　*　　*　　*

কেহ বলে বান্ধা নেবে কি ভয় করম।
শ জন আগুলে সাক্ষাৎ যেন যম॥
ককালে দশজন ধরে তার হাতে।
লু বীরে দশ জন চায় উঠাইতে॥
আগুন সমান কালু ধরে দশ জনে।
বার চারি বেড়া-পাক দিলেক (৩) গগনে॥
এই রূপ পাথরে কাছাড় (৪) দেই তুল্যা।
পাক দিয়া মাটীর উপর দেই ফেল্যা॥
হাতী ঘোড়া উঠাইল কালু ডোমের গায়।
হাথের (৫) ধরিয়া কেহ হানিবারে যায়॥
ফেলা লাথি মারিতে রাউত (৬) পড়ে পাকে।
পাথর ছিল মাথার ভ্রূ উঠে নাকে॥

---

(১) দূত। (২) আমার সৈন্য-সংস্থান করিয়াছি।
(৩) চক্রাকারে ঘূর্ণন করিল।
(৪) আছাড়। (৫) হাতিয়ার=অস্ত্র। (৬) সৈন্য।

রাজসৈন্যের দুরাবস্থা।

আড়্যা কোট সমুদ্র কাটারি ধর‍্যা স্থানে। (?)
তেব পণ রাউত পড়িল সেই থানে॥
কাটা মাথা রাউতের নাচায় বাণ পবে।
ছুড়্যা দেই শকুনি গৃধিনী চঞ্চু চিরে॥
ভঙ্গ দিয়া সকল পালা উভরড়ে।
রক্তনাল বয়্যা গেল কামাখ্যার গড়ে॥
সমাচার পায়্যা রাজা করেন ভাবন।

*　　*　　*　　*

কপূর্রধলের যুদ্ধ সজ্জা।

সাজন করিতে বলে আপনার সেনা।
সাজ কর সমরে সন্ন্যাসী গিয়া হানা॥ (১)
বলিতে পড়িল গজে দামার নিশান।
কপূরধল মহারাজা করিছে সাজন॥
ধর্ম্মমঙ্গল সীতারাম বিরচন॥

যত সৈন্য সাজন করিছে আজ্ঞা পায়্যা।
আগুদলে অশ্বারোহী চলিল হাঁকিয়া।
ছয়ষষ্টী হাজার ঘোড়া সংহতি রাজার।
অনন্ত বসন্ত সাজে রাজার কুমাব॥
গজ পীঠে দামা পড়ে কুড়ি হাজার ঘোড়া।
রাম সিংহ সাজিল বিনোদ সিংহাড়া॥
চল্লিশ হাজাব সৈন্য হান হান ডাক।
যশোরূপ সাজিল কুমুদ রায় বাক॥
কাশীধল সাজিল বাজার সহোদব।
দুই গজে সাজ্যা যায় অনেক লস্কর॥
নাগরের বাজনে রাউত নাচো যায়।
কাহন কুঞ্জরে সাজে রাজরূপ রায়॥
গজ পীঠে সাজিল অজয় সিংহ শূর।
হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কাঁউর (২)॥
বার হাজার ধনে সাজে আম্বর ভুঞা।
শ্বেত গজে সাজিল দস্তের সিংহ ভুঞা॥
এই রূপে সাজিল করিছে সেনাগণ।
সীতারাম দাস গান ভাবি নিরঞ্জন॥

(১) সৈন্যগণ সাজসজ্জা করিয়া মন্দিরে গিয়া সন্ন্যাসীকে হান। কানু দেবীর মন্দিরে জপ করিতেছিল, এই জন্য তাহাকে সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে।

(২) যাহাদের বাড়ী (সাকিম) কামরূপে (কাঁউরে)।

সাজে রাজ-পেলা (১) বড় বড় বালা (২)
কাশীধল ছোট ভাই।
হৈয়্যা জথর অনেক লস্কর
সাজে হরিদাস নাই (৩)॥
শিঙ্গা কাড়া ঢোল হলো গণ্ডগোল
সাজিল বাজাব শালা।
অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য যেন অভিমন্যু
কুঞ্জরে কবচ ঢালা॥
চলে বড় গোলা কামানের বেলা
বন্দুক জম্বুরা সাথে।
ঢালি ফবিবাতে চলে যুথে যুথে
চলে অসি সভে হাতে॥

কালুর যুদ্ধ।

কুঞ্জর উপর চড়ে নৃপবর
সঙ্গে বারজন ভূঞা (৪)।
লৈয়া নিজ দল আগে কাশীধল
বামেতে খশালি মিঞা॥
লস্কর সাজিয়া আইল্য শীঘ্র হয়্যা
কালু দেখিবার পাল্য।
করিয়া তর্জ্জন আল্যো সেনাগণ
কালু অস্ত্র তুল্যা নিল॥
কালুর উপর পড়ে গুলি শর
রাজা বলে মার মার।
কালু সিংহ রায় কামাখ্যার পায়
দণ্ডবৎ সাত বার॥
শুনহ কামাখ্যা ভক্তে কর রক্ষা
শুন ধর্ম্ম-অবতার।
সঙরিয়া হরি সন মুণ্ড কাটারি (৫)
ধীর বীর আগুসার॥
দেখিয়া বিষম কুকু-মর্‌য়া ডোম (৬)
সমুদ্র কাটারি ঝাড়ে।

---

(১) রাজপুত্র। (২) বালক=পুরুষ। (৩) সম্ভবতঃ নাবিক শব্দের অপভ্রংশ। (৪) বারভূঞা সভায় রক্ষা করা প্রাচীন আর্য্য-সম্রাটদের সনাতনী প্রথা। (৫) সম্ভবতঃ যে খড়্গোর অগ্রভাগ মুণ্ডাকৃতি ছিল। "সন মুণ্ড" শব্দের অর্থ ভাল বোঝা গেল না। (৬) কুকুর-মারা ডোম।

কলা-তরু যেন সেনা হানে তেন
ফলকু সারিয়া পড়ে॥
ঢালি শয় শয় (১) অস্ত্র উভরায়
না বাজে কালুর অঙ্গে।
সঙরিয়া কালী আনন্দে নর দলি
গাএঁ অস্ত্র সব ভাঙ্গে॥
ঘোড়ার চাপান পড়ে কানে কান
কাল (২) অস্ত্র ঝাড়্যা যায়।
ময়ূর ভট্টকে বান্ধিয়া মস্তকে
সীতারাম দাস গায়॥

জয় রাম রাঘব অনাথ ভগবান।
ইন্দাসের দেহরা বান্ধিব সাবধান॥ (৩)
তোমার ভরসা ধর্ম্ম আর কেহ নাঞি।
পার কর্য়া নেহ ধর্ম্ম অনাদি গোসাঞি॥
সমর সামায় কুকু-মর্য়া কালু ডোম।
পড়ে ঘোড়া দগড়ি দামাম দম দম॥
ডানি বামে দুপাসবি খাল কর্য়া যায়।
কমলের বনে যেন কুঞ্জর সামায়॥
দশ বিশ রাউতে একুই চোটে হানে।
যেন মাতা (৪) হাতী সামাইল ইক্ষুর কাননে॥
কারে মারে লাথি চড় কারে মারে চোট।
কারে আছাড়িয়া মারে মহীতলে লোট॥
গোলার আগুনে সব অন্ধকার হৈল।
ডোমের সমরে সব সেনা ভঙ্গ দিল॥
দলিয়া সমর বুলে রণ করে জয়ী।
কাদা-ভূমে কৃষাণ যেমন দেয় মই॥
সাত বার উলটি পালটি রণে যুঝে।
কাদা হল্য এক হাঁটু মানুষের রক্তে॥
নিখতি (৫) করিল যেন রেণুকানন্দন।
সুরথ করেন যেন মরিতে পূজন॥

---

(১) শত শত। (২) সংহারক। (৩) ইন্দাস কবির স্বগ্রাম, তথাকার দেব-মন্দিরের দ্বার (দেহারা) রক্ষা করিবার জন্য তিনি রামের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। (৪) মত্ত। (৫) নিঃক্ষত্রিয়।

কামরূপে রকতের (১) নদী বঞা যায়।
হয়-মুণ্ডে শকুনি বসিয়া মজ্জা খায়॥
নরশিরে গৃধিনী বসিয়া মজ্জা খায়।
ডোমের কল্যাণ হকু ডাকে উর্দ্ধ রায়॥
জয় কর্যা সংগ্রাম ডোমেব সিংহনাদ।
কাঁউরের রাজার বাড়িল পরমাদ॥
রাজাকে দেখিয়া কালু অগ্নি হেন জ্বলে।
ভূপতিকে বান্ধিয়া লৈল ধন্মুকের হুলে॥
গড় জয় কর্যা ডোম করিল গমন।
সমরে কাটিল সেনা একাশী কাহন॥
লাউসেন বস্যা আছেন বকুলেব তলে।
কালু বীর পার হন গণ্ডকীর জলে॥
ভেট দিয়া কালু বীর করিল জোহাব।
সীতারাম দাস গান ভাবি করতার (২)॥

ধর্ম্মমঙ্গল—রামচন্দ্র বাড়ুয্যা।

চামট-নিবাসী রামচন্দ্র বাড়ুয্যার ধর্ম্মমঙ্গল রচনার সময় আমরা পাই নাই। রচনা দেখিয়া মনে হয় ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক। যে পুথি হইতে আমরা নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা বাঙ্গালা ১২৫২ সালের। রামচন্দ্র, গোপাল সিংহ নামক রাজার অধিকারে বাস করিতেন।

ইছাইঘোষ সোমঘোষের পুত্র, জাতিতে গোয়ালা; সোমঘোষ গৌড়েশ্বরের অধীনে অতি সামান্য কাজ করিত। গৌড়েশ্বর তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ ঢেকুর নামক স্থানে কতকটা ভূমি দান করেন। তাহার পুত্র ইছাইঘোষ স্বাধীন নৃপতি হইয়া গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিশেষ বিবরণ মৎ-প্রণীত History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৪৮—৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইছাইঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের সৈন্য-প্রেরণ।

দরবারে বসিয়া গৌড়েশ্বর রায়।
কর্ণসেন রাজা (৩) দেখা করিবারে যায়॥

---

(১) রক্তের। (২) কর্ত্তাকে (ভগবান বা ধর্ম্মকে) স্মরণ করিয়া। (৩) ময়নাগড়ের রাজা।

দরবার দল বল বস্তাছে সর্ব্বজন।
ছয় বেটা (১) কর্ণসেন দিল দরশন॥
রাজা সম্ভাষিয়া সেন বসিলা দেয়ানে (২)।
বার ভূঞে সম্ভাষ করিল কর্ণসেনে॥
গৌড়পতি বলে সেন কহ সমাচার।
ছয় পুত্র লয়্যা বড় এসেছ দরবার॥
নিজ দুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥

রাজার দরবারে সেন কাঁদিতে লাগিল।
এতদিনে মহারাজ রাজ্য দেশ গেল॥
ইচ্ছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে।
আপনে আছেন দুর্গা ইচ্ছায়ের ঘরে॥
দেবতা সকল ধরে নব দণ্ড ছাতা।
লুট করে নিলেক আমার মাল মাত্তা॥
আজি কালি হানা দিবে (৩) গৌড় উপরে।
এত শুনি গৌড়েশ্বর রুষিলা অন্তরে॥
মহামদ বলে রাজা চল শীঘ্র যাব।
ঢেকুরেব মাটি আজি গৌড্ডকে চুর্ণাব॥
দেখি ইচ্ছা গুয়ালা (৪) কেমন ধরে বল।
মার কাট করে সাজে নব লক্ষ দল॥
বচন শুনিয়া রাজা দম্ফে ফাটে মাটি।
সাজ সাজ দমমা দমাব পড়ে কাটি॥
নানা বাদ্য বাজে সাজে নৃপ-সেনাগণ।
তোলপাড় করে রাজ্য গৌড্ড ভুবন॥
রায়বেলি গন্ধবেলি জম্বুরা ক্রলান।
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান॥
দগড় দগড়ী বেণু রুদ্র বীণা বাঁশী।
কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর-শব্দ কাসী॥
সিন্ধু আনবয়োল ভেরী রণভেরী কালী।
জয়ঢাক বীরঢাক কর্ণে লাগে তালি॥

ইছাইএর বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের অভিযান।

---

(১) ছয় পুত্র সহ। (২) রাজ-সভায়।
(৩) আক্রমণ করিবে। (৪) গোয়ালা।

ধুসরী মোহরী ঢোল খঞ্জরী খমক।
জগঝম্প বাদ্য বাজে সঘনে গমক॥
রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভেঙ ভেঙ।
শোকসিন্ধুর উপরে দামামা ধাঙ ধাঙ॥
রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল।
মার কাট ডাক ছাড়ে রাউত সকল॥
যবন সোয়ার সাজে অসি চর্ম্ম হাতে।
হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেচে দাঁতে॥
আশী হাজার খোজা সাজে বুকে লম্বা দাঁড়ি।
মাথায় শোভিত টয়া সোণার পাগড়ী॥
মঘবান বীর সাজে রাজার কোঙর।
কৃপাণ কামান গোলা গদির উপর॥
রজপুত চৌহান সিপাই সাজা ঢালা।
হানা দিলে সমরে গগনে উড়ে ধূলা॥
হাজার হাজার ঢালী হাতে করি খাড়া।
যমের সমান সাজে দিয়ে গোঁফ নাড়া॥
ভীম মল্লবীর সাজে টানে বাঁশ গোটা।
পাথর বিন্ধিয়া পাড়ে দিয়ে চূণের ফোটা॥ (১)
সঙ্গে সব ধানুকী চামর বান্ধা বাঁশে।
নূতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে॥
ধায় সব ফরিখান করি বীরপণা।
ফলকু সাজিয়া যায় শত হাত থানা॥
রায়-বাঁশ্যা (২) পাইক হাজার হাজার ধায়।
মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায়॥ (৩)
গৌড়েশ্বর সাজিল চাপিয়া গজ মত্তা।
আড়ানী শোভিত শিরে শোভে ধবল ছাতা॥
সরিষা না যায় তুল সেনার চাপানে।
পাথরিয়া ঘোড়া সব চলে কাণে কাণে॥

---

(১) তাহাদের শিক্ষা এইরূপ উৎকৃষ্ট যে, একটা পাথরের গায় চূণের ফোটা দিয়া লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা সেই স্থান বাণ দিয়া ভেদ করিয়া ফেলিতে পারে। (২) যে সকল সৈন্যের হস্তে "রায় বাঁশ" (বংশ-দণ্ডবিশেষ) ছিল। (৩) যমের সঙ্গেও বোঝাপড়া অর্থাৎ বল পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত।

হেলাইয়া শুণ্ড চলে যত করিবর।
গণ্ডেতে সিন্দুর শুণ্ডে লোহার মুদ্গর॥
আগু দলে সেনাপতি বেটে নিল বাট।
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট॥
রথভবে চলে রথী দেখি বিপরীত।
কনক-কলস চূড়ে পতাকা-শোভিত॥
বার ভূঞা চলে ঘোড়া করিয়া তাজনী (১)।
আচ্ছাদিত ধূলায় গগনে দিনমণি॥
সভা আগে মহামদ করেছে পয়ান।
ছয় বেটা সঙ্গে রাজা কর্ণসেন যান॥
ইন্দ্র যায় সঙ্গে ধায় গঙ্গাধর ভাট।
ঘোর শব্দে সঘনে ডাকয়ে মার কাট॥
গৌড় রেখে পার হৈল ভৈরবীর জল।
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

কর্ণসেনের বিবাহ।

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ইছাইঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইয়াছেন, সেই শোকে পত্নী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুত্রগণের বিয়োগে কাতর চিত্তে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গৌড়ের সম্রাটের সহিত দেখা করিতে গমন করেন। গৌড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কর্ণসেনের এই দুর্গতি হইয়াছে, এজন্য গৌড়েশ্বর অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি বৃদ্ধ কর্ণসেনকে গৃহী করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বীয় অল্পবয়স্কা পরম রূপবতী শ্যালিকা রঞ্জাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র (Prime Minister) মহামদ এই বিবাহে বিরোধী হইবেন অনুমান করিয়া রাজা তাঁহাকে কামরূপ জয় করিতে প্রেরণ করেন, ও স্বীয় শ্বশুর রাজা বেণুরায়কে সম্মত করাইয়া মহামদের অনুপস্থিতি-কালে এই বিবাহ সম্পন্ন করেন।

বাসা ঘরে উপনীত হল্য মহীপতি।
কর্ণসেনের পাটরাণী নাম শিলাবতী॥
রাণীর নিকটে সেন কাঁদিয়া কহিল।
ছয় পুত্র তোমার সমরে যুঝে মল্যো॥
শিলাবতী পুত্র-শোকে কাঁদিয়া ব্যাকুল।
জীবন তেজিল রাণী খায়্যা হলাহল॥

(১) তর্জ্জন।

ছয় বধূ অনুমৃতা হইলা তখন।
অশৌচান্তে পিণ্ডদান করিলা রাজন॥
কর্ণসেন বলে আমি ঘরে না রহিব।
উদাসীন হয়্যে আমি বৃন্দাবন যাব॥

কর্ণসেনের সন্ন্যাস।

দেখিব মথুরা কাশী দ্বারকা-ভুবন।
পুত্রশোকে উদাসীন হইলো রাজন॥
গলায় তুলসীর মালা মাথায় টোপর।
কৌপীন পরিল রাখি পাটের অম্বর॥
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ সদাই মুখে বলে।
বৈরাগ্য হইয়া রাজা কর্ণসেন চলে॥
মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী।
গৌড়েশ্বর নৃপতিকে দেখা করে আসি॥
আচম্বিতে মায়াজাল বিধির লিখন।
ঐরূপে রাজার দরবারে দরশন॥
কর্ণসেন কাঁদিল রাজার বিদ্যমানে।
গৃহ-শূন্য বিধাতা করিল এতদিনে॥
রাজ্য লইয়া ইচ্ছাই গোআলা রাজা হল্য।
পুত্র-শোকে পাটরাণী শিলাবতী মল্য॥
উদাসীন হয়্যা যাই তুমি আজ্ঞা দিলে।
রাজা বলে কর্ণসেন অবোধ হইলে॥
বৃদ্ধক দশাতে কোথা হবে দেশান্তরী।
ঘরে বস্যা কৃষ্ণ ভজ দৃঢ় মন করি॥
তবে যদিস্যাৎ কভু করেন ঈশ্বর।
আজি কাল্যা বিভা দিব গৌড়ের ভিতর॥
পরম সুন্দরী কন্যা যার ঘরে পাব।
আপন হুকুমে তবে বিবাহ দিয়াব॥
খল খল হাসে সেন রাজার দরবারে।
বুড়াকালে কন্যা দান কেবা দিবে মোরে॥
নিরানৈ (১) বৎসর বয়স গেল প্রায়।
পোড়া খায়ে ঘুণের ছিটে কেন দেহ রায়॥
হাতে ধরে বস্যাইল রায় গৌড়েশ্বর।
আমি আজি বিভা দিব রাত্রের ভিতর।

কর্ণসেনকে গৃহী করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের যত্ন।

সোমঘোষের বেটা যদি হয় মহাবল।
আর এক রাজ্য দিব ঢেকুর বদল ॥
এত শুন্যা তুষ্ট হল্য কর্ণসেন রায়।
পাসরিল পূর্ব্ব শোক রাজার কথায় ॥
বসন ভূষণে রাজা করিল সম্মান।
রামচন্দ্র বাড়ুয্যা ধর্ম্মের গীত গান ॥

কর্ণসেনে প্রবোধিয়া রায় গৌড়েশ্বর।
দরবার হইতে রাজা চলিল সত্বর ॥
আগে পিছে রহিল নফর লোক জন।
অন্দর মহলে রাজা দিল দরশন ॥
ভানুমতী পাটরাণী পরম সুন্দরী।
কাছে বস্যে ছোট বুনী (১) রঞ্জা বিম্বাধরী ॥
ব্যস্ত হয়্যা পাখালিতে চরণ-কমল।
সোণার ঝারিতে রঞ্জা যোগাইল জল ॥
রঞ্জাকে দেখিয়া রাজা বিস্ময় হইল।
পরম সুন্দরী কন্যা কোথা হত্যা (২) এলো ॥
রম্ভাবতী অরুন্ধতী কিবা তিলোত্তমা।
রাধিকা গৌরী শচীন্দ্রাণী কিবা সত্যভামা ॥
পীনোন্নত-পয়োধরা মুখে মৃদু হাসি।
অনুমৃতা রতি কি হেথা ফিরে আসি ॥
আইবুড় কন্যা বলে জানিল চলনে (৩)।
এই মেয়ে বিভা দিব রাজা কর্ণসেনে ॥
রাজা বলে ভানুমতী না কহিলে নয়।
কার কন্যা আসিয়াছে আমার আলয় ॥
মন হলো চঞ্চল এ তত্ত্ব জানিবারে।
কোন্ দেবতার কন্যা এলো কহ মোর ঘরে ॥
ভানুমতী বলে প্রভু কর অবগতি।
কনিষ্ঠা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী ॥
ভগিনীকে এনেছি কালি দাসী পাঠাইয়া।
হাসিতে লাগিল রাজা পরিচয় পায়্যা ॥
অতঃপর রঞ্জাবতী তোমার আমার ঘর।
[illegible] ॥

শ্যালিকা-দানের অভি-প্রায়।

...র সহিত রাজা যুক্তি আরম্ভিল।
...কন্যা কর্ণসেনে বিভা দিতে হলো॥
...তে মরিতে যায় উদাসীন হৈয়্যা।
...র্ণসেনে রাখিব রঞ্জাকে বিয়া দিয়া॥
রাণী বলে কর্ণসেনের বয়স বিস্তর।
বড় ভাই মহামদ দেশের পাত্তর॥
যদি শুনে ভাই মোর বিবাহের কথা।
কর্ণসেনে বিয়্যা দিয়া বড় হইব বিতথা (১)॥
রঞ্জাবতী ছোট বনি মা বাপের প্রাণ।
ইহার উপায় কহ হয়্যা সাবধান॥
পিতা মাতা তোমার বচন ছাড়া নয়।
দেশে পাত্র থাকিলে বিবাহ নাঞি হয়॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর করিলেন গমন।
পুনর্ব্বার দরবারে দিল দরশন॥
রাজা বলে মহাপাত্র শুন মোর বাণী।
কাঁউর জিনিতে তুমি করহ উঠানি॥
কামাখ্যার বরে রাজা ধরে মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া বাঢ়ে গণ্ডকীর জল॥
তুমি সাজ্যা (২) নাঞি গেল্যা উপায় নাঞি দেখি।
তের লক্ষ কাঁউরে খাজনা হলো বাকী॥
হাত্যার (৩) বান্ধিয়া যায় কাঁউর উপরে।
কর্পূরধলে (৪) বেন্ধ্যা আন গৌউড় সহরে॥
বার হাজার সেনা লয়্যা যমের দোসর।
মহামদ পাত্র গেল কাঁউর উপর॥
পার হত্যা না পারিল গণ্ডকীর বান।
গৌড়েশ্বর রাজা লয়্যা কর অবধান॥
রমতী (৫) নগরে থাকে বেনু নৃপবর (৬)।
লোক দিয়া আনাইল রায় গৌড়েশ্বর॥

মাহুদ্যাকে কামরূপে প্রেরণ।

---

(১) বিপন্ন। (২) সাজিয়া=যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া।
(৩) হাতিয়ার। (৪) কর্পূরধল কামরূপের রাজা।
(৫) রমাবতী, প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী। তাম্রশাসনে ইহা ...তী' নামে আখ্যাত। এ সম্বন্ধে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের ...র বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।
(৬) গৌড়েশ্বরের শ্বশুর।

রাজা বলে মহাশয় কর অবধান।
তোমার কন্যাকে কর কর্ণসেনে দান॥
বেনু রায় বলে তুমি প্রধান জামাতা।
তোমার বচন নাহি করিব অন্যথা॥
শ্বশুরের সম্মতি।
রঞ্জার বিবাহ হবে আনন্দ অপার।
রাজার মহলেতে রাখিয়া পরিবার॥
লগ্ন করিয়া রাজা অধিবাস করে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদির বরে॥

শুনিয়া এই কথা সেনেরে দিতে সুতা
সুন্দরী রঞ্জা বিদ্যাধরী।
হরিষযুক্ত মনে যতেক বন্ধুজনে
আনে নিমন্ত্রণ করি॥
শুভ বিবাহ।
বাদ্যের উঠয়ে রোল তোরঙ্গ জয়ঢোল
কম্বল দড়মাসা নিশানি।
মৃদঙ্গ কাঁসি দম্ফ টমক জগঝম্প
কাঁসর বা রুদ্রবীণা বেণী॥
প্রাঙ্গণে পুতি খুটা মাণিক-হেম-পাটা
উপরে দিল সায়মানা।
আসিয়া দ্বিজবর যেমন দিবাকর
চৌদিকে বস্যাছে সর্ব্বজনা॥
করিয়া শুভ বেদ দ্বিজেতে পড়েন বেদ
আনন্দ হইয়া বেনু রাজা।
আরোপিয়া স্বর্ণ-কুম্ভ করিল কর্ম্ম আরম্ভ
গণেশ আদি করি দেব পূজা॥
হরিদ্রাযুত ভূনি পেচেতে শোভে মণি
বরণেতে তিমির বিনাশে।
পরিয়া রূপবতী পদ্মিনী-সমান জ্যোতি
আসিয়া বসিলা পিতার পাশে॥
প্রশস্ত পাত্র মিলা খেড়নি গন্ধশিলা
ধান্য দূর্ব্বা আর পুষ্প ফল।
দধি ঘৃত সিন্দুর দিলেন রূপবর
স্বস্তিক শঙ্খ আর কজ্জল॥

াবোচনা দর্পণ রৌপ্য সোণা
অভ্র তাম্র আর চামর।
শঙ্খ থালে কন্যার কপালে
বান্ধিল বেহু নৃপবর॥
রয়া নির্ম্মঞ্ছন (১) নিছিয়া ফেলিল পাণ
ভূপ হৈল সজল নয়নে।
নক-সিঁথি মাথে সূত্র বান্ধিয়া হাতে
আশিস্ করিল দ্বিজগণে॥
বাজিল শঙ্খ বাঁশী আনন্দে রাজা আসি
মৃত্তিকা পূজে হরষিতে।
আনন্দে ভূপক করিলা নান্দীমুখ
দিলেন বসুধারা ঘৃতে॥
অধিবাস সারি বসিলা অধিকারী
হইয়া আনন্দ অপার।
রূপেতে সত্যভামা শতেক আয়্যা রামা
শোভিত নানা অলঙ্কার॥
মন্থরা রাণী সঙ্গে শতেক আয়্যা রঙ্গে
কাখেতে কুম্ভ হাতে ঝারি।
কৌতুকে ঘরে ঘরে জল সহিবারে
চলিল যতেক সুন্দরী॥
দুর্জ্জন-সিংহ-সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-সমান।
তস্য দেশে বাস ধর্ম্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান॥

ঘরে ঘরে জল সয়্যা আইল এয়্যগণ।
পরিহাস কৌতুকে মহলে দরশন॥
গৌড়েশ্বর সুবেশ করিয়া কর্ণসেনে।
অধিবাস করাইল আনায়্যা ব্রাহ্মণে॥
বরসাজে কর্ণসেন চাপি চতুর্দ্দোলে।
উপনীত হৈল গিয়া রাজার মহলে॥
যত মেয়্যা বর দেখি হায় হায় করে।
এমন সুন্দরী কন্যা দিল বুড়া বরে॥ বিবাহ

(১) নিছিয়া।

অঘোর নয়নে কাঁদে রাজার শাশুড়ী।
বর দেখে মন্থরা (১) মাথায় ভাঙ্গে হাঁড়ী॥
রঞ্জার কপালে বলি ছিলা বুড়া বর।
কে বলে যে করিল রায় গৌড়েশ্বর॥
বেণু রাজা জামাতা করিল বরণ।
সুগন্ধি চন্দন মালা বসন ভূষণ॥
স্ত্রী-আচার করিতে মন্থরা রাজরাণী।
উথানেরো থালা হাতে মরালগামিনী॥
আয়্যা সঙ্গে তিন বার প্রদক্ষিণ হল্যো।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দধি চরণে ঢালিল॥
নানামত ঔষধ করিয়া সাবধানে।
পাণ নিছিয়া ফেলাইল হলুই চাঁপানে॥
বরের বদনে বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া।
চারি জনে কন্যা তোলে পাটে বসাইয়া॥
যোড়হাতে সুন্দরী রহিলা হেট-মাথে।
গায়ের বরণ যেন বিজুরি ঝলকে॥
সাত বার প্রদক্ষিণ কর‍্যা সেই বেলা।
বর-কন্যা দুজনে বদল হল্য মালা॥
ছাউনি নাড়িল কন্যা পড়ে জয়ধ্বনি।
তবে কন্যা দান কৈল বেণু নৃপমণি॥
অনেক যৌতুক দিল করিয়া সম্মান।
ব্রাহ্মণে গেঠ্যালা (২) বান্ধে বেদের বিধান॥
অরুন্ধতী (৩) লাজাহোম ক্রিয়া হৈল সারা।
বর-কন্যা ঘরে নিল দিয়া জলধারা॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজনেতে বঞ্চিল বাসর।
এত দূরে পালা সাঙ্গ শুন মায়াধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান অনাদ্যার পায়।
হরিধ্বনি বল সভে পালা হল্য সায়॥

---

(১) রঞ্জার মাতার নাম। (২) গ্রন্থি।

(৩) একটি নক্ষত্র। বিবাহ-কালে বৈদিকমন্ত্র-পাঠসহকারে নব-দম্পতীকে ঐ অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখান হয়, তাহাতেই বর-বধূ ইহ-পরকালে একত্র সম্মিলিত থাকেন।

ামনারায়ণ—খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী।

ঢেকুর-বিজয়।

ায়ণের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি 'রাম-
িষ্ঠ ভ্রাতা, এই মাত্র ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। যে হস্ত-
 হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা বাং ১১৯৩ সালের
) লেখা। আমরা গ্রন্থ-রচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া
করি।

ূর্ব্বে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ
র অধিকার করিয়া রাজকর বন্ধ করেন। কথিত আছে 'দেবী
ামরূপা'র কৃপায় ইছাই সমরে অজেয় হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর কুপিত
হইয়া সাত বার ঢেকুর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। শেষ যুদ্ধে লাউ-
সেনের পিতা কর্ণসেন তাঁহার সপ্ত পুত্র হারাইয়া শোকগ্রস্ত হন।
লাউসেনকে এবার গৌড়েশ্বর ইছাইকে দমন করিয়া প্রতিশোধ লইবার
জন্য পাঠাইয়াছেন। লাউসেনের প্রধান সেনাপতি কালু-ডোমের হস্তে
ইছাইর প্রিয় প্রধান যোদ্ধা লোহাটার মৃত্যু হইয়াছে। লাউসেন অজয়
পার হইয়া আসিয়াছেন।

লাউসেন থান দিল (১) ঢেকুর উপর।
যোড়া শিঙ্গা মারে কালু (২) বীর ধনুর্দ্ধর॥
তের দলুই ঘন দেয় নাগরা নিশান। (৩)
শব্দ শুনি ইছাই কোপেতে কম্পবান॥
ঘন-ঘোর-লোচনে জবার জ্যোতিঃ সার (৪)।
কোটাল কোটাল বলি দিলেক হাঁকার (৫)॥
অবিলম্বে কোটাল আইল সেই ঠাঞি।
মহাদর্প করি তারে জিজ্ঞাসে ইছাই॥
গড়ের দক্ষিণে শুনি বাজনা কিসের।
চল শীঘ্র চণ্ডাল (৬) করিয়া আয় টের॥
বলিতে বচন মাত্রেক হয়্যাছিল ব্যাজ। (৭)
ঘাম্য গড়ে উপনীত রজনীর রাজ (৮)॥

লাউসেনের অ...

---

(১) স্থান লইলেন। (২) কালু দুইটি শিঙ্গা একত্রে নিনাদ করিল।
(৩) তের দলুই নামক সেনা নাগরা বাজাইয়া নিশান তুলিল।
(৪) ঘন-ঘোর চক্ষে জবার জ্যোতিঃ দেখা দিল। (৫) হুঙ্কার।
(৬) কোটাল চণ্ডাল জাতীয় ছিল। (৭) ইছাইএর এই আদেশ
দিতে মাত্র যে বিলম্ব হইয়াছিল। (৮) কোটাল।

লাউসেনে কোটাল বলএ ক্রোধমুখে।
নাগরা নিশান হেথা দেহ কোন্ বুকে ॥
কোথা থাক কিবা নাম কাহার নন্দন।
হেথায় করিলে স্থিতি কিসের কারণ ॥
সেন বলে শুন কহি সকল ভারতী।
লাউসেন নাম মোর ময়নাতে স্থিতি ॥
কর্ণসেন পিতা মোর রঞ্জাবতী মা।
যে হেতু আসিয়াছি হেথা শুন কই তা ॥
এদেশের অধিপতি রাজা গৌড়েশ্বর।
সে পাঠাল্য নিতে মোরে ঢেকুরের ঘর ॥
গিয়া শীঘ্র গোণহীনে কহ গোপরাজে (১)।
কর দিয়া সুখে রকু ঢেকুরের মাঝে ॥
নতুবা সমর দিকু যদি বল আছে।
এই কথা কহ গিয়া ইছাএর কাছে ॥
হাসিয়া কোটাল বলে শুন সমাচার।
গৌড়েশ্বর আপনি আইল সাত বার ॥
সংহতি আনিয়াছিল নব লক্ষ দল।
পার হত্যে না পার্য্যাছে অজএর জল ॥
মহাবীর ইছাই না গেল তার কাছে।
লোহাটার (২) রণে সেহ পলাইয়া গেছে (৩) ॥
ইন্দ্র যম বরুণ ইছাএ (৪) কম্পবান।
কেন হেথা আসিয়াছ হারাইতে প্রাণ ॥
অস্ত্র হৈলে এখনি সকল নিত কাড়্যা।
প্রাণ লয়্যা যাহ ধর্ম্মধার দিহু ছাড়্যা ॥
হাসিয়া বলেন সেন না জানিস্ আমা।
মোরে কি ছাড়িয়া দিবি তোরে দিহু ক্ষমা ॥
বলিলে যে লোহাটা বড় মহাবীর।
অনায়াসে কালু তার কাটিলেক শির ॥

---

(১) ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ গোয়ালা জাতীয় ছিলেন।
(২) ইছাই ঘোষের প্রধান সেনাপতির নাম লোহাটা।
(৩) মহাবীর ইছাইকে যুদ্ধে উপস্থিত হইতে হয় নাই, লোহাটার [illegible] যুদ্ধে হারিয়া গৌড়াধিপকে পলাইয়া যাইতে হইয়াছে।
[illegible] ইছাইএর [illegible]

অজয় নদীর তোরা কর অহঙ্কার।
হয়ে চাপি হেলায় হয়্যাছি আমি পার ॥
তোর সঙ্গে বাক্যব্যয় নাঞি প্রয়োজন।
যাহ শীঘ্র ইছাএ বলহ বিবরণ ॥
শীঘ্র চল কদাচিৎ নাঞি রয়্য (১) হেথা।
কালু বীর কুপিলে কাটিয়্যা নিব মাথা ॥
সেনের বচনে ভয় পায়্যা নিশাগতি।
ফিরা আইল ইছাএরে কহিতে ভারতী ॥

কোটালের নিবে

ইছাএ প্রণাম করি অতি সবিনয়।
করযোড়ে কোটাল সকল কথা কয় ॥
কর্ণসেন রাজারে জানহ মহাশয়।
তব যুদ্ধে পূর্ব্বেতে হইয়্যা পরাজয় ॥
পলাইয়া ময়নাতে করিয়াছে ধাম।
তার পুত্র আসিয়াছে লাউসেন নাম ॥
সঙ্গে আছে একজন কালু নামে বীর।
তার হাতে কাটা গেছে লোহাটার শির ॥
বাজী চাপি পার হৈল অজয়ের বারি।
আমারে কহিল কথা বড় দর্প করি ॥
ইছাএ কহগ্যা শীঘ্র এই সমাচার।
কর দিয়া রাকুক ঢেকুর অধিকার ॥
নতুবা করুক রণ যদি বল থাকে।
এই কথা পুনঃ পুনঃ কহিল আমাকে ॥
কোটালের বচনে ইছাএ চমৎকার।
কি বলি অরাতিগণ অজয় হল্য পার ॥
পবন বরুণ যদি হয় মোর অরি।
পার হৈতে নারে নদী অজয়ের বারি ॥
তরিল তরঙ্গ (২) রিপু চাপিয়া তুরঙ্গ।
গড় চাপি বসিল না করে ভ্রূভঙ্গ ॥
গৌড়েশ্বর আল্য পুর লইবার জন্ম।
সাত বার পলাইল নব লক্ষ সৈন্য ॥
হেন বীর এক শরে হইল সংহার।
অতঃপর ঘোরতর বিপদ আমার ॥

(১) নাহি রহিও। (২) তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইল।

এতেক ভাবিয়া মনে চেতুয়ের রাজা।
একমনে পূজা করে দেবী চামুণ্ডা॥
কাড়া কাঁসি করতাল কাঁসর রুদ্রতাল।
মৃদঙ্গ মাদল বাজে মন্দিরা রসাল॥
জয়ঢাক জগঝম্প বাজে যোড়া যোড়া।
নানারূপ নাগরা বাজিছে রণপাঁড়া॥
দড়মসা দগড়ি দামামা দুম দুম।
রণশিঙ্গা রায়বেলি বাজে রণতুর॥
শিঙ্গা সানি সারিঙ্গা সঘন সপ্তস্বরা।
ব্যালিস (১) বাজনা বাজি কম্পবান ধারা॥
চন্দ্রাতপ টানাঞা হেটেতে (২) বৈসে তার।
বিবিধ প্রকারেতে পূজার উপচার॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি ত্রিদণ্ডপাজলা (?)।
সুচারু চন্দন চুয়া চিনিচাঁপা কলা॥
গুণিগণ গীত গায় নাচে নট নটী।
পুরন্দর প্রভৃতি পূজার পরিপাটী॥
নানারূপ কুসুম জবার সীমা নাঞি।
স্তূপ স্তূপ তামরস (৩) কত শত ঠাঞি॥
পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা (৪) ব্রাহ্মণ।
সাবধানে সপ্তশতী (৫) পড়ে কত জন॥
মেষ মেষ (৬) ছাগল দিলেক বলিদান।
মহাবিদ্যা জপ করে হয়্যা সাবধান॥
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ষোড়শ অক্ষরী।
অষ্টোত্তর শত জপে মহাশঙ্খ ধরি॥

দেবীর আবির্ভাব।

মন্ত্রের অধীন আর ভক্তের কারণ।
নিজ মূর্ত্তি ধরি কালী দিলা দরশন॥
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা।
লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা॥
কোটর নয়ন তিন গলে মুণ্ডমাল।
ঊর্দ্ধ বাম ভুজে খড়্গ শোভিত বিশাল॥

---

(১) ৪২। (২) নীচে। (৩) পদ্ম।
(৪) পুরোহিত। (৫) চণ্ডী। (৬) মহিষ।

হেটে বাম ভূজে মুণ্ড রক্তধারা তায়।
ঊর্দ্ধমুখ করিয়া চুমুকি রক্ত খায়॥
দক্ষিণ যুগল ভূজ বরদ অভয়।
নরকরকিঙ্কিণী কোমর সমুদয়॥
দু-কাণে লম্বিত শব ভয়ঙ্কর শোভা।
মহারৌদ্রী মহাকালী মহামেঘপ্রভা॥
মড়ার বুকেতে শোভা চরণ-দুখানি।
দিগম্বরী মহামায়া শ্মশানবাসিনী॥

বর মাগ বর মাগ কন ভদ্রকালী।
স্তব করে ইছাই সমুখে কৃতাঞ্জলি॥
জগৎব্যাপক বিশ্বরূপা নারায়ণী।
জগজনে পূজে রাঙ্গা চরণ-দুখানি॥
নিদ্রারূপে অচেতনে কৈলে বনমালী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
চিন্তি মন জ্ঞানরূপা ত্রিগুণধারিণী।
সদানন্দময়ী দুর্গা তুমিত যোগিনী॥ ইছাইএর স্তুতি।
সমরে আনন্দে নাচ দিয়া করতালি।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
অনাথাদি দীন ভয়াতুর বদ্ধজনে।
তুমি কর্ত্তা সভাকার দুঃখ-বিমোচনে॥
যমুনা হইলে পার হইয়া শৃকালী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
নমো দুর্গা শিবারূপা ভীমরবা সতী।
শচী রাধা সাবিত্রী সারদা অরুন্ধতী॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি আপনি মৈথিলী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
রণে বনে শত্রুমধ্যে অন্তরীক্ষে জলে।
তুমিত রক্ষার হেতু আগমেতে বলে॥
ও চরণ বুকেতে ধারণ কৈল শূলী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
অপার দুস্তরার্ণবে পড়য়ে যেই প্রাণী।
তাহাকে তারিতে মাতা তুমিত তরণী।

তব কৃপাবলে তরে সব দায় টালি।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
তুমি লোভ তুমি মোহ তুমি দর্পপদ।
তুমি কাম তুমি ক্রোধ তুমিত বিপদ॥
যে জন তোমারে সেবে সেই পুণ্যশালী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ব্রহ্মসার।
এ চৌদ্দভুবন (১) মাতা বিভূতি (২) তোমার॥
তুমি শান্ত তুমি ভ্রান্ত তুমিত করালী।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী॥

বর-প্রার্থনা।

মুহুর্মুহু মহাস্তব পড়ে মহাবীর।
ঈশ্বরী বলে রে ইছাই হও স্থির॥
কোন দায় পড়িয়াছ কিসের ভাবনা।
ব্যাধিবশে কি বা বাছা পাত্যাছ যন্ত্রণা॥
পুত্র-বাঞ্ছা মনে কিবা আর রাজ্যধন।
সত্য করি ইছাই বল বিবরণ॥
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছ কিবা হত্যে চাও মনু।
যাহা চাহিবে তাহা দিব কহিলাম তনু (৩)॥
ঈশ্বরীর বচনান্তে বলএ ইছাই।
ধন পুত্র রাজ্য ইন্দ্রপদ নাহি চাই॥
লাউসেন [illegible] তনয়।
বা[illegible]পি পার হৈল দুরন্ত অজয়॥
[illegible] মারিল বীর লোহাটা বজ্জরে (৪)।
থানা আসি দিল মোর গড়ের উপরে॥
যে অজয় পার হৈতে ইন্দ্র ভয় মানে।
সে অজয় পার হৈয়া আল্য হয়-যানে (৫)॥
নব লক্ষ দল গৌড়েশ্বর আস্ত্যা ছিল।
একা লোহাটার রণে ভঙ্গ দিয়া গেল॥
লাউসেনের সঙ্গে কালু ডোম এক বীর।
লোহাটাকে মারিল মারিয়া এক তীর॥

---

(১) সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল। (২) ঐশ্বর্য্য। (৩) তোমাকে।
(৪) লোহাটার পূর্ণ নাম লোহাটা বজ্র (বজ্জর)। সম্ভবতঃ [illegible] লোহাটার উপাধি ছিল। (৫) অশ্ব চাপিয়া।

এমন দুরন্ত রিপু আইল নিকটে।
না জানি এবার মোর ভাগ্যে কিবা ঘটে ॥
ঈশ্বরী ঈষৎ হাসে ইছাই বচনে।
কহিতে লাগিল চায়্যা গোয়ালার পানে ॥
ইন্দ্র যম পবন বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য বিধি বিষ্ণু কিবা পঞ্চানন ॥
ইহারা তোমারে জানে শুনরে ইছাই।
অরি হয়্যা তোমার সমুখ হবে নাই ॥
কোন্ ছার লাউসেন সহজে মানব।
তারে ভয় হয়্যাছে এই হাস্যার্ণব ॥
ইছাই বলয়ে মাতা কহি সমাচার।
ধর্ম্মের সেবক সেন ধর্ম্ম-অবতার ॥
অবিরত শ্রীধর্ম্ম তাহার কাছে আছে।
গাভী যেন সতত থাকএ বৎস-পিছে ॥
লোকমুখে শুন্যাছি তাহার যত বল।
জলন্ধরে বধ্যাছে শার্দ্দূল কামদল (১) ॥
তারা-দীঘির জলে বড় আছিল কুম্ভীর।
অক্ষয় অমর নরে নাই সত্য নীর ॥
লাউসেন ধর্য্যা তার বধ্যাছে পরাণ।
সুরুক্ষ্যা নটীর (২) কাটাাছে নাক কাণ ॥
এ সব সঙ্কট স্থান করিয়াছে জয়।
হাতী মার্য্যা জীয়ায়্যাছে কেহো কেহো কয় ॥ (৩)
গৌড়েশ্বর করিয়াছে ময়নার ভূপ।
কর্পূরধলে জিনি জয় কৈল কামরূপ ॥
সঙ্গে তার কালু ডোম তাহার দোসর।
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোড়া অণ্ডির-পাথর (৪) ॥

---

(১) জলন্ধর নামক রাজ্য কামদল নামক ব্যাঘ্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়, লাউসেন সেই ব্যাঘ্রকে হত্যা করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(২) সুরিক্ষা নাম্নী বারাঙ্গনা এক দেশের রাণী ছিল, সে লাউসেনকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। লাউসেন তাহার সমস্যা পূর্ণ করিয়া সর্ত্ত অনুসারে তাহার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।

(৩) কেহ কেহ বলে হস্তীকে বধ করিয়া লাউসেন পুনরায় তাহাকে [illegible] দিয়াছে।

(৪) লাউসেনের ঘোটকের নাম।

এক শরে লোহাটায়ে মাল্য কালু বীর।
ঘোড়াএ করিল পার অজএর নীর॥
দেখ্যা শুন্যা আমার সন্দেহ হল্য মনে।
নিবেদন কৈল তুয়া যুগল চরণে॥
কথা শুনি ক্ষেমঙ্করী হাসে খল খল।
দেবী বলে ওরে বাছা তো বড় পাগল॥
সেনানী সমান সুত তুমি মোর সার।
তোর উপর বল করে এত শক্তি কার॥
পাবকে পতঙ্গ ফুট্যা (১) প্রাণ হয় হারা।
সেই মত মরয়ে তোমার শত্রু যারা॥
মরিবার তরে উঠে পিপীলিকাব পাখা।
তেমতি হইল সেন ধর্ম্ম জানি সখা॥
বলিতে বলিতে দেবী বিষম কুপিত।
মুখে হৈতে তিন বাণ খসে আচম্বিত॥
বাণ দিয়া ইছাএ অভয়া কিছু কয়।
তিন শরে তিন বীর যাবে যমালয়॥
লাউসেন অশ্বির-পাথর কালু বীর।
এই তিন বাণে যাবে যমের মন্দির॥
ইছাই বলেন হল্য বিপর্য্যয় হয়।
তুমি পাছে কর ত্যাগ এই করি ভয়॥
ঈশ্বরী বলেন বাণী শুনহ ইছাই।
সময় না হল্যে ভয় আমি যাব নাঞি॥
দেউলে (২) রহিনু আমি না যাব কৈলাস।
কদাচিৎ মনোমধ্যে না কর্য্য তরাস॥
লাউসেন হেতু যদি শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর।
তোর শত্রু হন যদি আসিয়া ঢেকুর॥
সেন লাগ্যা ধর্ম্ম যদি সমর করে আস্যা।
মোর রণে ভঙ্গ দিবে রঙ্গ জাক্ বস্যা॥
ছাড় ভয় ভাবনা ভরসা কর গোপ।
তো মরিলে ব্রহ্মার এ সৃষ্টি হবে লোপ॥
যেই মূর্ত্তি রক্তবীজে করিল বিনাশ।
সেই বেশে ত্রিভুবন করিব গরাস॥

বর ও তিন বাণ দান।

---

(১) পড়িয়া। (২) দেবালয়ে।

চল তূর্ণ চূর্ণ কর পূর্ণ রিপুদর্প।
আজি রণে তুমি তার্ক্ষ্য রিপু হবে সর্প॥
ইছাএ আশ্বাস করি দেবী ভদ্রকালী।
গিরিকর্ণ কুসুম করেতে দিল তুলি॥
কেবল ভাবনা শ্রীধর্ম্মের পদাম্বুজ।
রামনারায়ণ গায় রামকৃষ্ণাম্বুজ॥

শ্যামরূপা চরণে প্রণাম করি বীর।
মালসাট মারি উঠে গরজে গভীর॥
পাগ বান্ধে প্রবন্ধে কেবল পদ্মফুল।
কল ধৌত কম্পিত কসনি (১) দুই কুল (২)॥
চিরা (৩) বান্ধে চন্দ্রদ্যুতি চিকুরের ছটা।
মাতঙ্গমুকুতা (৪) কাণে কাছে গালপাটা॥
বাহুতে বিচিত্র বাধে বিচটার ছড়া।
হীরা নীলা মাণিক মুকুতা তাম যোড়া॥
অঙ্গে অঙ্গরেখী (৫) পরে দেখি লাগে ডর।
পবন পাবক পৃথ্বী কাঁপে পুরন্দর॥
পরিল চালনা দড়ঁ রঙ্গময় ধার।
সঘনে ফিরায় আখি চক্রের আকার॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পরে অতি মনোহর।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোটা সাজে ললাট উপর॥
পরিসর পেটী পরে পুরটের কড়া।
কসনি কোমর দড়ঁ পাগ তথি বেড়া॥
যোড়া জম ধর বান্ধে ফুল নাগ্রি যার।
বাম দিগে বান্ধিলেক যুগল তলয়ার॥
টানাটানি টাঙ্গী বান্ধে টলে পদে ধরা।
ইন্দ্র ভাবে অমরাতে হানা দিবে পারা (৬)॥

ইছাইএর যুদ্ধ সজ্জা।

(১) বেষ্টনী (Belt)। (২) পাগের দুই দিকের বেষ্টনীতে স্বর্ণজ্যোতিঃ কম্পিত হইতেছে (পাগের দুইদিকে স্বর্ণের আঁচল থাকে)।
(৩) দুই ধার। (৪) গজমুক্তা। (৫) অঙ্গরক্ষা=বর্ম্ম। সম্ভবতঃ এই শব্দ হইতে "আঙ্গারখা" শব্দ আসিয়াছে।
(৬) পারা=এই প্রকার বোধ হয়।

তীরে তূণ পূর্ণ গুণ বান্ধে বীরবর।
বিপত্তি বায়ান্ন হাজার তাএ শর॥
বাম হাতে বিরাজিত বিচিত্র কার্ম্মুক।
ডানি হাতে নিল শেল ঢেকুর বিভূত॥
গণ্ডারের ঢাল পীঠে দিঠে কাম জম।
হাকে হয় হংসের হরির দিগ্‌ভ্রম (১)॥
ঘোর দাপে কাঁপে মহী অহি নহে স্থির।
সাজ করি শ্যামার সদন হল্য বীর॥
পার্ব্বতীরে প্রণমএ পটুকা গলায়।
জয় জয় জগতজননী শুভাগায়॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমএ মহী লুট্যা বপু।
ক্ষেমঙ্করী কয় ক্ষয় হবে আজি রিপু॥
বিদায় হইয়া বীর রণমুখে ছুটে।
কালী জয় শব্দ আট দিগ্‌ময় উঠে॥

রণক্ষেত্রে ইছাই।

শব শিবা বালা নারী পূর্ণকুম্ভ জলে।
বাম দিগে মহাবীর দেখে যাত্রাকালে॥
গরু মৃগ ব্রাহ্মণ কুসুম অবদাত।
যাত্রাকালে যাম্যে দেখে ঢেকুরের নাথ॥

শুভলক্ষণ।

সমুখে দেখএ ধেনু বৎস দুগ্ধ খায়।
সমুখেতে নৃকান্তি শিক আগে চলি যায়॥
চল দল অচলা চঞ্চলা দ্রুচরণে।
মহাদর্পে উপনীত হৈল আসি রণে॥

দেখি লাউসেন বীর হৈল চমকিত।
সেন বলে ইন্দ্র কেন হেথা আচম্বিত॥

লাউসেনের বিস্ময়।

ধন্য ধন্য মহাবীর মাতা পিতা ধন্য।
নাঞি জানি পূর্ব্বজন্মে কত কৈল পুণ্য॥
যেন মুখ তেন বুক তেন হাত পা।
প্রফুল্ল কমল আঁখি সুবলিত গা॥
নাসিকা গরুড়ে রঞ্জে কামে রঞ্জে রূপ।
ঢেকুর অবনী ধন্য হেন বীর ভূপ॥

---

(১) তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ গভীর ও উচ্চ যে, তাহাতে ঘোটক, হাঁস ও সিংহেরও দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে।

এই মত মনে বহু বাখানিল সেন।
ত্বরাযুত হয়্যা যুদ্ধের সজ্জিলেন॥
করযোড়ে কালু বীর হেন কালে কয়।
তুমি রণে আশু যাবে উপযুক্ত নয়॥
সেবকে সারিলে কার্য্য না যায় ঠাকুর।
আজ্ঞা হকু আমি জয় করিএ ঢেকুর॥
কোন্ বীর ইছাই গুয়ালা কিসে গুণি।
তাহার সমরে তুমি চলিবে আপনি॥
ধনে বলে যেই জন হয় ত সোসর।
তার সঙ্গে মৈত্র তার সঙ্গে সাজে পর (১)॥
ধনে বলে গোয়ালা তোমার সম নয়।
তার যুদ্ধে কেন তুমি যাবে মহাশয়॥
বিশেষ বচন বলি বস্যা রহ তুমি।
ইছাই গোয়ালা বান্ধি আনি দিব আমি॥
কোন্ ছার ইছাই কিসের বলবান্।
এক বাণে অবিলম্বে বধিব পরাণ॥
লোহার প্রতাপ গৌড়ে সর্ব্বকাল।
অবিরত চমকয়ে গৌড়ের ভূপাল॥
তব পদরেণু-ভূষা দেহ মহাশয়।
এক শরে সে বীর গেছে যমালয়॥
সেই মত ইছাএ করিব আমি নাশ।
মনোমাঝে মহাশয় না মান্য তরাস॥
সেন বলে শুন সত্য কালু সিংহ বর।
সাবধানে কর্য্য আজি ইছাই সমর॥
দুর্দ্ধর্ষ দেখি বীর দ্বিতীয় বাসব।
নাঞি লাগে মনে রণে হয় পরাভব॥
কালু কয় কি হেতু কল্পনা কর মন।
ঠাঁএ (২) বিনাশিব গোপে দেখিবে এখন॥

কালুর যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা।

এত বলি কালু বীর করিল জুহার।
রণসাজ বান্ধে বস্যা আসি আপনার॥
পায় মোজা পরিয়া চার না পরে আটি।
পটুকা কোমরে বান্ধে গাএ রাঙ্গা মাটী॥

কালুর যুদ্ধসজ্জা।

(১) শত্রু। এখানে শত্রুতা। (২) একবারে।

ডাহিনে টালনি (১) পাগ অতি সুশোভন।
পাগ পিছা প্রায় বুঝি ময়ূর-পেখম॥
লম্বিত সুঠাম তো রচিয়া নানা ছান্দে।
গাএ শুক্ল পাদলা বুকেতে বন্ধ বান্ধে॥
কটি পর করবাল কাটারি কঠিন।
প্রবল পরুষ বান্ধে টাঙ্গী খান তিন॥
তীর সহ তরকচ তুরিত বান্ধে তাল।
পীঠেতে ফেলএ বীর নিদারুণ ঢাল॥
ঘন ঘন ঘুঙ্গুরেতে ঘেরিল কোমর।
রঙ্গ করি জঙ্গ বান্ধে ডাগর ডাগর॥
ডানি হাতে নিল নেজা বাম হাতে বাঁশ।
বেশ দেখি বিশেষ বাসবে লাগে ত্রাস॥

ইছাই নিকটে গিয়া কালু মহাবীর।
রাম রাম করে গোপে নোঙাইয়া শির॥
কালু কয় করুণ বচন প্রীতি করি।
অবধান কর ঢেকুর-অধিকারী॥
তব পিতা সোমঘোষ গৌড়ে ছিল স্থিতি।
কালুর দর্প।
কালু ডোম নাম মোর বসিএ রমতি॥
গ্রামের সম্বন্ধে সোমঘোষ ভাই হয়।
সে সম্পর্কে ভাইপো তুমি মহাশয়॥
দরশনে মায়া হৈল সম্বন্ধের টান।
নিবেদনে নরপতি কর অবধান॥
বঙ্গপতি গৌড়ের ঈশ্বর মহাবল।
যার সঙ্গে সদা রহে নব লক্ষ দল॥
তাহার সমান হয়্যা উপযুক্ত নয়।
প্রীত করয়া কাল কাট শুন মহাশয়॥
যখন যে বাগে মেঘ করে বরিষণ।
সেই বাগে ছত্র ধরি লোক বিচক্ষণ॥ (২)

---

(১) যে পাগড়ী ডান্ দিকে হেলিয়া আছে।

(২) যখন-যে দিক্ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, সেই দিকে ঘুরিয়া থাকিয়া ছত্র ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহার অর্থ এই যে, গৌড়েশ্বর যখন আসিয়াছিলেন তখন একরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ, এক্ষণকার যুদ্ধ অন্যরূপ, সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য কর।

মনে কর সাজ্যা আস্যাছিল গৌড়নাথ।
লোহাটার রণে ভঙ্গ দিল বার সাত॥
সে লোহাটা এক বাণে তেজিল পরাণ।
এক কথা আর কহি কব অবধান॥
পবন বরুণ যম অগ্নি বজ্রধারী।
হেন জন যদ্যপি তোমাব হত্য অরি॥
তব দশা প্রতাপেতে ওহে মহাবীর।
পার হত্যে না পাবিত অজএর নীর॥
ঘোটকে সাটক করি সেন হল্য পার।
ইহাতে ইছাই দশা বুঝ আপনার॥
দশা খাট হল্য তব পাছে আছে কাল (১)।
অতঃপর গোপসুত সামাল সামাল॥
দশার সমান চল পূর্ব্ব বল ছাড়ি।
কিছু রাজকর দেহ ঢেকুরের কড়ি॥
নালবন্দি অল্প হবে না হবে জেআদা (২)।
কেবল রক্ষ্যাতে গৌড়েশ্বরের মর্য্যাদা॥ (৩)

ইছাইএর উত্তর।

কালুর শুনিয়া কথা ইছাই কুপিত।
দশনে অধর চাপে লোচন লোহিত॥
বলএ বচন বীর বৈশ্বানর-কণা।
গভীর গরজে যেন পড়ে ঝন্‌ঝনা॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভাদি হরি হয়।
পবন বরুণ অগ্নি তরণী-তনয়॥
ইহাদের সাধ্য নাঞি চাহিবারে কর।
শ্যামরূপা দেবী রাজা ঢেকুর উপর॥ (৪)
ডোম জাতি ডাকাতি ডিগর (?) আদি চোর।
তেঞি হেন কথা মুখে বারি হৈল তোর॥

---

(১) তোমার দশা (অবস্থা) খাট হইয়া আসিয়াছে, এবং কাল তোমার পশ্চাতে আক্রমণ করিতেছে।

(২) বেশী।

(৩) তোমার কর অতি সামান্য হইবে, কেবল গৌড়েশ্বরের সম্মান রাখিবার জন্য এই কর নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(৪) ঢেকুরের একমাত্র অধিশ্বরী শ্যামরূপা দেবী।

এইখানে এখনি পাঠাও যমালয়।
যোগী মাল্যে ছাই হাত তাই মাত্র হয়॥ (১)
ক্ষমা দিনু যারে ডোম নিজ প্রাণ লয়্যা।
আমার সংবাদ লাউসেনে কহ গিয়্যা॥
পার হয়্যা বস্তা আছে দেকু আস্তা রণ।
নহে যাকু পলাইয়্যা লইয়্যা জীবন॥

কথা শুনি কোপে জ্বলে কালু মহাবীর।
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ হইল অস্থির॥
প্রত্যুত্তর। কোপে কালু কথা কয় তুষাগ্নির কণা।
গোয়ালাব গুণ জ্ঞান গোঙারিতপণা॥ (২)
তোর বাপ সোমঘোষে নাহি জানে কে।
গৌড় নগরে গরু চরাইত সে॥
দুই তিন দিনের উপর পাত্য ভাত।
সারিঙ্গা যন্ত্রের প্রায় ছিল তার আঁত (৩)॥
তোর মাতা বাগালি সাধিত ঘরে ঘরে।
তোর বনি সেঙ্গা কৈল জেল্যা কৈবর্ত্তেরে॥
কুলাঙ্গার কুজ্ঞানী না বুঝ কালাকাল।
রাখালের বেটা তুই সহজে রাখাল॥
কহিলে যে সেন আসি করুক সমর।
আপনা না জান বেটা শুনরে বর্ব্বর॥
বামন হইয়া চাঁদে দিতে চাসি হাত।
মূষিক পতঙ্গ তুঞি সেন যূথনাথ॥
সুমেরু সমান সেন তুইত সরিষা।
তার সহ সমরেতে করহ ভরসা॥
কি কারণে ভাবনা করহ এতদুর।
মোর হাতে যাবি আজি সঞ্জীবনীপুর (৪)॥

---

(১) যোগী জাতীয় কাহাকেও হত্যা করিলে হাত মাত্র কলঙ্কিত হয়, তোমাকে মারিলেও তাহাই হইবে।

(২) গোয়ালার গুণ শুধু গোঙারিপণা (গোঙরুকি—হটকারিতা)।

(৩) (উপবাস হেতু) সারেঙ্গের মত অন্ত্র (পেট) খাল দিয়া পড়িত।

(৪) যমালয়।

কালুর কথায় কোপে গোপ হল্য কাল।
ধনুঃশর রাখিয়া ধরিল খাড়া ঢাল॥
ইছাএর দাপে (১) কাঁপে বিধাতা উপেন্দ্র।
পায় পায় চলে বলে প্রবল মৃগেন্দ্র॥
লাফ দিয়া ঝাপ খায় দাপ ঘোরতর।
দেখি কোপে কাঁপে কালু-ডোম-কলেবর॥
করাল কঠিন কালু কালের স্বরূপ।
ধনুঃশর রাখিয়া ধরিল ঢালধূপ॥
ঢালে ঢাকি কলেবব দুই বীব ধায়।
হানিবারে কেহো কারে বাগ নাহি পায়॥
সঘনে ফিরিয়া বোলে চক্রের আকাব।
আপনার বাম দিগে দিঠি দুহাকার॥
ঝনঝন ঝাড়ে অসি কাঁড়ে ঘোর রা।
বসুমতী থবহর পায়্যা পদ ঘা॥
মার মার শবদে মণ্ডল বেড়ি ছোটে।
ঢালে অসি বাজিতে প্রবল অগ্নি উঠে॥
রণগজ মাদল (২) প্রবল দুইজন।
হান হান হাকুনি হাকিছে ঘনে ঘন॥
গুঁড়ি গুঁড়ি গতায়ত ঢালে শির ঢাকি।
ক্ষণে ক্ষণে যুঝে যেন চন্দ্রচূড় পাখী॥
ঢাল খাড়া মেলা পাড়া গেল প্রহর তিন।
কেহো কারে নারে দুঁহে সমর-প্রবীণ॥
খাড়া ঢাল রাখিয়া ধরিল ধনুঃশর।
দুঁহে বাণ বরিষয়ে দুঁহার উপর॥
ঈশ্বরীর বাণ বীর তুল্যা নিল চাপে।
ইছাএর ইষু (৩) দেখি ঈশ (৪) ইন্দ্র কাঁপে॥
বাণ ছাড়ি ইছাই ছাড়এ হুহুঙ্কার।
বাজিল কালুর বুকে পীঠে হৈল ফার॥
কালুর বধিয়া প্রাণ কালিকার শর।
পুন আল্য ইছাএর তূণীর ভিতর॥

যুদ্ধ।

কালুর পতন।

---

(১) দর্পে। (২) মত্ত।
(৩) বাণ। (৪) শিব।

অচেতনে বীর কালু পড়ে ভূমিতলে।
বেগে সেন আসিয়া কালুরে নিল কোলে ॥
ইছাএরে কন সেন সকরুণ ভাষা।
দেখ ভাই উপস্থিত হৈল আসি নিশা ॥
হইল তোমার জয় যাহ বীর ঘর।
তোমায় আমায় কালি করিব সমর ॥
ইছাই চলিয়া গেল নিজ নিকেতন।
কালু কোলে লাউসেন করেন রোদন ॥
ভরসা কেবল শ্রীধর্ম্মের পদাম্বুজ।
গায় রামনারায়ণ রামকৃষ্ণানুজ ॥

রাত্রির জন্য যুদ্ধ স্থগিত।

ঘনরাম-চক্রবর্ত্তি-প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। পুস্তক-রচনা-কাল ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গবাসী পত্রিকার চেষ্টায় ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল" খানিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঘনরামের বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৭৭—৪৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইছাইঘোষের যুদ্ধ-সজ্জা।

ইছাইঘোষের রাজধানী 'ঢেকুর'—'অজয় ঢেকুর' এই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের নব লক্ষ সৈন্য ইছাই বারংবার পরাস্ত করিয়াছিল। ইছাইঘোষের বিক্রম সম্বন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলের অপরাপর কবি-গণের রচনাও এই পুস্তকের আরও কয়েকটী স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারি মালসাট।
সাজে শত্রু সমরে সাক্ষাৎ যমরাট্ ॥
বিরাট্ সমরে যেন সুশর্ম্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ ॥
সেইরূপে সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড় বড় কোমর কষিছে কড়াকড়ি ॥
পেটি আটি বাঁধিল বত্রিশ বেড় পাগে।
কষিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥
ডান ভাগে বান্ধিল যুগল যমধর (১)।
খরতর যোড়া খাঁড়া নামে দুই খর ॥

---

(১) অস্ত্রবিশেষের নাম।

বাম দিকে যুগল টাঙ্গী (১) যম-অবতার।
চকো (২) ছুরি কাটারী কুটিল হীরা-ধার (৩)॥
কষে বাঁধে কাঁকালে কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ দপ॥
তার কাছে তূণে বান্ধে তের শত তীর।
চক্ চক্ চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির॥
শিরেতে সোণার টোপ টয়ে বান্ধা তায়।
রাতুল বরণরুচি বীর মাটী (৪) গায়॥
তড়িত জড়িত যেন জলধর-জ্যোতি।
হীরা মণি হার গলে কাণে গজমতি॥
ধনুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিত ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্ত্তিমান্ কাল॥
রণশিঙ্গা কাড়া পড়া টমক টেমাই।
শ্যামারূপা (৫) পদ ভাবি চলিল ইছাই॥
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কাণে কত রব শুনি॥
ঢালমুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে।
বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥
প্রতাপে পেরিয়া পুরী ঢেঁকুরের ভূপ।

স্বীয় মস্তকদানে কালু ডোমের সত্য-রক্ষা।

লাউসেন হাকণ্ডে দুস্কর তপস্যায় নিযুক্ত। এই সুযোগে তাঁহার মহাশত্রু মাতুল মহামদ গৌড়ের সমস্ত সৈন্য লইয়া যাইয়া লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন। ময়নাগড়ের ভার লাউসেনের বিশ্বস্ত সেনাপতি কালু ডোমের উপর ন্যস্ত। মহামদ কৌশলে কালুর পুত্র শাকা-শুকাকে ও তদীয় বিশ্বস্ত তের জন ডোমকে নিহত করিয়াছেন। সমস্ত ময়ানগড়-পুরী মন্ত্রবলে নিদ্রিত। কালুর স্ত্রী লখা (লক্ষ্মী) ডুমুনি স্বামীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। কালু ডোম যুদ্ধে প্রবৃত্ত শুনিয়া মহামদ (মাহুম্মা বা মামুদা) শঙ্কিত। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি

---

(১) কুঠার। (২) চোখা।
(৩) কুটিল=বক্র। হীরা-ধার=হীরার ন্যায় ধার বিশিষ্ট।
(৪) রাজা ধূলি। (৫) ঢেকুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কালুব মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিস্তর পুরস্কার দিবেন। কালুর ভ্রাতা কাম্বা তাহার চিরশত্রু। কাম্বা কৌশলে কালুকে সত্যবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছিন্ন করিতেছে।

নয়নে বিশ্রাম তার নহে এক তিল।
শোকের উপরি শোক বুকে বসে শীল ॥ (১)
কান্দিয়ে পড়িল লখা কালুর চরণে।
উঠহে পরাণনাথ কি আর জীবনে ॥
কি কাল তোমার ঘুমে সর্ব্বনাশ হলো।
শাকা শুকা তের ডোম রণে যুঝে মলো ॥
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥
রণে মলো অভিমন্যু অর্জ্জুনের পো।
প্রাণপণে কবে ত্যজে সংসারের মো (২) ॥

শোকাতুর অর্জ্জুন ও দশরথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত।

পুত্র-শোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জ্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥
পুত্র-শোকে প্রাণ ত্যজে রাজা দশরথ।
সকলি মজিল নাথ রাথ ধর্ম্ম-পথ ॥
সেনের (৩) সংসার রাথ সত্যে হবে পার।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একবার ॥
সবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কেবল যায় সাথে।

কালুর যুদ্ধ-যাত্রা।

বলিতে বলিতে উঠে নিলা টাঙ্গী হাতে ॥
পুত্র-শোকে দাদালে চলিল মহাবীর।
গড় পার হয়ে ফেলে কালিন্দীর তীর ॥
অনুমান করে আগে স্নান পূজা করি।
ঈশ্বরী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥

জলে প্রবেশিলা কালু খুলিয়া কোমর।
সমাচার পাত্রকে (৪) জানালে বায়্যা চর ॥
পাত্তর কাতর হলো কালু এল্য রণে।
কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্যগণে ॥

---

(১) পুত্রগণ নিহত হওয়ায় লক্ষার এক তিলও বিশ্রাম নাই, শোকের উপর শোক তাহার বক্ষে পাথরের ন্যায় চাপিয়া আছে।
(২) মমতা। (৩) লাউসেনের।
(৪) গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র মহামদকে।

পুত্র-শোকে এল্য কালু ফেরা হবে স্থির।
সংগ্রাম থাকুক শুনে কাঁপে যত বীর॥
পাত্র বলে কে আনিবে কালুর মস্তক।
ময়না (১) ইনাম পাবে রেখে যাবে সক॥
এখনি পড়ুক যোড়া ঘোড়া পাবে এলে।
সেনাগণে অনুমানে প্রাণে মোলে মিলে॥
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পাণ (২)।
সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ॥
বানর কাতর যেন লঙ্ঘিতে সাগর।
সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর॥
পাত্র বলে লুটে খেতে রাজার মুলুক।
সবার বড়াই বড় কাযে হেঁট-মুখ॥
ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে॥
হেন কালে কাম্বা ডোম (৩) উঠাইল পাণ।
কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান॥
থাকুক অন্যের কথা নব লক্ষ দলে।
বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে॥
যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।
বধিল দেবতাগণে বন্দী করি সত্যে॥
সেইরূপী মায়ায় ভায়ার (৪) মাথা আনি।
দূরে করে দেহ মোরে করে অপমানী (৫)॥
এতো যদি বলিল কালুর ভাই কেমো (৬)।
পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো (৭)॥

পাত্রের ভয় ও পুরস্কার-ঘোষণা।

কাম্বার অভিসন্ধি

---

(১) ময়নাগড়ের অধিকার পুরস্কারস্বরূপ পাইবে।

(২) পাত্র (মন্ত্রী) পাণ দান করিল, অর্থাৎ যে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির সহায় হইতে পারিবে, সে আসিয়া পাণ লইয়া যাও, এই ঘোষণা করিল।

(৩) কালু ডোমের ভাই। (৪) ভাইর।

(৫) আমাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দাও, এই ছলে আমি তাহার সঙ্গে মিত্রতার ভাণ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিব।

(৬) কেমো = কাম্বা।

(৭) রেমো নামক নাপিত।

পাঁচ চুলে করে পেঁচ দিল গোটা দশ।
মুখ বুক বয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্॥
গালে দিল চুণ কালী গলে গাঁথা জুতা।
আগে আগে বাজে ঢোল পিছে মারে গুঁতা॥
কাণা কুঞ্জরের পীঠে নদী করে পার।
দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার॥

দাদার ভাই।

শরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর প্রাণ।
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান॥
কৃপাময় কালু কয় কেন ওরে ভাই।
কাম্বা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই॥
হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে।
লুটায়ে পড়িতে কাম্বা কালু করে কোলে॥
গলাগলি কাঁদে দোহে চক্ষে বহে জল।
বীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল॥
কাম্বা বলে দাদারে বাজিল বুকে জাঠা (১)।
সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা॥
দেখিতে ফাটিল বুক করিনু বিষাদ।
তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ (২)॥
কালুর সোদর কাম্বা তারি অনুচর।
এই বেটা কাটাইল রাজার লস্কর॥ (৩)
দূর করে দিল দাদা হোলাম অপমানী।
চল গিয়ে তুই ভেয়ে সব সেনা হানি॥
পূর্ব্ব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর।
বীর ডোমের বুন (৪) হতে ভেঙ্গে ছিল ঘর॥
তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা।
কালু বলে প্রাণের সমান তুমি কামা (৫)॥

---

(১) শেল-বিশেষ। (২) তোমার পুত্র শাকা-শুকা যুদ্ধে নিহত হইলে তাহাদের জন্ম শোক প্রকাশ করি, সেই অপরাধে পাত্র আমাকে এত অপমান করিয়াছে। (৩) আমার বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ এই যে, আমি তোমায় ভ্রাতা ও অনুচর, এবং আমিই তাহাদের দলে থাকিয়া গৌড়েশ্বরের অনেক সৈন্য কৌশলে নিহত করিয়াছি। (৪) ভগিনী। (৫) কাম্বার অপভ্রংশ।

মুখে বলে খাটি নাহি তোমার কৃপায়।
মনে করে ভাল ভায়ায় ভুলিল মায়ায়॥
দু-ভেয়ে পরম প্রেম প্রীতি ভাব বাড়ে।
দূরে থেকে দেখে লখে (১) এসে বসে আড়ে॥
অন্তরে গরল কাম্বা মুখে মধুময়।
কপট চাতুরী কিছু কালুবীরে কয়॥
তুমি না করিলে কৃপা হতাম বৈরাগী।
অনুগত দাস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি॥
সত্য কর তবে যে প্রত্যয় হয় মনে।
কালু বলে ওরে কাম্বা কোন্ ছার ধনে॥
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব আর আছে কি (২)।

গঞ্জিয়া বলিছে লখে সোণা (৩) ডোমের ঝী॥

লখা ডুমুনীর উপদেশ।

ভুল না ভুল না নাথ ভুলাইবে মদে।
ভাই নয় ভণ্ড ভেড়ে পাড়িবেক ফেদে (৪)॥
সেই কাম্বা কুলাঙ্গার জান পূর্ব্বাপর।
ঘর ভেদে সবংশে মজেছে লঙ্কেশ্বর॥

কাম্বা বলে দাদারে ঘুচিল সব যুক্তি।

স্ত্রীর কথায় অবিশ্বাস।

বসত না হতে শুনি কুন্দলীর উক্তি॥ (৫)
সে জানি অধম্মে মোল হারেছিল সীতা।
মাগের বচনে কেন শ্রীরামের পিতা॥ (৬)
মহারাজ দশরথ কিনা হলো তার।
বীর বলে থাক রে অধর্ম্ম মেয়ে ছার॥
দুঃখ সুখ দু-ভাই বিরলে কই কথা।
কি তোর যোগ্যতা শ্যালী হতে এলি হাত্তা (৭)॥

---

(১) লখা ডুমুনি। (২) অপর কি কথা আছে।

(৩) সোণা ডোম লক্ষ্মার পিতার নাম।

(৪) কাম্বা ভাই নহে—ভণ্ড, পাত্রের চর।

(৫) তোমার সঙ্গে বাস না করিতে করিতেই কুন্দুলী (কলহ-প্রিয়া) ভ্রাতৃজায়ার কথা শুনিতে হইল।

(৬) স্ত্রীর কথা শুনিয়া দশরথ অনর্থ ঘটাইয়াছিল।

(৭) হস্তা = প্রতিবন্ধক।

অমনি ধরিল ধেয়ে করিয়া দাপট।
বেণা-ঝোড়ে জড়ায়ে লখের বাঁধে জট ॥ (১)
স্ত্রীকে বন্ধন।
প্রতাপে লখেরে বাঁধে কাহার যোগ্যতা (২)।
আপনি বন্ধন নিল লখে পতিব্রতা ॥
ধর্ম্মপদ ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥

লখেকে বান্ধিয়া দড় (৩) কালু সত্য করে।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে ॥
প্রতিশ্রুতি।
পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য।
যে কিছু মাগিবি কামু (৪) তাই দিব তথ্য ॥
ইথে অন্য মত করি ঈশ্বর প্রমাণ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পরাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি যত মহাপাপ ঘটে।
ফলিল দেবীর শাপ দৈব ধরে জটে ॥
বল কামু কি দিব্য কহিছে কালুবীর।
দূরে থেকে কাম্বা বলে কেটে দাও শির ॥
দধিচি মুনির সম দাদা হলে দাতা।
নিজ দেহ দিয়ে মুনি তুষিল দেবতা ॥

কালু বলে ওরে দুষ্ট কি করিলি কাজ।
ইহার কারণে তোর এত বড় সাজ ॥
নিষেধ করিল লখে তোর শীল (৫) জেনে।
অভাগা মজিল তার কথা নাহি মেনে ॥
ভুলায়ে বিশ্বাসঘাতী মাথা লয়ে যাবি।
ইহার উচিত ফল এই ক্ষণে পাবি ॥
অবিশ্বাসী জনারে বিশ্বাসে এই ফল।
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল ॥
কাম্বা বলে দাদারে করেছ অঙ্গীকার।
মায়া ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার ॥
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্ব্বত উপর ॥

---

(১) কালু লখেকে চুলে ধরিয়া বেণা-গাছের সঙ্গে বন্ধন করিল।
(২) লখে ডুমুনী স্বয়ং অতি দক্ষ যোদ্ধা ছিল। (৩) দৃঢ়।
(৪) কাম্বা। (৫) চরিত্র।

অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্ব্বত।
তথাপি-সজ্জন বাক্য নহে অন্যমত ॥ (১)
যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি। — সত্যপালন।
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা পুরাণে প্রমাণ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাই স্থান ॥
সপ্তদ্বীপ দান দিল দক্ষিণার তরে।
বনিতা বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
আপনি হইলা রাজা চণ্ডালের দাস।
অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘনে ভাবি ত্রাস ॥
অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য ॥
এখানে করিলে সত্য গঙ্গাজল হাতে।
এ কোন্ বিচার দাদা গৌণ কর তাতে ॥
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ লও। (২)
নরক না কর দাদা মাথা কেটে দেও ॥
সত্য না লঙ্ঘিবে দাদা আপনি মহৎ।
জন্মিলে মরণ আছে রাখ ধর্ম্মপথ ॥

কালু বলে চণ্ডালে ধার্ম্মিক বড় তুঁ (৩)।
দেখিতে উচিত নয় তো ঝাড়ির (৪) মুঁ (৫) ॥
কি করিব কোথা হতে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয় (৬)। — সেন মহারাজের প্রতি ভক্তি।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় ॥

---

(১) উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিক্‌বিভাগে। বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে ॥ বিচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ। ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

(২) সত্য পালন কর এবং তাহার ফলে শত পুরুষকে স্বর্গে বাস করাও। 'আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে,' কাম্বা এই সত্য করাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনায় আছে। (৩) তুই। (৪) তোর মত হাড়ির। (৫) মুখ। (৬) লাউসেন দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইতে গিয়াছেন। কালু ভাবিল যদি সত্য রক্ষা না করি, তবে এই পাপে পাছে সেন মহারাজের তপস্যার বিঘ্ন হয়।

সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন॥ (১)
হেতা না ধরিব মেলাম গৌড়ের অধমে।
তু হলি চণ্ডাল দুঃখ রহিল মরমে॥
যে ছিল কপালে কাম্বা ফলিল আমার।
এক চোটে মাথা কেটে সত্যে কর পার॥
কি জানি ডোমুনী পাছে এসে হয় হাতা।
বলিতে বলিতে কাম্বা কেটে নিল মাথা॥

কালুর শিরশ্ছেদ।

সত্বর কুঞ্জর পাঠে উঠে করে ভর।
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর॥
মেলা টাঙ্গী (২) ফেলায়ে কাম্বার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর॥
মৃত পতি কোলে লয়ে কান্দে উভরায়।
শুনে পাট পড়শী পাড়ার লোক ধায়॥

লখের বিক্রম।

হরিপালের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ।

হরিপাল রাজার কন্যা কাণড়া পরমা সুন্দরী; বৃদ্ধ গৌড়াধিপ, হরিপালের নিকট তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ রাজার হস্তে তরুণী সুন্দরী কন্যাকে প্রদান করিতে হরিপাল অনিচ্ছুক, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অসীম পরাক্রম স্মরণ করিয়া ভীত। রাজকুমারী কাণড়ার প্ররোচনায় রাজা অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর দিলেন। গৌড়েশ্বরের সৈন্য হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিয়াছে। রাজকুমারী কাণড়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা। তাঁহার সাহায্যার্থে স্বয়ং চণ্ডীদেবী তদীয় ডাকিনী ধুমসীকে প্রেরণ করিয়াছেন। গৌড়েশ্বরের সৈন্যগণ ভূত-প্রেতের হস্তে পরাজিত।

সেনাগণ দানাগণ (৩) সমরে নিদারুণ
দু-দলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিণী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই
ঘন ঘোর গাজই (৪) দামা।

(১) অতেব = অতএব। রে অধম কাম্বা, আমি সেন মহারাজের অনিষ্টের আশঙ্কায়ই সত্যরক্ষা করিতেছি; এজন্য এবার তুই রক্ষা পাইলি।

(২) যে কুঠার দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে, এবং যাহা দূরে নিক্ষেপ করা যায়। (৩) দানবগণ। (৪) গর্জ্জন করে।

রজপুত মজপুত যৈছন যমদূত
সমযুত যুঝে খানসামা ॥
দাদালী দলবল মহী মাঝে মাতল
মানব মহিমে নহা দক্ষে।
ধর ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥
তবুত অকাতর নৃপতি লস্কর
উস্কর সমরের মাঝে।
ঝটপটী চোট পাট বহিছে হান কাট
মামুদা (১) মার মার গাজে ॥
ঘুঁড়ী পীঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয়
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥
সাঙ্গী শেল ঝুপঝুপ বাখিছে লুপ লুপ
লাফে লাফে লুপিছে দানা।
প্রেত ভূত পিশাচী ধাওয়া ধাই ধুমসী
খুসমী রণে দিল হানা ॥
হাঁকে হাঁকে হরিষে শর গুলি বরিষে
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে চত কত তরাসে
গোলা গাজে দুড় দুড় দুড়ুম ॥
করযে তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥
বড়গোলা বন্দুক দুড় দুড় দশমুখ
চকিত চমকিত শেষ।
অবনী টলাটল কম্পিত কুলাচল
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥
ধুমসী পরদল হানিছে দলবল
হাকিছে বিপরীত রা।

---

(১) মহাম্মদ পাত্র।

বীরগতি চলিছে বাহু তুলি বলিছে
বলি লও বাসুলীগো মা ॥ (১)
টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চালে ঢন্ ঢান্
ঝন্ ঝান্ ঘন রণনাদ।
দেখিয়া বিপরীত চৌদিকে চমকিত
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥

রণক্ষেত্রে ভুতের উৎসব।

কেহ খেয়ে মুটকী কেহ দেখে ভাবকী
ভাবকে মলো কত সেনা।
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে
কামড়ে হাতী পাড়ে দানা ॥
কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে লুকাতে আড়ে ওড়ে
ঘাড়ে ধেয়ে ধরিছে ঢণ্ড।
রক্ত চুমুকে পিয়ে চুষে মাথার ঘিয়ে
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড ॥
নরশির ছিঁড়িয়া কেহ ফেলে ছুড়িয়া
লাফায়ে লোফে কোন দানা।
কেহ বর-বারণে শুঁড়ে ধরি সঘনে
গগনে ফিরাইছে তানা ॥
ডাক ডাকি ডাকিনী বণে যুঝে যোগিনী
রঙ্গিনী দেখে রণ রঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ যথাবিধি (২) মণ্ডূক
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥
মামুদা মূঢ়-মতি পলাতে দ্রুতগতি
ধূমসী পিছে পিছে ধায়।
গুরুপদ-যত্ন দ্বিজ কবিরত্ন (৩)
সঙ্গীত মধুরস গায় ॥

হরিহরের সাক্ষ্য।

লাউসেন তপস্যার দ্বারা সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইয়াছেন। কিন্তু পাত্র মহামদ বলিল, উহা মিথ্যা কথা। হরিহর বাইতিকে সাক্ষ্য মান্য করা হইল, কারণ সে পশ্চিমে উদয় দেখিয়া ঢাক বাজাইয়াছিল।

---

(১) হে মাতা বিশালাক্ষী (চণ্ডিকার নাম-ভেদ), বলি গ্রহণ কর। (২) যেরূপ। (৩) ঘনরাম কবিরত্ন।

মহামদ তাহাকে গোপনে কতক অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রতিশ্রুত করাইল। কিন্তু রাজসভায় যাইয়া বাইতির মতি ফিরিয়া গেল এবং সে সত্য কথা কহিয়া ফেলিল। মহামদ পাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হরিহরকে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া বিচারে শূল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে হরিহর ভগবানের প্রতি নির্ভর-পরায়ণ হইল। এই প্রসঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী এক কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য গল্পভাগ সংক্ষেপে এখানে পুনরাবৃত্ত হইল।

সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর।
অপরঞ্চ প্রমাণ বাইতি হরিহর। — হরিহর বাইতি।
পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল।
রাজা বোলে তবে তো ঘুচিল গণ্ডগোল॥
রামপদ-কোকনদ বিপদ-বিনাশী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

সভামাঝে ছিছি করে সকলে নরক।
স্বভাব না ছাড়ে তবু দু[illegible]॥
মিছা আড়ি রাখিতে মজায় পরকাল।
পাত্র ভাবে হরিহরে করিব নেহাল॥
মিথ্যা সাক্ষী দেয় যদি ধন পেয়ে ধূতি (১)।
বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুকতি॥

ভূপতির ভাণ্ডারে অঞ্জলি দুই তিন।
পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্ম্মহীন॥
রজত কাঞ্চন কত হীরা মণি মতি।
কুমতি (২) বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধূতি॥
হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে।
তরাসে বাইতি কোণে ওত করে ঢাকে॥
মনে করে মামুদা (৩) মজাতে পাড়া এলো।
আপন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল॥
পাত্র বলে শুনহে এসেছি ধাওয়া ধাই। — পাত্রের চেষ্টা।
করহ বন্ধুর কায লাজ রাখ ভাই॥

---

(১) পুরস্কার। (২) কুমতি মহামদ (মাহত্ম পাত্র)।
(৩) মহামদ পাত্র।

ময়নামণ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা। (১)
ওখানে অপর কেহো হতে নাই দাতা॥
পিতামাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এই খানে।
তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজস্থানে॥
নয়নে না দেখি আমি পশ্চিম-উদয়।
রাজা জিজ্ঞাসিলে কবে না করিবে ভয়॥
জয়যুক্ত হই তবে শত্রু হয় হেট।
এত বলি নানা ধন পাত্র দিল ভেট॥

হেট মাথা হয়ে যুক্তি ভাবিল বাইতি।
পরকালে পরমাদ বিভোগ সম্প্রতি॥
মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পরকাল।
মলে কে দেখিতে যাবে কবি ঠাকুরাল॥
কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক।
বসে করি বিলাস বাড়াই নামডাক॥ (২)

হরিহরের লোভ।

ধন দেখে ধৈরয ধরিতে নারে ধন্য।
হরিহরে হেন বুদ্ধি কি করিবে অন্য॥
ধর্ম্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার।
মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্র দিব দশবার॥

ভাল বলি পাত্তর চলিল কুতূহলে।
বাইতি বনিতা হেথা গিয়াছিল জলে॥
অকস্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব।
স্বামী সপ্তপুরুষ করিছে কলরব॥
অন্তরীক্ষে অধোমুখে উর্দ্ধ করি পা।
বাইতিনীকে ডেকে বলে শুন ওগো মা॥
ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি।
এতেক পুরুষ তার যায় অধোগতি॥

পিতৃপুরুষের দুর্গতি।

অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুণ্ডে।
কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে॥

---

(১) লাউসেনের অধিকৃত ময়নাগড়ের রাজত্ব তোমাকে দিব।

(২) ঢাক কাঁধে বহিয়া আর কত কষ্ট পাইব; বসিয়াই বিলাস দ্রব্যাদি পাইব এবং নামডাক (যশঃ) প্রচারিত হইবে।

কুলে কেন কুপুত্র জন্মিল হরিহর।
বিনয়েতে বলি বাছা মানা যেয়ে কর ॥
সত্য সাক্ষী কহিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই।
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়া ধাই ॥
গাছে ভাঙ্গি কলসী স্বামীর কাছে যায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥

নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে।
উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলোকগণে ॥
ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি।
মিথ্যাসাক্ষী দিবে নাকি ধন পেয়ে ধৃতি ॥
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ।
কোন্ তপ না করিল শুনেছ ভারত ॥
পুত্রের কারণে লোক করয়ে সংসার।
নিমিত্ত তর্পণ পিণ্ড করিবে উদ্ধার ॥
তুমি স্বর্গ সংহারিয়া ফেলাও নরকে।
সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার (১) পিতৃলোকে ॥
হরিহর বলে শুন বাইতির ঝী।
বসে করি বিলাস তোমারে লাগে কি ॥ (২)
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব তোকে ॥
দুঃখে গেল গতর (৩) গোঙাব কতকাল।
পিতৃলোক ধর্ম্মভয়ে বেড়ে দুঃখজাল ॥
তার সাক্ষী প্রভু রাম অখিলের পিতা। ধর্ম্মের ফল।
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা ॥
ধর্ম্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি।
বরঞ্চ সেকাল ভাল এবে কাল কলি ॥
অধর্ম্মের বাধ্য বসু ধর্ম্মের অকার্য্য। (৪)
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥

---

(১) ত্রাণ কর। (২) যদি বসিয়াই বিলাসের জন্য প্রচুর সম্পত্তি পাই, তাহাতে তোমার কি মাথা ব্যথা।

(৩) দুঃখে গতর (গাত্র = শরীর) গেল। (৪) ধন অধর্ম্ম দ্বারাই উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, ধর্ম্মের দ্বারা তাহা সাধিত হইবার নহে।

স্ত্রীর উত্তর।

রামা বলে অর্থ নাথ অনর্থ কারণ।
প্রসেন ধনের লোভে হারাল জীবন॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ পাইল সত্রাজিৎ।
অন্য থাকুক কৃষ্ণচন্দ্র অখিল-পূজিত॥
রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল। (১)
অনর্থ-কারণ অর্থে কিছু নাহি ফল॥
বল না বিলাসে আর কত কাল জীবে।
সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে॥
পিতৃলোক প্রসন্নে প্রসন্ন দেবগণ।
অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম্ম বড় ধন॥

স্ত্রীর উপদেশ অবহেলা।

দৈব-বলে (২) বসে থাক বাইতির বেটী।
তু মোরে বুঝাবি কি ধর্ম্ম পরিপাটী॥
মিথ্যা সাক্ষী কহিলে নরকে হয় বাস।
না কহিলে হাতে হাতে সদ্য সর্ব্বনাশ॥
রামা বলে যথা সত্য তথা হয় জয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়॥
এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে।
রাজ-আজ্ঞা হলো হেথা সাক্ষ্য বলাইতে॥
লঘুগতি এলো দূত বাইতির কাছে।
সাক্ষী দিতে বাইতি আগিয়া আছে নাছে॥
দেখা হৈল দুজনে সম্ভাষে ভাই ভাই।
শ্লেষ মাত্র বলিতে চলিল ধাওয়া ধাই॥
রাজার নিকটে আসি নোওাইল শির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥

রাজ-সভায় বাইতি।

রাজা বলে শুন হে বাইতি হরিহর।
সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সভার ভিতর॥
হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয়।
রাজা এত কহিতে পণ্ডিত সব কয়॥
সাবধানে শুন ওহে এই ধর্ম্মসভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা॥

---

(১) রঘুরাজা অর্থের জন্যই কুবেরকে আক্রমণ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। (২) দেবতার উপর নির্ভর করিয়া।

পণ্ডিতগণের উপদেশ।

যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায়॥
অশ্বথামা হত ইতি গজ বলি শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্য দেশে॥
সপ্ত পিতৃলোক তোর ভয়ে ভাব্য মতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিবা অধোগতি॥
বিবিধ প্রকারে ধর্ম্ম বুঝান পণ্ডিত।
ধর্ম্মপদে লাউসেন মজাইল চিত॥ (১)
অন্তরে জানিলা প্রভু বাইতির মতি।
বাইতির বদনে বসালো সরস্বতী॥ (২)
যুবতী (৩) করিছে তার ভগবতী ধ্যান।
সভামধ্যে খণ্ডাতে স্বামীর ভ্রমজ্ঞান॥
অন্তরীক্ষে বসে শোনে যত দেবগণ।
হরিহর বোলে সাক্ষী প্রসন্ন বদন॥
পূর্ব্বমুখ হইতে প্রসন্ন হলো হরি।
হরিহর বলে রাজা নিবেদন করি॥
যেরূপ দেখেছি রায় ঈশ্বর প্রমাণ।
কত কাল কঠোরে পূজিলা ভগবান্॥
বর নাহি পেয়ে তনু ত্যাগ করি শেষে।
সবাই তেজিল তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে॥
তিন দিন ছিলা রায় হয়ে নবখণ্ড।
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বার দণ্ড॥ (৪)
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বার দণ্ড পশ্চিমে উদয় হলো দিবা॥
প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সঙ্গ।
কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ॥

সত্যের জয়। হরিহরের সত্য পালন।

---

(১) এই সময়ে লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশীল হইলেন।

(২) ধর্ম্মঠাকুর বাইতির অভিপ্রায় বুঝিয়া সরস্বতীকে তাহার মুখে অধিষ্ঠিত করিলেন, সুতরাং মিথ্যা বলা অসম্ভব হইল।

(৩) বাইতির স্ত্রী।

(৪) তিন দিন লাউসেন স্বগণ সহ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎপর ধর্ম্মঠাকুর প্রসন্ন হইয়া বার দণ্ডের জন্য সূর্য্যদেবকে পশ্চিমে উদিত করান।

দেখেছি শুনেছি তায় দিয়েছি ধুমুল (১)।
রাজা বলে সত্য সত্য এ কথার মূল ॥
সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয়।
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি-তনয় ॥
উঠিল আনন্দ-ধ্বনি জয় জয় বোল।
আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল ॥
ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে।
মহারাজা খালাস করিল সেই ক্ষণে ॥ (২)

লাউসেনের পুরস্কার।

করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি।
ক্ষমা দিবে যত দুঃখ পেলে দৈবগতি ॥
সেন বলে দুঃখ সুখ সব কর্ম্মফলে।
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে ॥
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
প্রবোধিয়া নিল রাজা ভিতর মহল ॥
রঞ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান।
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি প্রসন্ন ভগবান্ ॥

পাত্রের ক্ষোভ।

দুই বুনে (৩) হালা হোলে উঠিল আনন্দ।
পাত্তর লৈয়া শুন চাতুরী প্রবন্ধ ॥
পাত্তর যেমন রয় জোঁকের মুখে চূণ।
তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশ গুণ ॥
সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ী।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে পাত্র মুচুড়িছে দাঁড়ি ॥
সেনে ছেড়ে আড়ি (৪) হৈল বাইতি উপর।
ধনচোর ঢেসায় পাঠাব যমঘর ॥
এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে।
ধন চুরি গেল বলে বাঁধিল কোটালে ॥

---

(১) জয়পনকে ঢাক বাজাইয়াছি।

(২) লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ও মাতা রঞ্জাবতী পশ্চিমে উদয় প্রদর্শনের অপেক্ষায় বন্দী ছিলেন, তাঁহারা মুক্তি পাইলেন।

(৩) রঞ্জাবতী ও গৌড়েশ্বরের মহিষী দুই সহোদরা ছিলেন।

(৪) শত্রুতা।

রাজার সাক্ষাতে আসি কহিল বিশেষ।
ডেকে বলে ইন্দে (১) বেটা লুটে খায় দেশ॥
তোমার ভাণ্ডারে চুরি তত্ত্ব নাহি করে।
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে॥
কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি।
সবংশে বধিব নয় চোর দেহ ধরি॥

কাতর কোটাল কয় নোঙাইয়া শির।
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির॥
ইন্দেকে আপনি পাণ দিল নরপতি।
ধাইল কোটালগণ ভাবি ভগবতী॥
খুঁজিয়া বাজার পাড়া নগর সহর।
ঘর ঘর নগর চত্বর খোঁজে চর॥
চোর না পাইয়া শেষে বাইতি-ভবন।
প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন॥
বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া।
অমনি কোটাল বাঁধে দিয়া ঝুঁটিনাড়া॥
নাথামুথা কনুইগুঁতা কুপিয়া কিলায় (২)।
বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায়॥
প্রাণ রাখ নিশানাথ (৩) দোষ নাহি কিছু।
ধর্ম্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পিছু॥
তোমার কি দোষ ইন্দে সব করে কলি।
ইন্দে বলে এখন আছিলি ধর্ম্মশীলী॥
ধন সঞে (৪) চোর বেন্ধে ভাঙ্গিছে ভরম।
কি আর চোরার নারী বুঝাস্ ধরম॥
এত বলি কোপযুত কোটালের যূথ।
রাজধানে (৫) বেন্ধে নিল যেন যমদূত॥
ধনচোরে দিয়া মাথা নোঙাল কোটাল।
বিবরণ বলিতে বক্‌সিস পাইল শাল॥

হরিহরের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ।

---

(১) কোটালের নাম। *(২) নাথা মুথা = লাথি। কনুই গুঁতা = কনুই দ্বারা প্রহার। কুপিয়া = রাগিয়া।
(৩) কোটাল। রাত্রিকালে কোটালের পাহারা দিতে হয়, এজন্য 'নিশাপতি' 'নিশানাথ' প্রভৃতি কথায় কোটালকে বুঝাইত।
(৪) সঙ্গে। (৫) রাজার নিকট।

পাত্র ভাবে তৎকাল কেমনে কাটা যায়।
কি জানি বাইতি-বেটা মোরে বা মজায়॥
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ।
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ॥

শূলের ব্যবস্থা।

অবিচারে মহারাজা দিতে বলে শূলি।
আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্য কাল কলি॥
না কয় বাইতি কিছু ধর্ম্ম অভিমানে। (১)
কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে॥
সাজায়ে সরল শূলি শিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে॥
বাজে কাড়া যোড়া শিঙ্গা করতালি কাঁসী।
দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী॥
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই।
কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই॥
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে আরোপিল শূলি।
তখন বাইতে কয় করিয়া ব্যাকুলি॥
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

হরিহরের স্তব।

মৃত্যুকালে হরিহরের ভগবানের প্রতি নিবেদন।

কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ।
অশেষ পাপের পাপী পতিতপাবন জপি
পরিণামে পেতে পরিত্রাণ॥
জগতে জনমাবধি চুরি নাই করি যদি
চোর বাদে রাজা দেয় শূলি।
স্নান করি গঙ্গাজলে দেব-পিতৃ-বন্ধু-কুলে
তুমি দিতে দেও জলাঞ্জলি॥
আপন দুঃখের কর্ম্ম কিবা কলিযুগ-ধর্ম্ম
বৃথা যদি জন্ম যায় বয়ে।
নিদান নির্গুণ নিত্য নয়ন মুদিয়া চিত্ত
ক্ষণেক চিন্তিয়া আনি মনে॥

---

(১) বাইতি ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিল না।

নিত্যক্রিয়া কুতূহলে সমাপিয়া গঙ্গাজলে
ব্রহ্মচিন্তা করে হরিহর॥
শিরসি সহস্রদলে ধ্যান করি যোগবলে
জ্যোতির্ম্ময় জগত-আধান।
বাহ্য বুদ্ধি পরিহরি মানসিক পূজা করি
স্তুতি করি হয়ে নতমান॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোণার কায় ধ্যান করি ধর্ম্মরায়
ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥
কাতর উত্তর শুনি সদয় কোটালমণি
দণ্ডেক করিল অবসর।
তোমার চরণ সার গতি মোর নাহি আর
পার কর প্রভু পরাৎপর॥
পতিতপাবন আখ্যা প্রকাশ করিয়া রক্ষা
কান্দিয়া কহেন হরিহর॥
সুধন্বা রাখিলে তৈলে প্রহ্লাদ অনল শৈলে
জৌঘরে (১) পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
সে সব তোমার ভক্ত আমি অতি পাপযুক্ত
নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥
মিছা সাক্ষী অঙ্গীকারি সেই তাপে দনুজারি
দিলে মোরে নিদারুণ দুঃখ।
সত্য সাক্ষী দিনু যত ফল শুনি স্থিতি মত
তায় কেন হৈলে বিমুখ॥
শূলেতে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যা বাদে হয় নাশ
ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে॥
হরিহর করে স্তুতি জানিয়া বৈকুণ্ঠপতি
আদেশিলা পবন-নন্দনে।

ধর্ম্মঠাকুরের প্রসন্নতা।

হরিহরে মারে মিছা সুরপুরে আন বাছা
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে॥

---

(১) জতুগৃহে।

নরসিংহের ধর্ম্মমঙ্গল।

নরসিংহ বসুর আদি-পুরুষগণ বসুধাম-নিবাসী ছিলেন। মথুরা বসু বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শাঁখারীতে বাসস্থাপন করেন। তখন বর্দ্ধমানের অধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র। মথুরা বসুর তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, দ্বিতীয় রাধিকা বসু এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা নরসিংহ বসু ঘনশ্যামের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম নব-মল্লিকা। ইনি অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া পিতামহী কর্ত্তৃক পালিত হন। ইনি শীঘ্রই বাঙ্গলা, পারসী, উড়িয়া ও নাগরীতে কৃতবিদ্য হন। ইঁহাদের গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা শঙ্করী অতি জাগ্রত দেবতা ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন দেবীর কৃপাবলে ইনি নানা দেশে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কর্ম্মোপলক্ষে ইনি বীরভূমির নবাব আসাদুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই নবাব অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন ইঁহার দুই হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য এবং বার হাজার ঢালী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, তাহা ছাড়া অসংখ্য তিরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যও ছিল। কবি এই নবাব-সরকারে উকীল হন এবং ১৮ বৎসর কাল এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। নবাব আসাদুল্লা খাঁ মুরসিদাবাদ-সরকারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন; তাহাতে মুরসিদাবাদের নবাব মীরজাফর খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন; অনেক বিবেচনার পর মুরসিদাবাদে কর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল; এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে এক লক্ষ টাকা পাঠাইবেন;" আসাদুল্লা খাঁ এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। কবি নরসিংহ জামা-যোড়া ও শিরোপা ভূষিত হইয়া পাল্কী আরোহণ-পূর্ব্বক অনেক লস্কর সমভিব্যাহারে এই একলক্ষ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন। ঝড়বৃষ্টি-বিতাড়িত হইয়া ইনি আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেখানে তাঁহার যশোদা নাম্নী পিসীর পুত্র নারায়ণ মল্লিক তাঁহাকে বিস্তর আদর ও সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ স্থানের সন্নিকটে খেজুর-তলায় ধর্ম্মপূজা হইতেছিল। সেই খানে কবি উৎসব দেখিতে গমন করেন। তথায় এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী তাহাকে ধর্ম্মের সঙ্গীত রচনার আদেশ দিয়া অদৃশ্য হন। দুই দিন পরে কবি মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন এবং দরবারের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনার যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করাতে তদীয় বন্ধু খেলারাম আচার্য্য, হরি সোম এবং শম্ভু বসু তাহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। এই ভাবে ১৬৫৯ শকের (১৭৩৭ খৃঃ) ২০ই শ্রাবণ ধর্ম্ম-মঙ্গলের রচনা আরব্ধ হয়। এই ধর্ম্ম-মঙ্গলখানি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহা ঘনরামের

ধর্ম্ম-মঙ্গল হইতে আকারে বৃহত্তর হইবে। যে পর্য্যন্ত জানা যায়, তাহাতে ইহার একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন ও আমার নিকট আছে। এই পুথি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইবার জন্য লাউসেনকে নিয়োগ।

একদা গৌড়ে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়। লাউসেন ধর্ম্মপূজা করিয়া তাহা নিবারিত করেন, এজন্য গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। মাতুল মহামদ হিংসানলে দগ্ধ হইয়া লাউসেনের দ্বারা সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইবার প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্য, এই অসম্ভব ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া লাউসেন রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হইবেন।

লাউসেনকে পুরস্কার করায় মাহুদ্যার মনঃকষ্ট।

নানা ধন নৃপতি দিলেন লাউসেনে।
পাত্র (১) বলে ইহাকে আদর এত কেনে॥
ঝড় বৃষ্টি বাদলের বটে এই রীত।
ত্রিবাসর অথবা অষ্টাহ কদাচিৎ॥
মঙ্গলের বাদল মঙ্গলে ভাঙ্গ্যা যায়।
ভাগিনা কি কায কৈল ধন দেও রায়॥ (২)
বুঝ্যা সুজ্যা কার্য্য কর এই সে বিহিত।
অপাত্রে করিলে দান বড় অনুচিত॥
পাত্র যত কিছু বলে না শুনেন রায়।
মাহুদ্যা আপন মনে সদা দুঃখ পায়॥
দিন কথো (৩) গৌড়েতে আছেন দুই ভাই (৪)।
গোকুলে বিহার যেন কানাই বলাই॥

খণ্ড পূজা (৫) কৈলা যদি রাজা গৌড়েশ্বরে।
মড়ক লাগিল দেশে প্রজা নিত্য মরে॥

---

(১) মাহুদ্যা।

(২) যে বন্যা নিবারণের জন্য লাউসেনকে পুরস্কার করিলে, তাহা আপনি চলিয়া গিয়াছে; ইহাতে লাউসেনের কৃতিত্ব কিছুই নাই।

(৩) কত। (৪) লাউসেন এবং তাঁহার ভ্রাতা কর্পূর।

(৫) মাহুদ্যা মন্ত্রী দেখিলেন ধর্ম্মপূজা করিয়া লাউসেন সর্ব্বদা বিজয়ী; এজন্য তিনি গৌড়েশ্বরের দ্বারা একটা ধর্ম্মপূজার উৎসব আরম্ভ করাইয়া দেন; কিন্তু কোন কারণে সেই পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়,—এই অসম্পূর্ণ (খণ্ড) পূজার জন্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধ হন।

খণ্ডপূজার বিপদ।

আপদ বালাই অনুক্ষণ উল্কাপাত।
অমঙ্গল বজ্জর নির্ঘাত অকস্মাৎ॥
অন্ন-বস্ত্র-ছাড়া সব ধনীদের ঘরে।
অনাবৃষ্টি দেশেতে মেদিনী শস্য হরে॥
নাছের (১) ভিখারী হল্য লক্ষের ঠাকুর।
গৌড় ভাঙ্গ্যা প্রজা লোক যায় দূরাদুর॥
উৎপাত অনেক হল্য গৌড়াবনী মাঝ।
পাত্রকে তেখন জিজ্ঞাসেন মহারাজ॥
এ দেশে এ দশা পাত্র হল্য কোন পাপে।
রাতে দিনে স্বস্তি নাঞি এই অনুতাপে॥
এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মন।
ভণে নরসিংহ নবমল্লিকা-নন্দন॥

হেট-মুখে নাবড়ি (২) ভাবেন পাত্রবর।
ভাগিনাকে কি কর‍্যা পাঠাই যমঘর॥
বারে বারে বেটা সব কার্য্য করে জয়।
এবার পাঠাব দিতে পশ্চিমে উদয়॥

পশ্চিমোদয়ে নিয়োগ-সংকল্প।

পশ্চিমে উদয় রবি দৈবে নাঞি হব।
এবার সেনের বেটা সেখানে মরিব॥
এই পরামর্শ মনে করিয়া বিস্তর।
যোড়হাতে বলে ভূপতির বরাবর॥
দেশ শুদ্ধ্যা ধর্ম্মপূজা কর‍্যাছিলে রায়।
দ্বিধা হৈল বার মতি (৩) ধর্ম্মের পূজায়॥
অতএব লোকের অধর্ম্ম হইল বাড়া।
এই অপরাধে ধর্ম্ম হল্যা গৌড় ছাড়া॥
ধর্ম্ম যথা নাঞি তথা সকলি অনিত।
অতএব এদেশে হয়্যাছে বিপরীত॥

---

(১) যাহারা দ্বারে দ্বারে নৃত্য গীত করিয়া দু এক পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। (২) গুরুতর রূপে।

(৩) ধর্ম্ম-পূজোপলক্ষে এই 'বারমতি' শব্দ নানা স্থানে পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 'ব্রাত্যি' শব্দের অপভ্রংশ, কেহ বলেন বার দিন ধর্ম্মের পূজা হয় এজন্য ইহাকে বার মতি বলে। শেষোক্ত অর্থই প্রশস্ত মনে হয়। তাহা হইলে এই ছত্রের অর্থ এই প্রকার:—ধর্ম্মের ১২ দিনের পূজা দ্বিধা অর্থাৎ খণ্ডিত হইল।

এই পাপে ভূপতি তোমার নাঞি গতি।
এত দূরে সাঙ্গ হল্য তোমার রাজত্বি॥
খণ্ডপূজা কৈলে হয় ধবল (১) পাথর।
দান ধ্যান সকল মজাল্যে নৃপবর॥
এত শুনি রাজার চঞ্চল হল্য মন।
হাতে ধর‍্যা পাত্রের ভূপতি কিছু কন॥
কোন্ কার্য্য করি পাত্র করি কোন্ দান।
কি করিলে এই পাপে পাই পবিত্রাণ॥

মন্ত্রীর উপদেশ।

পাত্র বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অপরঞ্চ দানে নাঞি এ পাপ মোচন॥
পশ্চিমে উদয় যদি দেখেন ভূপতি।
তবে এই পাপ হত্যে পাও অব্যাহতি॥
অন্য পাপ হল্যে রাজা আছে প্রতীকার।
পশ্চিমে উদয় বিনে নাহিক নিস্তার॥
বার দণ্ড দেখ যদি পশ্চিমে উদয়।
তবে দেশে সভাব পাতক দূর হয়॥
পুণ্যের শরীর হল্যে নাহিক অপায়।
পুণ্যবান্ জনকে যমের নাহি দায়॥
এত শুনি ভূপতি ভাবেন মনে মনে।
পশ্চিমে উদয় রবি হবেক কেমনে॥
কত যুগ বয়্যা গেছে কোথাও না শুনি।
পশ্চিমে উদয় করে কোথা দিনমণি॥
কার সাধ্য এ কায করিতে পারে কে।
সবিশেষ এহার (২) পাত্র বল্যা দে॥
পাত্র বলে অবধানে শুন নৃপবর।
সর্ব্বকাল লাউসেন সেবে দিবাকর॥
সূর্য্যের সেবক সেই বিখ্যাত ভুবনে।
পশ্চিমে উদয় দিতে পারে সেই জনে॥
সেন বিনা এ কার্য্য অন্যের সাধ্য নয়।
অতেব তাহাকে আজ্ঞা হকু মহাশয়॥

---

(১) [illegible]।
(২) ইহার।

লাউসেনকে অনুরোধ।

এত শুনি মহারাজ সেন-পানে চান।
হাতে ধর‍্যা বচন বলেন বিগ্নমান॥
অনেক কর‍্যাছ কার্য্য প্রাণধন বাপ।
এবার ঘুচায়্যা দেও মোর এই পাপ॥
অস্তাচলে যায়্যা দেহ পশ্চিমে উদয়।
তোমা বিনে এ কার্য্য অন্যের সাধ্য নয়॥

লাউসেনের উত্তর।

শুনিঞা রঞ্জার বেটা বলেন বচন।
এত যুগ বয়্যা গেছে না শুনি কখন॥
পশ্চিমে কি কর‍্যা হয় পূর্ব্বের উদয়।
অসম্ভব বাক্য শুন্যা মনে হল্যা ভয়॥
যতি যোগী নহি আমি যোগীন্দ্র সন্ন্যাসী।
যোগ জপ নাঞি জানি আমি গৃহবাসী॥
দেবতারা আমার নহেন আজ্ঞাকারী।
আমি কোন্ শক্তে পশ্চিমে উদয় দিতে পারি॥
দেবের অসাধ্য কথা পশ্চিমে উদয়।
আমা হত্যে এ কার্য্য কি করিয়া হয়॥

মাতুল মাহস্তা-পাত্রের ক্রোধ।

এত শুনি মহাপাত্র কাঁপে থর থর।
অরুণ লোচন হল্যা চঞ্চল অধর॥
নিদারুণ বাক্য বলে সভা বিগ্নমান।
ভাগিনা ইদানীং বড় হয়্যাছে সেয়ান॥
সর্ব্বকাল বলে মোর ধর্ম্মপক্ষ বল।
বড়াই করিয়া বোলে ঘুচাল্যা বাদল॥ (১)
নানা ধন রাজাকে ভুলায়্যা নেই নিত।
কার্য্যকালে কয় বেটা কথা বিপরীত॥ (২)
ময়না কাঞ্চনপুরী (৩) বস্তা ক্ষেম (৪) থায়।
ভাল মন্দ হল্যে কিছু নাহি লাগে দায়॥

---

(১) সর্ব্বদা 'ধর্ম্ম আমার পক্ষাবলম্বী' বলিয়া থাক এবং বাদল (বন্যা) নিবারণ করিয়াছ বলিয়া গৌরব করিয়া থাক।

(২) রাজাকে ভুলাইয়া প্রচুর অর্থ নিয়াছ, এখন কার্য্যকালে বিপরীত কথা কহিতেছ।

(৩) কাঞ্চনপুরী তুল্য ময়না দেশ।

(৪) ক্ষেম অর্থ মঙ্গল। এখানে অর্থ খয়রাৎ, দান।

সভামাঝে বসিয়া কথার পরিপাটী।
মিছা সাচা কথা কয়্যা করে দিন কাটি (১)॥
রাজ-আজ্ঞা রদ করে এতেক বড়াই।
মুখ পায়্যাছিস বেটা তোর দোষ নাই॥
ভাল চাসি এখনি উদয় দিতে (২) যা।
নতুবা সর্ব্বস্ব তোর লুট্যা নিব গা॥

পাত্রের দাপুনি (৩) শুন্যা সেন হল্য চুপ।
হাতে ধর্‌য়া তখনি বলেন কিছু ভূপ॥
এবার এ কার্য্য আবশ্যক (৪) যাতে চাও।
অন্য মত করত মাএর মাথা খাও॥
লাউসেন বলেন রাজার বাক্য শুনি।
অবধানে শুনহ গৌড়ের চূড়ামণি॥
পশ্চিম উদয় যদি দেখিবারে চান।
জননীকে জিজ্ঞাসা করিব সমাধান॥
আমি শিশু নাঞি জানি এ সব বারতা।
কোন্ দেশে যাব অস্তাচল বটে কোথা॥
জননীকে জিজ্ঞাসিলে পাইব বিশেষ।
তবে পশ্চিম উদয় দিতে যাব সেই দেশ॥
সেনের শুনিঞা বাক্য রাজা দিলা সায়।
লাউসেনে কল্য রাজা ঘরকে বিদায়॥
দেখিয়া পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর।
প্রপঞ্চ (৫) করিয়া কহে রাজার গোচর॥
পাগল হয়্যাছ পারা আপনে ভূপাল।
সেনকে বিদায় কর্‌য়া বাড়াবে জঞ্জাল॥
তোমার সাক্ষাতে কেবল চাপচুপে থাকে।
ঘর গেলে কোন জনা পায় বা উহাকে॥
এই লাউসেন যায়্যা হব দশগুণ।
দ্বিতীয় রাবণ কিবা সহস্র অর্জ্জুন (৬)॥

রাজার আদেশ এবং লাউসেনের উত্তর।

---

(১) দিন কাটায়। (২) পশ্চিমে উদয় করাইতে।
(৩) দম্ভপূর্ণ উক্তি। (৪) অবশ্য।
(৫) ছল। (৬) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।

কাল্বা (১) ডোম হয় যদি ইহার দোসর (২)।
হেলায় জিনিতে পারে যম পুরন্দর ॥
যদ্যপি ইহার হাতে থাকে খাড়া ফলা।
কাঁপাইতে পারে স্বর্গ পাতাল অচলা ॥
কোন্ বুদ্ধ্যে লাউসেনে করিছ বিদায়।
ঘরে যায়্যা যদ্যপি পালায়্যা এই যায় ॥
তার কি উপায় রাজা করিবে তখন।
অবিশ্বাসে বিশ্বাস না করিহ রাজন ॥
তবে যদি বিদায় করিলে নৃপমণি।
গুলবন্ধী (৩) রাখ্যা যাকু জনক জননী ॥
পাত্রের যুকতি ভূপতির লাগে মনে।
অনাদ্যা-মঙ্গল বসু নরসিংহ ভণে ॥

পাত্রের বচন শুন্যা গৌড়ের রাজন।
সেনকে বলেন কিছু সহাস বদন ॥
ময়নানগর যদি তুমি যাত্যে চাও।
গুলবন্ধী আপন মা বাপে রাখ্যা যাও ॥
ঘর গেলে কি জানি কি হয় অন্য মন।
গুলবন্ধী অতেব চাহিএ বাপধন ॥
এত বলি চান রাজা কোটালের পানে।
সেনকে নজরবন্ধী রাখ সাবধানে ॥
লাউসেনে বন্দীশালে নিল পোতামাজী।
পাত্র বলে বেটাকে দিলাম ভাল বাজী ॥
ইন্দ্রজালে (৪) বিরলে বলেন পাত্রবর।
এমন বান্ধাবে যেন যায় যমঘর ॥
লাউ সেন মর্যা গেলে পাবে নানা ধন।
জায়গীর কর্যা দিব ময়না-ভুবন ॥
পাত্রের বচনে ইন্দ্রা গেল কারাগারে।
বত্রিশ বন্ধনে বান্ধে রাজার কুমারে ॥

পাত্রের চেষ্টায় লাউ-সেনের কারাদণ্ড।

---

(১) লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম।
(২) সহায়।
(৩) জামিনস্বরূপ।
(৪) ইন্দ্রজালবিৎ (যে নানা প্রকার মায়া জানে) কারাধ্যক্ষ।

হাতে হাত কড়ি দিল গলায় শিকল।
বুকে তুল্যা দিলেক পাথর জগদল (১)॥
ডাড়ুকা দিলেক পায় যেন দশ মণ।
গলায় দিলেক হাড়ী সংশয় জীবন॥
জটে দড়ি দিয়া টাঙ্গে চালের বাতায়।
উমামুরি খাল্য সেন তুষের ধূমায়॥
খরশান ক্ষুর সব রাখে দুই পাশে।
লড়িতে চড়িতে মাংস কাটে অনায়াসে॥
সেনের শরীর হল্য ধূলায় ধূসর।
কান্দেন করুণা কর‍্যা বঙ্গার কুমার॥
দেখ্যা শুন্যা কর্পূর কান্দায়্যা অচেতন।
দাদার এবার দেখি সংশয় জীবন॥
সেন বলিছেন শুন কর্পূর পাতর (২)।
অবিলম্বে যাও তুমি ময়নানগর॥
জননী জনকে যায়্যা দেও সমাচার।
এবার না দেখি ভাই আমার নিস্তার॥
ভূপতি দেখিতে চান পশ্চিম-উদয়।
জীবনের গ্রাহক মাতুল মহাশয়॥
বলে গুলবন্দী রাখ জননী জনক।
অসম্ভব আদেশ মরিনু নিরর্থক॥
এত শুনি ধাওয়া ধাই চলিল কর্পূর।
ভাএর বিপত্তি-ত্রাণ করে তুর তুর॥
রাতে দিনে পাল্য গিয়া ময়নানগর।
কান্দ্যা কান্দ্যা কৈল কথা মাএর গোচর॥
বাদল ঘুচাল্য দাদা দেখ্যা রাজা সুখী।
নানা ধন দিল দেখ্যা মামা হল্য দুঃখী॥
প্রপঞ্চ কর‍্যাছে বড় মামা দুরাশয়।
অস্তাচলে দিতে বলে পশ্চিম-উদয়॥
ইহা বল্যা দাদাকে বান্ধ্যাছে বন্দিঘরে।
এমন বান্ধ্যাছে দাদা আজি কালি মরে॥

কর্পূরকে ময়নাগড়ে প্রেরণ।

---

(১) জগদ্দল পাথর।

(২) পাতর (পাত্র)=মন্ত্রী; লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূর তাঁহাকে সর্ব্বদা মন্ত্রণা দিতেন।

বলে গুলবন্দী রাখ জনক জননী।
তবে ছাড়্যা দিব যাত্যে পশ্চিম ধরণী ॥ (১)
বুড়া রাজা গৌড়ের হয়্যাছে বুদ্ধি-ছাড়া।
দাদা মর্য়া যাকু মাতুলের জন্ম বাড়া ॥
তুমি আর বাপা যদি থাক কারাগারে।
তবে রাজা দাদাকে ছাড়িয়া দিতে পারে ॥

পুত্র বন্দী শুনিয়া কান্দেন রঞ্জাবতী।
কর্ণসেন রাজা কান্দএ চারি রাউতি (২) ॥
মাণিকী কল্যাণী কান্দ্যা গড়াগড়ি যায়।
নগরের লোক কান্দ্যা করে হায় হায় ॥
কালু ডোম কান্দে শাকা শুকা দুই জন।
শ্রাবণের মেঘ হল্য লক্ষার (৩) লোচন ॥
কর্ণসেন রঞ্জাবতী যান ধাওয়া ধাই।
যেন বৎসক (৪) হারাইয়া হামার্য়া (৫) যায় গাই ॥
রাতারাতি পাল্য গিয়া গৌড়-ভুবন।
অবিলম্বে বন্দিশালে দিলা দরশন ॥
বন্দী দেখ্যা বালকে কান্দেন উভরায়।
ভালে হান্যা (৬) কঙ্কণ করেন হায় হায় ॥
কর্ণসেন রাজা কান্দ্যা ধূলায় ধূসর।
সমাচার পাইল ভূপতি গৌড়েশ্বর ॥
পাত্রের হুকুম হল্য পোতামাজীগণে।
কর্ণসেনে গুলবন্ধী রাখহ যতনে ॥
লাউসেনে এখনি খালাস কর্য়া দেও।
দিবেক পশ্চিম-উদয় লেখ্যা পড়্যা নেও ॥ (৭)

লাউসেনের মুক্তি ও কর্ণসেনের কারাবাস।

---

(১) বলিয়াছে যে তোমার বৃদ্ধ জনক জননীকে যদি জামিনস্বরূপ রাখিয়া যাইতে পার, তবেই তোমাকে পশ্চিমোদয় কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারি। (২) চারি অনুবয়স্ক ভৃত্য।
(৩) কালু ডোমের স্ত্রীর। (৪) বৎসকে।
(৫) হাম্বারব [illegible]রিয়া। (৬) হানিয়া—আঘাত করিয়া।
(৭) [illegible]তে সূর্য্যোদয় করিয়া দেখাইবে, এই সর্ত্ত লেখা-পড়া করিয়া দিলে ছাড়িয়া দিবে।

এত শুনি পোতামাজী করিল গমন।
সেনের ডাটুকা কাটে বত্রিশ বন্ধন॥
কর্ণসেনে পুনশ্চ দিলেক সেই বেড়ী।
বিধির বিপাকে কার্য্য হয়্যা গেল দেরী॥

লাউসেনে বিদায় করিল গৌড়েশ্বর।
পুনশ্চ গেলেন পিতা-মাতার গোচর॥
জননীকে জিজ্ঞাসা করেন যুবরাজ।
পশ্চিমে উদয়-কর্ম্ম অল্প নহে কায॥
বিশেষ বলহ মাতা কোন্ দেশ যাই।
কোন পূজা কবিলে ধর্ম্মের বর পাই॥
এত শুনি রঞ্জাবতী বলেন বচন।
সামুল্যাকে (১) সাথে নিবেক করিয়া যতন॥
আদ্যের আমিনি (২) সেই সব কথা জানে।
উপদেশ অনেক পাইবে তার স্থানে॥

ধর্ম্মপূজার উপদেশ।

চাপায়ে যখন আমি শালে দিলাঙ ভব (৩)।
সামুল্যার উপদেশে ধর্ম্ম দিলা বর॥
সাথে নিবে সাধ্য যত পূজা আয়োজন।
তরী আরোহণে যাবে হাকণ্ড (৪) ভুবন॥
রথ পরে তুল্যা নিবে ধর্ম্মের পাদুকা।
হবিহরে লইবে আদ্যের বটে ঢেক্যা (৫)॥
অস্তাচল সেথানে বিস্তর দূর নয়।
লোকমুখে শুন্যাছি যোজন পাঁচ ছয়॥

---

(১) সামুল্যা=ধর্ম্মপূজার উপদেষ্টী রমণী।

(২) আদ্য বা নিরঞ্জন, ধর্ম্মঠাকুরের অপর নাম। আমিনি=পূজার উপদেষ্টী। ধর্ম্মপূজার সহকারিণী রমণীগণ "কামিনী" বা "কামিন্যা" আখ্যায় পরিচিত। এই "কামিনী" শব্দ হইতে "আমিনি" শব্দ উদ্ভূত।

(৩) রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় লৌহ শূলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, ইহাই "শালে ভর দেওয়া"; ধর্ম্মেব বরে তিনি পুনর্জ্জীবিত হন এবং পুত্রলাভ করেন।

(৪) হাকণ্ড নামক স্থানে লাউসেন তপস্যা করেন; "হাকণ্ড পুরাণ" নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে—এরূপ উক্ত আছে। এই পুরাণ পাওয়া যায় নাই। হাকণ্ড—সপ্তখণ্ড শব্দের বিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

(৫) ঢাকী=যে পূজোপলক্ষে ঢাক বাজায়।

এক ভাবে সেখানে পূজিবে মায়াধর।
ধর্ম্ম কৃপা কর্য়া দিব উদয়ের বর ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হব শুন বাপধন।
সর্ব্বকাল অনাথের নাথ নিরঞ্জন ॥
এত বলি লাউসেনে করিলা বিদায়।
গলাগলি করিয়া কান্দেন উভরায় ॥

মা বাপের আগে কন কর্পূর পাত্তর।
আজ্ঞা হল্যে যাই হয়্যা দাদার দোসর (১) ॥
এত শুনি লাউসেন বলেন বচন।
বৃদ্ধ পিতা মাতা বন্দী যাব দুই জন ॥
উপযুক্ত এ নয় আমার কথা রাখ।
মা-বাপের সেবায় আপনে এথা থাক ॥

পিতামাতা ও কর্পূরের নিকট বিদায় গ্রহণ।

বিদায় হইলা সেন মা-বাপ-চরণে।
কোলাকুলি করিলেন কর্পূরের সনে ॥
বাচ্যা আল্যা (২) পুনশ্চয় হবেক দরশন।
কর্পূর বলেন দাদা সখা নিরঞ্জন ॥
পশ্চিম উদয় দিয়া আসিবে আগার।
ভণে নরসিংহ বসু প্রবন্ধ পয়ার ॥

শুভক্ষণে যাত্রা করে রঞ্জার কুমার।
অবিলম্বে হইল ভৈরবী গঙ্গা পার ॥
মরমে অধিক দুঃখ বাপের বন্ধনে।
কান্দিতে কান্দিতে যান অঝোর নয়নে ॥
অবিলম্বে পাল্য গিয়া ময়না-ভুবন।
কলিঙ্গার (৩) সমুখে দিলেন দরশন ॥

মহিষীগণের নিকট বিদায়।

কান্দিতে কান্দিতে রায় কন সমাচার।
পশ্চিমে উদয় দিতে আদেশ রাজার ॥
মামা মোর বিপক্ষ সাপক্ষ কভু নয়।
শুলবন্দী রহিলা জনক মহাশয় ॥

---

(১) সহায়।
(২) বাঁচিয়া আসিলে।
(৩) কলিঙ্গা লাউসেনের পাটরাণী।

জননী রহিলা আর কর্পূর পাতর।
পশ্চিম-উদয় দিতে আমি আলুঁ ঘর॥
এত শুনি চারি রাণী কান্দ্যা গড়াগড়ি।
বাড়া অনুতাপ বন্দা শ্বশুর শাশুড়ী॥ (১)
বাহির মহলে সেন দিল দরশন।
জয়পতি কালু বীরে (২) ডাকেন তখন॥
শাকা শুকা দোলই (৩) সকল দিল দেখা।
প্রজা সব আইল নাহিক তার লেখা॥
বিরলে বসিঞা যুক্তা সভার সহিত।
রাজশোভা ইদানীং হয়্যাছে বিপরীত॥
অবোধ ভূপাল মামা পাষাণ-হৃদয়।
দেখিবারে চান রবি পশ্চিম-উদয়॥
কারাগারে বন্দী কর্যা রাখ্যাছিলা রায়।
শুলবন্দী জনক নিগড় তার পায়॥
জননী রহিলা আর কর্পূর পাতর।
পশ্চিম উদয় দিতে আমি আলু ঘর॥
অত্যাবশ্যক হল্য ভাই যাইতে হাকণ্ড।
পশ্চিমে উদয় দিতে হইব বার দণ্ড॥ (৪)
যদ্যপি ইহাতে কিছু অন্য মত হয়।
তবে মা বাপের প্রাণে রয় বা না রয়॥
বিলম্বের কার্য্য নাই শীঘ্র যাত্যে চাই।
সাজ্জাত (৫) তরণী সাজায়্যা দেহ ভাই॥

এত শুনি মণ্ডল হইয়া ত্বরান্বিত।
যাজপুর হত্যে শীঘ্র আনাল্য পণ্ডিত (৬)॥

লাউসেন কর্তৃক দরবারে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন ও বিদায়ের উদ্যোগ।

---

(১) শ্বশুর শাশুড়ী বন্দী হইয়াছেন, এই সংবাদেই প্রবল (বাড়া) শোক উপস্থিত হইল।

(২) জয়পতি মণ্ডল ও কালুডোমকে।

(৩) লাউ সেনের প্রধান সৈন্যগণের নাম।

(৪) পশ্চিম হইতে সূর্য্যকে বার দণ্ডের জন্য উদয় করাইতে হইবে।

(৫) সঙ্গে লইবার দ্রব্যাদি।

(৬) এই পণ্ডিত শূন্য-পুরাণকার, ধর্ম্মপূজার সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি-রচয়িতা [illegible] রামাই পণ্ডিত।

রামাই পণ্ডিতের নিকট উপদেশ গ্রহণ।

সেন বলিছেন শুন ঠাকুর রামাই।
পশ্চিম-উদয় হেতু পুজিব গোসাঞি॥
চরণে ধরিয়া বলিব নির্ব্বিশেষ।
পশ্চিম-উদয় দিতে যাব কোন্ দেশ॥
আগের পণ্ডিত তুমি কর‍্যাছ গাজন।
পূজার কারণ চাই কি কি আয়োজন॥
পুথি দেখ্যা পণ্ডিত পূজার দেন বিধি।
এক ভাবে পূজিতে গুণের গুণনিধি॥
চারি দিকে ধাইল অনেক লোক জন।
আয়োজন কর‍্যা সভে হয়্যা একমন॥
বার ভক্ত্যা (১) আদর‍্যা (২) আনিল মহারাজ।
যতন করিয়া নিল বরণের সাজ॥
ভাণ্ডারী ধামাতি কষ্টি এ চারি পণ্ডিত।
গাএন বাএন নিল গাওয়াইতে গীত॥
ভোগহেতু সাথে নিল এ চারি আমিনি। (৩)
রূপে গুণে দেখে যেন সিংহল-পদ্মিনী॥

পূজার জন্ম লোকজন ও উপকরণ।

নব দণ্ড ঢোল শঙ্খ বত্রিশ আলম।
জল সাথএরে নিল পবিত্র আশ্রম॥
ঘর কাণ্ডারের সজ্জ চালু মুক্তাহার।
হরীতকী কদলী গুবাক কাণ্ডআর॥
ঘেচি কড়ি কৃষ্ণতিল কলাই মসুর।
জাতীফল আম্র নিল সুরঙ্গ সিন্দূর॥
রথ-থরে তুল্যা নিল ধর্ম্মের পাদুকা।
সাগের প্রধান সঙ্গে হরিহর ঢেক্যা॥
সন্ন্যাস করিতে নিল গামারের কাট (৪)।
অর্দ্ধচন্দ্র সূচীমুখী কাটার চিপাট॥
কজ্জলি মাণিক পাট নিল ক্ষুরধার।
ধূপ ধুনা পরিপাটী বিশাশয় (৫) আর॥

(১) দ্বাদশজন ভক্ত। (২) আদর করিয়া।

(৩) চারিটি সুন্দরী রমণী পূজার জন্য সঙ্গে লওয়াতে ধর্ম্মপূজার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে।

(৪) গামার বা গাম্ভারী কাঠ, পূজাকালে এই কাঠ দিয়া পীড়ি প্রস্তুত হইত। (৫) এক শত দিন।

নববস্ত্র সাথে নিল বোক্সাজী ভাবান।
নিলেন কালিকা ফোঁড় দিয়া খরশান (১)॥
ধর্ম্মের পূজায় সূর্য্য অর্ঘ্য দিতে চাই।
তে কারণে লইল কপিলা নামে গাই॥
বৎসক তাহার সাথে সাত মনোরথ। (২)
যার চুষে চুর হয় পাথর পর্ব্বত॥
সঙ্গেতে লইল সেন হাড়ি ইচ্ছা-রাণা।
ধর্ম্মের গাজনে বাজে বিবিধ বাজনা॥
শারী শুক পক্ষী নিল বচন মধুর।
পাছু পাছু গোড়াইল বাটুয়া কুকুর॥
অগুরু চন্দন নিল বসন ভূষণ।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া নিল রজত কাঞ্চন॥ (৩)

সামুল্যাকে আনাইল পরম যত্ন করি।
বিনতি করিয়া কন তার পাএ ধরি॥
জননী যখন মোর শালে দিলা ভর।
তোমা হত্যে স্বচক্ষে দেখিলা মায়াধর (৪)॥
বিপাক পড়্যাছে বড় আমার উপরে।
পিতামাতা গুলবন্দী গৌড়-নগরে॥
ভাবিতে চিন্তিতেগো পাজরে হল্য খুন।
দেওয়ানে (৫) সাপক্ষ নাই মামা নিদারুণ॥
কি করিলে করুণা করিব মায়াধর।
কত দিনে পাব মাসী উদয়ের বর॥
সামুল্যা বলেন বাছা চিন্তা কিছু নাঞি।
তোমাকে সাপক্ষ সদা আছেন গোসাঞি॥
মন্ত্রের আমিনি আমি জানি সব কথা।
কয়্যা দিতে পারি চারি যুগের বারতা॥
ভূত ভবিষ্যৎ আমি বল্যা দিতে পারি।
বিপদ-সাগরে ধর্ম্ম হবেন কাণ্ডারী॥
হাকণ্ডে পূজিলে ধর্ম্ম সিদ্ধ মনোরথ।
অনাথের নাথ ধর্ম্ম জানে ত্রিজগৎ॥

সামুল্যা কর্তৃক সাহস-প্রদান।

---

(১) ধার। (২) কপিলা গাভীর সাতটি বৎস সঙ্গে লইল।
(৩) পূর্ব্বোক্ত উপকরণাদির অনেক কথা দুর্ব্বোধ।
(৪) ধর্ম্মঠাকুরকে। (৫) রাজদরবারে।

পশ্চিমে উদয় বর পাইবে সে ঠাঞি।
না কান্দিহ বাপধন চিন্তা কিছু নাঞি॥
আমি সাথে আছি সব কহিব বিশেষ।
নরসিংহ বলে পায়্যা ধর্ম্মের আদেশ॥

সাঙ্গজাত সাজাইয়া ময়নার রায়।
কলিঙ্গার স্থানে বালা (১) হইল বিদায়॥
চিত্রসেনে (২) কোলে কর্য্যা করিলা চুম্বন।
কলিঙ্গাকে সপিল রাউতি চারি জন॥
মহল ভিতরে সেন হইলা বিদায়।
কালু বীর লক্ষ্যাকে ডাকিয়া কন রায়॥
আজি হত্যে ময়না করিল সমর্পণ।
তোমাকে সপিলুঁ ভাই জাতি কুল ধন॥
সাবধানে থাকিবে যোগাবে রাত্র দিন।
আজি হত্যে প্রজা লোক তোমার অধীন॥
কালু বীর বলে তুমি আমার বিধাতা।
যম ইন্দ্র আইলে কাটিব তার মাথা॥
যতক্ষণ জীবন আমার ধড়ে আছে।
কার বা যোগ্যতা আস্তে ময়নার কাছে॥
জয়পতি মণ্ডল প্রভৃতি প্রজাগণ।
একে একে সভাকে করিল সমর্পণ॥
বিদায় হইলা সেন সভার সাক্ষাৎ।
উপনীত হইলা সেখানে সাঙ্গজাত॥
শুভক্ষণে সন্ন্যাসী সকল (৩) চড়ে নায়।
যুবা বৃদ্ধ বালক দেখিতে সব ধায়॥
দাঁড়াইয়া লোক সব চিত্রের পুতলী।
রাম লাগ্যা অযোধ্যার লোকের ব্যাকুলী॥
হাতে দণ্ড কেরুয়াল (৪) বসিলা গাবর (৫)।
তরণী ছাড়িল বেলা আকাশে দুপ্রহর॥

কালু ও তাহার স্ত্রী লক্ষ্যার উপর ময়নার ভার অর্পণ।

হাকণ্ডে যাত্রা।

---

(১) বালক। এখানে লাউসেন। (২) লাউসেনের পুত্র।
(৩) ধর্ম্ম-পূজকগণ। (৪) কেরুয়াল = নৌকার দাঁড়।
(৫) গাবর = মাঝি। গাবর দাস অর্থাৎ কৈবর্ত্তগণের এক শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে এই কায করিত।

ঢাক ঢোল কাসী ঘণ্টা বাজে দুর দুর।
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি শুনিতে মধুর॥
কালিন্দী প্রখর স্রোত ভাটী যেন না।
বাদওয়ালা বান্ধ্যা দিল পীঠে বহে বা॥
হরি বল্যা তরী বায় যত নায়্যাগণ।
সন্ধ্যাপুরে ধর্ম্মরাজ করিলা দর্শন॥
তরণী ছুটিল যেন খস্যা পড়ে তারা।
বাহিল দারুকেশ্বর বহে দুই ধারা॥
বাম দিকে পিরের মোকাম দরশন।
তার আগু কত দূর শিঙ্গাবেতার বন॥
দেখিল উসৎপুরে ধর্ম্মের দেহরা।
স্নান পূজা অর্ঘ্যদান তথা কৈল সারা॥
তমোলক দক্ষিণে সমুখে সোনজড়া।
রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গীর (১) পাড়া॥
হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন।
বন্যজন্তু পাড়ে কত গণ্ডক বারণ॥
জলের উপর ভাসে কুম্ভীর হত্যাল।
জুয়ারের জল উভে উঠে সাত তাল॥
পর্ব্বত সমান ঢেউ দেখ্যা লাগে ডর।
ভাকতা (২) বলেন রক্ষ্যা কর মায়াধর॥
ঘন ঘন তোড় পড়ে ঘন ঝড় ঝাট।
নিমিষে তরণী বায় সওয়া ক্রোশ বাট॥
কপিলা আশ্রমে নৌকা হল্য উপনীত।
সাগর সঙ্গম সেন পারল্য ত্বরিত॥
সগরের বংশ যথা মল্য ব্রহ্মশাপে।
ভগীরথ গঙ্গা আন্যে মুক্ত কৈল শাপে॥
দক্ষিণে রাখিয়া যান চাপাই ভুবন।
দূরে হৈতে দেউল করিল দরশন॥
তার পর তরণী পড়িল কালা নীরে।
ঘুরা জলে নৌকা পড়্যা চাক পারা ফিরে॥

---

(১) পর্ত্তুগিজ।
(২) ভক্ত।

সেন বলিছেন তবে সামুলার (১) পায় ধরি।
পূজা কি করিব পাছে জলে ডুব্যে মরি॥
সামুলা বলেন বাছা মন কথা নাঞি।
আপনি কাণ্ডারী হয়্যা তরিব গোসাঞি॥
সেতুবন্ধ গেল নৌকা বামে রহে লঙ্কা।
বিষম জলের চোট দেখ্যা লাগে শঙ্কা॥
শ্রীরামের কীর্ত্তি দেখ্যা সেনে লাগে ধন্ধ।
হাতে প্রাণ করিয়া পারাল্য সেতুবন্ধ॥
ডানি দিকে দূরে মক্কা মদিনার ঘর।
হাকণ্ড-ভুবন পান রঞ্জার কুঙর॥

হাকণ্ড-তীর্থের মাহাত্ম্য।

আরক্ত বরণ নদী হাকণ্ডের জল।
দূরে হত্যে ভাকতা দেখেন অস্তাচল॥
সামুলা বলেন বাছা হাকণ্ডাএ চাঞি।
ইহার সমান তীর্থ ত্রিভুবনে নাঞি॥
দ্বিতীয় গোলোক ইথে অনাদ্যের ঘর।
কর‍্যাছিল গাজন এথানে পুরন্দর॥
নিরন্তর এথা সব দেবতার বাস।
দেবকন্যা ধর্ম্মকে পূজেন বার মাস॥
ব্রহ্মা আস্যা এথানে পূজিল নিরঞ্জন।
সন্ন্যাসী বিস্তর এথা কর‍্যাছে রাবণ॥
বরুণ এথানে যজ্ঞ কৈল দশ বার।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তারে কৈল করতার॥
নিরঞ্জন পূজা তুমি কর ভক্তিভাবে।
অনায়াসে পশ্চিম-উদয় বর পাবে॥
এত শুনি হরষিত রঞ্জার নন্দন।
ঘাটে লাগাইয়া নৌকা বান্ধিল তখন॥
হাকণ্ড দেখিয়া সব সন্ন্যাসী হরিষ।
নাএকেরে কৃপা কর প্রভু জগদীশ॥
ধন পুত্র বিভব বাড়াবে নিতি নিত।
নিরন্তর নাএক গাওয়ায় যেন গীত॥

---

(১) কোন স্থলে 'সামুলা' এবং কোন স্থানে 'সামুল্যা' পাঠ আছে।

আসর সহিত ধর্ম্ম হবে দয়াবান্।
আমার বাদল পালা হল্য সমাধান॥
হরিধ্বনি কর সভে হয়্যা একমন।
ভণে নরসিংহ ঘনশ্যামের নন্দন॥

মাহুদ্যার ময়নাগড় আক্রমণ।

লাউসেনের হাকণ্ড-গমনের পর তদীয় মাতুল মাহুদ্যা গৌড়েশ্বরের বিপুল বাহিনী লইয়া লাউসেনের রাজধানী ময়না নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু কালুর বীরত্বে অাঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ইন্দা নামক চোরকে নিযুক্ত করেন। ইন্দা দেবীর বরে নিদ্রা-মন্ত্রবলে সর্ব্বত্র বিজয়ী ছিল, তাহার প্রভাবে সকলেই নিদ্রিত হইত। এই "নিন্দ্যাটি" দ্বারা ইন্দা ময়নায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সকলকে সম্মোহিত করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও অপর এক কবির ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য হইতে এই প্রসঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ময়নার নিন্দ্যাটি।

মন্ত্র পড়্যা মাটী ছড়াইল চারি পানে।
ধরিল অঘোর ঘুম সভার লোচনে॥
কুমার ঢলিয়া পড়ে পিট ছিল হাড়ী।
ধূলায় ধূসর তার ভগিনী কাখা রাঁড়ী॥
জয়া বুড়ী রাত্যে জাগে বস্যাছে কাটনে (১)।
ধরিল পুটুল্যা ঘুম তাহার লোচনে॥
ঢল্যা পড়ে হাতে কর্য়া চরখার কাটী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় কামড়ায়্যে মাটী॥
উনানে ছুতার-বুড়ী দিতেছিল ফুঁক।
ভূমে ঢল্যা পড়িল আথায় দিয়া মুখ॥
রান্ধুনী রান্ধন-শালে ঘুমেতে অজ্ঞান।
পার্শ্বে গড়াগড়ি যায় শলা দশ বাণ॥
যুবতী যুবক সঙ্গে ঘেষাঘেষি গা।
নিদ্রা যায় স্বামীর গাএতে ফেলে পা॥
বোঝারি মাথায় বোঝা পথে যায় চল্যা।
ইন্দার নিন্দ্যাটী ধরে পড়িল গরল্যা (২)॥

(১) সূতা কাটিতে।
(২) গড়াইয়া।

হাটারী বাজারী দেশে ছিল যত জন।
দোকান রহিল পড়্যা ঘুমে অচেতন॥
আর যত লোককে বিপাক হল্য দড়।
ঘুম গড়্যা লোকের আনন্দ হল্য বড়॥
দোলই ঘুমায় নাক ডাকে ঘড় ঘড়।
নিশ্বাস-পবন-বেগে উড়্যা যায় খড়॥
শাকা শুকা দুহাকে নিন্দাটী লাগে বাড়া।
এক ঠাঁই ঢাল পড়ে আর ঠাঞি খাঁড়া॥
কালু বীর ঘুমায় সহজে ঘুম গড়্যা।
সরুয়া শুড়ী গড়াগড়ি তার কাছে পড়্যা॥
পাছকুড়ে কুকুর ঘুমায় পক্ষী ডালে।
সাপ বেঙ্গ নকুল ঘুমায় এক থালে॥
জলেতে ঘুমায় মৎস্য কুম্ভীর সকল।
বনজন্তু নিদ্রা যায় বনের ভিতর॥
ইন্দার নিন্দ্যাটী তার কি কহিব কথা।
টায় নিদ্রা পড়্যা গেল যেবা ছিল যথা॥
গুহালে ঘুমায় গরু গর্ত্তেতে শিয়াল।
স্তাবেলায় (১) হাতী ঘোড়া হাঁস্থালে বিড়াল॥
ভিতর মহলে নিদ্রা যায় রাজরাণী।
আছুক অন্যের কথা নাহি নড়ে পানী॥ (২)
খাথালি পাথালী লোক ঘুমে অচেতন।
সহর ভিতরে ঢোকে চোর চারি জন॥
একে একে দেখে সব চাতর বাজার।
ভিতর মহলে যায়্যা ঢুকিল রাজার॥
অমূল্য রতন লেয় যেবা আস্তে মনে।
বোঝা বান্ধ্যা তুল্যা নিল চোর চারি জনে॥
ঘরে ঘরে চোর ফিরে নাঞি পায় সাড়া।
পশ্চাৎ চলিল চোর ডোমেদের পাড়া॥
দেখিতে কালুর ঘর মত্ত অভিলাষ।
ভিতর মহলে গেল মনে নাহি ত্রাস॥

---

(১) আস্তাবল [Stable] (?)। (২) অন্যের কথা কি বলিব, জলও যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িল, একটুও নড়িল না।

কালুর স্ত্রী লখা ডুমুনী ধর্ম্মের বরে বিনিদ্র। কালুর নিদ্রা-ভঙ্গ। দেবী-পূজা। দেবীর অভিশাপ। সুরাপানে কালুর মত্ততা।

বাস-ঘরে বস্যা লখা ধর্ম্মপূজা করে।
ইন্দা ব্যাটা না জানিয়া গেল সেই ঘরে॥
চরণের তালি (১) লখা শুনিবারে পায়।
ঘরে হত্যে 'কেরে' 'কেরে' করিয়া বার্যায়॥

বিনিদ্র 'লখা' ডুমুনী কর্ত্তৃক চোর তাড়ন।

চোর চোর বলিয়া চঞ্চল ইন্দ্রজাল।
পালায় পবন-বেগে ফেলে খড়্গ ঢাল॥
হাতে পান কর্যা চোর পালায় সকল।
ভণে নরসিংহ বসু ধর্ম্মাপেক্ষা বল॥

ঊর্দ্ধশ্বাসে ইন্দা গেল পাত্রের গোচর।
বিশেষ বারতা বলে যুড়ি দুই কর॥
ময়না নগরে মোরা দিয়াছি নিন্দ্যাটী।
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরিপাটী॥
একে একে ভ্রমণ করিল পাড়া পাড়া।
কাকপক্ষ কাহার না পাওয়া যায় সাড়া॥
ময়নার গড় যদি করিতে চাহ জয়।
নিবেদন করি তার এই সে সময়॥
এত শুনি মহাপাত্র হল্যা আনন্দিত।
বার ভুঞা লয়্যা যুক্তি করেন বিহিত॥
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরস্পর।
চাপে চুপে বেড় সভে ময়না নগর॥

ময়না অবরোধ।

সাবধানে থাক যেন কাল্বা (২) না পালায়।
রণজয় হইলেই যাব মহলায়॥

---

(১) শব্দ। (২) কালুয়া=কালু সিং ডোম।

হাতে ধরয়্যা হাসনের (১) মহাপাত্র কয়।
এমন করিবে কার্য্য যাতে লজ্জা রয়॥
জনে জনে সম্মান শিরোপা একে একে;
লুট মাপ বলিয়া নকিব ঘন ঘন ডাকে॥ (২)
চারিদিকে ময়না বেড়িছে কড়াকড়।
আগু ধরে কামান পশ্চাৎ বনগড়॥
ঢালী সব চলিল মাথায় ঢাল মুড়্যা।
তার পাছে ধানুকী ধনুকে তীর যুড়্যা॥
ওতথাত পায়্যা সব বসিল বন্দুকী।
দারু ভরয়্যা হাতে নিল জলন্ত জাথকী॥
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুহ কানে কান।
পূর্ব্বদ্বারে থানা দিল মোগল পাঠান॥
কালিন্দী নদীর জল তড়ে হৈল পার।
আপনি আগুলে পাত্র দক্ষিণ দুয়ার॥
বার ভূঞা দক্ষিণ দুয়ারে দিল থানা।
তার সাথে কথক রহিল রায় রাণা॥
পশ্চিম দুয়ারে রহে গঙ্গাধর ভাট।
ময়না বেড়িল সব ভূপতির ঠাট॥

সিপাই হাত্যার হাতে রহে সাবধান।
বৈকুণ্ঠ হইতে ধর্ম্ম দেখিবারে পান॥

ধর্ম্মঠাকুরের ময়না-রক্ষার চেষ্টা।

হনুমানে বলেন ঠাকুর নিরঞ্জন।
অবিলম্বে যাহ তুমি ময়না-ভুবন॥
নব লক্ষ দল লৈয়া গৌড়ের পাত্তর।
চোরা যায় নষ্ট করে ময়না-নগর॥
হাকণ্ড-ভুবন গেছে রঞ্জার নন্দন।
কালু বীর নিদ্রায় হয়্যাছে অচেতন॥
কহ গিয়া স্বপনে তাহাকে সবিশেষ।
রণ করয়া রাখে যেন আপনার দেশ॥

---

(১) হাসেন নামক সেনাপতির। এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়, তখন এতদ্দেশে মুসলমানগণ আসেন নাই। কবিগণ "হাসন" প্রভৃতি নাম পরবর্ত্তীকালে কল্পনা করিয়াছেন।

(২) নকিব (ভৃত্য, যে রাজাদেশ উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করে) ঘন ঘন ডাকিয়া বলিতে লাগিল যে অত্রকার যুদ্ধে লুণ্ঠন মার্জ্জনীয়।

এত শুনি হনুমান করিল গমন।
কালুর শিয়রে বসি কহিল স্বপন ॥
জাগ্যা বস কালু ঘুমে বিসর্জ্জন দেয়।
নিরঞ্জন পাঠাল্য বারতা শুন্যা নেয়॥
ময়না তোমার হাতে কর্য্যা সমর্পণ।
হাকণ্ড-ভুবন গেলা বল্লার নন্দন ॥
তুমি সুখে নিদ্রা যায় নাহিক ভাবনা।
বিপক্ষের ঠাট আসি বেড়্যাছে ময়না ॥
ভবানীর পূজা কর্য্যা বান্ধিয়া কোমর।
রণে পরাজয় কর রাজার লস্কর ॥

কালুকে স্বপ্ন দেখান।

এত বলি হনুমান কবিল গমন।
জাগিয়া বসিল বীর দেখিয়া স্বপন ॥
চক্ষু কচালিয়া বীব চারি পানে চায়।
কে কহিল স্বপন দেখিতে নাহি পায় ॥
দোলই সকলে ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
জাগ্যা বস ভাই সব শুন বিবরণ ॥
শাকা শুকা উঠ্যা বস্যা চক্ষে দিয়া জল।
নিন্দ্যাটীতে ঢুল ঢুল লোচন-যুগল ॥
কালু বলে শুন সভে অনুভব কথন।
আমার শিয়রে এক প্রকাশ রতন ॥
পরিপাটী স্বপন বচন চোটপাট।
বলিল ময়না বিজিল (১) বিপক্ষের ঠাট ॥
ভক্তিভাবে পূজা কর্য্যা দেবীর চরণ।
হাত্যার বান্ধিয়া রাখ ময়না-ভুবন ॥
দেবীপূজা নাহি করি অনেক দিবস।
ভবানী পূজিব আজি দিয়া মধুরস ॥
কারণ পরম তত্ত্ব আগমের সার।
এত বলি গেলা সবে শুঁড়ীর আগার ॥
সর্ব্বা শুঁড়ী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
বারাল্য শুঁড়ীর বেটা সহাস বদন ॥
সবিনয়ে জুহার করিল কালু বীরে।

দেবীপূজার মদ্য সংগ্রহের জন্ত শুঁড়ীর গৃহে।

(১) জয় করিল।

এত রাত্রে এথা কেন বলে ধীরে ধীরে॥
কালু বীর বলেন সম্বন্ধে তুমি মাম্বা (১)।
আমাকে উচিত আগে তোমাকে সম্ভাষা॥
ছোট বড় বল্যা কিছু না ভাবিহ মনে।
রামের মিত্রতা ছিল গুহকের সনে॥
আল্যাম তোমার ঘর শুন বিবরণ।
মহাপূজা হেতু কিছু চাহি যে কারণ॥
মহামায়া পূজিব মনের অভিলাষ।
এত শুনি শুঁড়ী ভাবে আজি সর্ব্বনাশ॥

স্ববিধি লঙ্ঘন।

দেশে মানা আপনে কর‍্যাছে মহাশয়।
আজ্ঞা নাড়ে এমন যোগ্যতা কার হয়॥
যাবৎ না হব রবি পশ্চিমে উদয়।
মোর দেশে অনাচার তাবৎ না হয়॥
ছুটা মাথা চারি কাণ রাখে কোন জন।
দণ্ড দিতে কার ঘরে এত আছে ধন॥
ছয় মাস হল্য নাঞি ছয়ালের কায।
হেরে দেখ ভাঙ্গা চুরা পড়্যা আছে সাজ॥
উপজীব্য ছাড়া হয়্যা অন্ন নাঞি ঘরে।
এক সন্ধ্যা ভিক্ষায় উদর নাঞি ভরে॥
শুনিয়া শুঁড়ীর কথা কালু সকোপিত।
সাথে হয়্যা জামাঞি বলেন যথোচিত॥
আমি আনু মোকে বেটা করিল নিরাশ।
শুঁড়ীর মাথায় মার পয়জার পঞ্চাশ॥
ঢালহ ভাগকুলি মাথায় মার জুতা।
লোকমুখে শুনি সর্ব্ব বুদ্ধি হরে শুঁতা॥
কোণে পুতা ছিল তার মদ সাত খান।
বারি কর‍্যা দিলেক ডোমের বিদ্যমান॥
মদ পায়্যা কালুর আনন্দ হল্য মন।
বাটী দীঘি চলিল যতেক ডোমগণ॥
পরিপাটী পূজার আনন্দ অতিশয়।
ভণে নরসিংহ নবমল্লিকা-তনয়॥

---

(১) মেসো।

বীর কালু মহানন্দে চন্দনাদি অষ্ট গন্ধে
পূজা করে দেবীর চরণ।
কুসুমে পূর্ণিত ডালা গন্ধরাজে গড়্যা মালা
ঘরে ঘরে মল্লিকা রঙ্গীণ॥
জয়ন্তী অপরাজিতা ধুস্তূব অসিত সিতা
জবা যূঁথী সিউতী টগর।
অখণ্ড শিফল (১) দল দ্রোণ ধলা উৎপল
চম্পক করবী নাগেশ্বর॥
ধূপেব সুগন্ধ ছুটি গগন উপরে উঠি দেবীপূজা।
দীপমালা কর্পূরের বাতি।
নৈবেদ্য আসএ বিধি উপহার নানা বিধি
মিষ্টান্ন মধুর বাতি বাতি॥
মাঝখানে মদ ঘড়া চারি দিকে রুটি বড়া
সুরসাল সুবর্ণের থালে।
মাংস ভাজা সিক ঝোল কটুতৈলে ভাজা ওল
ঝোল কৈল মরিচের ঝালে॥
পরিপাটী ভাজাতলা কুলাম্বলে পাকা কলা
শাক দালি বেসারি ব্যঞ্জন।
সোন পোড়া গণ্ডা দশ তাহাতে জামির রস
অপরঞ্চ নানা আয়োজন॥
ভাতি ভাতি নানা পিঠা হাড়া ভরা ক্ষীর মিঠা
দধি দুগ্ধ নানান সন্দেশ।
আম জাম নানা ফল পনসাদি নারিকেল
নানা মূল মৃণাল বিশেষ॥
বকুল পূর্ণিত ঝুড়ি আট ভাজা চিড়া মুড়ি
কলসে পূর্ণিত সিদ্ধি বারি।
কর্পূর তাম্বূল গুয়া কজ্জল সিন্দুর চুয়া
সুবাসিত জলে পূর্ণ ঝারি॥
দেখে ভক্তিভাব পূজা উঠিলেন চতুর্ভুজা
সিংহযানে সঙ্গে পদ্মাবতী।
ডোমের দেখিয়া ভাব পরম পীরিত লাভ
হাস্য কিছু বলেন পার্ব্বতী॥

---

(১) শ্রীফল।

প্রিয় বাক্যে ঠাকুরাণী পদ্মারে বলেন বাণী
কে মোর এমন পূজা করে।
শুন সখি পদ্মাবতি যদি দেহ অনুমতি
রাজা করি ইন্দ্রের উপরে॥
অমর করিয়া যাই নিত্য যেন পূজা পাই
ধনে করি ধনদ সমান।
ভক্তিভাবে ভগবতী সাত পাঁচ মনে অতি
মনেতে করেন অনুমান॥
দেখহ দৈবের গতি ডোমের ফিরিল মতি
মদের সৌরভে সচঞ্চল।

নিষ্ফল পূজা।

না করিয়া নিবেদন ভক্ষণে দিলেন মন
মহাপূজা হইল বিফল॥
দেখিয়া দেবীর তাপ কালু বীরে দিল শাপ
সবংশেতে হইবে নিধন।

কালুর প্রতি দেবীর অভিশাপ।

পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে ভবানীর মনস্তাপে
কালু বীর হইল তেমন॥
ক্রোধ কর‍্যা ভগবতী ঘর গেলা শীঘ্রগতি
ডোম খায় ভাঙ্গ ভুজা মদ।
বসু ঘনশ্যামাত্মজ সেবি ধর্ম্ম-পদরজ
রচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ॥

ভবানী বিমনা হয়্যা গেলেন কৈলাস।
ডোম সব মদ খায় নানা পরিহাস॥
আসবে পূর্ণিত ঘট মাঝে ছেন্দা তার।
* * * * কালিন্দীর ধার॥
ফেরাফেরি ভক্ষণ করিছে গুটী গুটী।
ঘটে ভাজা নকুল আচলে মুটি মুটি॥
আগু ভাই বক্তা যায় মুখে রাম রাম।
পিঠা ভাত ভক্ষণ ব্যঞ্জন অনুপম॥
আনন্দের সীমা নাঞি অমিয়া সাগরে।

মগুপানে মত্ততা।

কেহ কারো ভুল্যা দেই মুখের উপরে॥
খাতো খাতো ঘুমায় কতেক তাল উঠে।
ঠেমঠায় বাগু বাজে গুড়া * * *॥

কেহ দেই হাতে তালি কেহ নাচে গায়।
অবশ হইয়া কেহ গড়াগড়ি যায়॥
কাহিনী কহয়ে কেহ কেহ হল্য শ্রোতা।
অকস্মাৎ উঠে গেল গদাপর্ব্ব-কথা॥
কুরুক্ষেত্রে গদাযুদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধনে।
কথা শুন্যা ডোমের খুমার উঠে মনে॥
কেহো ভীমসেন হইল কেহ দুর্য্যোধন।
ঠেঙ্গাঠেঙ্গি গদাযুদ্ধ করে ডোমগণ॥
হুড়াহুড়ি গণ্ডগোল হল্য বিপরীত।
মাতাল হইল ডোম নাহিক সম্বিত॥
ডুমুনী সকল ঘরে শুনিবারে পায়।
আপন আপন পতি ঘরে লয়্যা যায়॥
লখ্যার ধরিয়া হাত কালুর গমন।
চল্যা যাতে ঢল্যা পড়ে স্থির নহে মন॥
লখ্যাকে বলেন বীর কোলে কর্য়া নে।

*　*　*　*

স্বপ্ন-কথা লখ্যাকে কহিল বীরবর।
স্বপন কহিল মোকে পরম কোঙর॥
নব লক্ষ দল লয়্যা গৌড়ের পাত্তর।
আট দিগে বেড়ি আছে ময়না-নগর॥
আমার এ দশা আজি কিবা আছে আর।
ময়না-নগর রাখি বান্ধিয়া হাত্যার (১)॥
শুনিঞা বলেন লখ্যা সমরে অসুর।
ঘরে শুয়্যা ঘুম যাও মাথার ঠাকুর॥
এত চিন্তা এহাতে ঠেক্যাছ কি প্রমাদে।
যম ইন্দ্র বরুণ না আটে মোর বাদে॥
গৌড়েশ্বর কিম্বা পাত্র আস্যে যে এথায়।
মাথা কাট্যা নিব তার গিয়া পড়ুমায় (২)॥

কালুর বিহ্বলতা ও লখার দর্প।

(১) হাতিয়ার।
(২) পদ্মায়।

সহদেব চক্রবর্ত্তী—১৭৪০ খৃষ্টাব্দ।

(পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা।)

এই পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৩৭৪—৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উমার শৈশব-লীলা।

নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা।
রূপের নাহিক সীমা॥
পঞ্চম বরিষ কালে।
কর্ণবেধ কুতূহলে॥
নানা আভরণ অঙ্গে।
সম-বয়সীর সঙ্গে॥
যশোদা রোহিণী রমা।
চিত্রলেখা তিলোত্তমা॥
হীরা জীরা সরস্বতী।
হরিপ্রিয়া হৈমবতী॥
কৌশল্যা বিজয়া জয়া।
পদ্মাবতী সতী ছায়া॥
হরিষ হইয়া মনে।
সবাকার মধ্যমানে॥
ধূলায় মন্দির করি।
বকুলের তলে গৌরী॥
ধূচনি কুলাচি পাতি।
সঙ্গে জয়া হৈমবতী॥
রাঙ্গা ভাঁড় রাঙ্গা টাটি।
রন্ধনের পরিপাটী॥
ধূলার ওদন করি।
সবাকারে দিলা গৌরী॥
মিছা সে ভোজন সুখে।
হাত না পরশে মুখে॥
আচমন মিছা জলে।
তাম্বুল দেও না বলে॥
সকলে বালিকা বুদ্ধি।
পাতখোলা মুখশুদ্ধি॥
শয্যা কদম্বের পাতা।
বিছান জগৎ-মাতা॥
ছুটি ছুটি এক ঠাঞি।
সুখের অবধি নাই॥
দণ্ডে দণ্ডে দিবা নিশি।
আনন্দ সাগরে ভাসি॥
কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি।
যেন গৃহস্থের বাটী॥

সাধু মীননাথ ও প্রমীলা।

প্রমীলা নাম্নী রমণী সাধু মীননাথকে বিবিধ প্রলোভন দেখাইলে, সাধু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

প্রমীলে আমার বোলে কর অবধান।
সংসার আমার ধন   ধর্ম্ম লয় আমার মন
নিস্তার-কারণ ভগবান্॥

মিছা মায়া মধুরসে　　বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন　　লূতায় বসিয়া কেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি॥
যোগীর পরম ধন　　গোবিন্দের পদে মন
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা (১)　　সবে হলো ঊর্দ্ধবেতা
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ॥
মস্তকেতে জটা ধরি　　গাছের বাকল পরি
বিভূতি-ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন　　পরম সুন্দরীগণ
উহা কি আমারে শোভা পায়॥
কাননে করিয়া বাস　　সুখে থাকি বার মাস
গোবিন্দ তপেন নিরন্তর।
তোমায় কহিনু দড়　　মোর অভিলাষ ছাড়
যাহ ধনী আপনার ঘর॥
মধুর বচন তোর　　লোভ মোহ কাম মোর
নাহি কেন বাড়াও জঞ্জাল।
কেন চাহ মোর পানে　　বঙ্কিম নয়ন-কোণে
হায় হায় আমার কপাল॥
হৈয়া জটা-বল্কধারী　　যে জন পরশে নারী
নাহি পাপী তাহার সমান।
ও রসে বঞ্চিত আমি　　আর কত বল তুমি
মোরে না শোভয়ে হেন কাম॥
প্রমীলা যতেক ভণে　　মীননাথ নাহি শুনে
ভাবে রামা কি করি উপায়।
দ্বিজ সহদেব ভণে　　বিল্বমূলে যেই জনে
দয়াবান্ হৈলে কালুরায়॥ (২)

---

(১) ব্রহ্মার উদ্দেশ্য সৃষ্টি—প্রজাবৃদ্ধি, সেই উদ্দেশ্যে অনুকূলতা না দেখাইয়া।

(২) যে সহদেব চক্রবর্ত্তীর প্রতি কালুরায়-নামক ধর্ম্মঠাকুর বিল্বমূলে প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

সাধু মীননাথের প্রতি তদীয় শিষ্যগণের প্রহেলিকা-ভাষায় নিবেদন।

গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥ (১)

গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মঞ্জরিল
পাষাণ বিন্ধিল ঘুণে॥ (২)

হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে চর্ম্ম মণ্ডিত কায়া,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥ (৩)

শিল নোড়াতে কন্দল বান্ধিল সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥ (৪)

* * * * এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া (৫) প্রসব হইল ছেলে চায় পায়রার দুধ॥

অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু কাকড়া ধরিল কাচি (৬)।
মশার লাথীতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥

---

(১) মীননাথ অবশেষে রমণীর প্রলোভনে দুর্গতি-প্রাপ্ত হইলে তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার তপঃপ্রভাব এবং ক্ষুদ্র রমণীর হস্তে তাঁহার এবম্বিধ দুর্গতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা হেঁয়ালীর ভাষায় নানা প্রকার উপমা দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার মত সাধুর এরূপ অধোগতি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছে।

(২) শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জুরিত হওয়া এবং ঘুণের পক্ষে পাষাণকে ছিদ্র করা যেরূপ অসম্ভব ব্যাপার, আপনার পক্ষে সামান্য নরসুলভ দুর্ব্বলতায় অভিভূত হওয়াও তদ্রূপ।

(৩) তুলসী দাসের একটী দোহার অনুবাদ।

(৪) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৃহৎ পক্ষের অধোগতি হইলে সামান্য ব্যক্তিরাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে না।

(৫) আকাট = সম্পূর্ণরূপে। বাঁঝিয়া = বন্ধ্যা।

(৬) কাছি = রজ্জু।

আগে নৌকা উড়িল পশ্চাৎ পুড়িল মাঝে বায় উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে জল বিন্দু নাই ডুবিল দেউল চূড়া॥ (১)

বাঘে বলদে হাল জুড়িনু মর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর হুড়া ঝাড়ি গেল মূষিকে বুনিল ধান॥

তালের গাছে শোলের পোনা (২) সয়তান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে কৈ মৎস্য মুড়লি পঙ্গু পলুই লইয়া ধায়॥ (৩)

মধ্য সমুদ্রে চুয়াড়ি পাতিনু সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাখে লাখ॥

তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হৈল পুরী।
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী॥

---

(১) সরিষা ভিজাইবার জন্য যে সামান্য জলবিন্দুর প্রয়োজন, তাহ' নাই, অথচ বন্যা এত প্রবল যে, দেবালয়ের চূড়া পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল প্রত্যেকটী উপমায়ই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ইঙ্গিত আছে।

(২) ছা।

(৩) সাগরের মধ্যে কৈ মৎস্য ধরিবার জন্য খোঁড়া ব্যক্তি পলুই লইযা চেষ্টা করিতেছে।

রামায়ণের অনুবাদ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কৃত্তিবাস—জন্ম—১৩৮৫-১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

কৃত্তিবাসের যে বিবরণ আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং অপরাপর গ্রন্থে দিয়াছি, তাহার ঐতিহাসিক অংশ লইয়া সম্প্রতি গোল বাঁধিয়াছে। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাহির-পুরের রাজা কংসনারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, কংসনারায়ণ কৃত্তিবাসের অন্যূন দেড় শত বৎসরের পরবর্ত্তী। কৃত্তিবাস যে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সভায় বিদ্যমান কতিপয় নামের ঐক্য দেখিয়া আমরা এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। কংসনারায়ণের পূর্ব্ব-পুরুষ জ্ঞানানন্দ বল্লাল সেনের সামসময়িক ব্যক্তি; জ্ঞানানন্দ হইতে কংসনারায়ণ বিংশতি পর্য্যায়ের। সুতরাং কংসনারায়ণকে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না। এদিকে কৃত্তিবাস যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কটক হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত্তি-বাসের জন্ম-তারিখ জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার গণনানুসারে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ খৃঃ ১৪৩২ হইয়াছিল। তিনি নিজেই পুনরায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় জানাইতেছেন, এই অব্দ সম্বন্ধে তিনি ভুল করিয়াছেন। "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস",—কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে তাঁহার জন্ম-সম্বন্ধে এই ছত্র পাওয়া যায়, ইহাতে "পূর্ণ" শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোল দাঁড়াইয়াছে। "পূর্ণ" অর্থ যদি মাঘী সংক্রান্তি হয়, তবে অবশ্যই রবিবার, পঞ্চমী তিথি, সরস্বতীপূজা এবং ৩০শে মাঘ। এতগুলির একত্র সংঘটন এক শতাব্দীতে বড় বেশী বার হয় না, এবং তাহা হইলে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ একরূপ নিশ্চিতরূপেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু "পূর্ণ" অর্থ "সংক্রান্তি" কিনা? কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পুথি বদনগঞ্জে রক্ষিত ছিল, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে

লিখিত। যোগেশ বাবু নিজে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি প্রমাণ আছে, এখানে তাহার দুই একটির উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। কৃত্তিবাসের পূর্ব্ব-পুরুষ উৎসাহ বল্লালসেনের (১১০০ খৃঃ-১১৬৯ খৃঃ) সামসময়িক, ("উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশে প্রতিষ্ঠিতৌ। গাঙ্গোলীয় শিশোনামা কুন্দরোবাকরস্তথা॥ এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ। রাজ্ঞঃ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপাবাঙ্মুখাঃ॥"—বাচস্পতি মিশ্রের কুলারাম।) উৎসাহ হইতে কৃত্তিবাস নবম স্থানীয়; তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকায় দৃষ্ট হয়, ১৪০২ শকাব্দায় (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) দেবীবর ঘটক যে মেল বন্ধন করেন, তাহাতে কৃত্তিবাসের তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া তিনটি মেল গঠিত হইয়াছিল। এই তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম—১। মালাধর খাঁ (ইনি কৃত্তিবাসের সহোদর মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র); ২। শতানন্দ খাঁ; ৩। গঙ্গানন্দ (শেষোক্ত দুই জন কৃত্তিবাসের খুল্লতাত অনুরুদ্ধের প্রপৌত্র)। এই মেল-বন্ধনের সময় কৃত্তিবাস কিংবা তাঁহার সহোদরগণ ও খুড়তুত ভ্রাতৃগণের কেহই জীবিত ছিলেন না; তাঁহারা জীবিত থাকিলে তাঁহাদের পুত্রগণ লইয়া মেলবন্ধন হইত না, তাঁহাদের নামেই উহা হইত। সুতরাং যখন দেখা যায় যে কৃত্তিবাস কিংবা তাঁহার ভ্রাতৃ-স্থানীয় কেহই তখন জীবিত ছিলেন না, তখন কৃত্তিবাসের পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রত্রয়ের সকলেই অবশ্য বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের বয়ঃক্রম ৫৫ ধরিয়া লইলে এবং কৃত্তিবাসকে ইঁহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বড় অনুমান করিলে, কৃত্তিবাসের জন্মকাল আমরা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। আমরা বিভিন্ন পথে যাইয়া কৃত্তিবাসকে পূর্ব্বে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিলাম, এখন পুনরায় ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। সুতরাং কৃত্তিবাস যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত। ইহা ছাড়া কৃত্তিবাস স্বীয় জন্মসময়-সম্বন্ধে যে ছত্রটি লিখিয়াছেন, তাহা জ্যোতিষিক গণনার আলোকে ফেলাইয়া আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার জন্মাব্দ নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে পারিব, এরূপ আশা করিতেছি। কিন্তু "পূর্ণ মাঘমাস" কেহ কেহ "পুণ্য মাঘমাস"-এর বিকৃত পাঠ মনে করিতেছেন। আমারও তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে মাঘ মাস, রবিবার ও শ্রীপঞ্চমী, কৃত্তিবাসের জন্ম-সম্বন্ধে এই তিনটি মাত্র তত্ত্ব নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে।

কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় গিয়াছিলেন তিনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গলার ইতিহাসজ্ঞগণ করিবেন। বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে যিনি স্বয়ং

কিংবা তাঁহার নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ উপবিষ্ট না হইয়াছেন, তিনি কখনই "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। "পঞ্চ গৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।" ইত্যাদি উক্তিতে ইনি যে নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না তাহা প্রতীয়মান হয়। "নয় দেউড়ী" পার হইয়া কৃত্তিবাসকে রাজার নিকট যাইতে হইয়াছিল এবং দ্বারীর হস্তে স্বর্ণময় যষ্টি ছিল; পাঠ সমাপনান্তে কৃত্তিবাস "গৌড়েশ্বরের" নিকট যাইবেন, ইহা জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কথায় মনে হয়, এই রাজা বঙ্গদেশে সে সময়ে প্রধান নৃপতি ছিলেন। ইনি সেন-রাজাদের বংশধর হইতে পারেন, নতুবা কোন মুসলমান বাদসাহও হইতে পারেন। কিন্তু যদিও "কেদার খাঁ" প্রভৃতি মুসলমান-উপাধিযুক্ত নাম দেখিয়া মনে হয় রাজসভা মুসলমান-প্রভাব বর্জ্জিত ছিল না, কিন্তু তথাপি এতগুলি নামের মধ্যে একটিও মুসলমানী নাম না পাইয়া আমরা এই রাজাকে হিন্দুরাজা অনুমান করার বেশী পক্ষপাতী। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল ধরিয়া লইলে তিনি রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, পাঠক স্বয়ং তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

১। কৃত্তিবাস রাজাকে প্রণাম করেন নাই, রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই।

২। কৃত্তিবাস রাজার দান গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই।

৩। সেই কালে হিন্দুরাজার সভায় বাঙ্গলা ভাষা বিশেষ অনাদৃত ছিল। "অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহারা ভাষানুবাদকে নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাবান্বিত রাজসভা হইতে কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদের ভার-প্রাপ্ত হইলেন। আমরা যতগুলি প্রাচীন ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই মুসলমান সম্রাট্ কি নবাবগণের আজ্ঞায় বিরচিত হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥ (১)
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
সুখভোগ-ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায় ॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেন কালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় ॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া (২) বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্র-পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥

---

(১) নৃসিংহ ওঝা আদিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, কুলজী-গ্রন্থের সঙ্গে তাহার সকলগুলিরই ঐক্য দৃষ্ট হয়।

(২) নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান্ তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর (১) ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই-উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা যোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
ভৈরব-সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার ॥

---

(১) মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরকৃত রাধার 'বারমাস্যা' নামক একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে (১) যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা-পার (২) ॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা অপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সমান গুরু বড় উন্মাকার (৩)।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুস্থানে মেলানি (৪) লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম (৫) রাজা গৌড়েশ্বরে ॥

---

(১) নিবড়ে = অতীত হইলে।

(২) বড়গঙ্গা যশোহরে। "পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গা-পার"—অন্নদামঙ্গল।

(৩) উন্মাকার = তেজস্বী। (৪) মেলানি = বিদায়।

(৫) ভেটিলাম = উপহার পাঠাইলাম।

দ্বারি-হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ-লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন-পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব-অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারি দিকে নাট্য গীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারি দিগে ধাওয়াধাই রাজার আওাসে (১)॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাজা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥

(১) আওাসে=গৃহে। অনেক স্থলেই আওাস শব্দ 'গৃহ' অর্থে ব্যবহৃত হইত; যথা, "তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওাস। [illegible] সঞ্চার নাই পক্ষীর প্রকার॥"—আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী।

পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা (১) পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে (২) ॥
রাজ-আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসী হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া (৩) ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥

---

(১) খরা=রৌদ্র। যথা,—"জ্যৈষ্ঠে খরা। আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা।"—খণা।

(২) সানে=সঙ্কেত। যথা,—'সখী সব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে।'—রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা।

(৩) পাটের পাছড়া=পট্টবস্ত্র। 'পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।

"বিনে বান্দী নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া"—মাণিকচন্দ্রের গান, ১০ শ্লোক।

"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়।
ধরায় আঁচল লুটি পড়ি যায় পাএ ॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া-পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা-দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

[বটতলার রামায়ণ অবলম্বন করিয়া আমরা কৃত্তিবাসী রচনা উদ্ধৃত করি নাই। একখানি ৩০০ বৎসরের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে নিম্নের অংশগুলি উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিবেন, এই রচনা মূলের অনেকটা অনুযায়ী,—বটতলার পাঠ হইতে কতকটা অমার্জ্জিত এবং পৃথক।]

বালি-বধ।

দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত হেন বালি-রাজার বুকে ফুটে॥
মরি মরি শব্দে বালি করে হাহাকার।
কোদণ্ডের মারিল লোকে দারুণ প্রহার॥

ভূমিতে পড়িল বালি করে ছট্‌ফট্‌।
রাম লক্ষ্মণ চারি বীর গেলা বালির নিকট॥
রক্তে রাঙ্গা হৈয়্যা বালি লোটায় ভূমিতলে।
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তকালে॥
ইন্দ্রধ্বজ পড়িল যেন ইন্দ্রের নন্দন।
গাএর অভরণ লোটায় মাণিক্য রতন॥
সুন্দর বানর-রাজ সুন্দর ধরে বেশ।
চিত্রবিচিত্র রামের বাণ করিল প্রবেশ॥
ইন্দ্রের প্রসাদে রত্নমালা-ভূষিত বানরে।
লক্ষ্মী ছড়ায়্যা পড়িল পঞ্চ প্রকারে॥ (১)
বালি রাজা পড়িল শূন্য হৈল পৃথিবী।
রামের অপযশঃ গাইল কৃত্তিবাস কবি॥

মৃগী মারিয়া ব্যাধ যেন ধায় বড়ারড়ি।
বালি পড়িল বীর ভাগ যায় হুড়াহুড়ি॥
এক দিঠি করি রাম নেহালিছে বালি।
দন্ত কড়মড়ায়্যা কোপে করে গালাগালি॥
নিবেধিল তারা মোকে বিবিধ বিধানে।
তোমা হেন ধার্ম্মিক চণ্ডালে প্রতীত গেলাঙ (২) কেনে॥
নির্দ্দোষ বানর রাম মাইলে কোন্ কাযে। বালির কটূক্তি।
অধার্ম্মিক রাজাকে রাজ্য নাহ্নি সাজে॥
কোন্ দেশ পোড়াবুঁ তোমার মাইলুঁ কোন্ খান। (৩)
কোন্ অপরাধে মোর লইলে পরাণ॥
রাজকুলে জন্মিলে রাম তুমি সূর্য্যবংশে।
বিস্তর গুণ ধর রাম লোকেতে প্রশংসে॥
রাজনীতি নাই জান প্রজার পালন।
অল্প বএসে তপস্বি-বেশে ভুবিলে সর্ব্বজন॥

---

(১) মূল রামায়ণে আছে—ইন্দ্রদত্ত মালা, রামের বাণ ও বালির রাজোচিত মূর্ত্তি, লক্ষ্মী যেন এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দৃশ্যমানা হইলেন।

(২) গেলাম।

(৩) তোমার কোন রাজ্য আমি দগ্ধ করিয়াছি এবং তোমাকে কোথায় মারিয়াছি।

এত জানি বিশ্বাস গেলাঙ তোমা হেন চণ্ডালে
কেনে মুনির বেশ ধর আহার ফলমূলে ॥
মুনির বেশ ধরি বুল চণ্ডাল আচার।
ধার্ম্মিক বোল বোলাহ অতি দুরাচার ॥
তৃণে ঢাকিলে পথ কূপে পড়িলে সে জানি।
ইবে সে (১) জানিল তুমি যত বড় জ্ঞানী ॥
ফল মূল খাই আমি কাহা নাহি হিংসি।
তোমা হেন পাপী নাই লোক বিধ্বংসী ॥
ভাই ভাই কন্দলি করি মধ্যস্থ সমাঝে (২)।
কোথায় নাহি দেখি মধ্যস্থে আসিয়া বধে ॥
আনের সনে রণ করি আনে আসিয়া মারে।
হেন চণ্ডাল জনকে পৃথিবী কেনে ধরে ॥
দুর্জ্জন মারিয়া রাম সুজনাকে রাখি।
ক্ষেত্রিকুলের আচার এমত ভাল দেখি ॥
যেন বেশে বেড়ায় রাম তেন নহে কর্ম্ম।
লোক ভাণ্ডিতে বেশ ধর নাক্রি জান ধর্ম্ম ॥
দেখাদেখি যদি মোকে মারিথিল (৩) বাণে।
এক মুটকির ঘায়ে তোমার লইতাঙ প্রাণে ॥
আমা মারিতে সুগ্রীবের যুক্তি ভাল আইসে।
তোমা সনে রণ নাহি তুমি মার কিসে ॥
লোকের আগে কাহিনী কহিবে কোন্ লাজে।
আদেখে মারিল আমি বালি বানররাজে ॥
দশরথ মহারাজা ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁর হেন পুত্র হৈল কুলের খাঁখার ॥
ধর্ম্ম না জানি তপস্বীর বেশ বাপের গৌরবে।
তেকারণে মিল আসি চণ্ডাল সুগ্রীবে ॥
পাপে পাপে মেলিয়া হৈল পাপের মন্ত্রণা।
আনের সনে রণ করি আনে দেই হানা ॥
বানর হৈতে জান যবে সিদ্ধ হব কায।
আনে কেনে আরতি দিলে থাকিতে বানররাজ ॥

---

(১) এখন।
(২) সমাঝে—বুঝায়; অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রবোধ দান করে।
(৩) মারিতে।

এক লাফ দিয়া মুঞি সাগব হৈতাঙ পার।
রাবণ মারিয়া সীতার করিতাঙ উদ্ধার॥
আমা পরীক্ষিতে রাবণ আইল সত্বর।
লেজে বান্ধি ডুবাইলুঁ চারি সাগর॥
কিষ্কিন্ধ্যা আসিতে তার গল-বন্ধন খসে।
আমাকে বন্দিয়া রাবণ গেল আপন দেশে॥
এত করিতে নারিব সুগ্রীব বলের টুটন (১)।
অনেক শক্তে করিবেক সাগর-বন্ধন॥
দুই কটকে সংগ্রাম হবেক অপার।
তত দিনে হবেক সীতার অস্থি চর্ম্ম সার॥
রাবণে বান্ধিয়া দিতাঙ গলে দিয়া দড়ি।
হৃষ্ট পুষ্ট সীতা পাইতে যেন ধবল ঘুড়ী॥
সকল কটকে সুগ্রীব অনেক প্রবন্ধে।
অনেক শক্তে জিনিতে পারিব দশস্কন্ধে॥
আমা হেন পণ্ডিতকে মরণ-বেলায় ঘাটে।
তোমার হাতে মরণ মোর লিখন ললাটে॥
সোদর বধিঞা সুগ্রীব অঙ্গদ কেনে রাখে।
রাম তুষ্ট হৈলে বাঁচাব সর্ব্ব সুখে॥
আমা মারিঞা রাম তুমি হৈলে সুখী।
আমার মরণ বড় ভাগ্য কর‍্যা লিখি॥
এত বাক্য হৈল যদি বালি রাজার তুণ্ডে।
কৃত্তিবাস গাইল গীত কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে॥

রামের উত্তর।

রাম বলেন ধর্ম্ম না জান বনের বানর।
বানরের বোলে কার নহি কুন্দর্পর (?)॥
চপল বানর জাতি চপল তোর মতি।
চপল হৈয়া না জান ধর্ম্মের কি গতি॥
আপনি ধার্ম্মিক তুমি ধর্ম্ম বুঝাহি আনে।
অষ্ট-লোকপাল-রাজা নিন্দিলে বচনে॥
প্রামাণিক বানর সনে না করিলে যুকতি।
আপন ইচ্ছায় বলিলে মোকে অধার্ম্মিক মতি॥

---

(১) বলের টুটন = বলে অল্প।

যত যত রাজা সব হৈল যুগে যুগে।
ব্যথা করিঞা কোন্ রাজা এড়িলেক মৃগে॥ (১)
তৃণে খায় বনে চরে কাহো নাহি হিংসে।
কোন্ রাজা মৃগী না মারিলচন্দ্র-সূর্য্য-বংশে॥
খাল (২) কুড়িঞা লুকায় পাতালতা মুণ্ডে।
স্ত্রী পুরুষ বিচার নাহি বিন্ধিঞা মারি কাণ্ডে॥
নিদ্রা যায় সরল পৈসে পালায় তরাসে।
কাণ্ডে বিন্ধিঞা মারি খেদাড়িয়া ধরি ফাঁসে॥
শাখামৃগ বলিয়া মৃগের ভিতর গণি।
রাজা মৃগ মাইলে নাহি অপযশঃ কাহিনী॥
এত যদি রামচন্দ্র বলিলা বচন।
রামের কথা শুন্যা বালি বলিছে তখন॥

বালির প্রত্যুত্তর।

নর বানর শৃগাল কুকুর কুম্ভীর।
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষণ-বাহির॥
এই পঞ্চ নখী মারি নাহি প্রয়োজন।
বানরের রক্ত মাংস না করি স্পর্শন॥
শশক শল্লকী গণ্ডা আর মৃগী গোধা।
এই পঞ্চ নখী নহে ভক্ষণের বাধা॥
এই পঞ্চ নখীর আমি নহি একজন।
তবে কেনে আমার তুমি বধিলে জীবন॥

রামের উক্তি।

আমার রাজ্যে বসিঞা কর পরদার।
তোমার পাপে আমার রাজ্যে পাপের সঞ্চার॥
জ্যেষ্ঠ হৈঞা কনিষ্ঠের করএ পালন।
কোন্ লাজে ভ্রাতৃবধূ করিস্ হরণ॥
রাজদণ্ড হৈলে তবে পাপ-বিমোচন।
রাজা সুখী হৈলে বাড়ায় ধন জন॥
পাপ করিয়া পাপী যায় রাজার পাশ।
রাজার শাস্তি হৈলে তার পাপের বিনাশ॥
রাজার দেহে পঞ্চ দেবের অধিষ্ঠান।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ অগ্নি উপাদান॥

---

(১) মমতা করিয়া কোন রাজা মৃগকে ত্যাগ করিল।
(২) গর্ত্ত।

রাজ-শক্তি।

ইন্দ্রের তেজে রাজা অলঙ্ঘ্য কলেবর।
চন্দ্রের তেজে রাজা দেখিতে সুন্দর॥
যমের তেজেতে রাজা সংসার সব মারে।
কুবেরের তেজে রাজার ধনে ঘর ভরে॥
অগ্নির তেজেতে রাজা কোপ আগুনি।
দেবতার তেজে রাজা মনুষ্যে না গণি॥
হেন রাজাকে মন্দ বলিয়্যা মজিলি পাতকে।
ভাই ঘুচাঞা রাজ্য করিলে কোন্ লোকে॥
রাজার রাজ্যে পাপ করিলে রাজায় পাপ যাকে (১)।
পাতকী জনা মারিলে পাপের চাল ভাগে (২)॥
নর বানর পাপ করিলে সে তাহাকে লাগে।
পাপী জনারে মারিলে পাপের দোষ ভাগে॥
আমার বাণে তোমার খণ্ডিল মহাপাপ;
পাপ খণ্ডিল তুমি না কর বিলাপ॥
ভরত হেন করিলাঙ সুগ্রীবের পালন।
সুগ্রীবের মন্দ করিলে তার অবশ্য মরণ॥
সুগ্রীবেরে মৈত্র করিনু আমি অগ্নি করা৷ সাক্ষী।
সুগ্রীবের মন্দ করিলে আমি নাই রাখি॥
রাজ্য লৈয়া নিকালিয়া কৈলে দেশান্তরী।
তোমা মারিতে সত্য করিনু অন্য করিতে নারি॥
পশুজাতি না করিল ধর্ম্মের বিচার।
ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি কর অব্যবহার॥
মৈত্রের জ্যেষ্ঠ তুমি আমার গৌরবিত।
গর্ব্বিত সনে ন্যায় (৩) করি না হয় উচিত॥
তোমার ন্যায় করি ন্যায় নাহি সাজে।
ক্ষমা কর বানর-রাজ কেনে পাড় লাজে॥
পক্ষে মানা কর তুমি দৈবে নিয়োজিত।
আমার হাতে তোমার মৃত্যু দৈবের লিখিত॥
ইন্দ্রের বিক্রম তোমার ইন্দ্রের ধর বেশ।
ইন্দ্রের নন্দন তুমি চল ইন্দ্রের দেশ॥
উত্তম জন হৈলে করে পরিহারে।
অধম জনা হৈলে বলিতে আপনা পাসরে॥

(১) স্পর্শ করে। (২) পাপের অংশ দূর হয়। (৩) তর্ক—বাদানুবাদ।

বালির ক্ষমা-প্রার্থনা।

বালি বলে রাম তুমি সংসার-পূজিত।
ঘাএর দাহে যত কহিনু সব অনুচিত॥
প্রণাম করিঞা বলি তোমার চরণে।
সুগ্রীব অঙ্গদের তুমি করিহ পালনে॥
সুগ্রীব রাজা করিতে তোমার অঙ্গীকার।
অঙ্গদ কুমারে কিছু দিহ অধিকার॥
রণে ভঙ্গ না দেই অঙ্গদ যুঝে আগুয়ান (১)।
যে ভিতে অঙ্গদ যুঝে সে ভিতে পড়এ ভঙ্গ্যান॥ (২)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গুণের সাগর।
কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড গাইল শুনিতে মনোহর॥

মাল্যবান্ পর্ব্বতে রাম-লক্ষ্মণ।

বর্ষাকালে বিরহ।

তোমার প্রবোধে লক্ষ্মণ কর অবগতি।
বরিষা-সময়ে স্থির নহে মোর মতি॥
অষ্ট মাস রবির কিরণ সংসার-শোষণ।
চারি মাস বরিষে মেঘে হয় আচ্ছাদন॥
বরিষণে ভিজিয়া পৃথিবীর অন্তরে বাড়ে তাপ।
সীতা স্মঙরিয়া যেন আমার সন্তাপ॥
দুই কুলে সরযূ বহে নির্ম্মল জল।
অযোধ্যায় শুনি যেন লোকের কোলাহল॥
মহাপ্রতাপ সূর্য্যের তেজ বরিষা-কালে ঢাকে।
আমি যেন মজিলাঙ জানকীর শোকে॥
বরিষণের ধারা যেন পর্ব্বত-শিখর।
রাজা হৈঞা রাজ-ভোগী সুগ্রীব বানর॥
কাল মেঘে দেখি চিকুরের (৩) পাটি পাটি (৪)।
কাল রাবণের কোলে সীতার ছটফটি॥ (৫)

---

(১) অগ্রসর।

(২) যে দিকে অঙ্গদ যুদ্ধ করে সে দিকে বিপক্ষগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়।

(৩) বিদ্যুতের। (৪) পাটি পাটি = পংক্তি।

(৫) বিদ্যুৎ স্থির থাকে না, সীতাও রাবণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাত পা ছুড়িতেছিলেন, এই জন্ত বিদ্যুতের সঙ্গে বাল্মীকি এই অবস্থায় সীতার উপমা দিয়াছিলেন। "স্ফুরন্তী রাবণাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী" কথার অর্থ "ছটফটি" শব্দে সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সাগর পার লঙ্কা রাক্ষসের পুরী।
কেমতে বঞ্চেন তাথে সীতা সুন্দরী॥
চিন্তিতে গুণিতে সীতা মরিব আচম্বিত।
কি করিব সহোদর কি করিব মিত (১)॥
পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার।
অনাথিনী সীতার দেখোঁ শয়ন আহার॥
আমাকে ছাড়িয়া সীতার অন্য নহে মেনে।
কোথা থুইল রাবণ কিবা মারিল পরাণে॥
জলেতে ভরিল সব দেশ যে ফাফরে।
রাজ-কটক বরিষাতে না করে আগুসারে॥
বর্ষা দুর্গম পথ সাগর পাথার।
কেমতে কটক তাহাতে হব পার॥
বরিষা-কালে সুগ্রীবকে বলিব কোন মতে।
আমার কার্য্য করিব বরিষা প্রভাতে (২)॥
সুগ্রীব বানর মোর করিব উপকার।
সভে মেলিঞা করিবেক সীতার উদ্ধার॥
এই তপস্বীর বেশে মুঞি সাধিব কলেবর।
সীতার তাপ না পাও যেন জন্ম-জন্মান্তর॥
বাপের ঘরে না থাকে সীতা না থাকে মোর ঘরে।
আমাকে দেখিলে সীতা সকল পাসরে॥
আমার বিহনে সীতা হয়্যাছে দুঃখবতী।
কোথা আছে আসিয়া দেখুক আমার দুর্গতি॥
কান্দিতে কান্দিতে রামের গেল ভাদ্রমাস।
রামের বিলাপ রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

---

(১) মিত্র।
(২) প্রভাতে=শেষ হইলে।

লঙ্কা-কাণ্ড।

রাবণ-বধের পর সীতার নিকট দূত প্রেরণ। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ও রামের শোক।

পাত্র মিত্র সনে রাম করিয়া অনুমান।
সীতাকে জয়-বার্ত্তা দিতে পাঠায় হনূমান্॥
লঙ্কাতে সান্ধায় হনূ সীতাকে কহিতে কথা।
ধাঞা ধাঞা রাক্ষস হনূকে নোঙায় মাথা॥
গৌরবেতে হনূমান্ নিল রাক্ষসগণে।
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বনে॥
মলিন বস্ত্র পর্য্যাছেন মা গাএ পড়্যাছে মলি।
তভু রূপে আলা করিছে পড়িছে বিজলী॥

সীতাকে জয়-বার্ত্তা প্রদান।

ভূমিষ্ঠ হৈয়া হনূমান্ সীতা নোঙায় মাথা।
রাম-লক্ষ্মণের কহে সংগ্রামের কথা॥
সুগ্রীবের প্রতাপে বানরের হানাহানি।
বিভীষণের মন্ত্রণাতে রাম লঙ্কাপুরে জিনি॥
সবান্ধবে মরিল রাবণ মহাপাপ।
রাজ-লক্ষ্মী ছাড়িল তোমায় দিয়া মনস্তাপ॥
আপন ঘরে রাক্ষস আছে জনে জন।
তোমাকে নিতে আসিবেন এথা ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
এত কথা হনূমান্ কহিল হরিষ বাণী।
হরিষে আপনা পাসরিলা সীতা ঠাকুরাণী॥
হনূ বলে কেন মাতা বিরস বদন।
হরিষ বার্ত্তাতে উত্তর না পাও কি কারণ॥

সীতার আনন্দ।

সীতা বলেন হরিষে পাসরিলাও আপনা।
হরিষে গদগদ হৈছে না করিহ ঘৃণা॥
যে বার্ত্তা কহিলে বাপু পবন-নন্দন।
তোমার যোগ্য ধন আমি ভাবি মনে মন॥
মণি মাণিক্য দি যদি লঙ্কার ভাণ্ডার।
এত দ্রব্য দিয়া তোমার শোধিতে নারি ধার॥
হনূ বলে কি প্রসাদ করিবে ঠাকুরাণী।
রাম-লক্ষ্মণের অব্যাহতি তাহা আমি গণি॥

এক প্রসাদ মাগি মা না করিহ আন।
রাম লক্ষ্মণ তুষ্ট হবেন মোরে দিলে দান ॥
তোমার ঠাঞি আছে যত রাবণের চেড়ী।
আমার অগ্রেতে তোমায় উঠাঞাছে বাড়ি (১) ॥
চড়ে দন্ত ভাঙ্গিব চুল ছিঁড়িব গোছে গোছে।
আছাড়িয়া প্রাণ নিব আজি ডাঁগর ডাঁগর গাছে ॥
নদ নদী দেখ যথা যথা ডাগর বালি।
তাথে মুখ ঘসিব ধর্যা ধর্যা চুলি ॥
এই প্রসাদ দেহ মাগো না করিহ আন।
রাম লক্ষ্মণ সুখী হবেন মোরে দিলে দান ॥
হনুমান্ যত বলে রাক্ষসী সব শুনে।
ত্রাসে রাক্ষসী সব চাহে সীতার পানে ॥
সীতাদেবী বলেন বাপু মোর কর্ম্মের ফলে।
আমার দুর্গতি করে রাবণের বোলে ॥
শুভ দশা হৈল এবে কারে নাই ঘাঁটা।
তিন সন্ধ্যা পাএ পড়ে দন্তে করি কুটা ॥ (২)
রাজ-পাত্র বানর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রী-হত্যা করিয়া কেনে রাখিবে অখ্যাতি ॥
রাজার ঠাঞি জানাহ বাপু আমার যত দুঃখ।
সহস্র সুখ দেখে হয় রামচন্দ্রের মুখ ॥

অদ্ভুত বর প্রার্থনা।

সীতার প্রবোধ-দান।

চলিলা যে হনুমান্ মাএর আদেশে।
সীতার বার্ত্তা রামে কহেন বিশেষে ॥
যার তরে কৈলে গোসাঞি ঘোর মহামার।
হেন সীতা আন্যা দেখ অস্থি-চর্ম্ম-সার ॥
অনেক দুঃখ পাইলা মা পাইলা অপমান।
তোমা দরশনে মাএর দুঃখ অবসান ॥
সাত পাঁচ রামচন্দ্র ভাবি মনে মন।
সীতা আনিতে পাঠাইলা রাজা বিভীষণ ॥

সীতাকে আনিতে বিভীষণের গমন।

(১) বাড়ি।

(২) এখন আমার শুভ সময় উপস্থিত, এখন আর ইহারা অপরাধ করে না (নাই ঘাঁটা),—এখন ইহারা দন্তে কুটা লইয়া তিন সন্ধ্যা আমার পায় পড়িতেছে।

স্নান কর‍্যা পরাইবে উত্তম বসন।
নানা অলঙ্কারে সীতা দিও দরশন॥
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোঙাঞা দাঁড়ান সীতা-সন্নিধানে॥
স্নান করি পর মা উত্তম বসন।
নানা আভরণ পর মাণিক রতন॥
সীতা বলেন কি করিব বেশ সুবেশে।
অমনি যাইব আমি রঘুনাথের পাশে॥
স্নান করিতে বিভীষণ করিল যতন।
নানা অলঙ্কার আনে রাজা বিভীষণ॥

সীতার বেশ-ভূষা।

গন্ধর্ব্ব স্ত্রী যত পরম সুন্দরী।
সীতার বেশ করিতে সভে দাঁড়ায় সারি সারি॥
কনকের সিংহাসনে বসান জানকী।
নারায়ণ তৈল কেহ দেয় আমলকী॥
সীতার অঙ্গেতে দিল তিল পিঠালী।
শুভ্র বস্ত্রে সীতার গায়ের তোলেন মলি॥
গন্ধ আমলকী দিয়া সীতার মাথা ঘসি।
সুবাসিত জল কেহো ঢালে কলসী কলসী॥
নেতের বসন দিয়া অঙ্গের মোছে প্যানী।
পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি (১)॥
নারায়ণ তৈল দেন জানকীর গায়।
সুবাসিত জল আনি স্নান করায়॥
সুবর্ণ চিরুণী করি আঁচুড়িলা কেশ।
নানা ছাঁদে কবরী বান্ধি বনাইলা বেশ॥
কিবা শোভা পায় তায় সুবর্ণের সিঁথি।
গজমুকুতা তাহে দিলেন পাঁতি পাঁতি॥
নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় সিন্দুর।
দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপুর॥
মাথার উপরে দিল কনকের চাঁপা।
পীঠের মাঝে দোলে বেণী তায় কনকের ঝাঁপা॥
কঙ্কণ কনক-চুড়ি বাহুর উপর তাড়।
বিনি বায় বেশর দোলে গলে মণির হার॥

(১) পাটের ভুনি = পট্টবস্ত্র।

কটিতে কিঙ্কিণী দিল সোণার নূপুর পাএ।
চলিতে চলিতে সোণার নূপুর পঞ্চম গায় ॥
হৃদি মাঝে শোভে তাঁর বিচিত্র কাঁচলি।
মুকুতার হার উপরে করিছে ঝলমলি ॥
শুভ্র বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে।
সোণার অঙ্গে শুক্ল বস্ত্র শোভা নাহি করে ॥
রক্ত বস্ত্র আনি দিল পবিবার তরে।
সোণার অঙ্গে হেন বসন শোভা নাহি করে ॥
নীল বসন আনিয়া দিল পবিবার তরে।
সোণার অঙ্গে নীল বসন ভাল শোভা করে ॥
নীল বসন পরিধান তাহে বাঙ্গা পাড়ি।
কত কত লেখা আছে পক্ষ পাকড়ি (১) ॥
বেশ সুবেশে হৈল সীতা যে সুন্দরী।
সীতার রূপে মোহ গেলা রাক্ষসের নারী ॥
দিব্য চৌদল আনি যোগায় ততক্ষণে।
যাত্রা করেন সীতা রাম দরশনে ॥

অশোক-বনে শোক।

কুহু কুহু শব্দে কোকিল করএ রোদন।
মা ছাড়্যা গেলে আন্ধার হব অশোক-বন ॥
ময়ূরগণ নৃত্য ছাড়ি করে হায় হায়।
ভ্রমর গুণ গুণ ছাড়ি লোটায় সীতাব পায় ॥
সীতার চরণে ধরি কান্দেন সরমা।
দাসী করি সঙ্গে নেহ না করিহ ঘৃণা ॥
জানকী কহেন শুন মিতা বিভীষণ।
সরমা বোহিনীর তুমি করিহ পালন ॥
আমার সঙ্গেতে যাইবে অযোধ্যা-ভুবনে।
রাক্ষসী দেখিয়া লোকে ভয় পাইব মনে ॥

জয় রাম বলিয়া সীতা চাপিলা চৌদোলে।
রাক্ষস বানর সভে রাম জয় বলে ॥

রাম-সকাশে।

দোলাখান বাহির হৈল অশোকেব বনে।
সীতাকে দেখিতে আইসে রাক্ষস বানর চারি পানে ॥

(১) পক্ষ পাকড়ি—পক্ষী। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে শুধু পক্ষী বুঝাইতে কোন কোন সময় "পাখ পাখালি" বা "পক্ষী-পাকলা" চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়।

দুই কটকের মিশালে কটকের পেলাপেলি।
কান্ধে দোলায় পথ না পায় চৌদলী॥
রাজা হৈঞা বিভীষণ ভূমে বহেন বাট।
কটকের হুড়াহুড়ি দেখি হাতে লইল ছাট॥
দুই পাশে বানর বাড়ি লইল গোটি গোটি।
আগু পাছু শুনিএ বাড়ির চটচটি॥
বাড়ির ঘাএ দুই কটকের রক্ত বহে ধারে।
তভু সীতাকে দেখিতে না পাএ আপনা পাসরে॥ (১)
রাজা হঞা বিভীষণ করে বানরে বিনাশ।
অনেক শক্তিতে গেলা দোলা শ্রীরামের পাশ॥
রাম লক্ষ্মণ বসি আছেন পুণ্য-শরীর।
ডাহিনে বসিঞা আছেন সুগ্রীব মহাবীর॥
মনসুখ নাহি রামের দেখি হুড়াহুড়ি।
রাক্ষস বানর সভে যায় গড়াগড়ি॥
বাড়ির শব্দ শ্রীরাম শুনেন চারি পাশে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন সুবর্ণ আওআসে॥
বাড়্যাবাড়ির শব্দ শুনিঞা রাম কোপে জ্বলে।
পাকল দৃষ্টিতে রাম বিভীষণ নেহালে॥
রাজার মহাদেবী পূজার মায়ের ভিতর গণি।
সতী স্ত্রী হইলে রাখে আপনা আপনি॥
চৌদল ঘুচাঞা সীতা ভূমে বহুক বাট।
দুই কটকে দেখুক হাতের ফেলি ছাট॥
রামের বচন শুনিঞা সীতা চন্দ্রমুখী।
রামের বচনে সীতা হইলা অসুখী।
চৌদল ছাড়িয়া সীতা নাম্বিলা ভূতলে।
সীতার রূপে বিজুলী পড়িছে মহীতলে॥
চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া যত বানরগণ।
এক দৃষ্টে নেহালে সীতা-রামের চরণ॥
দেখিতে সুন্দর সীতার উচ্চ পয়োধর।
পাকা বিম্বফল জিনি দেখিতে সুন্দর॥
চিত্র বিচিত্র সীতার হিয়ার কাঁচলি।
তাহার উপরে মণি মাণিক্য ঝলমলি॥

কটকের সীতা-দর্শন।

---

(১) নিজেদের শরীর যে বিভীষণের বেত্রাঘাতে [illegible] তাহা বিস্মৃত হইয়া সীতার অদর্শন-জন্য দুঃখিত।

কনক রচিত মায়ের স্তন দুই ভাব।
তাহার উপরে শোভে সাত-লহরী হার ॥
সোণার অলঙ্কার শোভে দুই কর ভরি।
সুবর্ণ কঙ্কণ আর মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
চরণে শোভিত মায়ের বাজন নূপুর।
নানা অলঙ্কার শোভে রতন প্রচুর ॥
নানা অলঙ্কারে সীতার রূপের নাহি সীমা।
সাক্ষ্য দিতে নারে যার রূপের উপমা ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন উদিত গগনে।
দুই কটকের মূর্চ্ছা হৈল সীতার দরশনে ॥
মনে মনে চিন্তে তবে বানর সকল।
সীতারে দেখিয়া সভার জনম সফল ॥
রাক্ষস কটকের ব্যবহারে মজিল লঙ্কাপুরী।
সবংশে মজিল রাবণ সীতা করি চুরি ॥

চতুর্দ্দোল হৈতে তখন নাম্বিলা জানকী।
লজ্জাতে আপনার গাএ আপনি হৈলা লুকি ॥
কেহো কিছু নাহি বোলে সভার ভিতরে।
শোক সম্বরিঞা রাম বলেন ধীরে ধীরে ॥
রাবণের ঘরে ছিলে করিলাঙ উদ্ধার। রামের কটূক্তি।
তোমার লাগিয়া অপযশঃ ঘোষএ সংসার ॥
আমার অপযশঃ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে।
উদ্ধারিঞা মেলানি দিলাঙ সভার ভিতরে ॥
আমার কেহো নাহি ছিল তোমার পাশে।
শয়ন ভোজন তোমার না জানি দশ মাসে ॥
সূর্য্যকুলে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাঞি প্রয়োজন ॥
আজি হৈতে নহ সীঞা (১) আমার ঘরণী।
যথা তথা যাহ তুমি দিলাম মেলানি ॥
হের দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
উহার ঠাঞি থাক গিয়া যদি লয় মতি ॥
রাক্ষস-রাজ দেখ ঐ রাজা বিভীষণ।
উহার ঠাঞি থাক গিয়া যদি লয় মন ॥

(১) সীঞা—সীতা।

ভরত শত্রুঘ্ন দেখ সহোদর দু-ভাই।
নয় সেবা কর‍্যা থাক গিয়া তা সভার ঠাঞি॥
যথা তথা যাহ সীতা আপনার সুখে।
কেন আজ আইঞা কান্দ আমার সমুখে॥

সীতার উত্তর ও অগ্নি-পরীক্ষা।

যত যত বলেন রাম অতি নিঠুর বাণী।
ধারা শ্রাবণের দুই চক্ষে ঝরে পানী॥
কেহো কিছু নাঞি বোলে সভার ভিতরে।
আঁখির লোহ মুছি মা সীতা বলেন ধীরে ধীরে॥
জনক ঝিয়ারী উত্তম কুলে উৎপত্তি।
দশরথ-সুত রাম মোর হন পতি॥
ভাল মতে জান গোসাঞি আমার চরিতি।
জানিঞা শুনিঞা কেন করিছ দুর্গতি॥
ধর্ম্মশীল গোসাঞি তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিভা কাল হৈতে জান আমার চরিত॥
আদ্য উপান্তের কথা শুন ঠাকুর রাম।
তোমা বিনু অন্যপুরুষ পিতার সমান॥
বলিবে যেবা রাবণ হরে দুরাচার মতি।
লোকে বলিবে অনুচিত সীতা নয় সতী॥

এত বাক্য শুনিঞা তখন রাম নারায়ণ।
তোমার বাক্য সীতা না লয় মোর মন॥
শ্রীরাম বলেন আমার মানুষ-কুলে জন্ম।
মানুষে ডরায়্যা করি মানুষের কর্ম্ম॥
দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের পাশে।
কেমনে বঞ্চিলে তুমি না জানি বিশেষে॥
অযোধ্যায় জন্ম আমার রাজার নন্দন।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন॥
এতেক শুনিঞা সীতা রঘুনাথের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে॥
কান্দিয়া জানকী বলেন সর্ব্বনাশ হৈল।
সতীর শাপ ব্যর্থ নয় মোরে ফলে গেল॥
কান্দ্যা কান্দ্যা বলেন সীতা রঘুনাথের কাছে।
তোমা বিনে কোথা যাব মোর কেবা আছে॥

বসুমতী জননী স্বামী রাজ্যেশ্বর।
সর্ব্ব তত্ত্ব জান্যা কেনে বল দুরক্ষর ॥
পাষণ্ড রাবণ মোরে অশোক-বনে রাখে।
সে সব দুঃখের কথা নিবেদিব কাখে ॥
চেড়ীর প্রহারে ভূমে গড়াগড়ি যাই।
সে দিনের দুঃখ শুন জগৎ-গোসাঞি ॥
জলে প্রবেশ কবি কিম্বা হই আত্মঘাতী।
হেন কালে হনূমান গেলেন শীঘ্রগতি ॥
হনূমানের মুখে তোমার তত্ত্ব পাইলাঙ রাম।
তোমার কুশল শুন্যা মোর দেহে রৈল প্রাণ ॥
তোমার সংবাদ যদি হনূমান্ না বলে।
মনেতে করিলাঙ বিচার মরিব সাগর-জলে ॥
হনূমান বানর যদি সম্বাদ না দিত।
সীতার দেহ এত দিন মাটী হয়্যা যাত্য ॥
আমার উদ্দেশে হনূমান পাঠাহ যেই কালে।
আমার বর্জ্জন কেন না কৈলে সেই কালে ॥
বিষ খায়্যা মরিতাঙ কিম্বা অঙ্গ তেজে বেশ।
লঙ্কায় আসিয়া নাথ কেন পাল্যে ক্লেশ ॥
গাত্র খণ্ড খণ্ড হৈল রাক্ষসের বাণে।
এত দুঃখ পাইলে নাথ অভাগীর কারণে ॥
আমার উদ্ধার লাগি কিবা ছিল কায।
কি দোষে ছাড়িলে মোরে রঘু-কুল-রাজ ॥
এত লোকের মাঝে আজি করিলে অপমান।
এই হেতু উদ্ধার করিলে ভগবান্ ॥
তোমা অপমানে প্রভু লাজ নাহি বাসি।
যে করিবে তব ইচ্ছা আমি তুয়া দাসী ॥
দাসীর এমন দশা কৈলে ভগবান্।
বেশ্যা নটিনী নহি যে সভাকে দেহ দান ॥
এই হেতু এই দেহ না রাখিব আর।
অনলে পোড়াব দেহ কহি সারোদ্ধার ॥
হেদে হে লক্ষ্মণ দেয়র দেহয়ে প্রসাদ।
অগ্নি জাল্যা দেহ মোর যাউক অপবাদ ॥
প্রভুর বালাই লয়্যা আগুনে পুড়িব।
অপবাদ মহাদুঃখ যাবৎ নাএগব ॥

রাম বলেন অগ্নি জ্বাল প্রাণের লক্ষ্মণ।
অগ্নিতে বসিঞা সীতা তেজুক জীবন ॥
আর মেনে সীতার জীবনে নাহি কাষ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা যাউক লোক-লাজ ॥
সহসা লক্ষ্মণে রাম দিল অনুমতি।
কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মণ করিলা প্রণতি ॥
রামের চরণে ধরি করেন ব্যগ্রতা।
মোর নিবেদন রাখ না পোড়াহ সীতা ॥
যাঁহার কারণে রণে প্রাণ হল্য শেষ।
সীতারে পোড়ায়্যা কিবা লয়্যা যাবে দেশ ॥
দেহে হে করুণাময় মোর বোল রাখ।
কাঁপিছে সুন্দরী সীতা তুমি চায়্যা দেখ ॥
ত্রিভুবনে অগ্নি জ্বাল লক্ষ্মণ ধানুকী।
লোক-লজ্জা মহাদুঃখ কি করে জানকী ॥
এতেক বচন যদি বলিলা নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে যান লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥
অস্ত্র হাতে কুণ্ডসজ্জ করেন লক্ষ্মণ।
আর না যাইব মোরা অযোধ্যা-ভুবন ॥
সীতা বিনে তিলেক না জীব রঘুপতি।
সীতার যে গতি সেই মো সভার গতি ॥
আড়ে দীঘে শত হাত কুণ্ডের প্রমাণ।
কপিগণে কাষ্ঠ আনে আজ্ঞা দিলা রাম ॥
দেবদারু-কাষ্ঠ আনে চন্দন সুসার।
শণ পাট ঘৃত তৈল আনিল আদার ॥
হাহাকার মহারব চারিদিগে শুনি।
কুণ্ড মধ্যে জ্বালিল ব্রহ্ম আগুনি ॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে অগ্নি উঠে মহাবেগে।
আহা মরি মরি ধ্বনি শুনি চারিদিগে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোকের শঙ্কা।
অন্ত পড়ে কিবা কথা কান্দে রাজ্য লঙ্কা ॥
পুরুষ বা নারী বুক নাহি বান্ধে। (১)
কি হল্য কি হল্য বল্যা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥

---

(১) এমন পুরুষ বা নারী নাই যে বুক বান্ধিতে (ধৈর্য্য ধরিতে) পারিয়াছিল।

লঙ্কাপুরে ঘরাঘরি উঠে যেই কথা।
আগুনে পুড়িয়া মরিব শ্রীরামের সীতা॥
শুনি মাত্র সরমা কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
হেন কালে বিভীষণ গেলা নিজ ঘরে॥
উঠিয়া সরমা বলে কি শুনি বারতা।
আগুনে মরিব নাকি শ্রীরামেব সীতা॥
বিভীষণ বলে দুঃখে পুড়িছে অন্তব।
নিদয় নিঠুব হল্যা প্রভু গদাধর॥
পাদপদ্মে ধরি সভে নিবেদন কৈল।
তথাপি রামের দয়া সীতারে না হল্য॥
পূর্ণলক্ষ্মী পুড়িবেন জ্বলন্ত অনলে।
বলিতে বলিতে বাজা ভাসে অশ্রুজলে॥
সরমা বলেন তবে মিছা দেহ ধরি।
অগ্নিকুণ্ড কর পরিবার সহ মরি॥
বিভীষণ বলে শুন পরম রূপসী।
এক দণ্ড থাক আমি পুনঃ দেখ্যে আসি॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেলা পুনর্ব্বার।
মৃগপক্ষ সভার লোচনে জলধার॥
দেখিয়া রাক্ষস-রাজ পাসরে আপনা।
শ্রীরামের মুখ হেরি কান্দে সর্ব্বজনা॥

হেন কালে সীতা দেবী যুড়ে দুই হাত।
অভাগী বিদায় মাঁগে তোমার সাক্ষাৎ॥
অভাগী বিদায় মাঁগে তোমার চরণে।
দয়া না ছাড়িহ প্রভু জনমে জনমে॥
জন্মে জন্মে রাম তুমি মোর স্বামী হয়্য।
আর জন্মে হেন রূপে মোরে না ছাড়িহ॥
তোমার বালাই লয়্যা হব ছারখাব।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ না দেখিব আর॥
তিন বার প্রদক্ষিণ কর্য্যা রঘুনাথে।
চলিলা জানকী লক্ষ্মী অনল পশিতে॥
সরমাএ গেলা লক্ষ্মী পদ দুই চারি।
পুনর্ব্বার দাণ্ডাইলা পাদপদ্ম হেরি॥

বালকের খেলা যেন তেমতি হইল।
দয়ানিধি বিধি মোরে বঞ্চিত করিল॥
পুনরপি যোড়করে বলেন ধীরে ধীরে।
কি লাগিয়া প্রভু রাম ছাড়িলে আমারে॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা পশিল অনল।
তা দেখি অবনী পড়ে বানর সকল॥
পশু পক্ষ অচেতন যায় গড়াগড়ি।
চলিলেন চন্দ্রমুখী মায়া মোহ ছাড়ি॥
এমন ব্যথিত মোর যদি কেহো থাকে।
প্রাণনাথে বুঝাইয়া অভাগীরে রাখে॥
তা দেখিয়া লক্ষ্মণের মুখে নাই রা।
চরণে ধরিয়া বলে না ছাড়িহ মা॥
বিষাদ ভাবিয়া লক্ষ্মণ যায় গড়াগড়ি।
কার বোলে রামচন্দ্রে তুমি যাবে ছাড়ি॥
আসিবার কালে মাতা সোঁপিল তোমারে।
দন্তে তৃণ ধর্যা বলি না ছাড়িহ মোরে॥
তুমি যদি অগ্নিমাঝে করিবে প্রবেশ।
তবে আর রামচন্দ্র না যাবেন দেশ॥
চিত্রকূটে জননী ধরিলা তোমার হাতে।
আপন মাথার দিব্য দিলা কান্দিতে কান্দিতে॥
রাম-সঙ্গে অবশ্য আসিহ চন্দ্রমুখী।
আমি যেন তোমাদের চাঁদমুখ দেখি॥
অঙ্গীকার কৈলে তুমি তাঁহার নিকটে।
ভাবিতে সে সব কথা মোর প্রাণ ফাটে॥
তোমা বিনে অযোধ্যা কেহো আর নাহি বুঝে।
বল দেখি অভাগী মাএর কিবা হবে॥

জানকী বলেন লক্ষ্মণ আর কেনে কান্দ।
পুনঃ পুনঃ কত আর মায়া-জালে বান্ধ॥
মোর কর্ম্মদোষে দুঃখ বিধাতা লিখিল।
হৈল মোর এই দশা কপালে যে ছিল॥
পোড়াইব নিজ অঙ্গ অনল প্রবেশে।
তুমি প্রভু লয়্যা সঙ্গে যাহ নিজ দেশে॥

ইহা বলি লক্ষ্মণ রাখিয়া পিছু ভিতে।
ধীরে ধীরে যান লক্ষ্মী কান্দিতে কান্দিতে॥
পবন-নন্দন হনূ দূরে হৈতে দেখে।
সীতার সাক্ষাতে পড়্যা মা মা বল্যা কান্দে॥
হনূমান্ বলে মা এক দণ্ড থাক।
অগ্নিকুণ্ড কর‍্যা মরি দাণ্ডাইয়া দেখ॥
পোড়াব আপন অঙ্গ হৈব ছারখার।
পুত্রের মরণ দেখ্যা তুমি কর আগুসার॥
এত বলি হনূমান্ লোটাইয়া কান্দে।
ছটফট করে বীর স্থির নাহি বান্ধে॥
সীতা বলে কেন কান্দ বাছা হনূমান্।
তোমারে করিবেন দয়া গুণনিধি রাম॥
হনূমান্ বলেন মাগো তোমার কারণে।
সর্ব্বেই মরিব কেহো না জীব পরাণে॥
মরিব লক্ষ্মণ আর গুণনিধি রাম।
মরিব তোমার পুত্র বীর হনূমান্॥
এমতি জননী যদি সভারে ছাড়িবে।
আর কি বলিব মাগো বধভাগী হবে॥
সীতা বোলেন কর্ম্মভোগ না কান্দিহ আর।
রাম লয়্যা অযোধ্যাকে যায়্য একবার॥
এত বলি পশ্চাতে রাখিয়া হনূমানে।
পুনরপি কান্দে বীর বোধ নাহি মানে॥
এক মহাদুঃখ মোর রহিল অন্তরে।
আপনি জননী মাগো বল্যাছিলা মোরে॥
যদি আমি একবার দেখি প্রভু রাম।
তোমারে সন্তুষ্ট হৈয়া কিছু দিব দান॥
আজি ত রামের পদ দেখিলে নয়নে।
তবে কেনে বঞ্চিত করিলে হনূমানে॥
সীতা বলেন মাঁগো (১) বাপু যেই ইচ্ছা মনে।
তোমারে সে দিয়া দান পশিব আগুনে॥
যে কর্ম্ম কর‍্যাছ বাপু পবন-কোঙর।
শোধিতে নারিব ধার জন্ম-জন্মান্তর॥

---

(১) মাগুঞা কর।

অশ্রুমুখী হনুমান্ ধীরে ধীরে কয়।
কহিতে না পারে প্রেমে দুই ধারা বয়॥
হনুমান্ বলে তবে দান পাই আমি।
যদি একবার রঘুনাথের বামে বৈস তুমি॥
এত বলি হনুমান্ পড়িলা লোটায়্যা।
জনম সফল করি নয়নে দেখিয়া॥
সীতা বলেন সাধ ছিল বিধি হল্য বাম।
পাথারে ফেলাল্যা মোরে গুণনিধি রাম॥
জন্ম জন্ম ঋণী আমি পবন-নন্দন।
শোধিতে তোমার ধার নারিব কখন॥
যে কর্ম্ম কর্য্যাছ তুমি কে করিব আর।
মোর লাগি দারুণ সমুদ্র হৈয়া পার॥
সেই দিন নাঞি গেলে মরিতাঙ আপনে।
তুমি রামের অঙ্গুরী দিয়া রাখিলে পরাণে॥
সেই আশে এত দিন আমি প্রাণে নাহি মরি।
নয়নে দেখিলাঙ আমি রূপের মুরারি॥
তব পুণ্যে রাম-পদ পুনর্ব্বার দেখি।
হইল পরম ভাগ্য জুড়াইল আঁখি॥
অযোধ্যা-নগরে যাব মনে ছিল আশা।
বিধি মোরে দুঃখ দিল হল্য এই দশা॥
যে আমার প্রাণধন সে ছাড়িল মোরে।
কহ বাছা হনুমান্ যাব কোথা কারে॥
অতএব আমি আর দেহ না রাখিব।
রামের বালাই লয়্যা অনলে পুড়িব॥
তোমা বিনে মোর বন্ধু আর কেহ নাই।
পুত্র-কার্য্য কর বাপু কহি তোমার ঠাঞি॥
তুমি পুত্র হনুমান্ রাম মোর পতি।
পুত্রের সাক্ষাতে মরে সেই পুণ্যবতী॥
জগতে দুর্ম্মতি নাই আমার সমান।
সব দুঃখ দেখিতে না পাব ভগবান্॥
অতএব পুত্র-কার্য্য করিতে যুয়ায়।
রাম যাতে পায় তায় কহ ত উপায়॥
এই খানে বাছা তুমি এক দণ্ড থাক।
পুত্র-কার্য্য কর বাছা রাম নাম ডাক॥

তোমার মুখে রাম নাম শুনি মৃত্যুকালে।
ইহা বই ভাগ্য নাই এ মহীমণ্ডলে॥
যে কালে অগ্নির কুণ্ডে পড়িব আপনি।
সেই কালে যেন রাম নাম তোমার মুখে শুনি॥

এত বলি সীতাদেবী অন্তরে ব্যথিত।
অগ্নিকুণ্ড-সমীপে হইল উপনীত॥
সীতা বলে সাক্ষী হয় সকল দেবতা।
রাম বিনে অন্য যদি জানে রামের সীতা॥
তবে মোর এই অঙ্গ ছারখার হব।
নিরমল সূর্য্যবংশে কলঙ্ক রহিব॥
রাম বিনে আমি যদি অন্য নাঞি জানি।
তবে মোর দেহ রক্ষা করিবে আগুনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥

বৃদ্ধ বাল্য পশুগণ কান্দিতে লাগিল।
রাম রাম বলি লক্ষ্মী অগ্নিতে পশিল॥
পরশমণির মাত্র অঙ্গ-পরশনে।
লৌহ আদি স্বর্ণ যেন হয় তৎক্ষণে॥
তেমতি সীতার অঙ্গ পরশে কেবল।
জ্বলন্ত আগুনি হল্য অতি সুশীতল॥
সীতার শপথ-কালে ত্রিভুবন আল্য।
আগুনে অঙ্গের শোভা আভর হইল্য॥
তিন লোকে হাহাকার উঠে হেন কালে।
মহাবেগে উঠে অগ্নি গগনমণ্ডলে॥
ক্রমে ক্রমে অগ্নি গিয়া যুড়িল আকাশ।
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল তরাস॥

রামের বিলাপ।

তাবৎ আছিলা রাম হেট কর্য্যা মাথা।
যত ক্ষণ অগ্নিমাঝে না পড়িলা সীতা॥
উঠিলেন রঘুনাথ আস্তব্যস্ত হয়্যে।
কোথা গেল প্রাণ সীতা আমারে ছাড়িএ॥
হেদে রে লক্ষ্মণ ভাই সীতা কোথা গেল।
সীতা বিনু চারি দিক অন্ধকার হল্য॥

সীতা বিনে মোর প্রাণ তিলেক না রয়।
কান্দিতে কান্দিতে বলে দুই ধারা বয়॥
কহরে লক্ষ্মণ ভাই কি করিব আর।
সীতা বিনে দশ দিগ হল্য অন্ধকার॥
আমি আর না যাইব আপন নগর।
সীতা বিনে প্রবেশিব অগ্নির ভিতর॥
কহিবে মাএর আগে তুমি যাহ দেশে।
আমি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশে॥
এত বলি রামচন্দ্র বেগে যান ধাঞা।
আমি ঘুচাইব দুঃখ কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া॥
প্রাণের দোসরী সীতা গেল যেই পথে।
আমি সঙ্গী হব ভাই যাব তাঁর সাথে॥
জ্ঞানহীন হঞা রাম ধাঞা যান বেগে।
ত্বরাত্বরি লক্ষ্মণ ধরিল পদযুগে॥
ছাড়রে লক্ষ্মণ ভাই দেহরে ছাড়িয়া।
সীতার বিরহ-দুঃখ যাব এড়াইয়া॥
লক্ষ্মণ বলেন নাথ সঙ্গে কর মোরে।
চল দুটী ভাই প্রবেশিব কুণ্ডের ভিতরে॥
লক্ষ্মণের গলা ধরি অচেতন হল্যা।
হায় হায় করি লক্ষ্মণ কান্দিতে লাগিলা॥
* * আমার মনে আগে নাঞি হল্য।
ত্রিভুবন-জয়লক্ষ্মী অনলে পড়িল॥
শক্তিশেলে পড়্যা কেনে নহিল মরণ।
বিষম দৈবের গতি দুঃখের কারণ॥
তুমি যে ছাড়িবে লক্ষ্মী জানিব কেমনে।
না রাখিব দেহ আর পোড়াব আগুনে॥
কিন্তু আর প্রভু রামে নারিব রাখিতে।
দেশান্তরী হব রামে বান্ধিয়া গলাতে॥
লক্ষ্মণের মুখ হেরি পাইয়া চেতন।
কি করিব বুদ্ধি মোরে বল হে লক্ষ্মণ॥
যারে না দেখিলে প্রাণ তিলেক না রয়।
সে মোর আগুনে পুড়্যা হল্য ভস্মময়॥
জানকীরে সঙ্গে লয়্যা হল্যাঙ বনবাসী।
কি লয়্যা যাইব দেশে কয়্যা জলরাশি॥

পরীক্ষা চাহিআ ভাই কি কর্ম্ম করিল।
কাঞ্চন-প্রতিমা সীতা আগুনে পুড়িল॥
এ মোব কপাল মন্দ বিধি বাম হল্য।
সমুদ্রে তরায়্যা নৌকা শুক্নায় ডুবাল্য॥
সীতা সীতা বলি রাম পুনঃ পুনঃ ডাকে।
শোকেতে আকুল রাম হাত হানে বুকে॥
অগ্নি হতো উঠ সীতা জনক-ঝীয়ারী।
তোমা বিনে প্রাণ আমি ধরিতে না পারি॥
উঠরে উঠরে প্রাণ আসি দেহ দেখা।
তোমা বিনে আর প্রাণ নাঞি যায় রাখা॥
কান্দেন শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন।
তোমা বিনে অন্ধকার হল্য ত্রিভুবন॥
তোমা বিনে আর আমি না যাইব দেশে।
তোমার লাগিয়া অগ্নি করিব প্রবেশে॥
এত বলি রামচন্দ্র করে কর হানি।
লক্ষ্মণের কোলে মূর্চ্ছা হন রঘুমণি॥
রাম যদি অচেতন লক্ষ্মণের কোলে।
লক্ষ্মণ কান্দেন মা গো সীতা কোথা গেলে॥
আর মোরা দুটী ভাই দেশে নাঞি যাব।
কৌশল্যা মাএর আগে কি বোল বলিব॥
জননী আছেন মাত্র চায়্যা পথ-পানে।
সীতা রাম বলিয়া ডাকিছে রাত্রি দিনে॥
কেমনে মাএর আগে যাব দুটী ভাই।
জননী বলিব সঙ্গে সীতা কেন নাঞি॥
কেমনে বলিব তাঁহে এ সব বারতা।
বিষম-অনল-মধ্যে পোড়াইলাঙ সীতা॥
এই হেতু না যাইব আপনার দেশ।
কিবা জল কিবা অগ্নি করিব প্রবেশ॥

কটকের শোক।

রাম কোলে করি লক্ষ্মণ শোকেতে ব্যাকুল।
বানর-কটকে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
কেহ অচেতন কেহ ধায় রড়ারড়ি।

রামের সুহৃদ্ সখা সুগ্রীব কপীন্দ্র।
গড়াগড়ি যায় রাজা শোকে হয়্যা অন্ধ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে মোর বাচিঞা কি কায।
জ্যেষ্ঠ ভাই কেন মাল্যাও বালি মহারাজ ॥
বৃথা শ্রম করিলাঙ সিন্ধু-বন্ধন করিঞা।
বিষম-সংগ্রাম-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ॥
কুলিশ আগুনি তুল্য ইষু অঙ্গে বাজে।
অসহ্য-দারুণ-দুঃখ সংগ্রামের মাঝে ॥
সকল নিষ্ফল হৈল শ্রম মাত্র সার।
সে লক্ষ্মী আগুনে পুড়্যা হল্য ছারখার ॥
দারুণ দৈবের দুঃখ সহা নাঞি যায়।
মনস্তাপে সূর্য্যপুত্র ধরণী লোটায় ॥
কান্দে রাজা বিভীষণ বুকে হানে ঘা।
অন্ধকার কর্য়া কোথ্যা ছাড়্যা গেলে মা ॥
*   *   *   করিলাঙ প্রয়াস।
লঙ্কেশ্বর ভাই তার কৈনু বংশনাশ ॥
ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর।
কি লাগিয়া নষ্ট কৈলাম এই সব ধীর ॥
*   *   প্রাণ না রাখিব আর।
আগুনে পোড়াব দেহ হব ছারখার ॥
এত বলি ধরণী লোটায় বিভীষণ।
কান্দিছে অঙ্গদ বীর বালির নন্দন ॥
দারুণ বিধাতা কেন হেন দুঃখ দিল।
জগত-জননী লক্ষ্মী আগুনে পুড়িল ॥
এত বড় মনস্তাপ রহিল অন্তরে।
এত পরিশ্রম যুদ্ধ কৈনু কার তরে ॥
পিতা যে মরিল তাহে শোক নাহি জানি।
সীতা-মায়ের বিচ্ছেদে আর না রহে পরাণী ॥
রামকে উচিত নহে করিতে এমতি।
মনস্তাপে আগুনে প্রবেশ কৈলা সতী ॥
হরি হরি কিবা হৈল দৈবের ঘটন।
ইহা বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥
গড়াগড়ি দিয়া বীর হনুমান্ কান্দে।
জানকী বলিয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে ॥

কেন বা লঙ্ঘিনু আমি দুরন্ত সাগর।
নানা অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড কৈল কলেবর॥
নির্জ্জন কানন-বনে দুর্গম গহ্বরে।
পায়্যাছি যতেক দুঃখ কহিব কাহারে॥
করিয়া এতেক শ্রম সার্থক না হল্য।
আমা সভা ছাড়ি মা জানকী কোথা গেল॥
অপরাধ বিনে মাগো কোথা গেলে ছাড়ি।
ভাগ্যহীন পুত্র তোমার যায় গড়াগড়ি॥
দন্তে তৃণ ধর‍্যা বলি মোর বোল রাখ।
আমি আত্মঘাতী হই মা তুমি দেখ॥
এত বলি হনূমান্ অঙ্গে হানে কর।
মূর্চ্ছাপন্ন হৈল বীর ধূলাতে ধূসর॥

নল নীল জাম্ববান্ সুষেণ সম্পাতী।
মৈন্দ দ্বিবিদ কান্দে বানর প্রমাথী॥
দেব ঋষি কপিগণ লোটায় ধরণী।
গগনমণ্ডলে গিয়া উঠে উচ্চ ধ্বনি॥
ব্রহ্মা আদি চিন্তিত হইলা দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র ধনপতি প্রভু ত্রিলোচন॥
যত দেবগণ সভে দুঃখিত অন্তর।
জলের ভিতর থাক্যা কান্দেন সাগর॥
অচেতন রামচন্দ্র যত সভাতল।
শৌর্য্যবীর্য্য ছাড়ি রাম হৈলা বিকল॥
বড় বড় পাত্র যার সভে ঘোষে যশ।
রাম পাত্যা বারে কার না আঁটে সাহস॥
তা দেখিয়া সুরপতি অন্তরে ব্যথিত।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া হল্য উপনীত॥
ইন্দ্র বলেন প্রজাপতি শুন মন দিয়া।
অচেতন রঘুনাথ সীতার লাগিয়া॥
ব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্র জানকীর তরে।
শীঘ্র চল চল যাই রাম পাত্যাবারে॥
শুনি মাত্র প্রজাপতি হৈলা ত্বরাপর।
শীঘ্রগতি চাপিলেন হংসের উপর॥

দেবগণের মন্ত্রণা ও মর্ত্ত্যে আগমন।

দশরথ সঙ্গী।

সর্ব্ব দেবগণ সঙ্গে নড়িলা ত্বরিতে।
হেন কালে দেখা হল্য দশরথ-সাথে॥
ব্রহ্মাসঙ্গে নরপতি করিলা সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসিলা তার পর কোথাকে গমন॥
প্রজাপতি যাব বলে পাত্যাবাগে রাম।
দেখিবার সাধ আছে কর্‌হ পয়ান॥
রাম নাম শুনি মাত্র নৃপসিংহ কয়।
কহিতে না পারে প্রেমে দুই ধারা বয়॥
যে রামের শোকে মোর দেহান্তর হল্য।
মোর আগে কেকয়ী যারে বাকল পরাল্য॥
সেই মোর রামকে পাতাত্যে তুমি যাবে।
নয়নে দেখিব রামে হেন ভাগ্য হবে॥
বিধি বলে পুর্ণব্রহ্ম তোমার নন্দন।
অবনীতে অবতীর্ণ ভক্তের কারণ॥
রাবণ বধিয়া কৈলা দেবের নিষ্কৃতি।
যার পাদপদ্ম পায়্যা ধন্য বসুমতী॥
ধন্য সূর্য্যবংশ ধন্য তুমি নৃপবর।
কত পুণ্য কৈলে তুমি জন্ম-জন্মান্তর॥
পুণ্যফলে পুত্র পাল্যে প্রভু নারায়ণ।
যুগে যুগে তব কীর্ত্তি রহিল ঘোষণ॥
প্রজাপতি চতুর্ম্মুখে নানা স্তব কৈল।
রাম দেখিবারে নৃপ আনন্দে চলিল॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি করিলা গমন।
আনন্দে চলিলা সব যে যার বাহন॥
রাজ হংসে ব্রহ্মা ঐরাবতে পুরন্দর।
বৃষের উপরে যান দেব মহেশ্বর॥
সিংহরথে মহামায়া দুই পুত্র সঙ্গে।
অষ্ট লোকপাল আদি সভে যান রঙ্গে॥
যেখানে ব্যাকুল হৈয়া প্রভু গদাধর।
অচেতনে পড়ি কান্দে সকল বানর॥
সেই খানে সর্ব্বজনা আল্যা শীঘ্রগতি।
রামকে দেখিয়া ব্রহ্মা সবিস্ময় মতি॥
রাম রাম বলি ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ ডাকি।
কার যোলে ছাড় গোসাঞি সীতা চন্দ্রমুখী॥

জগতের চূড়া তুমি তুমি সভার গতি।
মানুষের কর্ম্ম কেন কৈলে রঘুপতি ॥
দেবের দেবতা তুমি গোলোকের পতি। ব্রহ্মার স্তব।
তব নাভি-পদ্মে নাথ আমার জনম।
তোমার গাএর লোম সর্ব্ব দেবগণ ॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম সীতা জগত-জননী।
রাবণ বধিতে জন্ম নিলে চক্র-পাণি ॥
লক্ষ্মী মূর্ত্তি জানকীরে ছাড় কোন্ দোষে।
সামান্যের মত কর্ম্ম দেবে নাঞি বাসে ॥
ব্রহ্মা যত যত বলে রাম নাঞি শুনে।
ক্রন্দনের ধ্বনি গিয়া উঠিছে গগনে ॥
রাক্ষস বানর সব করিছে ক্রন্দন।
অশ্রু-জলে সভাকার ভাসিছে বয়ান ॥
অচেতন মৃগ পক্ষ তরু লতা আদি।
লক্ষ্মণের কোলে অচেতন গুণনিধি ॥
কান্দিছে লক্ষ্মণ বীর করি হায় হায়।
জনক-নন্দিনী বিনে হল্য অনুপায় ॥

হনুমানের সহিত তাঁহার মাতা অঞ্জনার সাক্ষাৎ।

চক্ষু মেলিআ বানরী পুত্র পানে চাই।
বানরী বলেন আমার পুত্র কেহ নাই ॥
হনুমান্ বলে (১) বটে একটী পুত্র ছিল।
না জানি নির্ব্বলী বেটা কোথা গিয়া মৈল ॥
হনুবলে মরি নাই বাচ্যা আছি প্রাণে।
অঞ্জনা বলে মাথায় তবে চুল নাই কেনে ॥
হনুমান্ মাএ কহেন কর-যোড় হঞা।
মাথার কেশ উঠ্যা গেছে গাছ পাথর বঞা ॥
এত শুনি অঞ্জনা চান হনুর পানে।
আচম্বিতে গাছ পাথর বৈলে (২) কি কারণে ॥
হনুমান্ বলেন মা নিবেদন করি।
দশরথ-সুত হৈল পূর্ণব্রহ্ম হরি।

(১) বলিয়া। (২) বহিলে।

কৈ কৈ বিমাতা তার হৈল পাবণ্ডী।
ভরতে রাজত্ব দিল রঘুনাথে ভাণ্ডি॥
পিতার সত্য পালিতে রাম বনচারী।
পঞ্চবটীর বনে রাবণ সীতা কৈল চুরি॥
সীতা খুজ্যা রঘুনাথ ভ্রমেন্ বনে বনে।
ঋষ্যমুখে দেখা হৈল সুগ্রীবের সনে॥
বালি বধ্যা সুগ্রীবকে দিলা ছত্রদণ্ড।
সুগ্রীব সাজিল বণে লয়্যা রাজ্যখণ্ড॥
শতেক যোজন সেই প্রলয় সাগর।
সাগর বান্ধিতে বইলাঙ গাছ পাথর॥
বানরীর ক্রোধ তখন কে বলিতে পারে।
অসার্থক আমি তোরে ধর‍্যাছি উদরে॥
ধিক্ তোরে বৃথা ব্যাচ্যা আছ হনুমান্।
এক ধার দুগ্ধ মোর কব নাই পান॥
এক ধার দুগ্ধ যদি এক দিন খাত্যে।
তবে কেনে এত শ্রম পাবে রঘুনাথে॥
সাগরের মাঝে যদি পড়িতে নার‍্যা যুর‍্যা আড়।
কটক লয়্যা তোমার পৃষ্ঠে রাম হৈতেন পার॥
বজ্রঠাট মারিতে নাব্যাজু লঙ্কার উপরে।
রাক্ষস সহিত দশানন যাত্য যমের ঘরে॥
পৃষ্ঠে করি সীতা আনিতে রামের সদনে।
রণ করি রঘুনাথ শ্রম পাবেন কেনে॥
হনুমান্ বলিল মা কহি তোমার ঠাঞি।
সকল ক্ষমতা আছে রামের আজ্ঞা নাই॥
মাএ পোএর শুনি রাম কথোপকন।
রথে হৈতে নাম্বি তথা যাইলা তিন জন॥

অঞ্জনার রাম সন্দর্শন।

হনুমান বলেন মা তুমি ভাগ্যবতী।
তোমারে দেখিতে আইলা অখিলের পতি॥
ব্রহ্মা আদি দেবতা যাকে না পায় ধেয়ানে।
আপনি শ্রীরামচন্দ্র তোমা সন্নিধানে॥
হনুমান্ বলেন মা হয় সাবধান।
উঠিয়া প্রণাম কর দাণ্ডায় শ্রীরাম॥

যোড় হাতে বানরী পড়িল রাঙ্গা পায়।
সোণার অঙ্গ বানরী এক দিঠে চায়॥
যোড় হাতে রঘুনাথে কহেন চন্দ্রমুখী।
নীল-কমল-অঙ্গে কিসের চিহ্ন দেখি॥
রাম বলেন বানরী কর অবধান।
অঙ্গেতে বাজ্যাছে যত রাক্ষসের বাণ॥
অঞ্জনা কটাক্ষে চায় হনূমানের পানে।
এমন ইচ্ছা নাই তোরে দেখিরে নয়নে॥
হয়্যা কেনে না মৈলে নির্ব্বলী হনূমান্।
তোঁ থাকিতে শ্যাম অঙ্গে বাজে দুষ্টের বাণ॥
এক ধার দুগ্ধ মোর না খাসি কখন।
তেঞি এত শ্রম পান শ্রীমধুসূদন॥
আজি যদি বৃদ্ধকালে এড়ি দুগ্ধের ধার।
সাতটা পর্ব্বত দুগ্ধের বেগে হয় ক্ষার॥
তার পর বানরী পড়ে সীতার চরণে।
মা তোমা চুরি করাছিল পাপিষ্ঠ রাবণে॥
কটাক্ষে তার পানে যদি চাহিতে রূপসী।
রাবণ শত কোটি রাবণ হৈত ভস্মরাশি॥
তার পর অঞ্জনা বন্দেন লক্ষ্মণ।
ধন্য ধন্য লক্ষ্মণ তোমার ধন্য জীবন॥
তুমি দুঃখ পায়্যাছ বড় রাবণের শেলে।
আমার নির্ব্বলী পুত্র হত্যে এত দুঃখ পাল্যে॥
এক ধার দুগ্ধ যদি খাইত হনূমান্।
তবে কেনে এত দুঃখ পাবেন শ্রীরাম॥

হনূমানকে রামের হস্তে অর্পণ।

রাম কহেন হনূমান্ আমি দেশে যাই।
মাএর কোল যুড়া করি রহ মাএর ঠাঞি॥
রাম বাক্য নাহি লঙ্ঘে বীর হনূমান্।
যথা আজ্ঞা বলিয়া গেল জননীর স্থান॥
হেথা কেনে আইলে বাপু ছাড়িয়া শ্রীরাম।
অমৃত ছাড়িয়া কেনে বিষ করিলে পান॥
হনূমানের হাতে ধরিঞা দিল রাঙ্গাপায়।
আমার হনূর ভার লাগএ তোমায়॥

রাম তোমার পিতা জানকী তোমার মা।
যে তোমার মাতা পিতা তার সঙ্গে যা॥
হনুমানে কোলে তুমি আনিলা রঘু-বীর।
যেই হনু সেই আমি একই শরীর॥
অঞ্জনা সম্ভাষি চলে রামের বিমান।
কৃত্তিবাস বাখানিলা লঙ্কার পুরাণ॥

শঙ্কর কবিচন্দ্র-কৃত—

অঙ্গদ-রায়বার।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে "অঙ্গদ রায়বার" ভূষণ-স্বরূপ পরিগৃহীত, তাহা কৃত্তিবাসের রচনা নহে। প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না, অপিচ কবিচন্দ্রের ভণিতাতেই তাহা পাওয়া যায়। নিম্নে ১০৫৯ বাং সনের লিখিত এক খানি পুথি হইতে কবিচন্দ্র কৃত "অঙ্গদ রায়বার" সমস্ত পালাটি উদ্ধৃত হইল। মধ্যে মধ্যে কয়েকটী রুচি-দুষ্ট পংক্তি আছে, তাহা আমরা কবিত্বের অনুরোধে কতক বর্জ্জন কতক বা সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন করিলাম। কবিচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়, এই অংশ পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম শঙ্কর, কবিচন্দ্র তদীয় উপাধি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (তৃতীয় সংস্করণ) ৫০৯, ৫১৪-৫১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূলের অনুযায়ী, মূল বহির্ভূত অংশগুলি পরবর্ত্তি-কবিগণের যোজনা। বটতলা তাহা কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া চালাইতেছেন।

অঙ্গদের রায়বারে যাত্রা।

সুগন্ধি-পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর।
অঙ্গদের গলে দিল যতেক বানর॥
রামজয়-মঙ্গল-ধ্বনি উঠিল চারি পাশে।
লম্ফ দিঞা গিঞা বীর উঠিল আকাশে॥
সবল গমনে যায় ছাড়ে সিংহ-নাদ।
হেথা লঙ্কার রাবণ রাজা গণিছে প্রমাদ॥
শুকশারণকে (১) ডাক্যা রাজা লাগিল জিজ্ঞাসিতে।
উত্তর দিগে কিসের শব্দগুলা শুনি আচম্বিতে॥
শুকশারণ বলে গোসাঞি সমুদ্রের কূলে।
সিংহ-নাদ শব্দ কর্য়া বানর গুলা বুলে॥

(১) রাবণের মন্ত্রী।

শুন্যা বজ্রাঘাত পড়ে রাবণের শিরে।
নিশাচরকে বলিলা যেমন সাবধানে ফিরে ॥
রাজার যতেক সৈন্য শুন্যা কলরব।
কি হল্য কি হল্য বল্যা ধাঞা আল্য সব ॥
ঝাটাঝাপটা যত যত অস্ত্র লাখে লাখে।
মার মার করি শব্দ চতুর্দ্দিকে থাকে ॥
এক এক সেনাপতির অযুতেক ঘোড়া।
হস্তী প্রতি নিযোজিত সহস্রেক ঘোড়া ॥
শতেক পদাতিক এক অশ্বের সাজন।
এতেক কটকে রাজা কর্য়াছে দিয়ান (১) ॥

রাবণের প্রতাপ।

রাবণের প্রতাপে কাঁপিছে বসুন্ধরা।
আজ্ঞাএ করিছে কার্য্য যত দেবতারা ॥
চন্দ্রমা ধর্য়াছে শিরে নবদণ্ড ছাতা।
শিশু পাঠে নিযোজিত আপনি বিধাতা ॥
মালাকার হঞা হার গাঁথে পুরন্দর।
নারদে বাজায় বীণা রাজার গোচর ॥
মন্দির মার্জ্জনা করে পবন বরুণ।
দ্বারে দ্বারী হঞা আছেন ত অরুণ ॥
বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায়।
উর্ব্বশী নাচয়ে আসি কিন্নরী গীত গায় ॥
পবন বীজন তার মন্দ মন্দ বয়।
পৌর্ণমাসীর চন্দ্র আসি নিত্য উদয় হয় ॥
নিদ্রা না যায় যম রাবণের ডরে।
অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞা করে ॥

রাম-ভীতি।

এ সব বৈভব রাজা কিছুই না লেখে।
নিরবধি রামরূপ অন্তরেতে দেখে ॥ (২)
শুইলে রামের রূপ স্বপনেতে দেখে।
ভরমে রামের রূপ ধরণীতে লেখে ॥ (৩)

---

(১) দরবার। (২) মারীচ রাক্ষসের এইরূপ রাম-ভীতি হইয়াছিল। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—মারীচ রাবণকে বলিতেছেন "বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরম্। গৃহীত-ধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥"
(৩) "ভরমে তোমার রূপ ক্ষিতি তলে লিখি।" চণ্ডিদাস।

অন্য কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম।
নয়ন মুঁদিলে দেখে দুর্ব্বাদল-শ্যাম॥
রাবণ বলে ক্ষিতি-তলে রাম হল্য কি।
এবারে রামের হাতে কদাচিৎ জী (১)॥
রাবণ বলে যা শুনি নাঞি ক্ষিতি-তলে হঞা।
নর-বানরে সাগর বান্ধে গাছ-পাথর বঞা॥
যা হয় নাঞি তাই হল্য আর কি বা হয়।
এই লক্ষ অক্ষৌহিনী সেনা কন কাযে বা রয়॥
এতকাল তো সভারে খাওলাঞি (২) রাজ-ভোগে।
প্রতিদান কড়া গণ্ডা না দিলি কন (৩) কালে॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে বান্ধ্যা আন্যা দে॥

রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলে সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি॥
সীতা লঞা ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে।
আমরা মারিঞা দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
ত্রিভুবন সহায় কর্যা রাম যদি আনে।
তবে ত নারিবে সীতা নিতে আমরা বিদ্যমানে॥
বানরকে ভয় নাইক সে গুলা বনের পশু।
এখন মারিঞা দিব ঘর পোড়া না আসুক॥
সে বেটা প্রধান বীর কটকের সার।
সে আইলে মহারাজা নাহিক নিস্তার॥
লঙ্কা দগ্ধ কর্যা গেছে আখের নিমিষে।
সেই বেটাকে ভয় হইছে পাছে আবার আসে॥
সেই ত সুগ্রীব রামে করালেক মিতা।
সেই ত আস্যা দেখ্যা গেল অশোক-বনে সীতা॥
সেই ভুলালেক বিভীষণে নানা কথা কঞা।
সেই ত দিলেক সাগর বাঁধ্যা গাছ-পাথর বঞা॥
যত দেখিছ মহারাজা সব চক্র তারি।
সে থাকিতে কেউ নারিবে রাখিতে রামের নারী॥

সেনাপতির উত্তর, হনুমান্ ভীতি।

---

(১) জীবন-ধারণ করি।
(২) খাওয়াইলাম। (৩) কোন।

সুগ্রীবের সনে তার ভাইপো বেটা আছে।
লৈঞা দিঞা জন পাঁচ ছয় রামের কাছে আছে ॥ (১)
আর যত দেখিছ লাফালাফি তার ভরসা পাঞা।
তাকে মাল্যে কটক যত যাবেক পালাঞেঞা ॥

রাবণ বোলে যে বুলিলি মোর মনে তা নিলেক।
জন্মিঞা না যে দুঃখ পাইলাঙ ঘরপোড়া তা দিলেক ॥
ধাও মোর দূত সব কন বেলাকে আর (২)।
রাম-লক্ষ্মণ থাকুক আগু ঘরপোড়াকে মার ॥
এই যুক্তি কর্যা রাজা আছিল তবস্থা।
হেন বেল্যায় অঙ্গদ বীর উত্তরিলা আস্থা ॥

অঙ্গদের আগমন।

প্রকাণ্ড শরীর বীরের মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাঞ্চলে আলা (৩) যেন আইল দিনপতি ॥
আকাশ-দিউটী বীরের দুটা চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেক্যাছে বীরের গগন-মণ্ডলে ॥
দ্বারে দ্বারী ছিল অনুসঙ্গী যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখ্যা ভঙ্গদিল তারা ॥
অনুসঙ্গী ছিল যত রাজার রক্ষক।
মণ্ডুক পালাএ যেন দেখিয়া তক্ষক ॥
দ্বারে দুয়ারী ছিল উঠ্যা দিল রড়।
বীর লাথি চোটে কপাট ভাঁগ্যা প্রবেশিল গড় ॥
সুমেরু-পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দে (৪)।
রাক্ষস সব বলে বাপরে ইটা আল্য কে ॥
পাত্র মিত্র নিঞা রাজা বস্যা ছিল কাছে।
অঙ্গদকে দেখ্যা চুপ দিলেক তরাসে ॥
বস্যাছে রাবণ রাজা উচ্চ-সিংহাসনে।
তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে ॥
মনেতে করিল বীর শ্রীরাম স্মরণ।
লেঙ্গুর বাড়াল্য বীর পঞ্চাশ-যোজন ॥

---

(১) তাহাকে ধরিয়া মোট পাঁচ ছয় জন বীর রামের সৈন্যে আছে।
(২) আর কোন সময়ের অপেক্ষা করিওনা।
(৩) আলা = আলো। (৪) দে = দেহ।

কুণ্ডলী করিয়া নিজ বসিলা সভাতে।
পুরন্দর যেন শোভা করিল ঐরাবতে॥

রাবণের ছলনা।

অঙ্গদে দেখিয়া রাবণ মায়া ছল পাতে।
শত শত রাবণ হঞা বসিল সভাতে॥
যে দিগে অঙ্গদ চায় সে দিগে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়ি কর বিংশতি লোচন॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর করেন ভাবনা।
রাক্ষসের মায়াফাঁদ পাতিল রাবণা॥
অঙ্গদ বলে কথা কৈব কন রাবণের সনে।
সব বেটা নি রাবণ হৈল ভেদ নাই কন জনে॥
সভে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হঞা পিতা বেশ ধরিবেক কোন্ লাজে॥
অতএব বুঝিলাও এই বেটা মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে করিছে সম্বাদ॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে।
এক কথা শুন্যাছি আমি বিভীষণের স্থানে॥
নিত্য নিকুম্ভিলা করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখ্যাছি তার যজ্ঞ-শেষ-ফোঁটা॥

অঙ্গদের ব্যঙ্গ।

অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহিস ইন্দ্রজিতা।
এত গুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা॥
(ইহার) কোন্ রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে।
কোন্ রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে॥
চেড়ী উচ্ছিষ্ট খালেক কোন্ রাবণ পাতালে।
কোন্ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্ব-শালে॥
কোন্ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ।
কোন্ রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ॥
কোন্ রাবণ ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা।
তুলিতে কৈলাস-গিরি কোন্ রাবণ গেছিলা॥
কোন্ রাবণ সুরা-পানে সদা থাকে মত্ত।
কোন্ রাবণের ভগিনী হর্যা নিলেক মধুদৈত্য॥
তোরে একে একে কঞা দিলাঙ্গি সকল রাবণের কথা।
ইহা সভাতে কাব নাইক যোগী রাবণটি কোথা॥
শূর্পণখা রাণ্ডী তারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক-কাননে সে মাগি খালেক ভিক্ষা॥

শঙ্খের কুণ্ডল কাণে রক্ত-বস্ত্র পরে।
ডম্বুরা বাজাঞা ভিক্ষা মাঁগে ঘরে ঘরে॥
তপস্বীর বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই।
ইহা সভাতে কায নাইক তোর সেই যোগি-রাবণটি চাই॥

উড়্যা গেল মায়া কায়া পড়্যা গেল ভঙ্গ।
দুই জনাতে পড়্যা গেল বাক্যের তরঙ্গ॥
রাবণ বলে ওরে বানরা শুন তোরে বলি।
হেথা কেনে লঙ্কাপুরী মর্ত্তে কেনে আলি॥
কি নাম তুই কার বেটা কোন্ দেশে বসিস। বাদানুবাদ।
মারিব নাই ভয় না করিস সত্য কথা বলিস॥
অঙ্গদ বলে তোর ভয়েতে থর থরাঞা কাঁপী।
এখন এমন ধরণ কথা তোর মররে বেটা পাপী॥
তো কোন্ ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি।
আমি কে তা জানিস না রে শুন পরিচয় দি॥
বালি আর সুগ্রীব দুহে বীর অবতার।
যা জিনিতে কিষ্কিন্ধ্যায় গেছিলি এক বার॥
সে পড়ে বা না পড়ে মনে হল্য অনেক দিন।
হাত বুলাঞা দেখতো গলায় আছে লেজের চিন॥
সে বালির তনয় আমি সুগ্রীবের চর।
বীর অঙ্গদ আমার নাম শ্রীরামের কিঙ্কর॥
বেটা রাম কে তা জানিস নারে যার আনিলি সীতা হর্য্যা।
দেখিব এখন লঙ্কাপুরী রাখিস ক্যামন কর্য্যা॥
অরুণ বরুণ নয় যে রামের সনে বাদ।
তোর বংশে কেহো না থাকিবে মনে না করিস সাধ॥
এইত রাম লঙ্কাপুরী বেড়িলেন আস্যা।
বার্য্যায় (১) এখন কেনে রৈলে কোণের ভিতর বস্যা॥

রাবণ বলে কি বলিলি রাম লঙ্কায় আসে।
না জানি কি হবেক তবে থাকিতে নারি বা দেশে॥
তিনি মনে মনে পণ কর্য্যাছেন গুহ চণ্ডালের মিতা।
সে বানর সহায় কর্য্যা উদ্ধারিবেন সীতা॥

(১) বাহির হইয়া আয়

তোর রামের বিক্রম আমি দেখিবারে পাই।
না হল্যা তা দেশে থ্যাক্যা খেত্যাঞা দিলেক ভাই॥
সে নারী লঞা দারি (১) হঞা বনকে প্রবেশে।
সে ভাইকে মার‍্যা রাজ্য লঞা রইল কেন্না দেশে॥
সে যে করে সে করুক ধরুক মোর মনে তা কি।
শূর্পণখার নাক কেট্যাছে ব্যর্থ আমি জী॥
আন্যাছি তাহার নারী বলিগা যাঞা তারে।
করুক আস্যা রাম তপস্বী প্রাণে যত পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যদি মুষ্টঘাএ লড়ে।
সাধ্বী রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥
গরুড়ের ধন যদি হর্যে লেই কাকে।
খলের শরীরে যদি পাপ নাই থাকে॥
খদ্যোৎ উদয়ে যদি সূর্য্য হয় পাত।
তবু রাবণ জিন্যা সীতা নিতে নারিবেক রঘুনাথ॥
আমি যে বলি শুন বানরা বল গা রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভাঁগ্যা দেক আপনার হাতে॥
আন্যাছে পর্ব্বত সকল যত বানরগণে।
আর বার থুক নিঞা যাঞা যে বা যার স্থানে॥
আন্যাছে পর্ব্বত সকল সেই খানে থুবেক।
উপড়্যাছে গাছ পাথর সেই খানে তা রুবেক (২)॥
বিভীষণা পড়ুক আস্যা আমার পায় কাঁদ্যা।
ঘর-পোড়াকে আন্যা দেক হাতে গলে বাঁধ্যা॥
সেই কার্য্য আগে আমার আর কার্য্য পিছে।
বুঝ্যা শাস্তি করিব তা যে চিত্তে লাগে॥
তৃতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশা ভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেউ নাই জাগে॥
লঙ্কা দগ্ধ কর‍্যা গেছে রাত্রি আস্যা পড়্যা।
তার শাস্তি কর‍্যা দিব তবে দিব ছাড়্যা॥
ধনুর্ব্বাণ ফেল্যা রাম খত লেখ নাকে।
সব দোষ ক্ষমা কর‍্যা কৃপা করি তাকে॥

---

(১) দ্বারী।
(২) রোপণ করিবে।

অঙ্গদের প্রত্যুত্তর।

অঙ্গদ বলে গোসাঞি আইলাঙ আমরা ঠাই।
মিছা ঝক্‌ঝাতে কার নাইক দেখে চল্যা যাই॥
রামকে কহিব ইহা না কহিলে নয়।
তোর সেতু-বন্ধ ভাঁগ্যা দিব দণ্ড চারি ছয়॥
লঙ্কা নিমাঞা (১) দিব যত গেছে পুড়্যা।
শূর্পণখার নাক কাণটা কেমনে যাবেক যুড়্যা॥
বিভীষণাকে বাঁধ্যা আন্যা দিব তোর আগে।
বুঝ্যা শাস্তি করিবি যে যেবা মনে লাগে॥
ঘর পোড়াকে বাঁধ্যা দিতে বুল্লি বটে হয়।
তারে সেই হৈতে দূর কর্যাছেন খুড়া মহাশয়॥

হনুমানের নির্ব্বাসন দণ্ড।

অঙ্গদের কথা শুন্যা দশানন হাসে।
ঘর পোড়াকে দূর করিলেক পাঞা কোন দোষে॥
অঙ্গদ বলে যে কালে সে আস্যাছিল হেথা।
কঞা ছিল সুগ্রীব রাজা গুটি দুই চারি কথা॥
লঙ্কায় যাইছ বাছা পবন-কুমার।
পালন করিঞা সত্য আসিবে আমার॥
কুম্ভকর্ণের মাথা আনিবে নখেতে ছিড়্যা।
সাগরের মধ্যে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়্যা॥
অশোক-বন-সহিত সীতা আনিবে মাথায় কর্যা।
রাবণকে বামহাতে আনিবে জটে ধর্যা॥
এই চারি কার্য্যের তরে রাজা পাঠাঞা ছিল তারে।
বেটা চারি কার্যের এক কার্য্য কিছুই নাঞি করে॥

অঙ্গদের কথা শুন্যা রাক্ষস সব চায়।
সেই না কর্যা গেছে কিবা এই না কর্যা যায়॥
কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতে ছিল তায়।
আমরা যত বানর সব ধরিলুঁ রামের পায়॥
ভুবনের নিধি রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব রাজা পাঞা রামের কথা।
দূর করিয়া দিল তারে মুণ্ডাইয়া মাথা॥
সে কন দেশে পালাঞা গেল আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব কর্যা আমরা বুলিছি কত ঠাঞি॥

---

(১) নির্ম্মাণ করিয়া।

অঙ্গদের উপদেশ ও গঞ্জনা।

বুঝিলাঙ সে সব কথা কিছু মনে নয়।
শ্রীরামের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
কুম্ভকর্ণ ভাই তোর বীর যাকে বলিস।
রামধনুকে বাণ-যুড়িলে কি হয় তা দেখিস॥
সে সব ফুরাঞা গেল দিন দুই তিন আর।
শুনরে জানকী-নাথের ধনুকের টঙ্কার॥
আর জর্জ্জর হঞাছেন রাম জানকীর শোকে।
স্ব-হস্তে ব্রহ্ম-অস্ত্রে বধ করিবেন তোকে॥
আর লক্ষ্মণকে করা গেল ইন্দ্রজিত-বধ।
আমরা সবাই আছি এই ঠাকুর সকল॥
যে থাকে বাসনা রাজা এই বেলা তা কর।
রাজ-আভরণ রাজা সর্ব্বাঙ্গেতে পর॥
তোমার এসব সুখ ভুঞ্জিবেক কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে দে॥
ইসব পদাতি রথ বৃথারে রাবণ।
নয়ন মুদিলে হবেক সব অকারণ॥
স্বপ্ন-গত জন যেন নিধি পাইলেক হাতে।
আখি কচালিঞা উঠে রজনী-প্রভাতে॥
সেই বিভব সব তোরে হল্য সেই মত।
আপনি থাকিঞা কর আপনার পথ॥
স্ত্রী সকলকে ডাকাইঞা আন জানাঞা রাখ কথা।
কে রইবেক কে তোর সঙ্গে হবেক অনুমৃতা॥
আপনি কুঠার মাল্যি আপনার পায়।
অহঙ্কারের ভাবেতে গা ডুবালি দরিয়ায়॥
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হৈল পরশুরামের হাতে॥
ক্ষেত্রী মারা৷ নিক্ষেত্রী কৈল না থুইল নাম।
শমন দমন মাল্যা বীর পরশুরাম॥
পরশুরাম্ পরাভব শ্রীরামের ঠাঞি।
তাঁহার সহিতে কক্ষা আর রক্ষা নাই॥
যে বধিলেক তাড়কা পাঁচ বছরের কালে।
ভাঙ্গিলেক হরের ধনুক নিজ-বাহু-বলে॥
সপ্ততাল ভেদ করিল যাঁর বাণ।
যাঁর বাণে বালি রাজা না ধরিল টান॥

সে বান্ধিলেক অলঙ্ঘ্য-সেতু গাছ-পাথরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যাঁর এক বাণে মরে॥
ভুবনের নিধি রাম দয়ার সাগর।
যাঁর গুণে পশু বন্দী বনের বানর॥
তাঁহার রমণী সীতা আনুস তোঁ হর্যা।
কালকূট ভক্ষিলি হাতে কর্যা॥
সুখেতো থাকিতে তোরে না দিল বিধাতা।
আপনার বুদ্ধে খাইলে আপনার মাথা॥
ভরমে শুনিঞা গেলি বিষম কামদে।
তক্ষকে দংশিলে যেন কি করে ঔষধে॥
সেই জানকীর তোরে হল্য অশ্রুপাত।
সেই লক্ষ্মীর শাপ তোরে হৈল বজ্রাঘাত॥
শূর্পণখা রাণ্ডীর কথা তোরে হল্য বেদ।
কেউ এক জনা নাঞি ছিল তোরে করিতে নিষেধ॥
তোর সভাতে বসিঞা আছে যত মন্ত্রি-বর।
তোর সভাতে পণ্ডিত নাই সকলই বর্ব্বর॥
বিলাসের দাস হয়্যা পড়্যা গেলি ফাঁদে।
বামন হঞিঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে॥
গেলিরে অভাগ্য তুই গেলি এত দিনে।
না দেখি উপায় তোর রঘুনাথ বিনে॥
সূর্য্য-বংশের চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেব গন্ধর্ব্ব নরে যাঁহার করে পূজা॥
যাঁর ঘরে নারায়ণ জন্মিলে আসিঞা।
এত দিনে নির্ব্বংশ না জানিলি ইহা॥
ঈশ্বর যাঁহার পর তাঁর পর নাই।
তাঁর সঞে বৈরতা কর্যা যাবি কার ঠাঁই॥
অহল্যা পাষাণ হঞা ছিল দৈব-দোষে।
মুক্ত হঞা গেল সে চরণ-পরশে॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিণীর পাপে গারস্থ নষ্ট লক্ষ্মীত ত্যজয়॥
শিষ্যের পাপে গুরু নষ্ট নারীর পাপে পতি।
তোর পাপে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি॥
আপনি মজিলি আর মজালি কত জনা।
সঙ্গে মাত্র এড়ালেক চতুর বিভীষণা॥

তোর জীতে যদি বাসনা থাকে দন্তে তৃণ লঞা।
কাঁধে দোলা কর্য্যা সীতা দিয়াস্ত গিঞা বঞা॥
তবে যদি জানকী-নাথ করেন অতি রোষ।
আমরা পায় ধর্য্যা মাঁগ্যা নিব তোর সব দোষ॥

উত্তর প্রত্যুত্তর।

অঙ্গদের কথা শুন্যা দশানন হাসে।
কেতকী-কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥ (১)
রাবণ বলে সীতা দিলে যদি রক্ষা পাই।
আমার লাগ্যা তোসভার দুঃখ না শুনিতে চাঞি॥
আমার লাগ্যা তোমরা কেনে ধরিবে রামের পায়।
আমি যুদ্ধ কর্য্যা মরি তোদের বাপের কিবা যায়॥
আন্যাছি রামের সীতা দি বা কি না দি।
বানর বনের পশু বেটা তোর তায় কি॥
ঈষৎ এ কথা ভাব করালেক রামের সনে।
দেশ্‌কে যাবে বল্যা সাধ কর্য্যাছ মনে॥
বিনি দোষে রাম তপস্বী তোর বাপকে মালেক।
তার পায় প্রণতি হলি লজ্জা নাই পালেক॥
পুত্র বলি পরশুরামকে শুধিলেক বাপের ধার।
ক্ষেত্রী মার্য্যা নিক্ষেত্রী কৈল তিন সপ্ত বার॥
তমুত (২) পিতৃ-শোক নিবারণ নাই তাতে।
কার্ত্তবীর্য্যের মাথা আন্যা দিল মাএর হাতে॥
ধিক্ ধিক্ জীবন তোর মর রে অধম বেটা।
বৃথাই জীবন তোর অঙ্গদ * * * ॥

অঙ্গদ বলে রাবণ ভেবে দ্যাখ নিজ জাত্‌টা।
সত্য কর্য্যে বল দেখি রাবণ তুই কার বেটা॥
ব্রহ্মতেজে জন্ম তোর ত্রিভুবনে খেয়াতি।
বিশ্বশ্রবার বেটা তুই পুলস্ত্যের নাতি॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশঃ।
তো যদি তাহার বেটা তবে কেনে রাক্ষস॥
মা তোর রাক্ষসী হল্য ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
জানিঞা করিলি বিভা দানব দুহিতা॥

(১) দশ মুখের বহু দন্ত একত্র প্রকাশিত হওয়ায় কেতকী-পংক্তির সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। (২) তথুও।

আপনার ছিদ্র তাক্যা পরকে দিস খোঁটা।
ডুব দিঞা ছুস কালী-চূণে মর্‌বে অধম বেটা ॥
সেই দেব বলবান্ তোব মোর বোলে কি হয়।
খসিলে হাতের শর বর্শি সূত লয় ॥
দিগে দিগে রণ করিঞা জিত্যা আস্যা ছিলি।
লোক বলিল এই বীরকে বাঁধ্যা দিল বলি ॥
অজয় তোমার নাম থাকিলে ভাল হয়।
নইলে তোর কে এমন কথা মানুষ হঞা কয় ॥
তেঞি তোকে এমন কথা বলিলাঙরে গরু।
তুঞি হঞা আমার বাপের কীর্ত্তি-কল্প-তরু ॥
আমি যদি সর্ব্বথা বটি প্রভু রামের চর।
তথাপি তোর বংশ ধ্বংস কর্‌যা যাব ঘর ॥
যতেক আমার সঙ্গে কবিলি প্রলাপি।
তুলিঞা আছাড় দিব শুন রে ঘোর পাপী ॥

রাবণের ক্রোধ ও অঙ্গদের বীরত্ব।

কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
যেন তপ্ত তৈলে জল দিলে অধিক উথুলে ॥
রাবণ বোলে কে আছে রে ধর্ত্ত ওরে দূত।
পালাবেক বানর বেটা ধর্ত্ত মোর পুত ॥
অঙ্গদ বীর স্থির বড় দর্প কর্‌যা কয়।
কে ধরিবেক ধরুক আস্যা কিম্বা আপনে ধর্‌যা লয় ॥
বেটার সব বোল ফুরাঞা দিব একটা চড়ের চোটে।
হনুমান্‌কে বাঁধ্যা বেটার বুক বল্যাছে বটে ॥
তেমন দূত পুত নৈ যে ঘর পোড়াঞা যাব।
বালির বেটা অঙ্গদ আমি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥
শ্রীরাম কর্‌যাছেন আজ্ঞা উঠবি ত উঠ।
লাথির চোটে চূর্ণ করিব মাথার মুকুট ॥
খট্টায় হতে জট্টায় ধরে পাড়িব (১) এখন যাঞা।
দোহাই রামের যদি না কর্‌যাছি ইহা ॥
খট্টা হতে জট্টায় ধর্‌যা পাড়্যা দিব কিল।
ত্রস্ত ব্যস্ত হঞা রাজা ত্বরিত উঠিল ॥
তোর দশটা মুণ্ড ছিঁড়্যা লঞা যাইব রামের ঠাঁই।
জানকী-নাথের আজ্ঞা তোর ভাগ্যে নাই ॥

---

(১) ফেলিয়া দিব।

বিভীষণের কথা যখন না শুনিলি কাণে।
এখন সম্বন্ধে শর-শয্যা কর না রামের বাণে॥

কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
ঘৃত পাছে দাবানল অধিক উথুলে॥
দূত বল্যা ঘর পোড়াকে তখন নাঞি কাটে।
যা বলিলাঙ তা শুনিলি তাই করিলি বটে॥
দূতকে মারিলে হয় বড় অবিচার।
তে কারণে মোর আগে করুস অহঙ্কার॥
কুপিল অঙ্গদ বীর বালির কুমার।
বলিলাঙ রাবণা দেখি মদ্দনা (১) তোমার॥
বস্যাছে অঙ্গদ বীর রাজার নিকটে।
জন পাঁচ ছয় বীর আস্যা ধরে পাছু বাটে॥
অঙ্গদকে ধরি বাধানি এমনি কথা বটে।
ফিরিঞ্যা ধরিল অঙ্গদ ছয় জনার জটে॥
পাক ফিরাঞা মারে বীর তুলিঞা আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিল কার চূর্ণ হৈল হাড়॥

পড়িল রাজার সেনা গড়াগড়ি যায়।
লম্ফদিঞা পড়ে বীর রাবণের গাএ॥
অঙ্গদকে দেখিঞা পালায় সর্ব্বজনা।
কুড়ি হাতে অঙ্গদকে ধরিল রাবণা॥
সংগ্রামে সমান দুটা টুটা নহে কন জন।
কখন অঙ্গদ হেটে কখন রাবণ॥
কোপেতে রাবণ রাজা অঙ্গদের লেজ ধরিল্যা আট্যা।
বসিল অঙ্গদ বীর বুকের উপর উঠ্যা॥
সহিতে নারিল রাজা অঙ্গদের তেজ।
যা মর্‌গা বল্যা রাজা ছাড়্যা দিল লেজ॥
তথাপি অঙ্গদ বীর নাঞি যায় ছাড়্যা।
চড় মার্যা মাথার মুকুট নিল্যা কাড়্যা॥
রাবণের মুকুট নিলেক বাম-করে।
লম্ফ দিঞা উঠে বীর প্রাচীর উপরে॥

---

(১) পৌরুষ।

প্রাচীর-উপরে বীর উঠে দর্প কর‍্যা।
বীর দর্প কর‍্যা বোলে কে আসিবি বার‍্যা (১)॥
রাবণ মনে অভিমানে রহিল মনোদুঃখে।
চলিল অঙ্গদ বীর আপনার সুখে॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাঙ রাজা মন্দনা তোমার।
হেদে বস্যাছ রাবণ "রাম রাম" আমার॥
ঊর্দ্ধ লেজ করিঞা আর পসারিঞা কাণ।
তেমতি আকাশ-পথে করিল পয়ান॥

রামের নিকট আগমন।

হথা বসিঞা আছেন রাম সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে॥
দূর্ব্বা দল-শ্যাম রাম নূতন তমাল।
দীর্ঘ নাসিকা চারু চৌরশ কপাল॥
মুখ শশী মৃণাল জিনিঞা ভুজ-দণ্ড।
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ভদ্র বামেতে কোদণ্ড॥
শিরেতে শোভিত জটা বাকল উত্তরী।
বস্যাছেন জানকী-নাথ বীরাসন করি॥
তথা যাঞা উত্তরিল বালির নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল রামের চরণ বন্দন॥
লক্ষ্মণের পাদ-পদ্ম বন্দিলেন শিরে।
প্রণাম করিছে বীর খুড়া মহাবীরে॥
হনুমান্ প্রভৃতি বীর যত ছিল বস্যা।
অঙ্গদকে সম্ভাষিল সভে উঠ্যা আস্যা॥
এই রূপে যত বীর অঙ্গদে সম্ভাষি।
পুনশ্চ রামের কাছে উত্তরিল আসি॥
শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করে অঙ্গদে দেখিঞা।
প্রভুকে বৃত্তান্ত কহে পুটাঞ্জলি হঞা॥
অঙ্গদ বলে তব আজ্ঞায় গেছেলাঙ সেই খানে।
দশাননে গালি দিলাঙ যত ছিল মনে॥
প্রকার প্রবন্ধে রাজার বুঝালাঙ বিশেষে।
না বুঝে রাবণ রাজা পরমায়ু-শেষে॥
খাটে হতে জটে ধর‍্যা পাড়্যাছিলাঙ ভুঞে।
পশ্চাতে এ সব কথা শুনিবে লোক-মুখে॥

(১) বাহির হ।

প্রতীত না জান রাম অঙ্গদের বোলে।
তখন মুকুট ফেলাঞা দিল বিভীষণের কোলে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি শুন রঘুমণি।
রাবণের মুকুট বটে ইহা আমি জানি॥
মনে আনন্দিত তখন হইল রঘুনাথে।
অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলান শ্রীরাম পদ্ম-হাতে॥
কোল দিঞা লক্ষ্মণ বীর করিলেন সাধুবাদ।
রামের অঙ্গের মালা করিল প্রসাদ॥
অঙ্গদের রায়বার শুনে যেই জন।
সে হয় আমার প্রিয় লক্ষ্মণ যেমন॥
রসিক জনার মুখে শুনিতে আনন্দ।
রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র॥

রামচন্দ্রের নিকট সীতার বন-যাত্রার অনুমতি-গ্রহণ।

জানকী বলেন প্রভু দেখি দুঃখমনা।
বদন মলিন কেন কিসের ভাবনা॥
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে বন যাত্যে হল্য।
তোমারে যতেক কথা বিবরিয়া বৈল (১)॥
বনবাস হত্যে যাবৎ নাঞি আসি আমি।
আমার যে পিতা-মাতার সেবা কর তুমি॥
ভরত-শত্রুঘ্নেরে দেখিবে পুত্রবৎ।
সকল মাএর সেবা করিবে তাবৎ॥
সীতা বলেন কারে এত যোগ বুঝাও তুমি।
স্বর্গ অভিলাষ নাঞি বনে যাব আমি॥
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব।
রাখ্যা গেলে ওহে নাথ পরাণ তেজিব॥
রাম বলেন বাপের আজ্ঞায় আমি বন যাই।
কুলের নন্দিনী তুমি থাক এই ঠাঞি॥
বনের অনেক দোষ চলিতে নারিবে।
দুর্গম দারুণ বন বড় কষ্ট পাবে॥
কণ্টক কন্দর দূর পর্ব্বত পাষাণ।
শুনিঞা সিংহের ধ্বনি হারাবে পরাণ॥

(১) বলিতেছি।

ব্যাঘ্র ভল্লুক শিবা বনে সর্প কত।
রাসভ মর্কট গণ্ডা বনজন্তু যত ॥
নদ নদী দুরাচর দুর্গম শরণী।
বিষম বনের পথ নাহিক তরণী (১) ॥
ফল মূল কটু তিক্ত বনের আহার।
অপর ভক্ষ্যের তায় নাহিক সঞ্চার ॥
তৃণপত্রের শয্যায় হবেক শুইতে।
বড় ঠেক বহু শ্রমে হবেক চলিতে ॥
বাকল অজিন তুমি কেমনে পরিবে।
বনের যাতনা বড় সহিতে নারিবে ॥
চৌদ্দ বৎসর বনে বসত আমার।
উপবাস কথন কথন স্বল্পাহার ॥
নানা মত রামচন্দ্র কহিলেন তারে।
জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥
তিক্ত কটু ফল তোমার ভক্ষণ অবশেষ।
অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ ॥
বাকল অজিন মোর পট্টের বসন।
তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্কে শয়ন ॥
তোমা ছাড়া এক দণ্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি করে গোঙাব ॥
সীতার বুঝিয়া মন রাম দিলা সায়।
বাল্মীকি সেবিয়া কবি শ্রীশঙ্কর গায় ॥

দ্বিজ মধুকণ্ঠ।

২০০ বৎসরের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা হইল। রচনা দেখিয়া এই কবিকে ১৬শ শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে হয়।

সীতা দাঁড়ায়্যা অগ্নির বিদ্যমান।
করি করপুটাঞ্জলি হেঠ মাথে মৈথিলী
অভিমানে সজল নয়ান ॥
কহেন অগ্নির আগে সত্য আদি চারি-যুগে
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার গোচর।

---

(১) উত্তীর্ণ হইবার উপায়, নৌকা।

কায় বাক্য মোর মনে নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণে
ছাড়িয়া প্রাণের রঘুবর ॥
রঘুনাথ গুণমণি ইহা বই নহি জানি
আদি অন্ত কথার প্রসঙ্গ।
তিল মাত্র থাকে পাপ ঘুচাবে মনের তাপ
প্রবেশে দহিবে মোর অঙ্গ ॥
এত বলি ঠাকুরাণী কহিয়া বিনয় বাণী
প্রবেশিলা কুণ্ডের অনলে।
সীতার অঙ্গ পরশনে জীবন সফল মানে
যেন জননী বালকে নিল কোলে ॥
তপ্ত কাঞ্চন তনু জিনিঞা সীতাব তনু
ততোঽধিক হইল উজ্জ্বল।
অগ্নিকুণ্ড মাঝে রয় তিলমাত্র নাঞি ভয়
যেন জলের ভিতরে শৈঅাল (১) ॥
বানরগণ চমকিত কেহ নহে স্থিরচিত
সভামনে লাগিল তরাস।
অগ্নি কি করিলে হয় দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয়
বন্দিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রামচন্দ্রের বন-যাত্রার উপলক্ষে কৌশল্যাকে প্রবোধ-দান।

ধরিয়া মাএর পায় রামচন্দ্র কয় তায়
পিতা হৈতে মাতা গুরু বট।
বেদ শাস্ত্র জ্ঞান নীত তুমি সব হিতাহিত
কোন্ মূঢ় বলে তোমায় খাট ॥
যুবতীর পতি গতি পতি গুরু মৃত্যু সাথী
গুরু-বাক্য লঙ্ঘিবে কেমনে।
দূর কর যত তাপ লঙ্ঘিলে হবেক পাপ
অতএব যাত্যে হল্য বনে ॥
পতি যুবতীর ত্রাতা জীবন-য়ৌবন-কর্ত্তা
মরিলে মরিবে তার সনে।
নাশিলে তাহার কথা পরকালে ঠেক সেথা
নিবেদিয়ে তোমার চরণে ॥
রাজ-কুলে যাতে জন্ম জানহ সকল ধর্ম্ম
বনে যাত্যে না কর অন্যথা।

(১) শৈবাল।

চৌদ্দ বৎসর যাব কোন কষ্ট নাহি পাব
মনে না ভাবিহ তুমি ব্যথা ॥
রামচন্দ্র যত কয় রাণীর মনে নাহি লয়
পুত্রের সমান নাই কেহো।
উথলিল শোক-সিন্ধু ম্লান হৈল মুখ-ইন্দু
লোচনে রাখিতে নারে লোহ (১) ॥
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় বাণী স্থিবতর নয়
বিনাঞা বিনাঞা রাণী কান্দে।
পুত্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ
শোকাবেশে বুক নাহি বান্ধে ॥

ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস।

যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গলা ১০৩৫ সালে) নকল হয়। ঘনশ্যাম দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি মহাভারতও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আরোহণ কৈল রথে লক্ষ্মণ ধানুকী।
অবিলম্বে গেলা যথা আছেন জানকী ॥
লক্ষ্মণ দেখিয়া সীতা হরিষ বদন।
দেখিব মুনির পত্নী আনন্দিত মন ॥
লক্ষ্মণ প্রণাম কৈল সীতার চরণে।
আশীর্ব্বাদ কৈল সীতা ঠাকুর লক্ষ্মণে ॥
সীতা বলেন প্রভু রাম গুণের সাগর।
বাঞ্ছা-কল্পতরু রাম সরল পঞ্জর ॥
হাসিয়া কহিলু কালি রাত্রের ভিতরে।
তে কারণে প্রভু রাম পাঠাল্য তোমারে ॥
প্রফুল্ল হৃদয়ে কৈল স্নান দেবার্চ্চন।
দেখিব মুনির পত্নী সানন্দিত মন ॥
মুনি-পত্নী সম্ভাষিতে নানা ধন নিল।
অগুরু চন্দন বস্ত্র যতেক আছিল ॥
রামের পাদুকা নিল ভরত তুলিয়া।
দেখিয়া লক্ষ্মণ কাঁদে সকরুণ হৈয়া ॥
কৌশল্যার স্থানে গেলা হৈতে বিদায়।
গঙ্গাতীরে যাব আমি করহ বিদায় ॥

বন-গমনোদ্যোগ।

(১) অশ্রু।

দেখিব মুনির পত্নী অভিলাষ চিতে।
তে কারণে লক্ষ্মণ পাঠাঞা দিল সাথে॥
মহামান্ত-ঠাকুরাণীর যদি আজ্ঞা পাই।
চিত্তের বিহিতে তবে গঙ্গা-তীরে যাই॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বোলে ঘনশ্যাম দাস॥

কৌশল্যার নিকট অনুমতি প্রার্থনা।

বলেন কৌশল্যা রাণী শুন সীতা মোর বাণী
কি কারণে যাইবে কাননে।
যেবা থাকে অভিলাষ কহ সীতে মোর পাশ
সন্তোষ করিব নানা ধনে॥
না যাইহ ভাগীরথীর তীরে।
এ হেন কমল-পায় লাগিব কণ্টক ঘায়
বড় দুঃখ পাইব শরীরে॥
বনে বড় জন্তু-ভয় ব্যাঘ্র ভল্লূকচয়
সিংহ গণ্ডা সর্প নানা জাতি।
বড়ই দুরন্ত বন নাহি তাহে লোক জন
ভয়ে কেহ না করে বসতি॥
তব পদ-সরসিজে শিলা ঠেকি পাছে বাজে
রৌদ্রে মিলায় মুখ-শশী।
চামরী চিকুর দেখি মনেতে হইয়া দুঃখী
হৈল সেই কানন-নিবাসী॥ (১)
পিতৃ-সত্যে রাম-সনে বড় দুঃখ পাল্যে বনে
(বাছা) তোমা না দেখিলে প্রাণ ফাটে।
তুমি মোর লক্ষ্মী সতী তোমা লাগি রঘুপতি
লঙ্কায় রাবণ মাইল হটে॥
না দেখিয়া সীতা তোরে কেমনে রহিব ঘরে
শূন্য ঘর সকল সঙ্কাশ।
কৌশল্যা না কর চিন্তা পশ্চাতে পাইবে সীতা
নিবেদিল ঘনশ্যাম দাস॥

কৌশল্যার নিষেধ।

---

(১) কবরী-ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে, মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বনবাস॥
বিদ্যাপতি।

সীতার অনুনয় ও অনুমতি-গ্রহণ।

বলেন সুন্দরী সীতা কৌশল্যার স্থানে।
কোন ভয় নাহি মাতা শ্রীরামের গুণে॥
বিপিনে কণ্টক কত চরণে বাজিল।
শ্রীরাম-স্মরণে কিছু দুঃখ না জানিল॥
যার গুণে বন্দী হৈল বনের বানর।
হেন রাম নিরবধি অন্তর-ভিতর॥
তোমার চরণে রাম নাম মুখে নিব।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা পীড়া কিছু না জানিব॥
এত বলি কৌশল্যার বন্দিল চরণ।
প্রণমিলা সুমিত্রা-কৈকেয়ীর চরণ॥
লক্ষ্মণ আছেন যথা দাণ্ডাইয়া পথে।
সেই খানে গিয়া সীতা আরোহেন রথে॥

অমঙ্গল দর্শন।

পুরীর বাহির হৈয়া যাইতে জানকী।
নানা অমঙ্গল সীতা পথ-মধ্যে দেখি॥
সীতার দক্ষিণ ভুজ করএ স্পন্দন।
দক্ষিণ লোচন তার স্পন্দে ঘনে ঘন॥
দক্ষিণে রাকাড়ে (১) শিবা করি উর্দ্ধগল (২)।
বাম পাশে ভুজঙ্গম দেখিল অমঙ্গল॥
অঙ্গের ভূষণ ঘন আলাইয়া পড়ে।
সমুখে থাকিয়া কালপেচা যে রাকাড়ে॥
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে।
এত অমঙ্গল আজি পথ-মধ্যে কেনে॥
সমুখ লঙ্ঘিয়া পথ যায় কুরঙ্গিণী।
দেখিয়া লক্ষ্মণ মোর দগধে পরাণী॥
মুঞি অভাগিনী রহুক রামের কুশল।
ঠাকুরাণী কৌশল্যার সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
যে জন মারিল দুষ্ট খর যে দূষণ।
সাগরে জাঙ্গাল বদ্ধ কৈল যেই জন॥
বিভীষণ শরণ লইল যাঁর ঠাঞি।
সেই প্রভু আমার হউক সচিরাই (৩)॥

(১) রব করে। (২) উর্দ্ধকণ্ঠ।
(৩) চিরজীবী।

সীতার আশঙ্কা।

দশস্কন্ধ যে জন মারিল বাহু-বলে।
মন্দোদরী যে জন সিঞ্চিল লোহ-জলে॥
মোর ঠাঞি যে জন পাঠাল্য হনুমান্।
অযোধ্যার রাজা যেবা দূর্ব্বা-দল-শ্যাম॥
সেই প্রভু যুগে যুগে করুক রাজ্যভার।
তাঁহার চরণে ভক্তি রহিঞ আমার॥

দুঃখিত হইয়া সীতা ভাবিতে অন্তরে।
প্রবেশ করিল সীতা ভাগীরথীর তীরে॥
রথে হৈতে নাম্বিলেন জানকী লক্ষ্মণ।
নৌকায় পার হৈয়া গেলেন দুই জন॥
স্নান পূজা দুই জন কৈল গঙ্গা-জলে।
লক্ষ্মণ জানকী দোঁহে উঠিলেন কূলে॥
মহারণ্যে প্রবেশ করিলা সীতা সতী।
নানা ভয়ঙ্কর তথা বনজন্তু দেখি॥
তমাল হিন্তাল বট পাকুড়ী শিমুলী।
অশ্বথ পিয়াল শাল বদরী ভৈজরী॥
বহেড়া খুড়ার আম্র আমলকী।
মহা মহা খদির পলাশ হরীতকী॥

বনে প্রবেশ।

বড় বড় বৃক্ষ সব তাহার কোটরে।
গৃধ্র আদি কত পক্ষী তাহে বাসা করে॥
কুশের কণ্টক কত শিলা বহুতর।
ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডার তাহার ভিতর॥
দেখিয়া লক্ষ্মণে জিজ্ঞাসিলা দেবী সীতা।
পবিত্র উত্তরী-বাস (১) মুনি-পত্নী কোথা॥
কহ কহ আমারে লক্ষ্মণ মহাশয়।
নাঞি দেখি সে সকল মুনির আলয়॥
কিবা বলে আইলাঙ কোন অভিলাষে।
যজ্ঞ-ধূম নাঞি দেখি মুনির সকাশে॥
মহাবৃক্ষ সব কত পোড়ে দাবানলে।
পর্ব্বত আকার সর্প চতুর্দ্দিকে বোলে॥

---

(১) উত্তরীয়।

হেন বুঝি রাম সনে হৈল অদর্শন।
বনবাসী হৈলাম পায়া শুনহ লক্ষ্মণ ॥
রোদন করেন সীতা স্মরিয়া শ্রীরাম।
কৃষ্ণের কিঙ্কর কহে দাস ঘনশ্যাম ॥

হেট মাথে কান্দেন লক্ষ্মণ সকরুণে।
মোহ করি লোহ কত ঝরএ নয়নে ॥
শোকে গদগদ হৈয়া সীতারে বলিল।
মুনির মন্দির পাবে ধীরে ধীরে চল ॥
কহিতে বিদরে বুক দুঃখ উঠে মনে।
শ্রীরামের বাক্য আমি লঙ্ঘিব কেমনে ॥
লোক-অপবাদে তোমা করিল নৈরাশ।
শ্রীরাম পাঠান তোমা দিতে বনবাস ॥

বনবাসের কথা জ্ঞাপন।

লক্ষ্মণের বোলে সীতা করিল রোদন।
কোন্ দোষে প্রভু রাম করিলা বর্জ্জন ॥

সীতার পরিতাপ।

শুনহ লক্ষ্মণ মোর প্রাণের দোসর।
আমাকে করিলে রক্ষা দণ্ডক-ভিতর ॥
প্রাণের দেবর তুমি আমার লাগিয়া।
পরিচর্য্যা কৈলে কত ফল মূল খায়া ॥
নিদাঘ বরষা শীত নাহি রাত্রি দিনে।
নিদ্রা নাঞি গেলে তুমি আমার কারণে ॥
হেন জনে কেমনে দিলেহে বনবাস।
কি করিয়া দাণ্ডাইবে শ্রীরামের পাশ ॥
পর্ণ-শালা চিত্রকূটে কৈলে মোর তরে।
তাহাতে গাণ্ডীব লয়্যা থাকিলে বাহিরে ॥
অরণ্যের মধ্যে মোর কোন গতি হব।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিনে কে মোরে রাখিব ॥
তুমি গেলে আমি আজি তেজিব জীবন।
এই অরণ্যের মাঝে কে করিব রক্ষণ ॥

বস্ত্র না সম্বরে সীতা আউদড় চুলি।
ধরণী লোটায় সীতা কান্দিয়া আকুলি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে।
ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে ॥

শ্রীরামের রূপ স্মরণ।

ব্যাকুল হইয়া সীতা স্মরিয়া শ্রীরামে।
কেনে তেজিলে হে প্রভু অপরাধ বিনে॥
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন অতিশয়।
শ্রীরামের রূপ গুণ স্মরিয়া হৃদয়॥
আজানুলম্বিত ভুজ দূর্ব্বা-দল-শ্যাম।
উন্নত নাসিকা ভাষা বল্লকী (১) সমান॥
পদযুগ সরসিজ চাচর কুন্তল।
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড করে ঝলমল॥
দেখিয়া সে মুখশশী কান্দে অভিমানে।
সিংহের সদৃশ গতি অতি সুলক্ষণে॥
করাঙ্গুলি অতিশয় চম্পক-কলিকা।
মধুকর-শিশু যেন লম্বিত-অলকা (২)॥
দশন দাড়িম্ব-বীজ-রুচি সবিধানে।
দেখিয়া অঙ্গের আভা কাম অভিমানে॥
হেন রাম গুণ রামের কেমনে পাসরি।
কোন্ দোষে শ্রীরাম করিল বনচারী॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি আমা বিভা কৈলে।
আমার হাইবাসে (৩) প্রভু বৃক্ষে কোল দিলে॥
কি লিখিল দৈব মোরে কিছুই না জানি।
প্রভুর নাঞিক দোষ মুঞি অভাগিনী॥
কৌশল্যারে আমার কহিয় পরণাম।
অনুক্ষণ সীতা তোমার করেন ধেয়ান॥
প্রাণের দেয়র তুমি যাহ নিজ পুরে।
আলিঙ্গন বলিহ মোর কনিষ্ঠ-ভগিনীরে॥
কহিঅ প্রভুর স্থানে আমার মরণ।
গঙ্গার সলিলে মোর করিতে তর্পণ॥
জন্মে জন্মে মোর পতি সেই দণ্ডধারী।
আমা হেন কোন যুগে না হইএ নারী॥ (৪)
লক্ষ্মণ প্রণতি কৈল সীতার চরণে।
লোহেতে মুদিত আখি-পদ্ম অদর্শনে॥

---

(১) বীণা। (২) অলকা = চুল।
(৩) ভ্রমে।
(৪) কোন যুগে যেন আমার মত দুর্ভাগা নারী কেহ না হয়।

লক্ষ্মণ যাইতে নারে তেজিয়া সীতারে।
পদ আধ চলিতে না পারে যান ধীরে ধীরে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে লক্ষ্মণ মনে মনে ব্যথা।
একাকিনী কেমনে রহিবে বনে সীতা ॥
কি করিয়া অযোধ্যায় রহিব ভারতী।
বনেতে রহিল সীতা সতী গর্ভবতী ॥
ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডাব ভল্লুক বারণে।
সর্প সিংহ আসি পাছে মারএ পরাণে ॥
পৃথিবীতে এত দুঃখ কার নাঞি হয়।
দেবতা মনুষ্য মধ্যে কাহার হৃদয় ॥
ভাবি ভাবি লক্ষ্মণ হইলা অদেখ।
ভূমিতে পড়িয়া সীতা কান্দে অতিরেক ॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্যাম দাস ॥

লক্ষ্মণের শোক।

কান্দে সীতা করুণা করিয়া।
ভূমেতে পড়িয়া ধূলায় লোটাঞা ॥
একাকিনী অরণ্য ভিতর।
সঙ্গে কেহো নাহিক দোসর ॥
কি হবে কি হবে পরিণাম।
মোরে বিধি কেনে হৈল বাম ॥
কান্দে সীতা আকুল-পরাণী।
সিংহ-ভয়ে যেমত হরিণী ॥
পিতা মোর জনক নৃপতি।
তপস্যা করিয়া পাল্য (১) পতি ॥
রঘুপতি হেন স্বামী যার।
এত দুঃখ কেনে হয় তার ॥
কনক-রচিত সিংহাসন।
তাহে আমি করিতাঙ শয়ন ॥
অঙ্গে যার অগুরু চন্দন।
সে কেনে বাসিত (২) হৈলা বন ॥
সীতা দেখি যত হস্তিগণ।
জল আনি করিআ সেচন ॥

সীতার বিলাপ।

(১) পাইলাম। (২) নির্ব্বাসিত।

বনে সহানুভূতি।

তৃণ জল হরিণী তেজিয়া।
কান্দে তারা সীতাকে দেখিয়া॥
পশুগণ আদি কুন্ত (১) আর।
কান্দে দুঃখ দেখিয়া সীতার॥
নৃত্য তেজি ময়ূরগণ।
সীতার অগ্রে ধরএ পেখম॥
মহাসর্প নিকটে আসিয়া।
ছায়া করে ফণায় ধরিয়া॥
চামরী আসিয়া সীতার পাশ।
সীতার অঙ্গে করএ বাতাস॥
মন্দ মন্দ পবন গমন।
দক্ষিণা মলয়া সুশোভন॥
ব্যাকুলে বলেন রাম রাম।
নিবেদিল দাস ঘনশ্যাম॥

আলায়্যা কুন্তল ভার কান্দে সীতা অনিবার
অঙ্গ সব ধূলায় ধূসর।
করি নানা মায়া মোহে বসন তিতিল লোহে
সঘনে ডাকএ রঘুবর॥
শ্রীরামের অভিমান কাননে তেজিয়া প্রাণ
না জানি কি ফল কর্ম্ম-দোষে।
পাষাণ বাজয়ে পায় ধারে রক্ত পড়ে তায়
কুশের কণ্টক দুই পাশে॥
এই মোর বড় ব্যথা কি করিব যাব কোথা
কেবা মোরে করিব রক্ষণ।
আমি রাজ-রাণী হৈয়া সিংহাসন তেজিয়া
নানা দুঃখে বুলি বনে বন॥
কেমনে থাকিব বনে নাহি লোক অন্ত জনে
জন্তুগণ দেখিয়া ডরাই।
আইলাঙ সাধন করি দেখিব মুনির নারী
তাহে বিধি চিন্তিল হেথাই॥
এই ত অরণ্য মাঝে পশু পক্ষী জন্তু রাজে
কেবা মোরে করে পরিত্রাণ।

(১) পক্ষী।

রামের রমণী হয়্যা * বনে বড়ি দুঃখ পায়্যা
কেনে মোরে তেজিলা শ্রীরাম ॥
উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে শোকে বুক নাঞি বান্ধে
শুনিঞা বাল্মীক তপোধন।
শিষ্য সহিতে মুনি সীতার ক্রন্দন শুনি
আসিয়া দিলেন দরশন ॥

বাল্মীকির আগমন।

কৃষ্ণ-পদারবিন্দ মধু-পানে মত্ত ভৃঙ্গ
শুনি ভেল ঘনশ্যাম দাস।
নতুন মঙ্গল গাঁথা জৈমিনি ভারত পুতা
ভকত জনার অভিলাষ ॥

সশিষ্য সহিতে মুনি কাষ্ঠের কারণে।
যজ্ঞ-হেতু কাননে আইলা তপোধনে ॥
একাকিনী কাননে দেখিয়া মুনি তারে।
কার কন্যা কার নারী সত্য কহ মোরে ॥

পরিচয়।

বিম্বফল জিনি তোমার অধর সুরঙ্গ।
দেখিয়া বদন শশী লাজে দিল ভঙ্গ ॥
মৃণাল বিহিত বাহু ভুরু রামধনু।
পদ কর সরসিজ হরি-মধ্য তনু ॥
অলকা অমৃত কত অলি-কুল ঘটা।
দশন মুকুতা হাস্য বিদ্যুতের ছটা ॥
একাকিনী কেনে মাতা কানন-ভিতর।
শুনিয়া জানকী তারে কহেন উত্তর ॥
তোমার চরণে প্রণমিঞে মহামুনি।
শ্রীরামের নারী আমি জনক-নন্দিনী ॥
আমি অভাগিনী মোর দৃষ্টি হৈল হীনে।
তেজিলেন রাম মোরে বনে তে কারণে ॥

দ্বিজ দয়ারাম রচিত

তরণীসেনের যুদ্ধ।

দ্বিজ দয়ারাম-কৃত রামায়ণের দুই শত বৎসরের পুথি হইতে সংগৃহীত। গ্রন্থকারের অন্য কোন বিবরণ পাওয়া গেল না। তাঁহার পুত্রের নাম দেবীদাস ছিল শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে।

রচনা দেখিয়া মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রামায়ণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

তরণীসেন বিভীষণের পুত্র, অথচ যুদ্ধকালে এ কথা রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির নিকট সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। তরণীসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-লাভ করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই জন্য রাবণের আজ্ঞায় যুদ্ধ করিবার জন্য সমর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণের প্রতি তরণী-সেনের উক্তি।

কুপিয়া তরণী বলে শুনহ লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ॥
আমার বাণে মেরু মন্দর নাহি ধরে টান।
নিশ্চয় আমার বাণে হারাবে পরাণ॥
হেন বাণ দেখ আমার কাঞ্চন-রচিত।
বুকে প্রবেশিয়া বাণ পিবেক শোণিত॥
বাণ লৈয়া যাহ লক্ষ্মণ তেজ অহঙ্কার।
পড়্যাছ আমার ঠাঞি না পাবে নিস্তার॥
আমার বাণে পরাভব দেব-দেব হর।
কত বার জিনিয়াছি জেঠা ধনেশ্বর॥

লক্ষ্মণের প্রত্যুত্তর।

লক্ষ্মণ বলেন বড়াই করিস্ নাই রণে।
এক কথা বলি শুন বলে বুধগণে॥
ভক্ষণের প্রশংসা খাইয়া জিহ্বা করে।
ভার্য্যার প্রশংসা সতী পতি-সাথে মরে॥
শস্যের প্রশংসা চাষা শস্যে আনে ঘরে। (১)
বীরের প্রশংসা যদি জিনয়ে সমরে॥
আমাকে বলিস্ শিশু আগু দেখ বীর।
এখন আমার বাণে হইবে অস্থির॥

যুদ্ধ।

এত বল্যা লক্ষ্মণ ধনুকে যুড়্যা বাণ।
তরণীর অগ্রে সেহ হল্য খান খান॥
কোপেতে তরণী পুনঃ এড়ে তীক্ষ্ন শর।
লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ বাণেতে জরজর॥
তথাচ লক্ষ্মণ বীর তিলেক না বেথে।
নানা সন্ধি (২) বাণ মারে তরণীর বুকে॥

(১) শস্যক গৃহাগতম্। (২) কৌশলে।

ক্ষণে মূর্চ্ছা তরণী উঠিয়া ধনুঃ ধরে।
সাত পাঁচ বাণ মারে লক্ষ্মণ-উপরে॥
বাণে বাণ কাটে লক্ষ্মণ ধনুকের শিক্ষা।
তরণীর বাণ আল্য নাম রিপুভক্ষা॥
সেই বাণে লক্ষ্মণ বীরের হল্য মোহ।
রণ-স্থলে গড়াগড়ি লক্ষ্মণের দেহ॥

লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ও রামের প্রবেশ।

লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা দেখি আশু হল্যা রাম।
কোদণ্ড-ধারণ রণে দূর্ব্বাদল-শ্যাম॥
ডাক দিয়া বলে রাম হেদে রে তরণী।
এখনি আমাব বাণে হারাবে পরাণী॥
বানরগণ পরাভব হল্য তোর বাণে।
প্রকার প্রবন্ধে মূর্চ্ছা করিলি লক্ষ্মণে॥
দ্বিজ দয়ারাম কন ধাইল তরণী।
দেখিল রণেতে আল্য রাম রঘুমণি॥

রণেতে আইলা রাম নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম
ক্রোধে অতি ভাই মূর্চ্ছা রণে।
শ্রীরাম বলেন দুষ্ট মোর ভায়ে দিল কষ্ট
তার শাস্তি দিব এই ক্ষণে॥
আছিল তরণী রথে নাম্বে বীর অবনীতে
প্রণমিল শ্রীরামের পায়।

তরণীর স্তব।

যোড়-হস্তে করে স্তুতি তুমি দেব লক্ষ্মী-পতি
নরাকৃতি হয়্যাছ মায়ায়॥
তব পদ সেবে বিধি দেব পঞ্চানন আদি
মুনিগণ ও পদ ধেয়ানে।
অদ্য মোর দিন শুভ হইল পরম লাভ
রাঙ্গা-পদ পাসু দরশনে॥
নিরঞ্জন নিরাকার তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সার
হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের নাথ।
তবাংশেতে অবতার মৎস্যে বেদ সুপ্রচার
কূর্ম্মরূপ বিশ্বকের (১) ত্রাত॥

(১) বিশ্বকের = বিশ্বের।

বরাহে মৃত্তিকা-কারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য মারি
নরসিংহে কশিপু নাশিলে।
তুমি সে বামনরূপ ছলিয়াছ বলি ভূপ
দাতা ভক্তে পাতালে রাখিলে॥
তব অংশে ভৃগুরাম থুইলে ক্ষেত্রীর নাম
আপনি অংশের কৈলে চুর।
দেবের নিস্তারকারী নররূপ ধনুর্দ্ধারী
আসিয়াছ রাক্ষসের পুর॥
তুমি গোলোকের পতি মহালক্ষ্মী সীতা সতী
শ্রীঅনন্ত ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মূঢ় রাক্ষসের জাতি অরি ভাবে পাল্য গতি
পতিতে তারিলে নারায়ণ॥

তরণীর দেখি ভাব হাতে ধরে পদ্ম-নাভ
কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে।
দুহে পুলকিত গাত্র ঝুরএ দোহার নেত্র
যেন পিতা-পুত্রে হুলাহুলি॥
তরণী বলিছে প্রভু দয়া না ছাড়িবে কভু
স্থল দিহ চরণ-কমলে।
হয়্যাছি রাক্ষস জাতি তুমি অগতির গতি
কোল দিলে পাষণ্ড-চণ্ডালে॥
তুমি দেব-দেব হরি সঙ্গে যুদ্ধ ইৎসা (১) করি
তব অস্ত্রে যেন যায় প্রাণ।
তুমি দেব মহাপ্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
অন্ত কালে কর পরিত্রাণ॥
এত বল্যা উঠে বীর প্রভু-পদে দিল শির
রাম-পদ-ধূলি পান করে।
রামের দয়া। তার শির চুম্বেন রাম বীর নিল ধনুর্ব্বাণ
বসিল তরণী রথপরে॥
শ্রীরাম বিস্ময় মন হেন ভাবে করে রণ
ধন্য ধন্য বৈষ্ণব রাক্ষস্।
সর্ব্বকাল ভক্ত জয় হেন জন কিসে ক্ষয়
ইহা জিনি না হয় সাহস॥

(১) ইচ্ছা।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ।

প্রাচীন পুথির সময় নির্দ্দেশ নাই, গ্রন্থকারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। রচনা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা বলিয়া মনে হয়। রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত আছে। এই কবির রচিত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের কথাও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি।

গরুড় নামেতে পক্ষী বিনতা-সন্তান।
কশ্যপ-ঔরসে জন্ম মহা বলবান্॥
জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল বিস্তর।
আহার মাগিতে গেল মুনির গোঁচব॥
গজ-কচ্ছপেরে দেখাইয়া দিল মুনি।
নখেতে বিন্ধিয়া পক্ষী লইল তখনি॥
সম্মুখে দেখিল এক দীর্ঘতরুবর।
আহার করিতে বৈসে তাহার উপর॥
ভরেতে ভাঙ্গিল ডাল দেখি পক্ষি-রাজ।
বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির সমাজ॥
বালখিল্ল মুনি আদি অনেক আছিল।
ডাল-ভরে মরে পাছে গরুড় চিন্তিল॥
নখেতে লইল গজ-কচ্ছপ বিন্ধিয়া।
ঠোটেতে করিয়া ডাল চলিল উড়িয়া॥
বসিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়।
সুমেরু-শিখরে আসি হইল আরূঢ়॥

লঙ্কার উৎপত্তি

মনোহর স্থান দেখি বিনতা-নন্দন।
হরষিতে গজ-কূর্ম্ম করিল ভক্ষণ॥
রক্ত-মাংসে একাকার পর্ব্বত-উপর।
দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর॥
ঝন্ঝনা চিকুর শিলা ঘন বজ্রাঘাত।
গরুড় উপরে ইন্দ্র হানয়ে নির্ঘাত॥
পাখা আচ্ছাদিয়া হরষিতে মাংস খায়।
বারেক ইন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া না চায়॥
পরম আনন্দে মাংস করিল ভোজন।
পাখ শাট দিয়া পক্ষী উড়িল তখন॥
পাখ শাট দিয়া তখন গরুড় উড়িল।
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গি সমুদ্রে পড়িল॥

স্বর্ণ-দ্বীপ হৈল তাতে সমুদ্রের মাঝে।
লঙ্কাপুরী বলি নাম রাখেন দেবরাজে॥

মুনির ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে ভয় করে॥
কত দিনান্তরে তথা রাজা দশানন।
বসতি করিল আসি ভাই তিন জন॥

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়া যতন।
ভরত রাখিল নাম কৈকেয়ী-নন্দন॥
সুমিত্রার গর্ভে হৈল পুত্র দুইজন।
রাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রুঘন্॥
হেন মতে চারি অংশে জন্মিলাম আপনি।
বড়ই দুঃখের কথা শুন মহামুনি॥
পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে।
হরধনুঃ ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে॥
একদিন দেখি দশরথ নরপতি।
মন্ত্রণা করিল মোরে করিতে ভূপতি॥
আয়োজন করি রাজা হরষিত মন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥
কৈকেয়ী নামেতে যিনি ভরত-জননী।
রাজার নিকটে তিনি আইল আপনি॥
কহিতে লাগিল মাতা শুন নৃপবর।
পূর্ব্বে সত্য করিয়াছ দিবে দুটী বর॥

রাম-লক্ষ্মণাদির বনবাস।

রাজা বলে কোন্ দ্রব্য চাহ পাটরাণী।
যাহা ইচ্ছা চাহ শীঘ্র দিবত এখনি॥
মাতা বলে এই চাই শুনহ রাজন্।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে দেহ বন॥
চৌদ্দ বৎসর রাম থাকিবেন বনে।
এই বর চাহি আমি তোমার সদনে॥
শ্রুত মাত্রে ভূমিতলে পড়িল রাজন।
শ্রীরাম বলিয়া রাজা হন অচেতন॥

শুনিয়া গেলাম আমি পিতার গোচর।
অনেক ডাকিলু আমি না পাই উত্তর॥
পিতৃ-সত্য পালিবারে যাই আমি বন।
সঙ্গে চলিলেন সীতা অনুজ লক্ষ্মণ॥
অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া লইল।
জটা বাকল পরাইয়া বিদায় করিল॥

ভরতের ক্রোধ ও রামের নিকট আগমন।

রহিলাম চিত্রকূট পর্ব্বত যথায়।
তিন দিনান্তরে ভরত আইল তথায়॥
মাতুলের গৃহ হৈতে আসি দুইজন।
জননীর মুখেতে শুনিল বিবরণ॥
রাম-বনবাস শুনি ভরত মহাকায়।
ক্রোধেতে আপন মায়ে কাটিবারে যায়॥
নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জননী।
মাতৃ-বধ কৈলে বাপু কি হবে তা শুনি॥
মায়ের বচনেতে ভরত সামা হৈল।
গর্জ্জিয়া আপন মায়ে কহিতে লাগিল॥
আরে আরে পাপীয়সী কি তোর জীবন।
কেমন পরাণ ধরে দিলি রামে বন॥
উচিত না হয় তার মুখ দেখিবারে।
এতেক বলিয়া ভরত আইল বাহিরে॥
রাজার নিকটে আসি করিয়া রোদন।
মম শোকে নরপতি ত্যজিল জীবন॥
তপ্ত তৈল মাঝে রাখি রাজ-কলেবর।
ভরত আইল তবে রামের গোচর॥
সপরিবার যত অযোধ্যা নিবাসী।
আমার নিকটে সবে উত্তরিল আসি॥
অনেক কহিল মোরে বিনয়-বচনে।
তুমি অযোধ্যায় আইস আমি যাই বনে॥
রাজা আজ্ঞা না করিল আসিতে কাননে।
তুমি কেন আইলে প্রভু পাপিনী-বচনে॥
আমি কহিলাম তুমি রাজা হও গিয়ে।
প্রজার পালন কর পিতা সম হয়ে॥

অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ভরতেরে।
অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম তাহারে ॥
রাজ-সিংহাসনে রাখি পাদুকা আমার।
হেন মতে ভরত পালেন রাজ্যভার ॥
হেথা চিত্রকূট ধামে থাকি তিন জন।
মৃগয়া করেন নিত্য অনুজ লক্ষ্মণ ॥
হেন মতে তৃতীয় বৎসর তিন মাস।
পরম কৌতুকে আমি তথা করি বাস ॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
তথা হৈতে গেলাম মোরা পঞ্চবটী বন ॥
শূর্পণখা নামে তথা আছে নিশাচরী।
রাবণের সঙ্গে বিরোধ।
রাবণের ভগিনী সেই নিকষা-কুমারী ॥
দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘ নখ কেশী।
এই মতে চলে বাট হাজার রাক্ষসী ॥
একদিন মায়া করি আইল শূর্পণখা।
লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়া দিল দেখা ॥
মায়া করি নিশাচরী লাগিল কহিতে।
বড় ইচ্ছা হয় মম তোমারে ভজিতে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ।
স্ত্রীবধ না করিয়া কাটিল নাক কাণ ॥
অপমান পায়ে সেই লক্ষ্মণের হাতে।
নিবেদিল সব কথা রাবণ-সাক্ষাতে ॥
ভগ্নীর দুর্গতি দেখি ক্রোধিত রাবণ।
মারীচ সহিত আসি পঞ্চবটী বন ॥

মায়া মৃগ।
মারীচ হইল মায়া-মৃগ-কলেবর।
সম্মুখেতে নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর ॥
দেখিতে দেখিতে মৃগ গেল বনান্তরে।
আমিও গেলাম সেই বনের ভিতরে ॥
এক বাণে বধিলাম মৃগের জীবন।
প্রাণ-ত্যাগ কালে কৈল ভাই রে লক্ষ্মণ ॥
সীতাহরণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ আইল মম অন্বেষণে।
শূন্য গৃহ পেয়ে সীতা হরিল রাবণে ॥

মৃগ মারি আইলাম ভাই দুই জন।
সীতা না দেখিয়া দোহা করিএ রোদন ॥
বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই।
সন্ধান পাইলু পক্ষী জটায়ুর ঠাঞি ॥
রাবণ হরিয়া সীতা গেল লঙ্কাপুরে।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত দুই সহোদরে ॥

বনে বনে ভ্রমি দোহে করিয়া রোদন।
পঞ্চ কপি সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥
নল নীল সুগ্রীব হনুমান্ জাম্বুবান্।
এই পঞ্চ জন তথা বানর প্রধান ॥
সীতার বারতা আমি কহিলাম তারে।
শুনিয়া সুগ্রীব তবে কহিল আমারে ॥
বালি রাজা আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তার ভয়ে সশঙ্কিত থাকি নিরন্তর ॥
তুমি যদি পার তারে করিতে সংহার।
সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার ॥
এত শুনি দুই ভায়ে হয়ষিত হয়ে।
বালিকে করিলু বধ প্রকার করিয়ে ॥
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল।
আমাকে নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল ॥ (১)
কহ প্রভু এ কেমন বিচার তোমার।
বিনা দোষে বধ কৈলে জনক আমার ॥
কোন্ অপরাধ পিতা কৈল তব ঠাঞি।
এ কর্ম্ম উচিত তব না হয় গোসাঞি ॥
শুনিঞা তাহার বাক্য হইনু লজ্জিত।
কহিলাম অঙ্গদ বর মাগ মনোনীত ॥
ক্রোধ-মনে অঙ্গদ কহেন পুনর্ব্বার।
বর যদি দিবে শুন বচন আমার ॥
বিনা দোষে তুমি মম বধিলে পিতারে।
তোমারে বধিব আমি তেমতি প্রকারে ॥

---

(১) অঙ্গদ রামের সাক্ষাতে তাঁহাকে গঞ্জনা করিয়াছে, এরূপ কথা বাল্মীকির রামায়ণে নাই।

শুনিয়া তথাস্তু বাক্য কহিলাম তারে।
কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে ॥
ব্যাধের কুলেতে জন্ম তোমার হইবে।
মৃগ অনুসারে বধ আমারে করিবে ॥

বর পেয়ে হরষিত অঙ্গদ হইল।
সীতার বারতা আমি তাহারে কহিল ॥
শুনিঞা সে সব কথা বালির নন্দন।
বানর কটক ঠাট আনে ততক্ষণ ॥
সীতা অম্বেষণ হেতু গেল হনুমান্।
লঙ্কা দগ্ধ করে বীর পবন-সন্তান ॥
সীতার সংবাদ আনি দিল মম ঠাঞি।
শুনি হরষ হইলাম আমরা দুই ভাই ॥
বিভীষণ নামে রাবণের ভাই ছিল।
মৈত্র বলি মম স্থানে আসিয়া মিলিল ॥
পাষাণে জলধি-জল করিয়া বন্ধন।
লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ ॥
এক লক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সওয়া লক্ষ।
সংহার করিলাম কত রথী যে বিপক্ষ ॥
অবশেষে রাবণেরে করিলু সংহার।
হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥
বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আসি অযোধ্যায় ॥
শুনহ নারদ এই পুরাণের সার।
রাবণ-বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥
রামের চরিত্র কথা অমৃত-সমান।
কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান্ ॥

পাবনার কবি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

সীতার বিবাহ।

অদ্ভুতাচার্য্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ, অদ্ভুতাচার্য্য উপাধি। বিশেষ বিবরণ "History of Bengali Language and Literature" পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কবির বাসস্থান পাবনা জেলার সাঁচোর গ্রামের নিকট সোণাবাজুর অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রাম। গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ।

জনক আদি করিয়া যতেক রাজাগণ।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
পুরীর ভিতরে লয়া করিল গমন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলেন আসন॥
নানা মধু দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন।
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন॥
ঘরেত থাকিয়া আসি জনক-নন্দিনী।
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি॥
রাম দেখি সীতা দেবী দড়াইল (১) মন।
আর বর নাহি মোর এ তিন ভুবন॥
মনেত ধরিল সীতা রামের চরণ।
মনে মনে কহিতে আছেক মন-কথন॥

পৃথিবীতে জনমিনু অযোনি সম্ভবা হৈনু
বাপে নাম থুইল জানকী।
বাপের প্রতিজ্ঞা-বাণী ঘটক হৈল মহামুনি
রঘুচন্দ্র পতি হেন দেখি॥
নররূপে নারায়ণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
কামিনী ধরাইতে নারে চিত্তে।
কমোট কঠোর ধনু রামের কোমল তনু
না পারিব গুণ চড়াইতে॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী আনন্দিত কমলিনী
বিষাদ ভাবএ চন্দ্রমুখী।
পাইবা উত্তম পতি ত্রিভুবনে তুমি সতি
তোমার ধর্ম্মে ব্রহ্মা দেব সুখী॥ দেবগণের বরদান।

(১) দূর করিল।

দেবের শুনিয়া কথা আনন্দিত হৈল মাতা
দেব-চক্র বুঝিতে না পারি।
বর দিলা ভগবতী শ্রীরাম হউক পতি
অদ্ভুত মধুর ভারতী॥

শিবের ধনুঃ।

ধনুক দেখিয়া রাম চিন্তে মনে মন।
এ মত ধনুক নাহি এ তিন ভুবন॥
বড় বড় বীর আইল জিনিঞা সংসার।
ধনুক দেখিয়া কেহ নহে আগুসার॥
বিশ্বামিত্র বোলে শুন কমল-লোচন।
তোমার বিক্রম আজি দেখিব ত্রিভুবন॥
গুরুর বচনে হাসে কমল-লোচন।
এক বাক্য বুলি আমি তাথে দেহ মন॥
ধনুখান দেখি গুরু অতি বড় ভর।
না পারিলে লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
রামের বচনে ক্রোধ হইল লক্ষ্মণ।
আপনাকে আপনে না জান কি কারণ॥
ধনুকে গুণ দিব আমি কার্য্য কত বড়।
কঠোর পণ করিয়াছে জনক নৃপবর॥
শিবের ধনুকে গুণ দিব যেহি জনে।
তার তরে সীতা দেবীক করিব সমর্পণে॥
যদি আজ্ঞা কর মোথে কমল-নঞান।
গুণের কি কার্য্য (১) ধনু করো (২) খান খান॥
যে পর্ব্বতে ধরিয়াছি এ মহী-মণ্ডলে।
যদি আজ্ঞা কর রাম তোলো বাহুবলে॥
এক টানে তুলিবার পারো পৃথ্বী-খান।
ধনুক করিয়া মোর কোন বস্তু জ্ঞান॥
কত বড় বাঁশের ধনুক কমল-লোচন।
আকাশে ফিরাও যে দেখুক সর্ব্বজন॥
বীর-দর্প করি তবে বলিছে লক্ষ্মণ।
আমি কথা কহি তোরা শুন সর্ব্বজন॥

---

(১) গুণ দেওয়া সামান্ত কথা। (২) করি।

আমিত ধনুত গুণ দেই এহিক্ষণ।
জনকে করুক সীতা রামেক সমর্পণ ॥
রাম বোলে শুন তুমি লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
কঠোর পণ করিছে জনক নৃপবর ॥
লক্ষ্মণে গুণ দিব আমার কোন প্রয়োজন।
করিবার পারি কর্ম্ম দেখুক সর্ব্বজন ॥
অহঙ্কার না করিব সভা-বিদ্যমান।
ধনুক ধরিব আমি কোন বস্তু জ্ঞান ॥
এতেক বুলিয়া তবে উঠিলা নারায়ণ।
জয় জয় শব্দ করে দেব মুনিগণ ॥
গুরুর চরণে রাম কৈল নমস্কার।
চলিলেন রামচন্দ্র ধনু তুলিবার ॥

ধনুর্ভঙ্গ।

ভঙ্গ হইল কার্ম্মুক দেবগণের কৌতুক
আনন্দে ভরিল ত্রিভুবন।
নাচয়ে নৃত্যকীগণ পবন যে সঘন
পরশুরামের হৈল জাগরণ ॥ (১)
দ্বিজ করে বেদ-ধ্বনি জয় জয় রঘুমণি
আনন্দে পূরিল ত্রিভুবন।
জনক হৈল আনন্দিত দ্বারে দ্বারে নৃত্য গীত
অদ্ভুত মধুর বচন ॥

অধিবাস।

হস্তিনী চিত্রানী নারী শঙ্খিনী পদ্মিনী।
মঙ্গল আচার সবে করিছে রজনী ॥
সীতার নিকটে গেল যত বিদ্যাধরী।
চৌদিগে ধরিয়া সীতাক তুলিল যত নারী ॥
বিধিমতে যে আছিলা স্ত্রী আচার।
থার পরিত্যাগ সবে করেন সীতার ॥
স্নান করাইল সীতাক সানন্দিত মন।
মঙ্গল আচার সবে করে নারীগণ ॥
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন।
* * অধিবাস কৈল সব নারীগণ ॥

---

(১) ধনুর্ভঙ্গের শব্দ শুনিয়া পরশুরাম জাগ্রত হইল।

আর কন্যা আছিল উর্ম্মিলা রূপবতী।
কুশধ্বজের দুই কন্যা ধৃতি আর শ্রুতি॥
চারি কন্যার অধিবাস কৈল বিধিমতে।
মনসা চলিয়া গেল যথা রঘুনাথে॥
শত নারীগণ আর করিয়া সঙ্গতি।
অধিবাস করিলেন দেব লক্ষ্মীপতি॥
বাজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন।
মাথে করি নিল সব সুবর্ণ-চালন॥
গন্ধর্ব্বে গীত গাএ নাচে বিদ্যাধরী।
পরম আনন্দ হৈল যথাতে শ্রীহরি॥
চারি সিংহাসনে আছে চারি সহোদর।
নীলবসন অঙ্গ নব জলধর॥
দুর্ব্বাদল-শ্যাম তনু অতিমনোহর।
নবজলধর-তনু শোভে পীতাম্বর॥
নবীন বয়স বেশ মনোহর তনু।
আজানুলম্বিত ভুজ ভুরু কামধেনুঃ॥
বদন দেখিয়া মোহে কতকোটি কাম।
নারীগণ মোহ যায় কোন বস্তু জ্ঞান॥
অপরূপ দেখি সব অর্চ্চিত হইল।
যার দৃষ্টি যথা গেল তথাই রহিল॥

বিবাহ।

চৌদিকে বেড়িয়া নিল চারি সহোদর।
নৃত্য গীত কৌতুকে পোহাইল রজনী।
পূর্ব্বদিক্ প্রকাশ হইল দিনমণি॥
বাজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন।
জাগিয়া উঠিল তবে যত রাজাগণ॥
প্রাতঃ ক্রিয়া করিয়া বসিল সর্ব্বজন।
বিশ্বামিত্র করিল বিভার শুভক্ষণ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে চলিল দুই জন।
জনকের পুরোহিত গৌতম-নন্দন॥
শ্রাদ্ধ করিতে বৈসে জনক রাজন।
বিধিমতে করাইল রাজাক শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করি পাত্র রাজা কৈল সমর্পণ।
নানা দান উৎসর্গিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ॥

বেদ পড়ি আশীর্ব্বাদ কৈল মুনিগণ।
দেব মুনিগণের রাজা বন্দিল চরণ॥
দশরথ রাজা এথা নান্দীমুখ করে।
পুরোহিত হইল বিশ্বামিত্র মুনিবরে॥
বিধিমতে কৈল রাজা শ্রাদ্ধ তর্পণ।
পিতা মাতা মহারাজা করিয়া তোষণ॥
বশিষ্ঠ মুনিক কৈল পাত্র সমর্পণ।
নানা দান করি তুষিলেক যত মুনিগণ॥
শ্রাদ্ধ দান করিতে বেলা হইল অবশেষ।
গোধূলি সময় আসি হইল প্রবেশ॥
তিথি আর যোগ গ্রহ নক্ষত্র করণ।
স্থানে স্থানে বসাইল বশিষ্ঠ তপোধন॥
চতুর্দ্দিগে বৈসে দেব মুনি রাজাগণ।
ব্রহ্মা আদি সাক্ষাতে বসিল সর্ব্বজন॥
যাইবেন চারি ভাই সয়ম্বর স্থানে। বরসজ্জা।
নানা রত্ন অলঙ্কার পরে চারি জনে॥
রতন মুকুট শিরে কর্ণে কুণ্ডল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভে বক্ষঃস্থল॥
কনক-নূপুর পায়ে বাজে রিনি ঝিনি।
চরণ মন্থরগতি গজরাজ জিনি॥
আগে আগে চলিলেন রাম নারায়ণ।
তাঁর পাছে চলিল ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥

(কি আরে) চলিল রাঘব রাম যার পরিণয় রাজ।
এ তিন অনুজ সঙ্গে স্বয়ম্বর-মাঝ॥ ধুয়া॥

বিবিধ বিনোদ মালে ছড়ার আটুনি।
আধ লম্বিত ভালে বিনোদ টালনি॥
চন্দন তিলক আর অলকা বিলোলে।
চন্দ্র বৈঠল যৈছে জলধর-কোলে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা তাহে কামদেব-বাণ।
হেন বুঝি কামদেব পূরিছে সন্ধান॥
নীলাব্জ নয়নে খেলে অপাঙ্গ তরঙ্গ।
আছুক নারীর কাষ মোহিছে অনঙ্গ॥

খগপতি জিনি নাসা অধর বান্ধুলি।
তাহাতে বিচিত্র সাজে দশন সুরণি॥
রত্নকঙ্কণ শোভে মণিময় হার।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তাহার॥
অঙ্গদ বলয়া সাজে ভুজযুগ দণ্ড।
সুবলিত জিনি মত্ত করিবর-শুণ্ড॥
নবঘন-শ্যাম তনু বস্ত্র বর পীত।
নীল গিরিবর যৈছে জড়িতে জড়িত॥
মকরত-সম কান্তি জানু সুশোভন।
অরুণ-কিরণ যেন কমল-চরণ॥
চরণ-পল্লব সব চম্পক কলিত।
রোহিণীর পতি কত জিনিয়া নির্ম্মিত॥
নবীন বয়স রাম অনঙ্গ হিল্লোলে।
কত সুধা বরিষএ মধু রস বোলে॥
দেখিতে আইল তথা যতা নারীগণ।
সবে মূর্চ্ছাগত হইল দেখিয়া চরণ॥
কে কহিতে পারে তার রূপের মহিমা।
তিন লোকের পতি তার কি দিব উপমা॥
অদ্ভুত আচার্য্যে বন্দে কমল-চরণ।
পরম পুরুষ রাম দেব নিরঞ্জন॥

আনন্দিত সর্ব্বজন জনকের ভবন
পুরে বাজে আনন্দ বাজনা।
দশরথ-রাজ-সুত রূপে গুণে অদ্‌ভুত
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥

রামের রূপ।

ব্রহ্মা হর পুরন্দর শশী বসু দিবাকর
সুরাসুরে না জানে মহিমা॥
কোটি চন্দ্র জিনি শোভা মোহন মূরতি আভা
সিথি চান্দে অলকার পাঁতি।
দেখিয়া কোটা ঠাম মূরছিয়া পড়ে কাম
আলো করএ ঘোর রাতি॥
নাসা বর সুন্দর মুখ কোটি সুধাকর
শ্রবণে কুণ্ডল মণি দোলে।

জিনি তারা উৎপল যে নঞান যুগল
যেন ভ্রমর পড়িছে পদ্মদলে ॥
জিনি পাকা বিম্বফল অধর যে যুগল
দশন যে মুকুতার পাতি।
অমিয়া মধুর হাস যেন চন্দ্র পরকাশ
বিদ্যুৎ চমকে ঘোর রাতি ॥

সঙ্গেত চলিল যত দেবগণ।
পৃথিবীর যত রাজা আর মুনিগণ ॥
আগ বাড়ি নিতে (১) গেলা জনক রাজন।
বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ ॥
নানা বাদ্য বাজে ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি।
মহা শব্দ উঠিল দেখিয়া চক্রপাণি ॥
স্বয়ম্বর স্থানে গেলা রাম নারায়ণ (২)।
তথা চারি কন্যা পরে বস্ত্র-আভরণ ॥ চারি কন্যার বধূ-সজ্জা।
নীল লোহিত পীত বর্ণ মনোহর।
চিত্র বিচিত্র শোভে পরিছে অম্বর ॥
মৃগমদ চন্দন চর্চ্চিত কৈল কেশ।
খোপায়ে পাটের থোপা দোলে পৃষ্ঠদেশ ॥
রতনে জড়িত পরে কিরীট উজ্জ্বল।
কনক কিরীট পরে করে ঝলমল ॥
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু ললাটেত সাজে।
কনক-কমলে যেন অরুণ বিরাজে ॥
কামের কাম ভূরুভঙ্গ তরঙ্গ জিনিতে।
মুনিগণ মোহ যায় অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্রীমুখমণ্ডল।
কুরঙ্গনঞানী গণ্ডে দুলিছে কুণ্ডল ॥
নক্ষত্র জিনিয়া যেন শোভে শশধর।
একত্র শোভিছে যেন শশী দিবাকর ॥
বিম্ব অধর আর নাসা গজমতি।
বিদ্যুৎপ্রকাশ হাস দশনের জ্যোতিঃ ॥

---

(১) অগ্রসর হইয়া অভিনন্দন করিয়া লইতে।
(২) রাম যিনি স্বয়ং নারায়ণ।

হার কেয়ূর আর শঙ্খ যে কঙ্কণ।
স্থানে স্থানে শোভা করে নানা আভরণ ॥
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে কনক আটুনি।
চরণে নূপুর বাজে শুনি রিনি ঝিনি ॥
গমন উত্তর গতি রাজহংস জিনি।
নাভি গম্ভীর তাথে মধ্যে দেহখানি ॥
পারিজাত চারি থানা দিল পুরন্দর।
বিচিত্র শোভিছে মালা করের উপর ॥
নবীন বয়স চারি বিদগধ বালা।
সঙ্কেত চলিছে কাম পূর্ণ ষোল কলা ॥
অসংখ্য আনন্দ-বাদ্য বাজে নিরন্তর।
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি নাদে হইল কোলাহল ॥
জয়ধ্বনি করিল সকল নারীগণ।
আগে সীতাদেবী যায় পাছে তিন জন ॥
এমত আনন্দ আর নাহি ত্রিভুবন।
রত্ন-প্রদীপ সব করিছে শোভন ॥
মাথা তুলি চাহে সীতা রামের বদন।
অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্ব সুরস বচন ॥

(কি আরে) শ্যাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর।
নিবদ্ধ কবরী ভার তাহে নানা ফুল ॥ ধুয়া ॥

কি দেখিনু রাম-রূপ শিরে বস্ত্র বালা।
ভুবনমোহন বেশ জিনি চন্দ্রকলা ॥
মলয়া যে বহে বাত সীমন্ত শোভনা।
নিবিড় মেঘেত যেন চমকে চপলা ॥
ললাটে নির্ম্মিত বিন্দু সুন্দর সিন্দুর।
কনক-কমল মধ্যে যেন বৈঠল সূর (১) ॥
দীর্ঘ নঞানে শোভে কজ্জল উজ্জল।
মেঘ যেন শোভা করে গগন-মণ্ডল ॥
শশী সমতুল্য যেন খঞ্জনের মেলা।
চন্দ্রের মধ্যেতে যেন কিছু আছে কালা ॥

---

(১) সূর্য্য।

তিলফুল তুল্য নাসা বোলে সুমধুর।
বিম্ব অধর চারু দন্ত মণি-তুল ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মণি ছয় তায়।
নক্ষত্র-মণ্ডলে শোভে বিভার বিনাএ ॥
কম্বু-কণ্ঠে মুক্তামালা দোলে পয়োধর।
সুরেশ্বরী ধারা যেন সুমেরু-শেখর ॥
কণ্টকবিহীন যেন সুমৃণাল বাহুলতা।
কনক-কঙ্কণ যেন পরাইছে বিধাতা ॥
করপল্লব শোভে যেন নক্ষত্র উদিত।
রতন সুদড়ি তাথে বিধির নির্ম্মিত ॥
কেশরী জিনিয়া তনু মধ্যে ক্ষীণি।
নাভি গম্ভীর ত্রিবলিত তরঙ্গিনী ॥
গিরুয়া নিতম্ব তাহে শোভেত কিঙ্কিণী।
জঘন বলিত চারু রামরম্ভা জিনি ॥
চরণকমল সুকমল-কলি-তুল।
উপরে শোভিত তাহে কনক নূপুর ॥
অঙ্গে অনঙ্গ পূর্ণ চলে গুণশীলা।
হংসের গমন জিনি নিজ-গতি বালা ॥
সমুদ্র-মন্থনে কিবা পাইল শ্রীহরি।
ইন্দ্রের শচী কিবা শঙ্করের গৌরী ॥
ইহার পরে তুলনা দিবার নাহি আর।
কহেন অদ্ভুত রূপ ভুবনের সার ॥

রাম-সীতার জন্য সখীগণের শয্যা প্রস্তুত করা।

চান্দোয়া টানায় তারা ঘরের ভিতর।
বিচিত্র পালঙ্ক পাড়ে অতি মনোহর ॥
পালঙ্কের উপরে বিচিত্র বিছানে।
নেতের বালিস দিল সিথানে পৈথানে (১) ॥
ঝাপাতে হীরা শোভে উত্তম থোপনা।
গজ মুকুতা তাতে লাগিয়াছে ঝন্‌ঝনা ॥
নানাবিধ পুষ্প ফেলে শয্যার উপর।
পুষ্পের মধ্যে ক্রীড়া করে লুব্ধ ভ্রমর ॥

---

(১) শিয়রে এবং পায়ের নীচে।

কর্পূর তাম্বূল থুইল কস্তূরী চন্দন।
পক্কান্ন সন্দেশ সখী থুইল ততক্ষণ॥
সুস্বর্ণ ভৃঙ্গারে থুইলেন সুশীতল জল।
শর্করা সহিত থুইলা মিঠা নারিকল॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ থুইলেন কটোরা পূরাণ (১)।
ভক্ষণ করিবেন আসি লক্ষ্মী নারায়ণ॥
শয্যা নির্ম্মাইয়া সখী দিলেন সাদরে।
পাদুকা পাএ দিয়া প্রভু আইলা মন্দিরে॥

সীতা হারাইয়া রাম।

সীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
হাহাকার শব্দ হৈল অমর নগরে॥
রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
ফল আনিবারে গেলা সীতা হেন লয় মন॥
লড় (২) দিয়া বনে গেল ভাই দুই জন।
চতুর্দ্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ॥
সীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর।
গোদাবরীর তীরে গেলেন দুই সহোদর॥
চতুর্দ্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ।
সীতাকে না দেখি প্রভুর আকুল জীবন॥
রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে।
তুমি জান সীতা আমার নিল কোন্ জনে॥
রাম প্রশ্ন করেন নদী না দেয় উত্তর।
গলাগলি ধরি কাঁদে দুই সহোদর॥
তরু লতা আদি পশু পক্ষীক শুদ্ধি করি।
তোমরা জান কোথা গেল জনক-ঝিয়ারি॥
রামচন্দ্র পুছেন কেহ না দেয় উত্তর।
অদ্ভুত রচিল গীত পয়ার সুন্দর॥

---

(১) কৌটা (পাত্র) পূর্ণ করিয়া।
(২) দৌড়।

দ্বিজ লক্ষ্মণ-কৃত রামায়ণ।

রাবণ-বধের পর সীতাকে রাম-সমীপে আনয়ন ও অগ্নি-পরীক্ষা।

রাজা (১) বলে পর সীতা বিচিত্র বসন।
অঙ্গের মার্জ্জন কর পর আভবণ॥
রাম-দরশনে চল বেশভূষা পর্য্যা।
লইব প্রভুর পাশে স্বর্ণ-দোলায় কর্য্যা॥
জানকী বলেন মোর কায নাই বেশে।
এইরূপে লৈয়া চল রাঘবের পাশে॥
আমার দুর্গতি কিছু দেখুন নয়নে।
বেশ কর্য্যা না যাইব রঘুনাথের স্থানে॥
রাজা বলে রাম-আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন।
এত বল্যা আনাইলা দেব-কন্যাগণ॥
অগুরু চন্দন দিয়া অঙ্গের তুলে মলা।
ভাণ্ডারের বিচিত্র বসন আনাইল্যা॥
স্বর্ণ-দোলা আন্যা বস্ত্র আচ্ছাদিল তায়।
শুভ ক্ষণ করি বেলা সীতাকে চাপায়॥
দোলাতে বসিলা মাতা স্মঙরি (২) রামচন্দ্রে।
রাক্ষসগণ চৌদলী তুলিয়া নিল স্কন্ধে॥
সুবেশ কর্য্যা সীতা যান ভেটিতে রামেরে।
রাক্ষস-রমণী কত যায় দেখিবারে॥
রামের কাছে যান সীতা মন্দোদরী দেখে।
বলে অভিশাপ-বাণী ধারা বয় চক্ষে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী করিল গমন।
সীতার সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন॥
সীতার পানে চাহিয়্যা বলিছে মন্দোদরী।
কোথা যায় ওগো সীতা আমায় অনাথ করি॥
আমার সৃষ্টি নাশ কর্য্যা যায় রামের স্থানে।
যাবা মাত্র পড়িবে রামের বিষ যে নয়নে॥
মন্দোদরীর শাপ-বাণী জানকী শুনিল।
হরিষ বিষাদে মাতা গমন করিল॥

জানকীর অশোকবন-ত্যাগ।

মন্দোদরীর অভিশাপ।

(১) বিভীষণ। (২) স্মরণ করিয়া।

রামের কাছে যায় সীতা হরষিত চিতে।
কটকে হুড়াহুড়ি সব সীতাকে দেখিতে॥
রাক্ষস-রমণী সব ধায় রড়ারড়ি।
তা দেখিয়া বিভীষণ হাতে নিল বাড়ী (১)॥
বিমান হইতে ভূমে নাম্বিল রাজন।
চতুর্দ্দিগে বেড়্যা বাড়ী নহে নিবারণ॥
কার মাথে বাজে কার পৃষ্ঠে রক্ত পড়ে।
ভাবে ভুলি মগ্নচিত্ত তবু ধায় রড়ে॥
বস্যাছেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ দক্ষিণে।
সম্মুখে সুগ্রীব রাজা মন্ত্রী জাম্বুবানে॥
সমুখেতে হনুমান্ করে কৃতাঞ্জলি।
বালির কুমার সঙ্গে বীর মহাবলী॥
নল নীল কেশরী আর তপন প্রধান।
আর যে আছএ কপি কত নিব নাম॥
কটকের হুড়াহুড়ি সীতাকে দেখিতে।
কলরব করে কিছু না পাই শুনিতে॥

উঠিয়া দাণ্ডান রাম রঘুকুল মণি।
বিভীষণে ডাকিয়া বলেন কিছু বাণী॥
সীতাকে দেখিতে সভার সাধ আছে মনে।
সর্ব্বজনে দেখুক সীতা নিষেধ কর কেনে॥
প্রজা সব পুত্র-তুল্য রাজা হন পিতা।
রাজার রমণী হল্যে সভাকার মাতা॥
মায় দেখিতে পুত্র ধায় কি বলিবে কায়ে।
অতি রূপবতী হল্যে আপনা সম্বরে॥
দমনে বানরগণ কদাচিৎ রয়।
যার যে স্বভাব ধর্ম্ম আপনি রাখয়॥
শুন ভাই মিতা আর না কর বারণ।
ছাড়্যা দেয় সীতাকে দেখুক সর্ব্বজন॥
এত বিবরণ শুন্যা রামের বয়ানে।
বিভীষণ রাজা তবে ভাবে মনে মনে॥

সীতার অবরোধ-মোচন।

---

(১) যষ্টি।

আর যত সভাখণ্ড ভাবেন তখন।
মনেতে করিছে সভে সীতার বর্জ্জন॥
হেন কালে দোলা হত্যে বার্য়াইল (১) সীতা।
আকাশেতে পড়ে যেন কত বিদ্যুল্লতা॥
বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকে মাতা লাজে হন লুকি।
বসন ফুটিয়া রূপ ভুবন আলো দেখি॥
রামের পাদ-পদ্ম দুটী সীতা নিরখিয়া।
প্রণাম করেন মাতা অবনী লোটায়্যা॥

হরিষ বিষাদে রাম আশিষ করেন।
জানকীর পানে চায়্যা বিরূপ বলেন॥
শুনহ জানকী আমি বলি তব ঠাঞি।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোব কিছু কার্য্য নাঞি॥
আমি আর গৃহিণী না করিব তোমায়।
যথা ইচ্ছা তথা যায় দিলাম বিদায়॥
শুনিয়া রামের মুখে দারুণ কাহিনী।
চক্ষু বায়্যা পড়ে জল জনক-নন্দিনী॥
বজ্রাঘাত সম বাক্য শুনি বুদ্ধিহারা।
লোচন বাহিয়া দুটী পড়ে জলধারা॥
এই মোর নিবেদন শুন নাবায়ণ॥
হনূরে পাঠাল্যে যবে তত্ব করিবারে।
রামচন্দ্র তখন কেন না বর্জ্জিলে মোরে॥
অগ্নি-কুণ্ড কর‍্যা কিম্বা জলে প্রবেশিয়া।
পরাণ তেজিতাঙ আমি কাঁতি (২) গলে দিয়া॥
দেয়র লক্ষ্মণ একবার চায় মোর পানে।
আমা লাগ্যা বল কিছু শ্রীরাম-চরণে॥
আমি সীতা অভাগিনী না করি কোন পাপ।
একবার চায় রাম ঘুচুক সন্তাপ॥
অগ্নি-কুণ্ড কর‍্যা দেহ দেয়র লক্ষ্মণ।
অগ্নিতে প্রবেশ কর‍্যা তেজিব জীবন॥
আমার নিমিত্তে রাম কেন পাবে ক্লেশ।
পাপিনী পুড়িয়া মরুক তোমরা যাও দেশ॥

বিসর্জ্জন।

সীতার উত্তর এবং অগ্নিতে প্রবেশ।

(১) বাহির হইল। (২) কাইন্তে।

অশ্রু ঝুরে লক্ষ্মণ রামের পানে চান।
অভিপ্রায় বুঝিয়া বলেন ভগবান্॥
অলঙ্ঘ্য রামের বাক্য লঙ্ঘে কোন্ জন।
কুণ্ড খুলিবারে গেলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
অগ্নিকুণ্ড খুলেন তবে সুমিত্রার সুত।
অষ্ট হাত করিল কুণ্ড শাস্ত্রের বিহিত॥
চন্দন-কাষ্ঠেতে সব ভর্য়াইল কুণ্ড।
তাহার উপরে ঢালে চন্দন শ্রীখণ্ড॥
পাবক প্রদীপ্ত হৈয়া কুণ্ডময় বেড়ে।
জনক-নন্দিনী স্তব করেন কর-যোড়ে॥
জানকী বলেন ব্রহ্মা তুমি তিন লোকের সাক্ষী।
লুকাইয়া যে পাপ করে তায় তুমি দেখি॥
বচসি মনসি কায়ে জাগ্রতে স্বপনে।
রাম বিনে অন্য জন যদি জানি মনে॥
কায়মনোবাক্যে আমি যদি হই সতী।
তবে অগ্নি তোমার ঠাঞি পাব অব্যাহতি॥
নতুবা যে জান মনে করিবে বিচার।
কলঙ্ক না হয় যেন রামের আমার॥

রামের শোক।

এত বল্যা পড়েন সীতা অগ্নির ভিতর।
বাড়িয়া উঠিল বহ্নি সুমেরু সোসর॥
গুগু'র হুহু শব্দে ধরণী ভরিল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপিতে লাগিল॥
উঁকি দিয়া চান রাম কুণ্ডের ভিতর।
সীতারে না দেখিতে পাইয়া কান্দেন গদাধর॥
কুণ্ডের ভিতরে সীতা ব্রহ্মার সাক্ষাতে।
মাতৃ-তুল্য করি ব্রহ্মা রাখ্যাছেন সীতাকে॥
ভূমেতে পড়িয়া রাম ডাকেন সীতা বল্যা।
দশ দিগ অন্ধকার মূর্চ্ছাপন্ন হল্যা॥
রক্ত-বর্ণ চক্ষু অশ্রু ঝুরে অবিশ্রাম।
বিনিঞা বিনিঞা কান্দেন করুণা-নিদান॥
হায় হায় কিবা হল্য লক্ষ্মী ছাড়্যা গেল।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ সদাই চঞ্চল॥

আপন বুদ্ধিতে আমি হারালাঙ সীতায়।
শুকানে ডুব্যালাঙ তরী তরিয়া দরায়॥
সব অন্ধকার সীতা তোমার বিহনে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যা-ভুবনে॥
যে সীতার তবে দুঃখ দশমাস ধর্যা।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ প্রাণপণ কর্যা॥
কুড়ি হাতে ধনুক ধরে যমের সমান।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যার দণ্ডে কম্পবান্॥
হেন জনে বিনাশিয়া উদ্ধারিলাঙ সীতা।
কি দোষে আমারে লক্ষ্মী ছাড়্যা গেল কোথা॥
ধূলায় ধূসর রাম হল্যা অচেতন।
আস্তে ব্যস্তে মুখে জল ঢালেন লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ রাজা কান্দে ধরণী ধরিয়া।
রামের বয়ান হেরি কান্দে ফুকরিয়া॥
ভাই বন্ধু ধন জন সব হারাইয়া।
ঘরের সন্ধান যত সীতার লাগিয়া॥
হেন সীতা অগ্নিতে পুড়িয়া হৈল ছাই।
ধিক্ থাকু জীবনে আর কিছু কায নাই॥
কান্দয়ে সকল কপি লোটায়্যা ভূতলে।
রামের রোদনে কান্দে দশ দিক্‌পালে॥

দ্বিজ ভবানী-কৃত রামায়ণ।

লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

আমার নিকট রক্ষিত ১২০ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা হইল। গ্রন্থ-রচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

তথা হতে বহুদূর করিল গমন।
আনন্দিত হইল দেখি কুমার লক্ষ্মণ॥
সম্মুখে দেখিল রম্য ঘোর তপোবন।
মন্দ মলয়-বায়ু বহে ঘন ঘন॥
ফলেমুলে বৃক্ষ সব দেখিতে সুন্দর।
কোকিলে করএ নাদ অতি ঘোরতর॥

মন্দ মন্দ বায়ু বহে পুষ্প সব লড়ে।
মধুকর-পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥
নবীন নবীন পত্র অতি মনোহর।
পক্ষী সবে নাদ করে শুনি পরস্পর॥
দেখিয়া আনন্দ হইল সকল রাজার।
স্থানে স্থানে সরোবর দেখএ অপার॥
জলচর পক্ষী সব জলের ভিতর।
দেখিয়া আনন্দ হইল রঘুর কোঙর॥

তপোবন-বর্ণনা।

পদ্ম-হীন নাই তথা এক সরোবর।
হেন পদ্ম নাই তথা নাহিক ভ্রমর॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান অতি সুলক্ষণ।
রথ হতে নামিলেক কুমার লক্ষ্মণ॥
হনুমন্ত আদি করি যত রাজগণ।
রথ হৈতে নামিল দেখিতে তপোবন॥
ধনু হস্তে করি যায় কুমার লক্ষ্মণ।
ধরিছে দক্ষিণ হস্তে পবন-নন্দন॥
অঙ্গদ চলিছে আগে পাছে রাজগণ।
আনন্দে বেড়ায় বীর সেই তপোবন॥

চন্দ্রকলা।

হেন কালে চন্দ্রকলা ইন্দ্রের নন্দিনী।
জল-ক্রীড়া করিবারে আইল সুবদনী॥
এক শত দাসী সঙ্গে চন্দ্রের উপম।
আপনে নবীন যুবা নব-ঘন-শ্যাম॥
কামেশ্বর নাম তথা রম্য সরোবর।
সেই জলে ক্রীড়া করে বরাঙ্গনা-বর॥
মুখের লাবণ্যে কৈল মলিন কমল।
আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল ভ্রমর॥
কমল সকল অঙ্গ বিম্ব-ওষ্ঠাধর।
সুবর্ণ কদলী উরু অতি মনোহর॥
অরুণ জিনিয়া চক্ষু আভা চন্দ্রসম।
সেইরূপ দেখি হয় মুনিমন ভ্রম॥
[illegible]-চঞ্চু জিনি নাসা দেখিতে সুন্দর।
উপমা দিবার রূপ নাই ক্ষিতি-তল॥

পরস্পরের প্রীতি-সঞ্চার।

দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর চমকিত মন।
একদৃষ্টে চাহি রহে কন্যার বদন॥
চাহিতে মজিল মন রূপের নাই সীমা।
উপমা দিবার নাই অপার মহিমা॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর বাড়ে চিত্তে তাপ।
ভেদিল সকল অঙ্গ বচন-কলাপ॥
হেন রূপ গুণ আর না দেখিছি নারী।
সংসারে হইল জন্ম লক্ষ্মী অবতারি॥
বিস্ময় হইয়া বীর চিত্তে অনুমানি।
হেন কালে দেখিলেক ইন্দ্রের নন্দিনী॥

প্রথম যৌবন দশরথের নন্দন।
অভিনব কাম জিনি সিংহের গমন॥
অন্যোন্যে দৃষ্টি হইল তারা দুই জন।
অন্যোন্যে দরশনে মজিলেক মন॥
ভিন্ন জন দেখিয়া বসনে ঢাকে মুখ।
জলেতো মজ্জায় (১) অঙ্গ মনেতো কৌতুক॥
দেখিল পুরুষবর সাক্ষাতে মদন।
তার পাছে দাসীগণে করে আলোকন॥
বোলে শুন চন্দ্রকলা চল যাই ঘর।
দেখিল পুরুষবরে তোহ্মা (২) কলেবর॥
তোহ্মা রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যায়।
হেন অঙ্গ অভিনব যুবরাজে চাএ॥
চন্দ্রকলা বোলে সখি শুন মোর বাণী।
দেখি নব যুবরাজ হিন্দোলে পরাণী॥
যখনে চাহিল মোরে নব যুবরাজ।
হানিলেক প্রেম-বাণ হৃদয়ের মাঝ॥
এত বলি চন্দ্রকলা গাএ বস্ত্র দিল।
সূর্য্য দণ্ডবৎ করি ঘরে চলি গেল॥

তথা হতে কন্যা যদি হইল অদর্শন।
চিন্তাকুল হইলেক কুমার লক্ষ্মণ॥

(১) নিমজ্জিত করে। (২) তোমার।

কন্যার অদর্শনে লক্ষ্মণের ব্যাকুলতা।

না দেখিল চন্দ্রকলা গেল কোন্ ভিত।
মনে মনে মহাবীর হইল চিন্তিত॥
নয়নে না দেখি পথ সর্ব্ব অন্ধকার।
পাপী সবে যেমতে না দেখে স্বর্গ-দ্বার॥
ক্ষুধাএ বিকল যেন ক্ষুধাতুর জন।
ধন হারাইয়া যেন বিলপে কৃপণ॥
কি দেখিলুম ক্ষিতি-তলে বদন-মাধুরী।
সেই নীল-কান্তি মনে বিস্মরিতে নারি॥
অলঙ্ঘ্য যে প্রেম-বাণে দহে কলেবর।
ঘন ঘন শ্বাস মুখে বহে নিরন্তর॥
এমত দেখিয়া সবে বলিল বচন।
বিচলিত মন কেনে রঘুর নন্দন॥
হনুমন্ত সম্বোধিয়া বলে রাজগণ।
বিরস বদন কেনে ধানুকী লক্ষ্মণ॥
হস্তযোড়ে দাঁড়াইল পবন-নন্দন।
বদন তুলিয়া চাহ নর-নারায়ণ॥
কোন্ চিন্তা ভাব গোসাঞি কহ আহ্মা স্থানে।
তোহ্মার অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবনে॥

লক্ষ্মণে বোলেন বাপু শুন মোর বাণী।
সূর্য্য-বংশে মোর সম কেবা আছে মানী॥
দেবতা করিলুম বশ মেঘনাদ জিনি।
আসিতে বলিল মোরে রঘু-বংশ-মণি॥
সেই তপোবন দেখ মিলিল আসিয়া।
মোর প্রাণ দহে বাপু কন্যার লাগিয়া॥
ব্যর্থ মোর রাজ্য ধন জীবন যৌবন।
যদি বা এহার সনে না হয় দর্শন॥
কোথা গেল চন্দ্রকলা না দেখিল আর।
জন্মান্তরে পাপ কিবা করিল অপার॥
জন্মান্তরে ভোগ কিবা আহ্মি সে বঞ্চিল।
তবে কেনে বিধি মোরে বঞ্চিত হইল॥
না করিব যুদ্ধ আজি [illegible] যাও ঘর।
[illegible] হইয়া আজি [illegible]॥

রাম-সীতা-চরণে কহিও নমস্কার।
সন্ন্যাসী হইয়া গেল লক্ষ্মণ কুমার॥
অঙ্গদ যে বীর যাও কিষ্কিন্ধ্যা নগর।
যার যেই দেশে যাও দেখি রঘুবর॥
আছাড়িয়া ধনুর্ব্বাণ ভূমেতে ক্ষেপিল।
স্বর্গে যাইতে মহাবীর উদ্যম করিল॥
ইন্দ্রের নন্দিনী কিবা শিবের নন্দিনী।
জিনিয়া আনিব আহ্মি কহি পুনি পুনি॥
সমবেত দেহপাত যদি হএ রণ।
তথাপি কবিব যুদ্ধ কন্যার কাবণ॥

এ বলিয়া মৌন হৈল কুমার লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিল তবে যত রাজগণ॥
অঙ্গদ প্রভৃতি আর যত রাজগণ।
কহিতে লাগিল তবে বিনয় বচন॥
অবধান করি শুন বীর যুবরাজ।
একবার রঘুবংশে রাখিলা যে লাজ॥
তুহ্মি জগতের নাথ জানে ত্রিভুবন।
উচিত না হয় তোহ্মার এবম্বিধ মন॥
রঘুনাথে গঞ্জিবেক রাজসভা-মাঝ।
কি বলিয়া প্রবোধিবা রঘুবংশ-রাজ॥
তোহ্মার ঘরেত আছে জগতমোহিনী।
তবে কেনে অন্য মন হএ রঘুমণি॥
স্থির হও মহাবীর গ্রহ (১) ধনুর্ব্বাণ।
পূর্ব্বজন্মে নারী হইলে হইব বিদ্যমান॥
এত শুনি বলিলেক কুমার লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দিকে বিচার করহ সর্ব্বজন॥
আপনে বেড়াইব আহ্মি হইয়া পদরথী।
চল বীর হনুমন্ত পালহ আরতি (২)॥
লক্ষ্মণের আদেশে উঠিল সর্ব্বজন।
বিচার করিতে (৩) সৈন্য যায় ততক্ষণ॥
চলিল অঙ্গদ বীর বিষাদিত মন।
বৃক্ষপত্র ব্যাপিয়া চলিল সৈন্যগণ॥

(১) গ্রহণ কর। (২) আজ্ঞা। (৩) খুঁজিতে।

কালজিত রাজা চলে সবার প্রধান।
আপনে লক্ষ্মণ চলে হাতে ধনুর্ব্বাণ ॥
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ সুমিত্রা-নন্দন।
পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘনে ঘন ॥
হৃদ্-গঙ্গার পুরে যত করি বিচরণ।
দেখিলেক অগস্ত্যের উত্তম আশ্রম ॥
চতুর্দ্দিকে রম্ভাবন মধ্যে মধ্যে ঘর।
তথা বসি তপ করে মহামুনিবর ॥
এক শত মুনি আছে তার পরিবার।
দেখিয়া হইল ভয় সকল রাজার ॥
ত্বরমাণে (১) জানাইল লক্ষ্মণ-গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে যোড় করি কর ॥

অগস্ত্য-আশ্রমে।

মুনির আশ্রম এক পাইল দরশন।
লক্ষ্মণে বোলেন আহ্মি করিব গমন ॥
হনুমন্তে বোলে প্রভু আহ্মি যাই আগে।
মোর পাছে আসিব যতেক বীরভাগে ॥
এ বলিয়া হনুমান্ সত্বরে চলিল।
মুনির গোচরে গিয়া দরশন দিল ॥
প্রণাম করিয়া বোলে বীর হনুমান্।
নিবেদন করি গোসাঞি কর অবধান ॥
তোমার গোচরে আইল কুমার লক্ষ্মণ।
আহ্মাকে পাঠাই দিল জানাইতে কারণ ॥
উদ্দেশিয়া যার পদ সদা কর ধ্যান।
সাক্ষাৎ মিলিল আসি সেই ভগবান্ ॥
মোর নাম হনুমন্ত পবন-নন্দন।
শুনি হরষিত হৈল মুনি মহাজন ॥
লক্ষ্মণ উদ্দেশে মুনি করিল গমন।
হেন কালে যুবরাজ মিলে ততক্ষণ ॥
হনুমন্তে চিনাইল কুমার লক্ষ্মণ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক মুনি তপোধন ॥
করে ধরি আলিঙ্গন কৈল মহাশয়।
ভক্তিভাবে পদধূলি লক্ষ্মণে যে লয় ॥

(১) ত্বরমাণ—শীঘ্র।

লক্ষ্মণে বোলেন মুনি শুন মোর বাণী।
কি হেতু আসিছি আহ্মি চিন্তা কর পুনি॥
মুনি বোলে অঙ্গ মোর হইল নির্ম্মল।
সাক্ষাতে দেখিল আহ্মি বদন-কমল॥
যে কর্ম্মে আসিছ তুহ্মি পুরাইব আশ।
চিন্তা ছাড় যুবরাজ না কর আশ্বাস॥
তোহ্মা লাগি বিধাতাএ রাখিয়াছে নিধি।
তাকে লইয়া জিনিবা যে রাজগণ আদি॥
ইন্দ্রের নন্দিনী দেখি তুহ্মি মোহ গেলা।
যেন তুহ্মি তেন রাম বিধাতা সৃজিলা॥
মুনি বোলে ইন্দ্রদেব আইল তপোবন।
বধিল দানব দৈত্য বিচারি ভুবন॥
আজ্ঞা কর মহামুনি সঙ্গতি যাইতে।
না পারি পামর চিত্ত আহ্মি ধরাইতে (১)॥
পদ্মপত্রের জল যেন করে টলমল।
তেমত আহ্মার চিত্ত শুন মহাবল॥

মুনি বোলে সঙ্গে চল সুমিত্রা-কোঙর।
কন্যা-রত্ন দিব তোহ্মা প্রতিজ্ঞা যে মোর॥
এত শুনি মুনি সঙ্গে চলে ধনুর্দ্ধর।
ক্ষণেকে চলিয়া গেল কন্যার বাসর (২)॥
মুনির সহিতে গেল পঞ্চ ধনুর্দ্ধর।
পদভরে বসুমতী কাঁপে থর থর॥
মহাবীর হনুমন্ত পবন-নন্দন।
সুদাম নৃপতি আর কুমার লক্ষ্মণ॥
এহি সব সঙ্গে মুনি উপস্থিত হইল।
লক্ষ্মণের আগমন কহিতে লাগিল॥
দেখে চন্দ্রকলা তবে আছে ভূমিতল।
আপনে মোছয়ে মুনি নয়নের জল॥
মুনি বোলে দাসীগণ কহ সমাচার।
জ্ঞানহীন হই কেন আছিয়ে কন্যার॥
কেনে অলঙ্কার রত্ন ধরণী লোটায়।
দাসীগণে বোলে কথা কহনে না যাএ॥

(১) চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিতে। (২) গৃহ।

স্নান করিয়া কন্যা হইল অচেতন।
জিজ্ঞাসিয়া মহামুনি চাই ত কারণ ॥
মুনি বোলে চন্দ্রকলা কহ সমাচার।
শোকাকুল চিত্ত কেন দেখিএ তোমার ॥
অঙ্গরাগ নাই কেন গলিত বসন।
নয়নেত জলধারা বহে কি কারণ ॥
জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
পদবন্ধে ইতিহাস করিল রচন ॥

চন্দ্রকলার নিবেদন।

শুন মুনি দুঃখের কাহিনী।
গেল আহ্মি সরোবর স্নান করিবার তর (১)
সখীগণ করিয়া সঙ্গিনী ॥
থাকিয়া জলের মাঝ দেখিলাম যুবরাজ
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ-ঠাম।
কণ্ঠে দিব্য রত্নমালা যেন শোভা করে তারা
নানা সাজে যেন ঘনশ্যাম ॥
নবরঙ্গ মহাবল হাসে বীর খল খল
চাহিতে হরিয়া নিল প্রাণ।
সত্য করিলাম আহ্মি শরীরে না সহে পুনি
বিষ খাইয়া তেজিব পরাণ ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ দেখি হইল কৌতুক
কোন্ বিধি হরি নিল তবে।
দারুণ মুখের ঠানে ভুবন মোহিতে জানে
দেখি মোর মজিলেক মন।
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি
হেন মনে দেখি অনুক্ষণ ॥
শুন শুন মুনিরাজ জীবনের নাই কায
না দেখিলে সে চাঁদ-বদন।

মুনির আশ্বাস।

মুনি বোলে চন্দ্রকলা তোমার জীবন ভালা (২)
পতি পাইলা নর-নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা তোকে দিল বর মজিলেক পুরন্দর
সেই নাথ দেখিলা নয়নে।

(১) তরে—জন্য। (২) ভালা—ভাল।

জিনিতে নৃপতিগণ সঙ্গে লইয়া রাজগণ
ভ্রময়ে যে দেশ-দেশান্তর ॥
পথক্রমে সৈন্যসনে আসিলেক তপোবনে
তোহ্মা দেখি মজে তান মন।
তোহ্মা যেন নাই জ্ঞান তেন মত তান প্রাণ
অন্যোন্যে হইছে সন্ধান ॥
তোহ্মাতে কহিতে মর্ম্ম জানাইলুম এহি ধর্ম্ম
লক্ষ্মণ যে নর-নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পাঠায় চর জানাউক পুরন্দর
আসিতে দেবতাগণ সঙ্গে।
হেন কালে সহচরী পাঠাইল সুরপুরী
দেবসভা অতিশয় রঙ্গে ॥

ইন্দ্রের আগমন।

ইন্দ্রের গোচরে গিয়া বোলে পুটাঞ্জলি হইয়া
লক্ষ্মণ বীরের আগমন।
শুনি ইন্দ্র হরষিত আনন্দিত অতুলিত
দেবসঙ্গে করিল গমন ॥
বলিয় কন্যার আগে হেন বীর মিলে ভাগ্যে
পরশনে পাপ হএ নাশ।
ধন্য মোর কন্যা হৈল নারায়ণ বর পাইল
পবিত্র হইল মোর কুল।
চল চল দেবগণ দেখি নর-নারায়ণ
চলহ সকল সহচরী।
সভাকারী সঙ্গে করি চল সব সহচরী
শীঘ্র কহ চন্দ্রকলা-স্থানে ॥
কন্যার সমীপে গিয়া সকল কহিল ধাইয়া
দেবসঙ্গে আইসে পুরন্দর।
সভা করিবার রঙ্গে সভাকারী আনে সঙ্গে
সুবদনি এহি আজ্ঞা কর ॥
মুনি বলে সভা কর যেমত কন্যার বর
দেখিয়া প্রশংসে যেন সর্ব্বে।
মুনির আদেশ পাইয়া সভাকারী গেল ধাইয়া
বিচিত্র নির্ম্মাণ সভা করে ॥

মুনি বোলে চন্দ্রকলা অল্প মাত্র আছে বেলা
আঙ্কি যাই যথা যুবরাজ।
তোমার সংবাদ শুনি আনন্দিত হইব পুনি
মৃতদেহে সঞ্চরিব জীব।
শুনিয়া মুনির বাণী বোলে কন্যা সুবদনী
চল শীঘ্র জানায় সংবাদ॥
দারুণ বসন্ত কাল কিবা মোর জঞ্জাল
শীঘ্র যাউক বোল মুনিবর।
মুনি বোলে চিত্ত শান্ত করিলে পাইবা কান্ত
সন্ধ্যাকালে নব ঘন শ্যাম।
শ্রীরামের ইতিহাস শুনিলে পাতক নাশ
কি করিতে পারে মহাপাপে॥

সর্ব্বদেব সঙ্গে করি মিলে পুরন্দর।
যার যেই যোগ্য স্থানে বসিল সত্বর॥
ধবল যে বস্ত্র উড়ে মন্দ মন্দ বায়।
স্থানে স্থানে স্তম্ভের উপরে দীপময়॥
শতে শতে দিউটী ধরিল চারি পাশ।
সভা দেখি দেবরাজ মনে মনে হাস॥
মুনি সম্বোধিয়া বোলে দেব পুরন্দর।
কোন্ স্থানে চন্দ্রকলা কন্যারত্ন মোর॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী সব করএ মঙ্গল।
সাজাই আনিতে যাউক দেবতা সকল॥
দেবতার তেজে হউক পৃথিবী উজ্জ্বল।
নৃত্য গীত করহ মঙ্গল কুতূহল॥
সুবর্ণ-রজত-বৃষ্টি কর তপোবনে।
রত্নময় দেখে যেন রঘুর নন্দনে॥
ই সব বলিয়া গেল রঘুর নিকটে।
দেখিলেক চন্দ্রকলা পড়িছে সঙ্কটে॥
জানিয়া এ সব তত্ত্ব যেয় পুরন্দর।
তোহ্মা প্রাণনাথ এথা আসিছে সত্বর॥
জনক দেখিয়া কন্যা প্রণাম করিল।
বদনে ঢাকিয়া মুখ আড় হৈয়া রৈল॥

বিবাহের উদ্যোগ।

তার পাছে পুরবাসী যত যত নারী।
স্নান করাইয়া দিল অলঙ্কার সাড়ী॥
কপালে সিন্দুর-ফোঁটা দেখিতে সুন্দর।
সখীগণ সঙ্গে চলে যথা স্বয়ম্বর॥
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাদ্য জোকারের নাদ।
নারীগণে গীত গাহে শুনিতে সুস্বাদ॥
পিনাক বরাহ বাদ্য রুদ্র কপীনাস।
শুনিয়া এ সব ধ্বনি সভাব উল্লাস॥
ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
স্বয়ম্বর-স্থানে গিয়া দিল দরশন॥
এথা বীর যুবরাজ আসিবার তরে।
সাজিয়া সকল বীরে সিংহনাদ করে॥
পুণ্যবন্ত রাজা নরপতি জয়চন্দ্র।
শ্লোক ভাঙ্গি অভিষেক কৈল পদবন্দ॥
উত্তম ভবানী দ্বিজ রচিল পয়ার।
ইতিহাস ভবসিন্ধু পাপ তরিবার॥ (১)

---

(১) নোয়াখালির নিকট কোন স্থানে এই জয়চন্দ্র নৃপতির রাজধানী ছিল। এই পুস্তক তাঁহারই আদেশে দ্বিজ ভবানী কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। পুস্তক রচনার পারিশ্রমিক ও উদ্দেশ্যে পুথির শেষে এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

জয়চন্দ্র নরপতি রাম ইতিহাস অতি
যত্নে সে করিল পদবন্দ।
দ্বিজবর ভবানী আপনা সাক্ষাৎ আনি
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান।
শুন শুন দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর
লিখিয়া রামের গুণকথা।
আহ্মার যে অধিকার প্রজা সব দুর্ব্বার
দিনে দিনে যত পাপ করে।
করএ অশেষ পাপ মহাদুঃখ সন্তাপ
এহা হতে উদ্ধার আহ্মারে॥

জগদ্রাম রায়ের রামায়ণ।

জগদ্রাম রায় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর-নদের তটবর্ত্তী ভুলুই গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরেরা এখনও উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের গৃহে জগদ্রাম রায় বিরচিত যে রামায়ণ মহাকাব্যখানি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে, শুনিতে পাওয়া যায় তাহা জগদ্রাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের স্বহস্তলিখিত। পিতাপুত্র উভয়েই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে রাম-প্রসাদ রায়েরও ভণিতা আছে।

হর-পার্ব্বতী-সংবাদ।

[কবি জগদ্রাম রায়-বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তর্গত দুর্গাপঞ্চ রাত্রি-নামক খণ্ডকাব্য হইতে উদ্ধৃত।]

পার্ব্বতী-বন্দনা।

জয় পার্ব্বতী হর দুর্গতি
প্রণতি তব চরণে।
সেই সে ধন্য পরম পুণ্য
যে লভে তব শরণে॥
মুকতিদাত্রী শিখর-পুত্রী
নাস্তি তব মা উপমা।
তব চরিত্র অতি বিচিত্র
বেদে দিতে নারে সীমা॥
মূল প্রকৃতি নাস্তি আকৃতি
পরম জ্যোতিরূপিণী।
এ সব সৃষ্টি সে তব দৃষ্টি
সচরাচরব্যাপিনী॥
বিহীন-বর্ণ শুনহ বর্ণ
দৃগ্‌বলহীন-নয়না।
রসনারহিত স্বাদ বিদিত
হীন চরণে গমনা॥
সলিলে স্নিগ্ধ অনলে দগ্ধ
রবিতে প্রখর কিরণা।
চন্দ্রে শীতল সে তুমি সকল
অগণিত গুণ বরণা॥

জগত-বন্দ্য তুমি অনিন্দ্য
হরি-হর-বিধি-পূজিতা।
অতি অধর্ম্মী আমি কুকর্ম্মী
মোর কেহ নাহি মাতা ॥
করুণা-নেত্রে চাও কুপুত্রে
হে ত্রিনয়ণি একবার।
তারা নাম ভার রাখ এইবার
আমি সে করেছি সার ॥
না জানি তন্ত্র পূজন-মন্ত্র
যন্ত্রবিহীন পূজা।
দেখি পামর মা দুঃখ হর
দয়া কর দশভুজা ॥
তব চরিত্র পঞ্চক-রাত্র (১)
গান শুনি কর দয়া।
হবে স্বপক্ষ কর কটাক্ষ
বিতর সম্পদ-ছায়া ॥
জগতে গায় এ বর চায়
যুগ বাতুল চরণে।
তব ও মূর্ত্তি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি
হয় যেন সে মরণে ॥

কৈলাসে শিব-শিবার কথোপকথন।

[রাবণ-বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার প্রস্রবণ-পর্ব্বতে শরৎকালে অকালে দেবীর বোধনপূর্ব্বক পূজারম্ভ করেন। দেবীকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিবামাত্র কৈলাস-পর্ব্বতে দেবীর আসন টলিল। সেই সময়ে ভগবতী শিবের সহিত যেরূপ কথোপকথন করেন, নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।]

কৈলাসেতে একাসনে হরগৌরী দুই জনে
প্রেমে রসাবেশে বসি ছিল্যা।
হেন কালে সিংহাসন টল বল (২) করে ঘন
শিবদুর্গা সচকিত হল্যা ॥
করপুটে কাত্যায়নী প্রণমিয়া শূলপাণি
জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ।

(১) পুস্তকের নাম দুর্গা-পঞ্চরাত্র। (২) টলমল।

বল প্রভু ভূতনাথ কেন হেন অকস্মাৎ
টলবল করয়ে আসন॥
শুন ত্রিনয়ন প্রভু বাম অঙ্গ নাচে কভু
দক্ষ অঙ্গ (১) স্পন্দয়ে কখন।
কভু থাকি হর্ষমনে কভু প্রাণ কাঁদে কেনে
হরিষ বিষাদ হল্যে ঘন॥
কি জানি কি লভ্য হয় না জানি কি অপচয়
বুঝিতে না পারি কিছু আমি।
ক্ষণে দন্তে জিহ্বা কাটে ক্ষণে কেনে হর্ষ উঠে
এ কি বটে বল মোর স্বামী॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ডাকে কেবা দুর্গা বল্যে
কে পড়িল বিষম শঙ্কটে।
স্থির হত্যে নারি আর বল বটে কি প্রকার
দ্রুত যাব তাহার নিকটে॥
ভবানী-ভারতী শুনি ধ্যানে বসি শূলপাণি
জানিলেন সকল কারণ।
পুলকে পূরিত গাত্র প্রেমে ছল ছল নেত্র
আনন্দ উথলে ঘনে ঘন॥
শিব কন শুন শিবা আজি অতি শুভ দিবা
পরম আনন্দ করি মানি।
কিষ্কিন্ধ্যা কাননে হরি প্রতিমা প্রকাশ করি
তোর পূজা করিবেন তিনি॥
নির্ম্মাইয়া দশভুজা আশ্বিনে তোমার পূজা
প্রকাশিলা রাজীবলোচন।
ষাটি সহস্রেক মুনি সঙ্গে লয়্যা চক্রপাণি
তোমারে করেন আবাহন॥
যে পূজা বসন্তে ছিল সে শরতকালে হল্য
ইহা বই কি আনন্দ আর।
প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পূজা কৈল্যা যদি
তবে হল্য সংসারে বিস্তার॥
বাম অঙ্গ নাচি উঠে এই সে মঙ্গল বটে
চল চল চণ্ডিকা চপলে।

---

(১) দক্ষিণ অঙ্গ।

শুহ গজানন লেহ (১) ব্যাজ আর না করিহ
লঘুগতি চল ভূমিতলে॥
জগদ্রাম কাব্য কয় মোর যেবা ভাগ্যে হয়
তব নাম পতিত-পাবনী।
প্রাণের প্রয়াণ-কালে জিহ্বা যেন রাম বলে
তবে তব নামগুণ জানি॥

শিব-বাক্য শ্রবণে দেবীর ক্রোধ।

শঙ্করের কথা শুনি বলেন শঙ্করী।
বাম অঙ্গ নৃত্য শুভ বলিলে বিচারি॥
দক্ষ অঙ্গ নাচে তাহে কিবা হবে হানি।
বিবরণ ত্রিলোচন বলিবে এখনি॥
শ্রীরাম করেন পূজা কি কার্য্য বিশেষ।
বনিতারে বিবরিয়ে বল ব্যোমকেশ॥
গঙ্গাধর কন শুন গণেশ-জননী।
অল্প অপচয় বটে না মান সে হানি॥
পূজা প্রকাশিলা রাম তাব যে কারণ।
সে কথা গণেশ-মাতা শুন দিয়া মন॥
প্রভু রাম গুণধাম দেবের কারণে।
দশরথ-গৃহে জন্ম লভিলা আপনে॥
পিতার বচন পালিবারে এল্যা বন।
রাবণ করেছে তার জানকী হরণ॥
রাবণ তোমার দাস রামচন্দ্র জানি।
তব পূজা আরম্ভিলা শ্রীরাম আপনি॥
তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিবেন বর।
স্ববংশেতে ধ্বংস তবে হবে লঙ্কেশ্বর॥
এ নিমিত্তে পূজা চিত্তে ভাবহ ভবানী।
রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি॥
এই অপচয় তেঁই নাচে দক্ষ অঙ্গ।
অল্প দায় বটে মন না করিহ ভঙ্গ॥
পিতল বিফল হয় পাইলে কাঞ্চন।
ইন্ধন করিয়ে ত্যাগ মিলিলে চন্দন॥

শিবমুখে রামের বৃত্তান্ত শ্রবণ।

(১) লও।

কূপ-জল দিয়া যদি পাই গঙ্গাজল।
শুক্তির বদলে দিয়ে পাই মুক্তাফল॥
পাষাণ ব্যত্যয় দিয়ে স্পর্শমণি মিলে।
এ সকলে হানি কি পরম লভ্য বলে॥
রাবণ ত্যজিলে যদি রাম তুষ্ট হন।
ইহা হত্যে লভ্য কিবা ত্রিভুবনে ধন॥
সংসারের পূজ্য যিনি পূজিবে তোমায়।
এ আনন্দ পঞ্চমুখে বলা নাহি যায়॥

হরের বদনে হেন শুনি হৈমবতী।
কোপ করি কন কিছু কাত্যায়নী তথি॥
ভক্তের বিপত্য হবে চিত্তে ভেদ হল্য।
লোহিত লোচন পূর্ণ ঘর্ম্ম উপজিল॥
কলেবর থর থর কম্পিত অধর।
মহাদেবে মহামায়া বলেন উত্তর॥
উগ্র হয়্যা উগ্রদেবে বলেন পার্ব্বতী।
তোমাকে কথাকে মোর অসংখ্য প্রণতি॥

দেবীর ক্ষোভ।

কি বল কাশীবিলাস এ অল্প দায় বটে।
যে কথায় প্রাণ যায় হিয়া মোর ফাটে॥
দ্বিগুণ আগুন মোর উঠিল জ্বলিয়া।
সেবক-বধের কথা কর্ণেতে শুনিয়া॥
শুন ভূতনাথ এবে বলিব উচিত।
ভূত ভবিষ্যতে হেন না দেখিয়ে রীত॥
জনক জননী ভাবে ভজয়ে সেবক।
যারে ভজে সে জানয়ে যেমত বালক॥
সেবক প্রভুতে হয় এমত সর্ম্বন্ধ।
ভক্তের উন্নতি হল্যে প্রভুর আনন্দ॥
দাসের দুর্গতি হল্যে স্বামী দুঃখ মানে।
এইরূপ আচরণ করে ত্রিভুবনে॥
সে তুমি অখিল-স্বামী কি বল বচন।
কৌশল করিয়া বুঝি বুঝ মোর মন॥
একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে।
শূল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তাকে॥

উগ্র তপ তব জপ করিল রাবণ।
ধ্যান করি যুগ ভরি কৈল অনশন॥
এক পদে তা পর সহস্র বর্ষ ছিল।
সহস্র পূর্ণেতে এক মুণ্ড কাটি দিল॥
দশ দশ শত বর্ষে দশ শীর্ষ (১) দিয়া।
তব পদ সেবিল সকল তেয়াগিয়া॥
সে কালে সরল হয়্যা কি বর না দিলে।
পুত্র বলি অগ্নিকুণ্ড হত্যে কোলে নিলে॥
মোর ক্রোড়ে দিয়া পুনঃ বলিলে আমারে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে (২)॥
তদবধি লঙ্কাপুরে মোর হল্য বাস।
উগ্রচণ্ডা খাণ্ডা ধরি রক্ষা করি দাস॥
সে সব বৃত্তান্ত নাকি নিতান্ত ভুলিলে।
বুঝি ভোলানাথ ভাঙ্গে ভ্রমে ভুলি গেলে॥
রাবণ ভুবনে মোর ভক্তের প্রধান।
কার্ত্তিক গণেশ নহে তাহার সমান॥
পুত্রভাব রাবণেরে জানয়ে সংসারে।
সে যদি মরে ধিক্ থাকুক মো সবারে॥
আমি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি।
মোর দাস করে নাশ কাহার শকতি॥
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা আমি খাণ্ডা ধরি যাব।
রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্রামে দাঁড়াব॥
দেখিব দানব দেব অসুর রাক্ষস।
সুপর্ণ পন্নগ যক্ষ ঋক্ষের সাহস॥
ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধর্ব্ব বেতালেতে।
নর কি বানর যেবা আসিবে সাক্ষাতে॥
সমূলেতে সংগ্রামেতে সংহার করিব।
ভক্তের কারণে ভূমি শোণিতে ভাসাব॥
নিশুম্ভ শুম্ভরে আমি নাশ কৈল ক্ষণে।
মহিষমর্দ্দিনী নাম লুকাল্য ভুবনে॥
অহি মহী সহিত করিব সর্ব্বগ্রাস।
তথাপি রাখিবহে রাবণ নিজ-দাস॥

---

(১) মস্তক। (২) তোমার উপর ভার অর্পিত।

মোর দাসে নাশে কেবা সাধ করে মনে।
সর্ব্বসংহারিণী নাম কেবা নাহি জানে॥
অন্য জন যদি হেন বচন বলিত।
উগ্রচণ্ডা নিকটে তখনি ফল পেত্য॥
তুমি স্বামী দারা আমি তাই সহ্য হল্য।
এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা না জন্মিল॥
কি তার সরম যার এমতি আশয়।
নহিলে তোমারে কেন পশুপতি কয়॥
তোমার করণ বলি শুন নিজ রীত।
শিব দুর্গা দোঁহে উক্তি পরম পূর্ণিত॥
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গীত জগতেতে গায়॥

শিবের প্রতি পার্ব্বতীর ক্রোধোক্তি।

তুমি সে যেমন বলিলে তেমন
এমতি তোমার কায।
তব দোষ নয় ধুতুরাতে কয়
তেঁই সে এমন সাজ॥
এই করিয়া সব খোয়াষ্যা
হয়্যেছ দিগম্বর।
তোমার গুণে বিঁধিল ঘুণে
আমার অন্তর॥
বিভূতি গায় দেবের সভায়
যে যায় নাঙট বেশে।
এমত কথা বলিতে হেথা
লাজ কি মুখে আসে॥
ভাঙ্গের ঘোরে নয়ন ফিরে
চলিতে ঠাওর নাই।
জটার ঘটা বিভূতি-কোঁটা
দেখিলে ভয় পাই॥
[illegible] হাড়ের মাল
[illegible] খেলা।

নহিলে কেনে তোমার সনে
ফিরিছে দানবগুলা॥
কিসের ভাবে দেবতা সবে
চরণ ছুটা পূজে।
বুঝ্‌তে নেল্যাম ভেবে মল্যাম
পুড়িল এ সব লাজে॥
কোন্ দেবতা এমত কথা
বার করিবেক মুখে।
সেবক স্থাশা (১) থাকিবে বস্থা
কি বলিব তাকে॥
এমত ধারা নহিলে কারা
কালকূট বিষ খায়।
বৃদ্ধ হয়্যা সিদ্ধি খেয়্যা
কুচনীপাড়া যায়॥
হেন নহিলে সব খোয়াল্যে
কাঁধে করিলে ঝুলি।
ভেক করিয়া ভিক মাগিয়া
ফিরিছ কুলি কুলি (২)॥
ক্ষণেতে রোষ ত্বরিত দোষ
দোষ গুণ সমজ্ঞান।
শ্মশান-বাস সদা উদাস
উপহাস নাহি মান॥
আচার বিচার নাহিক তোমার
যার তার ঘরে খাও।
বদন-বাদ্য করিলে সদ্যঃ
তখনি ভুল্যে যাও॥
শুন প্রভু কই বেলপাত দুই
যদি তোমায় দেয়।
তাতেই ভুলি যাও হে শূলী
সেই সে কিনে লেয়॥
বগলবাদ্য করিলে সদ্যঃ
চতুর্ব্বর্গ দাও।

শিব-নিন্দা।

---

(১) স্থাশিয়া—বিনাশ করিয়া। (২) গলি গলি।

একবার শিব বলয়ে যে জীব
তাহার পিছে ধাও ॥
তোমার পারা (১) হবেক যারা
তারা বুঝিতে পারে।
আপনার দাস তাহার বিনাশ
শিবা দেখিতে নারে ॥
অশেষ মত বুঝাত্যে কত
পারিবে ত্রিলোচন।
বলিল উজা (২) চাহিনা পূজা
বাঁচুক রাবণ-ধন ॥
তোমার কথায় যদি দিয়ে তায়
ভাবিয়ে দেখ মনে।
যেই ভজিবেক সেই মজিবেক
তবে পূজিবে কেনে ॥
সেবক তারা নামটি পারা
আজি হত্যে গেল তবে।
ভক্ত-মারা এ নাম সারা
জাগিল এই ভবে ॥
নবীন পয়ার পাঁচালীর সার
জগৎরামে গায়।
এই কলিতে রাম বলিতে
যেমন পরাণ যায় ॥

ব্যঙ্গচ্ছলে মহাদেবের পার্ব্বতী-গুণ-কীর্ত্তন।

শুনলো শিবা বলিব কিবা
তোমার গুণের কথা।
কহিলে মরম পাইবে সরম
গণপতির মাতা ॥
পূর্ব্বকালে রণ-স্থলে
রক্তবীজের নাশে।

(১) তুল্য।

(২) বলিল উজা=সোজা কথা বলিতেছি। উজা বা উজু 'ঋজু' শব্দের অপভ্রংশ।

ভীষণ আকার করে মার মার
দেবতা পলায় ত্রাসে॥
বরণ কালী মুণ্ডমালী
লহ লহ করে জিহ্বা।
করাল বদন বিকট রসন
গলিত বসন কিবা॥
ঘন তর্জ্জন ঘোর গর্জ্জন
ভূমেতে লোটে জটা।
প্রখর খড়্গে দনুজ-বর্গে
দলিলে দানব-ঘটা॥
হইয়া অধীর খাইলে রুধির
খর্পর পুরি যবে।
লোহিত বর্ণ নয়ন ঘূর্ণ
কর্ণ-ভূষণ সবে॥
যোগিনী সঙ্ঘ সব উলঙ্গ
তোমার সঙ্গে নাচে।
অসুর অমর করে থরহর
ভয়ে না আসে কাছে॥
গুহ গজানন ভাই দুই জন
মা বলি কাছে গেল।
মায়ের সজ্জা দেখিয়া লজ্জা
সাগরে ডুবে ছিল॥
বধিয়া অরি নাচহ ফিরি
ঘন ঘন দাও লম্ফ।
অহি-মহীযুত কমঠ পীড়িত
ত্রিভুবন হল্য কম্প॥
ভূমি টলবল যায় রসাতল
চরাচর ডুবে জলে।
খাইয়া সিদ্ধি পাগল-বুদ্ধি
পড়ে তোর পদতলে॥
আমি তোর হর তেই পদ ভর
ধরিল আপন বুকে।
চরণ-স্পর্শ বাড়িল হর্ষ
অঙ্গ অতি পুলকে॥

এ সব মনে পড়িবে কেনে
সে গেল অনেক দিন।
তে কারণে কই মোর হৃদে সেই
দেখ তোর পদ-চিন (১)॥

তব পদ-চিন ধরি রাত্রি দিন
সদা প্রমুদিত মনে।
চরণ-চিহ্ন লভিয়া ধন্য
মান তারে দোষ কেনে॥
আমি সে যেমন তুমি সে তেমন
এমন আর কি হবে।
কেহ নই কম দোষ-গুণে সম
বেদে মানে এক ভাবে॥
আমি সে অধীন তুমি বাস ভিন (২)
এ কথা কহিব কায়।
শুনলো তারা আমার পারা
না পাবি গণেশ মায়॥ (৩)
পতির বাণী শুনি ভবানী
হরের হৃদয়ে চান।
চরণাঙ্কিত হৃদি ভূষিত
নিজে দেখিতে পান॥

চণ্ডীর লজ্জা ও অনুতাপ।

হৈলা লজ্জিত কোপ-বর্জ্জিত
গদগদ অধোমুখী।
অতি প্রমোদে হরের পদে
পড়িল সজল আঁখি॥
জগতে (৪) গায় এবার চায়
হর-গৌরীর পদে।
যুগলরূপ রসের কূপ
দেখা পাই যেন হৃদে॥

---

(১) পদচিহ্ন। (২) ভিন=ভিন্ন। তুমি আমাকে পর মনে কর। (৩) হে তারা—গনেশ-জননি, আমার তুল্য কাহাকেও আর পাইবে না। (৪) জগদ্রাম।

রঘুনন্দন গোস্বামীর রাম-রসায়ন।

রঘুনন্দন ১১৯৩ সালে (১৭৮৫ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি রাম-রসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাট নোতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতায় না যাইয়া ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস-স্থাপন করেন। নোতা ও ইচ্ছাপুর এই গ্রামদ্বয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহদেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খড়ী-নদীর উৎপত্তি-স্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মানকরের নিকটবর্ত্তী। বলদেব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। বলদেবের তিন পুত্র—লালমোহন, বংশীমোহন এবং কিশোরীমোহন। কিশোরীমোহনের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ পূর্ব্বে এরাল-বাহাদুরপুরে এবং দ্বিতীয় বিবাহ নলসারল গ্রামে হইয়াছিল। এই দুই স্ত্রীর নয়টী সন্তান জন্মে।

এই কিশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী।

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধে বানরগণের বিক্রম।

তবে তাহারে দেখি হৃদয়ে সুখী
যাবত বানরগণ।
তারা গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার করে
রণে উল্লসিত মন॥
পরে শুনিয়া তাহা রাক্ষস মহা
কোপেতে কম্পবান্।
তারা করিয়া দাপ টানিয়া চাপ
বরিষণ করে বাণ॥
যেন জলধর-যূথে গিরির মাথে
বরিষয়ে বারি-ধারা।
তেন বানরগণে নিশিত বাণে
বেধ করিতেছে তারা॥
তবে দেখিয়া তায় কোপেতে ধায়
যাবত বানর-জাল।

তারা ধরিয়া করে গিরি-শিখরে
কেহ কেহ তরু-ডাল ॥
কিবা কোনহ কপি মনেতে কুপি
ঘুরাইয়া তরুবরে।
তাহা কাহারো মাথে মারয়ে তাথে
সেহ যায় যম-ঘরে ॥

কেহ কেহ বা কারে গিরি-শিখরে
প্রহারিয়া করে চূর।
কেহ ধ্বজ উপাড়ি তাহাতে করি
কারেও করিছে দূর ॥
কেহ রথের চাক ধরিয়া পাক
দিয়া কোন জনে মারে।
কেহ ধরিয়া করী তুলিয়া মারি
বধিতেছে কাহাকারে ॥
আব কেহ বা খরে করিয়া মারে
কেহ বা ঘোটকে করি।
কিবা কেহ বা নখে কেহ বা মুখে
কেহ বা লাঙ্গুলে ধরি ॥
সেই প্রহারে হত রাক্ষস যত
মরি মরি রব করে।
কেহ তেজিয়া প্রাণ যমের স্থান
চলে দেখিবার তরে ॥
কেহ ভূমিতে পড়ি দিতেছে গড়ি
কেহ হয় মূরছিত।
কেহ রুধির-ধারে বমন করে
মুখ দিয়া মূঢ়-চিত ॥

কারো ভাঙ্গিল হস্ত কাহারো মস্ত
কাহারো জঙ্ঘা উরু।
কারো ভাঙ্গিল বক্ষ কাহারো কক্ষ
কারো নাসা কাণ ভুরু ॥
তাহে হইয়া ভীত রাক্ষস যত
পলায়ন করিতেছে।

তারা আপনা পরে দৃষ্টি না করে
একমুখে (১) ধাইতেছে॥
তবে ছাড়িয়া থানা পলায় সেনা
দেখিয়া ধূম্রাক্ষ বীর।
সেহ ভরিয়া কোপে টানিয়া চাপে
বরিষণ করে তীর॥
সেহ কাটিয়া ফেলে কাহারো গলে
কাহার চরণ করে।
কিবা কাহারো ভুজে কাহারো লেজে
কারো বুকে জঠরে॥
আর মুদ্গর ধরি কারেও মারি
ফেলায় ধরণী-তলে।
কিবা কারেও দণ্ডে করিয়া খণ্ডে
ছোরা ছুরি মারি বলে॥
সেই প্রহারে তার করে চীৎকার
যাবত বানরগণ।
কেহ শমন-পুরে গমন করে
হারাইয়া স্ব জীবন॥
কেহ হইয়া ছিন্ন কেহ বা ভিন্ন
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
কেহ রুধিরে রঙ্গ সমরে ভঙ্গ
দিয়া পলাইয়া ধায়॥

হেন কপির গতি দেখি মারুতি
হইয়া কুপিত মন।
এক বিপুল শিলা ধরিয়া লীলা
করি কৈলা আগমন॥
তারে ধূম্রাক্ষ দেখি মনেতে রোখি (২)
কহিতেছে করি দাপ।
ওরে পবন-পুত্র মরিতে অত্র
কেন আসি তুই পাপ॥

---

(১) বরাবর একদিকে। (২) রুখিয়া।

তাহে হইল চূর্ণ তাহার স্বর্ণ
মুকুট সহিতে শির।
তবে রাক্ষস যত দেখিয়া হত
সেনাপতি নিশাচরে।
তারা ত্রাসিত চিতে পলায় দ্রুতে
রণ ছাড়ি নিজ ঘরে॥
কিবা ধরিয়া গাছে তাদের পাছে
যতেক বানরগণ।
তারা হুঙ্কার ছাড়ি যাইছে তাড়ি (১)
অতি আনন্দিত মন॥
তবে জিনিয়া রণে আপন স্থানে
আসি বসি বায়ু-সুত।
কিবা ভাবেন মনে রঘু-নন্দনে
আনন্দে উল্লাসযুত॥

রাম-স্তোত্র।

অতি সকরুণ নিরমল গুণ
অমর-মুকুট-হীর।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর বীর॥
সুরভি-অবনি সব সুর মুনি
ভয় হর রণথির।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর ধীর॥
অপরিগণিত মহিমখচিত
বচন-মন-বিদূর।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর শূর॥
অচল সচল প্রভৃতি সকল
ভুবন সৃজন ধাত।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর তাত॥

---

(১) তাড়াইয়া।

দশমুখ-বল হর-ভুজ-বল
মধুরিম-রসকূপ।
জয় রঘুবর জয় রঘুবব
জয় রঘুবর ভূপ॥
জগদাশ্রয় করুণাময়
নিখিল-শকতিধারী।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
সুর-মুনি-হিতকারী॥
শুনি সুরগণ কৃত যাচন
জগতে অবতাবি।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
রাবণ-মদ-হারী॥
গৌতম মুনি- রাজ-গৃহিণী
পাবন পদ-রেণু।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
পালিত সুর-ধেনু॥
জনক-নাম নৃপতি কাম-
পূরক-ভুজ-দণ্ড।
রজনী-চর সজ্ঘ-তিমির
পরিনাশন ভানু॥

নৃসিংহ-অবতার ও হিরণ্যকশিপু-বধ।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে কিছুতেই হরি-গুণ-গান হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া "তোর হরি কোথায়?" এই বলিয়া তাড়না করিতেছেন। এখানে তৎপরবর্ত্তী ঘটনা বিবৃত হইতেছে।

হিরণ্যকশিপু তারে না পাই দেখিতে।
প্রহ্লাদেরে পুনঃ কহে কাঁপিতে কাঁপিতে॥
যদি স্তম্ভ মাঝে আছে তোর নারায়ণ।
করুক দেখিএ তোর জীবন-রক্ষণ॥
এই আমি তোর মাথা কাটি খড়্গে করি।
রক্ষা করু তোরে তোর জগদীশ হরি॥

এত কহি খড়্গ ধরি আসন হইতে।
হুঙ্কার করিয়া সেহ পড়িল ভূমিতে॥
তথাপি তাহার পুত্র ভয়-শূন্য মন।
করিছেন স্তম্ভ-মাঝে কৃষ্ণে নিরীক্ষণ॥
তাহা দেখি আরো ক্রুদ্ধ হয়্যা দৈত্য-পতি।
প্রহার না করি পুনঃ কহে তার প্রতি॥
ওরে মূঢ় কি দেখিছ এখনো স্তম্ভেতে।
রয়েছে কি তোর হরি উহার মধ্যেতে॥
এত কহি সেই মণি-স্তম্ভের উপরি।
মারিলেক বজ্র হেন মুষ্টি দেব-অরি (১)॥
সেই মুষ্টি-পাতে মধ্যে ভাঙ্গিল সে থাম।
ঊর্দ্ধ-খণ্ড ভূতলে পড়িল অনুপাম॥
উপস্থিত হল্য সন্ধ্যা হেনই সময়।
শাস্ত্রে যারে রাত্রি দিন ভিন্ন করি কয়॥

কিবা তবে সেই ক্ষণে সেই স্তম্ভের ভিতর।
হল্য অসম্ভব এক রব অতি ঘোরতর॥
তার উপমান দিতে স্থান তবে বুঝি হয়।
যদি এক ক্ষণে কোটি ঘনে গভীর গর্জ্জয়॥
সেই ঘোর রব দিক সব ছাদন করিলা।
তাহে কূর্ম্ম-পতি ক্ষুব্ধ-মতি কাঁপিতে লাগিলা॥
আর নাগ-পতি ফণা ততি লাগিল ঘুরিতে।
দিক্-করী সব ঘোর রব লাগিল করিতে॥
যত নাগ-কুল সমাকুল মুদিল নয়ন।
তারা নয়নেই করে যেই-হেতুক শ্রবণ॥
যত কুলাচল ধরাতল করে টলমল।
সাত পয়োনিধি অনবধি উছলয়ে জল॥
যত নারী নর পাই ডর কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
পড়ে ভূমিতলে সেই স্থলে ছিল যে দাঁড়িয়া॥
ছিল নানা স্থানে যোগাসনে যত যোগিগণ।
তারা ত্যজি ধ্যান হত-জ্ঞান মহা-ক্ষুব্ধ মন॥

---

(১) দৈত্য = হিরণ্যকশিপু।

কিবা কব আন শ্রীঈশান পাঁচটী বদনে।
কন কি হইল কি হইল এই ঘনে ঘনে ॥
যত স্বর্গিজন ভীতমন মূর্চ্ছিত হইল।
তাহা সভাকার ঘর দ্বার কাঁপিতে লাগিল ॥
নিজে পদ্মাসন সনন্দন সনক সহিত।
কন একি হল্য একি হল্য কম্প উপস্থিত ॥
কিবা কব আর চমৎকার অতি অঘটন।
কৈল সেই চণ্ড শব্দ অণ্ড কটাহ ভেদন ॥
সেই সভাগত ছিল যত দৈতেয় দানব।
হল্য মূর্চ্ছাগত প্রায় হত প্রাণ তারা সব ॥
শুনি সেই ধ্বনি দৈত্যমণি চাহে চারি পাশে।
কে করিল এই শব্দ সেই দেখিবার আশে ॥
সেহ নিরখিতে নিরখিতে প্রভু নারায়ণ।
সেই স্তম্ভ হতে আচম্বিতে দিলা দরশন ॥

কিবা চমৎকার রূপ তার অতি অনুপম।
মুখ সিংহাকার অঙ্গ আর মনুষ্যের সম ॥
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর।
কোটি নিশাপতি- জ্যোতিঃ জিতি কান্তি মনোহর ॥
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়।
যেন শম্ভুশিরে শোভা করে কাল-সর্পচয় ॥
দ্রবী- ভূত স্বর্ণ- তুল্য বর্ণ তিনটী লোচন।
যাহা দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভুবন ॥
তাহে ভয়ঙ্কর উচ্চতর কুটিল ভ্রূকুটী।
মহা কোপবেগে ঊর্দ্ধ ভাগে স্থির কর্ণ দুটী ॥
কোপ- শ্বাসে চণ্ড নাসাদণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গিরি- গুহা-প্রায় মুখ তায় দন্ত ঘোরতর ॥
মিলি সে বদন ঘনে ঘন ঘুরায়্যা বসন।
নিজ মুখ প্রাপ্ত রমাকান্ত চাটেন সঘন ॥
স্থূল গ্রীবাদেশে পরকাশে কত শত জটা।
জিনি করিশুণ্ড ভুজদণ্ড সহস্রের ঘটা ॥
তাহে নখজাল মহাকাল ত্রিশূল সমান।
স্থূল বক্ষঃদেশ সবিশেষ ক্ষীণ মাঝখান ॥

কটি অতি গুরু দুই ঊরু স্থূল মনোহর।
চর- ণের তল সুকোমল কমল-সুন্দর॥
তার চারি পাশে পরকাশে দৈত্য ভয়ঙ্কর।
কিবা অস্ত্রগণ সুদর্শন আদি মূর্ত্তিধর॥
তারে দেখি দিতি- পুত্র অতি চিন্তিত অন্তর।

কহে একি হরি অর্দ্ধ হরি অর্দ্ধ অঙ্গ নর॥
এই মূর্ত্তি ধরি মায়া করি বুঝি নারায়ণ।
মোরে নাশিবারে এই দ্বারে কৈল আগমন॥
হকু তাহা হতে কি হইতে পারিবে আমার।
আমি বিধি-বরে সভাকারে কর্য্যাছি সংহার॥
কহি এত বাণী দৈত্যমণি সিংহনাদ করি।
তার কাছে যায় মহাকায় এক গদা ধরি॥
তাহা নিরখিয়া দুঃখী হিয়া তার পুত্র কন।
ওগো মহারাজ মহারাজ না কর গমন॥
ইচ্ছা- মাত্রে যার এ সংসার সব নষ্ট হয়।
তার সঙ্গে রণ কোন্ জন করে মহাশয়॥
তেজি অস্ত্র ততি দ্বেষমতি হয়্যা ভক্তিমান্।
পড় প্রভু-পায় হবে যায় দুঃখ পরিত্রাণ॥
এত মহাজ্ঞানি পুত্র-বাণী শুন দৈত্যরায়।
তাহে অনাদর করি নর- হরি-কাছে যায়॥
সেহ বলবান্ গদাখান ঘন ঘুরাইয়া।
প্রভু- কলেবরে বারে বারে প্রহারে কুপিয়া॥
তবে নরহরি হেলা করি প্রহার তাহার।
তারে ধরিলেন সর্পে যেন বিনতা-কুমার॥
সেহ মহাবল নিজ বল প্রকাশ করিয়া।
হল্য অচিরাত বহির্ভূত হস্ত ছাড়াইয়া॥
তাহা দেবগণ দেখি ঘন আড়েতে থাকিয়া।
অতি সশঙ্কিত ভীত চিত কি হল্য বলিয়া॥
সেহ দৈত্যরায় আপনায় নৃসিংহ হইতে।
জানি মহাবলী কুতূহলী হইল যুঝিতে॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম ধরি কর্ম্ম কার শাণ সম।
তার চারি ধারে ঘুরি তারে দেখায় বিক্রম॥

তাহা নিরীক্ষণ করি ক্ষণ- কাল নরহরি।
কৈলা অট্টহাস পরকাশ ঘোর শব্দ করি॥
সেই শব্দ শুনি দৈত্যমণি দেখি তেজ-ভরে।
হয়ে ভীত-মন স্বনয়ন মুদিল নির্ভরে॥

তারে নরহরি করে করি করিলা ধারণ।
যেন বিষধরে বেগে ধরে বিনতা নন্দন॥
তারে দ্বারদেশে আনি শেষে উরুতে রাখিলা।
তার বক্ষোপরি নখে করি বিদার করিলা॥
ইন্দ্র বজ্রধার চর্ম্ম যার ভেদিতে না পারে।
প্রভু হেলা করি নখে করি বিদাবিলা তারে॥
পরে প্রহ্লাদের জনমের আধার বলিয়া।
তার অন্ত্রজাল কণ্ঠমাল করিলা লইয়া॥
তার রক্তকণ জটাগণ বদনে লাগিলা।
তাহে করী মারি যেন হরি শোভিত হইলা॥
কোপে ঘূর্ণমান তিন খান নয়ন তাহার।
মিলি স্ববদন বিলেহন করেন জিহ্বায়॥
তবে দৈত্যপতি অবহতি করি নিরীক্ষণ।
তার ভৃত্য ততি হল্য অতি- শয় ক্রুদ্ধ মন॥
তারা করি দাপ ধরি চাপ ছাড়ে তীক্ষ্ণ তীর।
নানা অস্ত্রগণ বরিষণ করে সব বীর॥
তাহা দেখি হরি ত্যাগ করি দিতির নন্দনে।
তাহা সভাকারে বধিবারে যান ক্রুদ্ধমনে॥
নিজ বাহুগণ বিক্ষেপণ করি চারি দিকে।
নখ- অস্ত্রে করি নরহরি বধেন তাদিগে॥
নাসা- বায়ু তার দেহে যার পায় পরশন।
তারে উড়াইয়া ফেলে নিয়া মশক যেমন॥

প্রভু স্বসেবক- বিদ্বেষক- প্রতি রোষাবেশে।
নিজে মাতি ছিলা ভুলি ছিলা নিজে সবিশেষে॥
তেই তার দৃষ্টি তেজো-বৃষ্টি দেখি গ্রহগণ।
তারা গ্লানি পাই ঠাঞি ঠাঞি রহে অচেতন॥
তার জটাগণ স্পর্শে ঘন সমূহ পড়য়।
স্বর্গি রথ যত জটাহত হইয়া ঘুরয়॥

শ্বাসে নাসিকার পারাবার সব ক্ষোভ পায়।
শুনি সিংহরব কান্দে সব দিগ্‌গজ তাহায়॥
তার পদ-ভরে থরথরে কাঁপে ধরাতল।
আর অঙ্গ-বায় উড়ি যায় কত কুলাচল॥
তার অঙ্গ-ভায় নাহি ভায় দিগন্ত গগন।
হল্য জ্ঞান-হত যেন মৃত সকল ভুবন॥
তবে এই মতে দিতি সুতে তার ভৃত্যগণে।
প্রভু লক্ষ্মীপতি রঘুপতি নাশিলেন ক্ষণে॥

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলার মেটেরি গ্রামে বাস। পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭৬০ শক (১৮৩৮ খৃঃ) রামায়ণ রচনার কাল। এই গ্রন্থ ভক্তিরস-প্রধান।

ইহার অনেকগুলি পুথি দেখিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এই রামায়ণের প্রায় ৭০ বৎসরের একখানি বিবাট পুথি আছে। পুথির এত বড় আকাব প্রায় দেখা যায় না।

বর্ষাকালে বিরহ।

কুটীরে করেন বাস কমললোচন।
সীতার কারণে সদা ঝোরে দুনয়ন॥
সান্ত্বনা করেন সদা সুমিত্রা-সন্তান।
তার গুণে রাঘবের দেহে রহে প্রাণ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন।
যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥

রামের সঙ্গে বর্ষার উপমা।

রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।
যেমন রামেব রূপ সাধকেব মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেখি।
রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥
সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে।
সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥
সরসিজ-শোভাকর হৈল সরোবরে।
যেমত শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥

মধু-আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে।
যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥
জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়।
রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥
পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন।
যেমত রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ॥
নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়।
যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥
অগাধ সলিলে মীন হইল নির্ভয়।
রাম পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয়॥
অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়।
যেমত তাপিত রাম-নামেতে যুড়ায়॥

রামের রূপ।

কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাভার।
বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাহার॥
কামের কামান জিনি চারু ভুরু-যুগল।
আকর্ণ নয়ন তার জিনিয়া কমল॥
তিলফল নহে তুল রামের নাসার।
ওষ্ঠাধর মনোহর তুলা নাহি তার॥
মুখশশী রূপরাশি সুচারু দশন।
হাস্যকালে দ্যুতি খেলে তড়িৎ যেমন॥
সুন্দর চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহর।
আজানুলম্বিত বাহু যিনি করি কর॥
চারু বক্ষঃ চারু কক্ষ নাভি সরোবর।
সিংহ জিনি কটিখানি চলন সুন্দর॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন পদতলে।
বিপ্র পদচিহ্ন এক আছে বক্ষঃস্থলে॥
নব জলধর কিবা ইন্দ্র নীলমণি।
তরুণ তমাল কিবা অঙ্গের বরণী॥
কোটি শশধর জিনি নখরের আভা।
কোটি দিবাকর জিনি রাঘবের প্রভা॥
সুধারূপ শান্তরূপ বর্ণিতে কে পারে।
রামে দেখি কেহ আখি ফিরাইতে নারে॥

কোটি কাম জিনি রাম পরম সুন্দর।
মিষ্টভাষী দুষ্টদ্বেষী শিষ্ট হিতকর॥
চরণ অর্পণ যদি করেন শিলায়।
পাষাণ গলিয়া পদচিহ্ন পড়ে তায়॥
পরম দয়াল রাম সম সর্ব্ব প্রতি।
মহাদানী মহাগুণী মহাশুদ্ধমতি॥
সত্যসন্ধ রামচন্দ্র প্রণত পালক।
শরণ পালক দ্বিজ কুলের রক্ষক॥
সিন্ধুসম সুগম্ভীর ধরাসম ক্ষমা।
ত্রিজগতে নাহি দিতে রামের উপমা॥

মহাভারত।

রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ই সম্ভবতঃ এক সময়ে বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রামায়ণের এবং সম্ভবতঃ সঞ্জয়ই মহাভারতের আদি-অনুবাদক এবং উভয়েই সামসময়িক। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সঞ্জয়ের পরিচয় পাওয়া যায় নাই, একস্থলে মাত্র উল্লিখিত দৃষ্ট হয় যে, সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না বলা যায় না। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলেই তাঁহার মহাভারত প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, মৈয়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও এক সময়ে এই গ্রন্থের পুথি বিশেষ-রূপ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিক্রমপুরই কবির জন্মভূমি ছিল মনে হয়,—তথায় বল্লাল সেনের সামসময়িক ভরদ্বাজগোত্রীয় বৈদ্যগণ এক সময়ে অতি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ছিলেন, ইঁহারাই বিক্রমপুরের ভদ্র অধিবাসিগণের মধ্যে অন্যতর প্রাচীন বংশ। সঞ্জয় নিজ নামের সঙ্গে "দ্বিজ" কিংবা পারিবারিক কোন উপাধির উল্লেখ করেন নাই। তিনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত হইতে পারেন। যাহা হউক, এসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণাভাবে আমরা কাল্পনিক অনুমানের বৃদ্ধি করিব না।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত।

বিরাট পর্ব্ব।

বিরাট-সভায় যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয়।

বিরাট-রাজার পুত্র উত্তর অর্জ্জুনসহায় হইয়া বিপুল কুরুসৈন্য জয় করিয়া অপহৃত গোধন উদ্ধার পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে বিরাট-রাজা পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছেন।

পুত্র (১) জয় শুনি রাজা (২) মনেত আহ্লাদ।
দূতেরে দিলেক রাজা বহুল প্রসাদ॥
গজ বাজী সেনাপতি পাঠাইল বিস্তর।
গজস্কন্ধে চড়ি চলে কুমার সকল॥

(১) উত্তর। (২) বিরাট-রাজা।

নট ভাট নর্ত্তকী চলিল আগুসারি।
আর যত বাদ্য চলে গণিতে না পারি॥
কহেন বিরাট-রাজা মনের হরিষে।
পৌর্ণমাসীব চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে॥
ধন্য ধন্য পুত্র মোর ধন্য কুলমণি।
একেশ্বব পুত্র আইল কুরুসৈন্য জিনি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা মহাশয়।
হেন সব সমরে পুত্র জিনিল রণয় (১)॥
হেন জনের পিতৃ আমি সংসার-ভিতর।
এহি মতে নরপতি প্রশংসে বিস্তর॥
হেন বুলি নরপতি বিস্তব প্রশংসে।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিলেক কঙ্কে (২)॥
বৃহন্নলা (৩) থাকে জান যাহার সারথি।
পৃথিবী জিনিতে পারে সেই মহারথী॥
কুমারক বাখানয়ে বিরাট রাজন।
বৃহন্নলা বাখানয়ে কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ॥

শুনিয়া বিরাট রাজা হইল কুপিত।
কঙ্কেরে চাহিয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত॥
ওষ্ঠ থর থর কাঁপে বিরাট রাজার।
ক্রোধ-দৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বারে বার॥
আর বার কহে রাজা পরম পীরিতে।
এক রথে কুরুসৈন্য জিনে মোর পুত্রে॥
মোর সম কেবা আছে সংসার-ভিতর।
কুরুবংশ মোর পুত্রে জিনে একেশ্বর॥
কঙ্কে বলে সাজে যদি এ তিন ভুবনে।
তথাপি জিনিতে নারে বৃহন্নলা সনে॥
ইন্দ্র যদি রণে আইসে দেবের সহিত।
বৃহন্নলা সহিতে না পারে কদাচিত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি জ্বলে।
ত্রিগুণ কুপিয়া রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে॥

কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিরাট রাজার বিতর্ক।

---

(১) রণে। (২) কঙ্ক=যুধিষ্ঠির। কঙ্ক কহিল।
(৩) নপুংসক-বেশী অর্জ্জুনের ছদ্মনাম।

মোর পুত্রে জয় কৈল তাহাকে নিন্দসি।
বৃহন্নলা নপুংসক তাহাকে প্রশংসি॥
মোর কথা হৈল তোমার মনে অনাদর।
কোন্ গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর॥
ব্রাহ্মণ না হইতে যদি লইতাম জীবন।
এই বুলি পাশা ক্রোধে করিল ক্ষেপণ॥

পাশা ক্ষেপণ।

একখান পাশা পুনি হাতের উলটে।
হস্তবেগে পড়ে গিয়া কঙ্কের কপটে (১)॥
ললাটে পড়িয়া পাশা গলিত রুধির।
সেই ক্ষণে চাপি ধরে রাজা যুধিষ্ঠির॥ (২)
বিরাটের উপকার মনে কৈল হিত।
ভূমিতে টলিব করি সেই সে শোণিত॥
বুঝিয়া সৈরিন্ধ্রী তবে কঙ্কের আশয়।
সুবর্ণের পাত্র আনি দিল সমুখয়॥
তাতে সমর্পিল রাজার সেই সে রুধির।
দেখিয়া বিরাট রাজা হইল মর্ম্মপীড়॥
ব্রাহ্মণ শোণিত তবে দেখিয়া ততক্ষণ।
মনেত পাইল ব্যথা বিরাট রাজন॥

রক্ত-ধারণ।

তথাতে বিরাট পুত্র বৃহন্নলা সনে।
নানান সঙ্গীত রসে আপন ভবনে॥
চতুর্ভিতে নানা বাদ্য দোষরি মোহরি।
নানান মঙ্গলে বীরে প্রবেশিল পুরী॥
বৃহন্নলা চলি গেল অন্তঃপুর-মাঝে।
পূর্ব্বমত সেই স্থানে রমণী-সমাজে॥
উত্তরাতে (৩) দিল নিয়া উত্তম বসন।
দেখিয়া কুমারী হৈল আনন্দিত মন॥
দুর্য্যোধনের মস্তকের দিল নিয়া মণি।
সেই মণি গলে দিল বিরাটনন্দিনী॥

উত্তরের বৃহন্নলা সঙ্গে পুরীতে প্রবেশ এবং রাজসভায় ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠিরাদিকে সম্মান প্রদর্শন।

(১) কপট=মস্তকের আচ্ছাদন=ললাট। (২) সেই শোণিত-বিন্দু যদি মৃত্তিকায় পতিত হইত, তবে পূর্ব্বের এক প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্জ্জুন তখনই বিরাট-রাজাকে বধ করিতেন। (৩) উত্তরাকে।

এথাতে কুমার আইল বাপের বিদিত।
প্রথমে কঙ্কের কৈল চরণ বন্দিত ॥
তবে পাছে কুমারে যে বাপ প্রণমিল।
মান্য জন যত ছিল সব আদরিল ॥
তথাতে সুদেষ্ণা (১) আইল করিতে মঙ্গল।
ধান্য দূর্ব্বা অর্ঘ্য কুলা কুমারী সকল ॥
নানা বিধিমতে নিয়া মঙ্গল সত্বরে।
অর্ঘ্য লৈয়া চলিলেক সঙ্গে পরিবারে ॥
প্রথমে দিলেক অর্ঘ্য কঙ্কের পদেতে।
তার পাছে দিল অর্ঘ্য কুমার মাথাতে ॥
তবে ধান্য দূর্ব্বা দিল কুমারী সকল।
বিধিমতে করিলেক যতেক মঙ্গল ॥
বহুবিধ মতে তথা আনিয়া ব্রাহ্মণ।
ধেনুদান বস্ত্রদান কৈল পুনঃ পুনঃ ॥
এহি কঙ্ক দ্বিজ জান সামান্য না হয়।
তাহানঙ্ক (২) গাএ জান সকল বিজয় ॥

তবে রাজা অধোমুখে কহে নম্র মনে।
ধীরে ধীরে কহিলেক বিরাট রাজনে ॥
হৃষ্ট হইয়া কহি আহ্মি তোহ্মা প্রশংসন।
বৃহন্নলা প্রশংসয়ে কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ ॥
তবে আমি ক্রোধ হইয়া ফেলাইলুম সারি (৩)।
উলটিয়া পড়ে সারি কপট-উপরি ॥
তবে মুঞি শঙ্কা চিত্তে হইলুম মৃত্যুবৎ।
লজ্জাযুক্ত হইয়া পুনি হইলুম অনুগত ॥
কুমারে বোলেন নহে ধর্ম্ম অনুরোধ।
ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষেত্রী না হয় বিরোধ ॥
পরিহার মাঁগি তান চরণে ধরিয়া।
শরীর ভূষিমু তান পদধূলি দিয়া ॥
পূর্ব্বে এক রাজা ছিল যুঝকর নাম।
সর্ব্বগুণযুত রাজা ইন্দ্রের উপম ॥

যুঝকর-আখ্যান।

(১) বিরাট-রাজার স্ত্রী। (২) তাঁহার। (৩) পাশা।

সুভদ্রক নামে দ্বিজ রাজাব অমাত্য।
সদাএ খেলাএ সারি তাহান সহিত ॥
সারি যুদ্ধে জয় যুদ্ধে নাহি রহে ধর্ম্ম।
ক্রোধ উপজিলে করে সেই সব কর্ম্ম ॥
আর দিন পাশাতে দুইব দ্বন্দ্ব হইল।
ক্রোধরূপে নরপতি ব্রাহ্মণ চাহিল ॥
চিরদিন রাজ্য কবি সেই বাজা মবে।
ব্রাহ্মণ চাহিল ক্রোধে সেই ফল ধরে ॥
সেই শাপ অনুসারি হইলেক ধন্ধ।
সপ্ত জন্ম অবধি নৃপতি ছিল অন্ধ ॥
ক্রোধ কবি ব্রাহ্মণ কবয়ে নিরীক্ষণ।
সপ্ত জন্ম থাকে সেই মুদিয়া নয়ন ॥
না পুনি পাতক দূর হৈব এহি স্থান।
কঙ্কের সমান করি সুবর্ণ কর দান ॥
তবে রাজাএ সেই মতে স্বীকার করিল।
কঙ্কের পাএত ধরি পবিহার কৈল ॥
কঙ্কে বোলে আমি তোহ্মা প্রথমে ক্ষমিল।
দ্রৌপদী দিলেক পাত্র তাতে সমর্পিল ॥
আহ্মার শোণিত-বিন্দু যে ভূমেতে পড়ে।
সে ভূমির রাজা প্রজা মৃত্যু যে পীড়ে ॥
এতেক তোহ্মারে আহ্মি ক্ষমিছি প্রথমে।
তোহ্মা সনে ক্রোধ পুনি নাহি মোর মনে ॥

কঙ্কের নিকট রাজার ক্ষমা-ভিক্ষা।

তবে রাজা কঙ্ক সনে অতি প্রিয় মনে।
পুত্র স্থানে পুছে রাজা যুদ্ধ বিবরণে ॥
কুমারে কহেন মুই সমরেত যাইতে।
এক দেব সনে দেখা হইল পথেতে ॥
বৃহন্নলা সনে মুই পশিলুম রণয়।
সেই দেবে যুদ্ধ জিনি দিলেক বিজয় ॥
কুরু-সৈন্য সকল করিলুম পরাভব।
তবে আহ্মি উদ্ধারিলুম ধেনু বৎস সব ॥
এবে সেই সব কথা কহিলুম সকল।
এথাতে আসিব দিন চারির ভিতর ॥

দেব-সাহায্যে যুদ্ধজয়।

দেবের প্রসাদ শুনি মৎস্য নরপতি।
সবান্ধবে নৃপতিএ করিল সম্মতি॥
নানামত দান কৈল রজত কাঞ্চন।
পুরীতে প্রবেশ কৈল আনন্দিত মন॥
বিরাট পর্ব্বের কথা সুধামৃতময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস।

পাণ্ডবদিগের বনবাসের শেষ বৎসর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-ভাবে থাকার কথা ছিল। তদনুসারে তাঁহারা বিরাট-নগরে ছদ্মবেশে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় অতীত হইলে পর তাঁহারা শুভ দিন দেখিয়া বিরাট-রাজার সিংহাসনে উপবেশন করেন।

এই মতে পঞ্চ দিন তথা নির্ব্বাহিল।
শুভদিনে পঞ্চ ভাই একত্রে মিলিল॥
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ কুতূহল মন।
কনক রতন হীরা করিল ভূষণ॥
বিচিত্র উত্তরী পরি নানা পুষ্পমালা।
ইন্দ্র হেন পরি হইল সুবর্ণ মেখলা॥
নানা গন্ধে আমোদিত শরীর সুঠান।
পঞ্চ জন হইলেক দেবের সমান॥
গৌরী সঙ্গে শঙ্কর দেখি শচী তিলোত্তমা।
শুভ ক্ষণে ছয় জনে করিল গমনা॥
বিরাটের সিংহাসনে করিল আরোহণ।
আনন্দে পূর্ণিত সব পুলকিত মন॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল সর্ব্ব অধিকারী।
বাম পাশে বসিল দ্রৌপদী পাটেশ্বরী॥
যুবরাজে ছত্র ধরি ভীম মহাবীর।
সহদেব বীরে দেখ ঢুলায় চামর॥
অমাত্য সকল হৈয়া রহিল সকল।
ধনুঃহস্তে সমুখে অর্জ্জুন মহাবল॥
গাণ্ডীব ধনুক হাতে ইন্দ্রের সমান।
মৃগ ধরিবারে যেন সিংহের পয়ান॥
হেন কালে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য তখনেই হইল॥

হেন কালে বিরাটেরে দেখিলেক দূরে।
সত্বরে জানাইল গিয়া বিরাট গোচরে॥
শুন শুন মহারাজ বিরাট অধিকারী।
রাজা হৈয়া বসিয়াছে ছয় দেশান্তরী॥

বিরাট-রাজার ক্রোধ।

সিংহাসনে বসি কঙ্ক হইছে রাজন।
যুবরাজ হইয়াছে বল্লভ ব্রাহ্মণ॥
পাটেশ্বরী হইআছে সৈরিন্ধ্রী গুণবতী।
গোবৈদ্য অশ্ববৈদ্য সম্মুখে সারথি॥ (১)
বৃহন্নলা নাটকী (২) যে সম্মুখে প্রধান।
বিচিত্র ধনুক হাতে ইন্দ্রের সমান॥
তেজ বলে দেখি এহি মনুষ্য না হএ।
কহিলাম সকল কথা শুন মহাশয়॥
অনুচর মুখে শুনি বিপরীত কায।
ধন্ধ হৈয়া সত্বরে চলিলা মৎস্যরাজ॥
দেখিয়া বিরাট রাজা সবিস্ময় মন।
ছয় দেশান্তরী দেখে একত্র মিলন॥
বিরাটে কহেন দেখ ইকি বিপরীত।
এমত করিতে নহে শাস্ত্র অনুচিত॥
এতেক কহিএ আহ্মি না হএ উচিত।
ধর্ম্মেত বিরোধ হএ লোকেত কুৎসিত॥
পাত্র হৈয়া যেবা লয় রাজার আসন।
বহুল পাতক হয় নরকে গমন॥
মত্ত হইয়া কর্ম্ম করএ অহঙ্কার।
তবে আর না রহিব ধর্ম্মের আচার॥
যার যেই কর্ম্ম জানি বিধি নিয়োজিত।
সেই সে করিব কর্ম্ম বেদের বিহিত॥
এতেক কহিএ আহ্মি শুন দিয়া মন।
মত্ত হইয়া লয় তুহ্মি আহ্মার আসন॥

তাহা শুনি ঈষৎ হাসএ ধনঞ্জয়।
কহিতে লাগিল বীর প্রসন্ন হৃদয়॥

অর্জ্জুনের উত্তর।

(১) নকুল ও সহদেব এতদিন বিরাট-রাজার গো-বৈদ্য ও অশ্ব-বৈদ্যের পদে ছদ্মবেশে ছিলেন; এখন তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সারথি হইয়া দণ্ডায়মান। (২) যে নৃত্য করে।

ই বা কোন আসন লইব অহঙ্করী।
ইন্দ্রের আসন লৈতে নিমেষেকে পারি॥
দিনেতে ভুঞ্জাএ বিপ্র সহস্রেক সতী।
ষষ্টি সহস্র অন্ধ খোড়া ভুঞ্জএ নিতি নিতি॥
আর যত অমৃত ভুঞ্জএ নিতি নিতি।
কুরুবল কম্পবান্ যাহার সংহতি॥
কুন্তীসুত যুধিষ্ঠির ভুবন ভিতর।
পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে এক দণ্ডধর॥
হেন যুধিষ্ঠিরে তোহ্মার লইবে সিংহাসন।
অনুচিত বাক্য কেনে কহত অখন॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এহি সব বাত।
বিরাট নৃপতি কহে যোড় করি হাত॥

সত্য যদি যুধিষ্ঠির এই মহাশয়।
তবে কেহ্নে হেন মোর আহ্মার অন্যায়॥
অর্জ্জুনে বোলেন শুন অজ্ঞাত-বাস পণ।
হেন হেতু কৈল সভে কপট মিলন॥
রন্ধনেতে গেল ভীম এহি মহাজন।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হইল ব্রাহ্মণ॥

পরিচয় প্রদান।

দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী গেল সুদেষ্ণার পাশ।
যার লাগি সবংশে কীচক হৈল নাশ॥
সহদেব নকুল গোপ অশ্বপাল।
অর্জ্জুন নাটোয়া (১) এহি দেখিয়াছ ভাল॥
এতেক খণ্ডিল ভালে অজ্ঞাতের পণ।
হেন হেতু আহ্মি সব একত্রে মিলন॥

বিরাটের বিনয় ও সৌহার্দ্দ্য।

শুনিয়া বিরাট রাজা প্রত্যয় হইল।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা প্রণাম করিল॥
পুনি পুনি কহে রাজা করিয়া প্রণতি।
পাত্র হইয়া থাকি আহ্মি তোমার সংহতি॥
পুনি পুনি চরণে মাঁগম (২) পরিহার।
যতেক করিছি দোষ ক্ষমহ আহ্মার॥

---

(১) নাটুয়া=নর্ত্তক। (২) মাগিব।

তবে যুধিষ্ঠিএ কহে কোমল বচন ॥
তুহ্মি হেন সুহৃদ মোর নাহি ত্রিভুবন ॥
গর্ভবাস হেন মত করিছ পালন। (১)
অতুল মহিমা তোহ্মার ঘুষিব ভুবন ॥
সুহৃদ কুটুম্ব তুমি মাণ্যতা অধিক।
সর্ব্ব গুণ ধর তুমি কহিবাম কিক ॥
এত বলি বিরাটের হাতেত ধরিয়া।
তুষিল বিরাট অর্দ্ধ সিংহাসন দিয়া ॥
হেন কালে তথা আইল উত্তর কুমার।
বিধিমতে পাণ্ডবেরে কৈল পরিহার ॥
অর্জ্জুনে তুষিল তানে প্রেম আলিঙ্গনে।
মাথে চুম্ব দিল তবে ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অন্তঃপুর হতে আইল সুদেষ্ণা কামিনী।
প্রণাম করিয়া মিলে অঞ্জনা নন্দিনী ॥
তবে মহোৎসব হৈল বিরাট নগর।
নানা বাদ্য কুতুহল নগরে নগর ॥
বিনয় করিয়া রাজা দিল পুষ্পাঞ্জলি।
কুতুহলে নির্ভয়ে রাজার সঙ্গে চলি ॥
বিরাট পর্ব্বে হইল যুধিষ্ঠির রাজা।
নিতি নিতি পূজা করে মিলিয়া সব প্রজা ॥

আর দিন বিরাট রাজা পাত্রের সহিতে।
মন্ত্রণা করিল রাজা হইয়া এক চিতে ॥
অর্জ্জুন তুষিব আমি দিয়া কোন্ ধন।
কোন্ বস্তু দিলে পাইমু অর্জ্জুনের মন ॥
ধন দিয়া আমি তানে তুষিতে না পারি।
তুষিবেক আহ্মি দিয়া উত্তরা কুমারী ॥ কন্যা-প্রদানের প্রস্তাব।
সর্ব্বগুণযুতা কন্যা শাস্ত্রেত বিদুষী।
অর্জ্জুনের যোগ্যা কন্যা পরম রূপসী ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা পাত্রের সদন।
প্রভাতে সভাতে গিয়া কহিল রাজন ॥

(১) গর্ভবাসে যেরূপ জীব লুক্কায়িত থাকে, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সেইরূপ লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলাম।

অর্জ্জুনক ভূপতিএ করন্ত পরিহার।
এক বাক্য মহাশয় পালিব আহ্মার॥
যদি তুহ্মি মোরে কৃপা হয়ত আপন।
তবে মোর কন্যা তুহ্মি করহ গ্রহণ॥
যুধিষ্ঠির প্রণয় করএ পুনি পুনি (১)
আপনে করহ আজ্ঞা ধর্ম্ম মহামণি॥
নৃপতি কহেন ভাই নহে অনুচিত।
বিরাট কুমারী গৃহে আহ্মাব কুৎসিত॥ (২)
যোড়হস্তে ধনঞ্জয়ে কহিল বচন।
উত্তরা কুমারী আহ্মাব কন্যার লক্ষণ॥
পঠাইলাম (৩) স্নেহ কবি দুহিতা যে হএ।
জ্ঞানদাতা পিতা হেন সর্ব্বশাস্ত্রে কএ॥
এতেক কহিএ আহ্মি মোব যোগ্যা নহে।
অভিমন্যু পুত্র মোর তান যোগ্যা হএ॥

অভিমন্যু ও উত্তরা।

শুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল।
পাছু পাছু করি তাহাএ আলিঙ্গন দিল॥
শুনিঞা বিরাট-রাজা হৈল হরষিত।
বিবাহ-মঙ্গল-বাদ্য রাজার পুরীত॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।

ভীষ্ম পর্ব্ব।

পরাগল খাঁ সম্রাট হুসেন সাহের সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে চট্টগ্রাম জয় করিতে নিয়োজিত করেন। চট্টগ্রাম পরাজয় করিয়া পরাগল খাঁ ফেণী নদীর তীরে "পরাগলপুর গ্রামে" রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক বিপুল সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ পর্ব্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই মহাভারত পূর্ব্বাঞ্চলে "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

---

(১) পুনঃ পুনঃ। (২) বিরাট-কুমারী আমাদের গৃহে অর্জ্জুনের স্ত্রীস্বরূপ হইলে তাহা অতি কুৎসিৎ হইবে। (৩) পড়াইলাম।

ভীষ্মের প্রতাপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ।

দুর্য্যোধনের অনুযোগ ও ভীষ্মের বিক্রম।

অতি কোপে ভীষ্মক বোলন্ত দুর্য্যোধন।
তুহ্মি মহাযোদ্ধপতি উপেক্ষিলা রণ॥
তুহ্মি মহাযোদ্ধপতি জানে ত্রিভুবন।
সৈন্যে মোর প্রবেশিল পাণ্ডব নন্দন॥
ভুবন-বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্য মহাবীর।
ভীমক দেখিতে সব রণে নহে স্থির॥
তোহ্মা দুই থাকিতে মোর সৈন্যে দিল ভঙ্গ।
হেন মত পৌরুষ তোহ্মার নহে অঙ্গ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ। (১)
মনে মনে চাহ সভে আহ্মার নিধন॥
দুই চক্ষু পাকাইয়া ভীষ্ম মহাজন।
ক্রোধ হইয়া বোলে তবে শুন দুর্য্যোধন॥
বিস্তর বলিল তবে হিত উপদেশ।
না শুনিল দৈবগতি বিপাক বিশেষ॥
ইন্দ্র সমে দেবগণ যদি করে রণ।
তবে হো (২) জিনিতে নারে পাণ্ডুর নন্দন॥
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ কবি দুই জন।
তথাপিহ অকীর্ত্তি বোলয়ে দুর্য্যোধন॥
কালি যুদ্ধ দেখিবা মোহর সর্ব্ব জন।
কুতুহলে রণ কর যত রাজগণ॥
এ বলিয়া যার যেই শিবিরেতে গেল।
সেই রাত্রি এহি মতে সব নির্ব্বাহিল॥

প্রভাতে উঠিয়া ভীষ্ম ধনু হাতে লৈল।
কালান্তক যম যেন সংগ্রামে চলিল॥
রথী সব চলিলেক গণিতে না পারি।
দুই বল মিলিলেক রণ অগ্রসারী॥

---

(১) পরিহর=পরিত্যাগ কর। পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহাধিক্য-বশতঃ মনোযোগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর না।

(২) এই "হো" হইতে "ও" উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

ব্যূহ করি দুই সৈন্যে করে মহারণ।
ভীষ্ম বাণে আচ্ছাদিয়া পূরিল গগন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হৈল বাণ-বরিষণ।
দুই বলে তখনে হইল ঘোর রণ ॥
যুধিষ্ঠির-বাহিনী করিল মহারণ।
সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল ততক্ষণ ॥
সহস্রে সহস্রে রথী মহা মহাবীর।
হেন কেহ না আছিল রণে হৈতে স্থির ॥
সিংহক দেখিয়া যেন শৃগাল পলাএ।
প্রাণ লৈয়া সর্ব্ব সৈন্য চারিদিগে ধাএ ॥
সৈন্য-ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয়।
ভীষ্মক বলিয়া ধাএ সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥

ভীষ্মার্জ্জুন।

হেন কালে ধনঞ্জয় রথের উপর।
নিরন্তর ভীষ্ম বীর বরিষন্তি শর ॥
ভীষ্ম সমে (১) অর্জ্জুনের হৈল মহারণ।
অন্যোন্যে বহু বাণ করে বরিষণ ॥
ক্ষণে দেখি রথ ক্ষণে দেখি যে সারথি।
আপনা সারিয়া রহে পার্থ মহামতি ॥
কৃষ্ণে পাইল সম্ভ্রম বিস্ময় হইল রণে।
অর্জ্জুনের ধনুগু‍র্ণ কাটে ততক্ষণে ॥
আর গুণ দিল বীর সমর ভিতর।
ভীষ্মের ধনুক কাটি পাড়িল সত্বর ॥
আর ধনুক লৈয়া ভীষ্ম সান্ধিলেক (২) শর।
সেহ ধনুক কাটিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
ভীষ্মে তাক প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম হাতে ধনু ধরি ॥
বাসুদেব ধনঞ্জয় দুই মহাবীর।
ভীষ্ম বাণে ভেদিলেক দুহান (৩) শরীর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল হৈল অবসাদ পাইল।
চোখ চোখ (৪) বাণ মারি কৃষ্ণে কাঁপাইল ॥

---

(১) সহিত। (২) সন্ধান করিলেন।
(৩) দোহার = দুই জনের। (৪) চোখ = চোখা = তী

হাসে তবে ভীষ্ম বীর কবে উপহাস।
অর্জ্জুনক দেখি কিছু আর মত আশ ॥
তবে কৃষ্ণে দেখিয়া যে ভীষ্মেব বিক্রম।
শিথিল হইল বীর নহে ভীষ্ম সম ॥
সমরে দুর্জ্জয় ভীষ্ম বরিষন্ত শর।
পাণ্ডবের সর্ব্ব সৈন্য কবিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বীর শর বাছি বাছি মারে।
যুগান্তের যম যেন সকল সংহারে ॥

অনেক চিন্তিয়া বাসুদেব মহাবল।
আয়ুধে সংশয় দেখি পাণ্ডব সকল ॥
পাণ্ডবের মুখ্য মুখ্য ভীষ্মে সংহারিল।
অর্জ্জুনের ভার আয়ু রাখিতে নারিল ॥
অনেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ ত্রিভুবন-নাথ।
মহাকোপে করে রণে ভীষ্মে সহসাত (১) ॥
নাহি দিগ্‌বিদিগ্ যে সূর্য্যেব প্রকাশ।
না দেখি যে রথিগণ না দেখি আকাশ ॥
ধূম্রময় দেখি যে যে অন্ধকার।
করয়ে তুমুল যুদ্ধ পবন সঞ্চার ॥
শত শত মহাযোধে বেঢ়ে ধনঞ্জয়।
রথে থাকি দেখিলেক সৈন্য মহাশয় ॥
সেজে মহাবীর্য্যবন্ত আইল ততক্ষণ।
মহাবীর অর্জ্জুনের সাহায্য কারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ।

তবে কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা করন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুঁই অন্ত ॥ (২)
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির রাজাক যে দিমু রাজ্যভার ॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন বদন ॥

---

(১) সহসা=অকস্মাৎ।

(২) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ভীষ্মের বিক্রমে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল।

রথত্যক্ত হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত-নাথে॥
কৃষ্ণের যে পদভরে কাঁপে বসুমতী।
মৃগেন্দ্র ধরিতে যাএ যেন পশুপতি॥
অস্ত্রক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশরে।
নির্ভয় বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপরে॥
জগতের নাথ আইলা মারিবাব মোক (১)।
রথ হোতে পাড় মোক দেখতক লোক॥
তুহ্মি মোক মারিলে তরিমু পরলোক।
ত্রিভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন।
রথ হোতে ত্যক্ত হৈয়া ধরিল চরণ॥
দশ পদ অন্তরে ধরিল দুই হাতে।
সংহর সংহর কোপ ত্রিভুবন-নাথে॥
প্রতিজ্ঞা করিছো মুঞি তোহ্মার অগ্রতে।
পুত্র দিব্য যদি ভীষ্ম না পারো মারিতে॥
ভীষ্ম মারি কুরুবল করিমু যে ক্ষয়।
তোহ্মার প্রসাদে হইব সংগ্রামেত জয়॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্রোধ এড়ি উঠিলেক রথের উপর॥
দুই বীর শঙ্খনাদে পূরিল গগন।
নানা বাদ্য শঙ্খরব সৈন্যের ঘোষণ॥
দিন-কৃত নির্ব্বাহিল দশ সহস্র মারি।
হস্তী অশ্ব রথী তবে ভীষ্মে হো সংহারি॥
হেন কালে দিবাকর হইল অবশেষ।
দুই সৈন্য চলি গেল যার যে নিদেশ॥

---

(১) আমাকে।

দ্বিজ অভিরামের মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

দ্বিজ অভিরামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যে পুথি হইতে এই কবির রচনা উদ্ধৃত হইল তাহা বিশ্বকোষ-আফিসের। হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—৩০০ বৎসরের উপরে। আমরা কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করি।

যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে উপনীত। অর্জ্জুন-তনয় বভ্রুবাহন বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞাশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের নিকট সমাগত। অর্জ্জুন-কৃত বভ্রুবাহনের অপমান।

হৃদয় পরম সুখে আখি অনিমিখে দেখে
মণিপুর অতি সুমোহন। — মণিপুর।
অনুপম পুরী-শোভা জগজন-মনোলোভা
সভে তথি কৃষ্ণ-পরায়ণ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর চারি পাশে থরে থর
বিচিত্র হিঙ্গুল হরিতালে।
অনুপম পুরী-শোভা জগজন-মনোলোভা
কুসুম-রচিত চারু চালে॥
বান্ধে সুরঙ্গীন বেত আচ্ছাদি বসন নেত
শিখিপুচ্ছ সুমোহন সাজে।
মণি মুকুতার ঝারা উপরে কনক বারা
তথি শ্বেত পতাকা বিরাজে॥
গৃহে গৃহে সুনিকট বিচিত্র দেউল মঠ
ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
ধূপ দীপ উপহারে কৃষ্ণ আরাধন করে
কি পুরুষ কিবা নারী তথি॥
দেখি মণিপুরময় গৃহে গৃহে দেবালয়
বিচিত্র চৌখণ্ডী শাস্ত্রশালা।
সভে রূপগুণময় অঙ্গে আভরণচয়
শত শত শিশু করে খেলা॥

পুরী অতি সুমোহন নিবেশে সুমেধাগণ
অবিরত কহে কৃষ্ণ-কথা।
নানা হাস্য উপহাসে ভ্রমে সভে নানা রসে
না চিনি ধনের অঙ্ক তথা॥ (১)
অহিংসক শুদ্ধমতি মোহান্ত বৈষ্ণব যদি
বৈসে তথা মহিমা প্রচুর।
কিবা সে অদ্ভুত পুরী সভার কনক ঝারি
পুরী যেন পুরন্দর-পুর॥
মহাতেজা বিপ্র যত কৃষ্ণপদে অনুগত
ত্রিসন্ধ্যা করয়ে বেদধ্বনি।
ত্রিভুবনে উপমারঙ্ক সঘনে বাজএ শঙ্খ
কাংস্য ঘণ্টা সুমোহন শুনি॥
নৃত্য গীত প্রতি ঘরে সভে নানা যজ্ঞ করে
ধূমে আচ্ছাদিত দেখি পুরী।
পুরীর অঙ্গনা যত রূপময় গুণযুত
দেখি যেন ইন্দ্র-বিদ্যাধরী॥
ভারত-সঙ্গীত কথা ভগবদ্-গুণ-গাথা
ভকত-জনার সুখ ধাম।
কৃষ্ণের দাসের দাস তার পদ করি আশ
বিরচিল দ্বিজ অভিরাম॥

সবিস্ময় ধনঞ্জয় করে অনুমান।
হংসধ্বজে সভামাঝে জিজ্ঞাসে কারণ॥
যজ্ঞবাজী এই পুরে করিল প্রবেশ।
ইথে কেবা অধিকারী এই কোন্ দেশ॥
অর্জ্জুনে কহেন হংসধ্বজ মহীপতি।
ইথে রাজা বভ্রুবাহন মহামতি॥ (বভ্রুবাহনের কথা।)
আমা আদি দিগে দিগে যত আছে রাজা।
এই বভ্রুবাহনের সভে করে পূজা॥
সর্ব্ব প্রতি দিএ এক শকট কাঞ্চনি। (২)
মহাতেজা এই রাজা রত কৃষ্ণ গুণী॥

(১) এখানে ধনের অঙ্ক গণনা করা যায় না, অর্থাৎ অধিবাসিগণের ধনের ইয়ত্তা করা যায় না। (২) আমাদের মত রাজারা প্রত্যেক ইহাকে এক শকট কাঞ্চন করস্বরূপ দান করে।

একপত্নী-ব্রতযুত বৈষ্ণব গভীর।
দানধর্ম্মে অর্থগত মহারণ-ধীর॥
এ রাজা বান্ধিয়া যদি রাখে হয়বর।
তবে উদ্ধারিতে বড় হইব দুষ্কর॥
সুসজ্জ হইয়া সভে রহ সাবধানে।
নিজ অস্ত্র নিযোজিয়া যার যে বাহনে॥
হেন কালে এক অমঙ্গল হৈল তথি।
গৃধিনী পার্থের শিরে ভ্রমে বায়ুগতি॥
দেখি বিমরিষ (১) সভে চিন্তিত অন্তরে।
যজ্ঞবাজী ভ্রমে তথি পুরীর ভিতরে॥

অমঙ্গল দর্শন।

লোকমুখে শুনি রাজা তুরঙ্গের বাণী।
দূতে আদেশিয়া ঘোড়া স্বনিকটে আনি॥
সমুখে ধবিয়া ঘোড়া রাখিল কিঙ্কর।
রত্ন-সিংহাসনে রাজা সভার ভিতর॥
সভা অনুপম সিংহাসন মনোহর।
মাণিক-মুকুতাযুত হীরা থরে থর॥
দশ দিগ দীপ্যমান্ তাহার ছটায়।
হেন সিংহাসনে রাজা বসিলা সভায়॥
কনক কুঞ্জর শোভে কনক তুরগে।
কনক মূরতি কত শোভে চারি দিগে॥
কনকের দীপ কত জ্বলে চারি পাশে।
এমন সভায় রাজা বসিলা হরিষে॥
তুরঙ্গের রূপ রাজা করে নিরীক্ষণ।
মনোহর হয়বর অতি সুলক্ষণ॥
নীল আখি সচঞ্চল তনু শ্বেতবর্ণ।
পীত পুচ্ছ সুমোহন শোভে শ্যাম কর্ণ॥
স্বর্ণপত্র তুরঙ্গের কপালে রঞ্জিত।
বিচিত্র লিখন তথি অতি সুশোভিত॥
স্বর্ণপত্র পড়ি দেখে ধর্ম্মের তুরগে।
ইহার রক্ষক যে অর্জ্জুন মহাভাগে॥

যজ্ঞাশ্বদর্শনে বভ্রুবাহনের আনন্দ।

---

(১) বিমর্ষ।

এই বাজী বান্ধিয়া রাখিব যেই বীরে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া জিনিঞা তাহারে॥
এমন লিখন পড়ি হরিষ হৃদয়।
বভ্রুবাহন নিজ পাত্র মিত্রে কয়॥
অর্জ্জুন আমার পিতা শুন মোর বাণী।
দ্বিজ অভিরাম কহে অপূর্ব্ব কাহিনী॥

পাত্র বলে পূর্ব্বকথা কহ মহাশয়।
কিরূপে তোমার পিতা বীর ধনঞ্জয়॥
শুনি বভ্রুবাহন কহেন পূর্ব্ববাণী।
মোর মাতামহ চিত্রাঙ্গদ নৃপমণি॥
স্বীয় পিতৃপরিচয়।
পুণ্যযুত অনুগত কৃষ্ণ-অনুরাগে।
বিধিভ্রমে শুনি আমি পালে প্রজাভাগে॥
*　*　*　*
তবে চিত্রাঙ্গদা গেল জনক আলয়।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা বিভা দিলা ধনঞ্জয়॥
*　*　*　*
*　*　*　*
তবে চিত্রাঙ্গদ মাতামহ দিল এই শেষ।
শুনহ সুবুদ্ধি পাত্র কহিল বিশেষ॥
না বুঝিয়া যজ্ঞবাজী ধরিল পিতার।
কি বুদ্ধি করিব পাত্র কহ সমাচার॥
শুনি পাত্র কহে বাণী শুন মহাশয়।
ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম কয়॥

পাত্রের পরামর্শ।
পাত্র কহে রাজা বভ্রুবাহনের আগে।
পিতার লইয়্যা দেহ যজ্ঞের তুরগে॥
ধূপ দীপ পুষ্পমাল্য কুঙ্কুম চন্দন।
জনকে করিবে পূজা দিয়া নানা ধন॥
পিতৃপ্রীতি আচরিলে প্রিয় দেবগণ।
পুত্রের পরম লাভ পিতার সেবন॥
পুরীর সহিত নানা মঙ্গল বিধানে।
ভৃত্যগণ সঙ্গে চল তাত-সন্নিধানে॥

পাত্রের বচনে রাজা চলিল কৌতুকে।
বিপ্রগণ বেদপাঠ করএ সমুখে॥
বিবিধ মঙ্গল-বাদ্য বাজে চারি পাশে।
নাচএ নর্ত্তকীগণ পরম হরিষে॥
চলিল বেউশ্যা (১) যত চাপিয়্যা কুঞ্জরে।
রথ রথী সেনাপতি চলিল বিস্তরে॥
জয় জয় শব্দে যত নারীর পয়ান (২)।
পুষ্পবৃষ্টি করে দধি খধি (৩) দুর্ব্বা ধান॥
লাখে লাখে তুরঙ্গ চলিল গজগণ।
নীল পীত শ্বেত রক্ত বিবিধ বরণ॥

বভ্রুবাহনের পিতৃসকাশে প্রয়াণ।

বভ্রুবাহন শ্বেত হস্তীর উপরে।
ছত্র চামর শিরে অতি শোভা করে॥
চৌদিগে কিঙ্করগণ চামর ঢুলায়।
পরম হরিষে পিতা সম্ভাষিতে যায়॥
সসৈন্যে চলিলা রাজা রথ আরোহণে।
সুরেন্দ্র চলিল যেন কৃষ্ণ সম্ভাষণে॥
নানা ধন দূতগণ নিল ভারে ভারে।
আগে করি নিল সে যজ্ঞের হয়বরে॥
বীরভাগ (৪) সঙ্গে হেথা পার্থ মহাশয়।
সুসজ্জা করিয়া রহে হইয়া নির্ভয়॥
দূরে থাকি রাজা দেখি পিতার বিমান।
তেজি গজে পদব্রজে করিল পয়ান॥
করযোড় হৈল রাজা জনকের আগে।
নানা ধন দিল আর যজ্ঞের তুরগে॥
চিন্তিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-চরণ-পঙ্কজে।
ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজে॥

অভিবাদন ও পরিচয় দান।

কলেবর ধরণী লোটায়্যা যোড়করে।
পিতার চরণ বন্দে পরম সাদরে॥
লয়্যা পদ-প্রক্ষালন-জল সুবাসিত।
চিকুরে চরণযুগ করিল মার্জ্জিত॥

---

(১) বেশ্যা। যাত্রাকালে বেশ্যা-দর্শন মঙ্গলজনক।
(২) প্রয়াণ। (৩) খই। (৪) বীরগণ।

আসিয়া অঙ্গনা যত মঙ্গল-বিধানে।
পার্থের উপরে করে পুষ্প বরিষণে॥
গলায় বসন বভ্রুবাহন কুমার।
পিতার চরণে প্রণমিল পুনর্ব্বার॥
করযোড়ে রহে রাজা হৃদয় উল্লাস।
পিতার সমুখে কয় সুমধুর ভাষ॥
নিজ পরিচয় তাতে করে নিবেদন।
বভ্রুবাহন মোর নাম তোমার নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা মোর মাতা শুন অবধানে।
যে কালে আইলে তীর্থ-যাত্রার কারণে॥
পিতার শাপেতে ছিলা হয়্যা কুম্ভীরিণী।
তোমার পরশে মুক্ত হইলা জননী॥
জন্ম দিয়া গেলা চিত্রাঙ্গদার উদরে।
শুনহ বিশেষ বাণী নিবেদি তোমারে॥
পালন করিল মোরে উলুপী বিমাতা।
মাতামহ রাজ্য দিয়া রাজা কৈল হেথা॥
রাত্রি দিন ভাবি আমি তোমার চরণ।
ধন জন রাজ-সম্পদ নেহ আপন॥
যজ্ঞবাজী ধরিল অপর ভাবি মনে। (১)
এই অপরাধ মোর ক্ষম নিজগুণে॥
জীবন সফল ধন্য হইল আমার।
দেখিল পরম সুখে চরণ তোমার॥
অনেক বিনয়-বাণী কহিল পিতারে।
শুনি ধনঞ্জয় কহে কাম আদি বীরে॥
প্রদ্যুম্ন কহেন শুন পার্থ মহাশয়।
মহাভব্য শিরোমণি তোমার তনয়॥
হেন পুত্রে অতি কেন দেখি অনাদর।
আলিঙ্গন দেহ পুত্রে পসারিয়া কর॥
এত শুনি অর্জ্জুনের ক্রোধ হৈল তবে।
ক্রোধ মনে বসি পার্থ কহে কামদেবে॥
পূর্ব্বেতে গঙ্গার শাপ হইল নিকটে।
তে কারণে অর্জ্জুনের ক্রোধ বড় উঠে॥

---

(১) অপর কাহারও মনে করিয়া যজ্ঞবাজী ধৃত করিয়াছিলাম।

উঠিয়া মারিল লাথি পুত্রের মাথায়। অর্জ্জুনের পদাঘাত।
ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম গায়॥

কাল কোপ পার্থের হৃদয়ে উপনীত। সক্রোধ উত্তর।
কহে বভ্রুবাহনে গর্জ্জিয়া বিপরীত॥
তুরঙ্গ আনিয়া দিল করি রণভয়।
হেন ছার বেটা কয় আমার তনয়॥
তোমার জনম চিত্রাঙ্গদার উদরে।
বৈশ্যজাতি বেটা অপবাদ দেহ মোরে॥
ক্ষেত্রী রক্তরসে জন্ম লভে যেই জনে।
নপুংসক সম কর্ম্ম সে করিব কেনে॥
আমার ঔরসে জন্ম সুভদ্রার গর্ভে।
অভিমন্যু নামে এক পুত্র ছিল পূর্ব্বে॥
মহাবীর রণধীর প্রিয় সভাকার।
কত কত ক্ষেত্রীগণে করিল সংহার॥
দ্রোণাচার্য্য পরাভব যাহার সমরে।
রণ জিনি গেল চক্রব্যূহের ভিতরে॥
সেই অভিমন্যু রণে হত যেই দিন।
সেই হৈতে বিধি মোরে কৈল পুত্রহীন॥
তোর নাঞি দেখি ক্ষেত্রীকুলের প্রতাপ।
কাহার ঔরসে জন্ম কারে বল বাপ॥
নটিনী জননী তোর গন্ধর্ব্বের সুতা।
* * * পুত্র হয়ে কারে বল পিতা॥
তেজহ কাঞ্চন-রথ শকট সকল।
দেশে দেশে ভ্রম কান্ধে লইয়া মাদল॥
নটিনী লইয়া ফির * * * বেটা।
ধনুর্ব্বাণ তেজি বোনো খেজুরের চাটা॥
নারী লয়্যা কান হয়্যা ডম্ফ (১) হেন করে।
গীত গায়্যা মাগ্যা খায়্যা বুল ঘরে ঘরে॥
টুরি হয়্যা থাক গিয়্যা অনাথ-মণ্ডপে।
লাথি দিয়্যা ঘুচাইয়্যা দিলু এই পাপে॥
চিন্তিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-চরণ-পঙ্কজে।
ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজে॥

---

(১) দম্ভ।

শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

(ছুটি খাঁর আদেশে বিরচিত।)

পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দী নামক কবির দ্বারা অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। দুঃখের বিষয়, আমি ভ্রমক্রমে শ্রীকরণ নন্দী স্থলে "শ্রীকর নন্দী" পাঠ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষৎ আমার প্রাচীন পুথিখানি পাইয়াও এই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। তাঁহাদের প্রকাশিত "ছুটি খাঁর মহাভারতে" সেই শ্রীকর নন্দীই রহিয়া গিয়াছে।

যে পুথি দেখিয়া এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা আমার। উহা ১৫৮৫ (খৃঃ ১৬৬৩) শকের লেখা।

মঙ্গলাচরণ।

প্রণমহ অনাদি নিদান সনাতন।
সৃষ্টি স্থিতি পালক পরম কারণ॥
মায়া বলে জগতের ... ...।
... ... মহীর পালন্ত॥
যাহার ইঙ্গিত না বুঝে প্রজাপতি।
পুনি পুনি সেই দেবে করএ প্রণতি॥
গণপতি বন্দোম বিঘ্ননাশন।
তবে দেবী ভগবতী বন্দোম চরণ॥
বন্দমহো ভক্তি করি যত কবিগণ।
জনক জননী বন্দো যত গুরুজন॥
সভাপতি অগ্রেতে মোহোর (১) প্রণতি।
বলিব পয়ার কিছু সংক্ষেপ ভারতী॥

পৃথিবীর মুখ্য পবিত্র এক স্থল।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল॥

---

(১) আমার।

যেমন সর্ব্বংসহা তেমতি মহারাজা।
রাম হেন বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুষণ সাহা যেমন ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালএ বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্বিধান ॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
. ... চন্দ্রশেখর পর্ব্বত সুন্দরে ॥
চারলোল-গিরি তার পৈতৃক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মাণ তাকে কি কহিব অতি ॥
চারি বর্ণে বসে লোক সেনা-সন্নিহিত।
নানা স্থানে প্রজা সব বসয়ে তথিত (১) ॥
ফনী নাম (২) নদীএ বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিশাল হৃদয় মত্তগজেন্দ্র-গমন ॥
চতুঃষষ্টি কলা বসয় গুণের নিধি। (৩)
পৃথিবী-বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি ॥
দিতে (৪) বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য নাহিক যে সীমা ॥
কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥
তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি (৫)।
সংবাদ দিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
নৃপতির অগ্রেতে তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥

---

(১) সেই স্থানে। (২) (নোয়াখালী জেলার) বর্ত্তমান ফেণী নদী।
(৩) বসয়=বাস করে। যাঁহার শরীরে পূর্ণ গুণরাশি বাস করে।
(৪) দান করিতে। (৫) হুসেন সাহ।

যুধিষ্ঠির নিকট ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠান বর্ণন।

ত্রিপুর-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ (১)
গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান।
মহাবন-মধ্যে তবে পুরীর নির্ম্মাণ ॥
যদ্যপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বসে ত্রিপুর-নৃপতি ॥
আপনে নৃপতি সমর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তবে রাজ-সম্মান।
যাবৎ পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত-সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি ॥
অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভা খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
দেশ-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চরৌক (২) কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার ॥
তাহান আদেশ মান্য মস্তকে করিয়া।
শ্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥

অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিবার ব্যবস্থা।

তবে যে এড়িব (৩) ঘোড়া ক্ষিতি বিচরিতে (৪) ॥
ইন্দু কুন্দ সমবর্ণ সেই অশ্ববর।
পীত পুচ্ছ দীর্ঘ কর্ণ পরম সুন্দর ॥
মাথাতে লিখিব পত্র সুবর্ণের জলে।
এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতূহলে ॥
ঘোটক রক্ষক হইব নিজ সহোদর।
যে রাজার শক্তি থাকে ধরৌক অশ্ববর ॥

---

(১) এই উক্তি সত্য নহে। ইহা কবির চাটুবাদ। সেই সময়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্য-মাণিক্য ও তদীয় সেনাপতি চয়চাগের বিক্রমে মুসলমান সৈন্য ত্রিপুরা-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। (২) সঞ্চারিত হউক। (৩) প্রেরণ করিব। (৪) বিচরণ (ভ্রমণ) করিতে।

এহি পত্র লিখি বান্ধিব ললাটে ঘোড়ার।
এড়িব ঘোড়া বৎসরেক চরিবার॥
আপনে আরম্ভিব যজ্ঞ অসিপত্র (১) ব্রত।
এড়িব সব ভোগ যত উপগত॥
যজ্ঞের বিধান এহি কহিল সকল।
পারিবা করিতে সব না হইও বিকল॥

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।
কিরূপে করিমু কার্য্য কহ মতিমন্ত॥
হেন অশ্বরত্ন মুঞি কথাতে পাইমু।
ঘোটক রক্ষক মুঞি কাবে নিযোজিমু॥
যে বা ভীমার্জ্জুন সহোদর মোর।
মোর হেতু দুঃখ পাইছে বহুতর॥
তাহাকে পাঠাইতে বণে না হএ যুকতি।
কৃষ্ণ হেন বন্ধু মোর নাহি নিকটে সম্প্রতি॥
বহু বিঘ্ন হএ যজ্ঞ করিবারে আশ।
সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস॥
এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোম যে বুদ্ধি।
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি (২)॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।
ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাস মুনি॥

ভদ্রাবতী-পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক একাকী যুদ্ধ-জয় করিতে ভীমের সঙ্কল্প ও বিক্রম প্রকাশ।

* * হেন বাক্য বুলিলেন্ত।
সেই সভাতে ভীমসেন তর্জ্জন করন্ত॥
একাকী যাইমু মুঞি পুরী ভদ্রাবতী।
সমরে জিনিব যৌবনাশ্ব নরপতি॥
যদি সেই অশ্ব আনিতে না পারোম।
তবে মুঞি নরকেত পড়িয়া মরোম॥

---

(১) স্বামী ও স্ত্রী একাসনে নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ কাল বাস করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে একখানি অসি থাকিবে। (২) শুদ্ধি=সন্ধি=সন্ধান।

অঘোর নরকে মোর হউক নিবাস।
এ বলিয়া ভীমসেনে এড়য়ে নিশ্বাস॥
ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি।
পাছু না বিচারিয়া প্রতিজ্ঞা করহ ভারতী॥
সংশয় বাসয়ে ভীম ভদ্রাবতী-জয়।
একাকী যাইবা তুহ্মি অশক্য রণয়॥
রাজাএ যদি এমত বোলে ভীমক (১) গর্জ্জন্ত।
বৃষকেতু কর্ণপুত্র বুলিলন্ত॥
মোকে সঙ্গে নেয় ভীম তোহ্মার দোসর (২)।
যৌবনাশ্ব জিনিমু মুঞি করিয়া সমর॥
ভীম বোলে বৃষকেতু তুহ্মি মহাবীর।
সুরাসুর সমরেত নির্ভয়-শরীর॥
কি পুনি তোহ্মার পিতা রণেত মারিল।
তোর মুখ না চাহোম লজ্জায় আবরিল॥
ভীমের বচনে বৃষকেতুএ বোলন্ত।
না করিলা অপকর্ম্ম শুন মতিমন্ত॥
উপকার কৈলা মোর জনক সংহারি।
সদায় আছিল দুর্য্যোধনের সেবা করি॥
ধর্ম্ম হতে ভিন্ন হৈল পাণ্ডব তনয়।
নিজ সঙ্গ এড়ি কৈল পরের প্রণয়॥
উপকার চিন্তি আহ্মি না চিন্তি প্রমাদ।
স্বর্গে গেল বাপ মোর তোহ্মার প্রসাদ॥
এত যদি বৃষকেতু বলিল বচন।
দুই হাতে ভীমসেনে কৈল আলিঙ্গন॥
সঙ্গে যাইতে তান দিল অনুমতি।
মেঘবর্ণ বুলিলেক তবে মহামতি॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে তুহ্মি রহ এহি স্থানে।
নৃপতিক রক্ষক হইয়া রহয় প্রধানে॥
এত যদি ভীমসেন কহিল বচন।
মেঘবর্ণ কুমারে বোলন্ত ততক্ষণ॥

বৃষকেতুর উত্তরে ভীমের প্রসন্নতা।

---

(১) প্রাচীন গাথা ও পালি ভাষার ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালায়ও নাম শব্দের পর এই 'ক' (স্বার্থে 'ক') অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

(২) সহায়।

মোর পিতা ঘটোৎকচ তোক্ষার নন্দন।
তোক্ষার কার্য্যে তেঁহি হারাইল জীবন॥
সহদেব সহিত অর্জ্জুন মহাবল।
নৃপতিক রক্ষিয়া থাকিব সকল॥
বৃষকেতু সঙ্গে তুক্ষি রণে দেয় মতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীঘ্রগতি॥
সত্বরে চলহ না কর বিলম্বন।
ঘোড়া কাড়িয়া আনিব ততক্ষণ॥
মেঘবর্ণ সঙ্গে যাইতে দিল অনুমতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীঘ্রগতি॥
তবে ব্যাস মুনিএ বুলিল নৃপতি।
বিলম্বে কার্য্য নাহি চল মহামতি॥
রাত্রি কাল হৈল বেলি অবসান।
আশ্রমেত যাইতে আক্ষি হউক সম্বিধান॥
এ বুলিয়া ব্যাস মুনি চলিল সত্বর।
বাঢ়াইয়া দিলেন্ত নিয়া ধর্ম্ম নৃপবর॥

ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত।

ঘনশ্যাম দাস স্বীয় পরিবারবর্গের মঙ্গল-কামনায় এই কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন।

কৃপাকর নারায়ণ ভকত জনায।
জৈমিনি ভারত পোথা এতদূরে সায়॥
হরিদাস সেনে কৃপা কর নারায়ণ।
গোবিন্দ সেনের সুতে কর কৃপায়ণ॥
রাখিব অচল ভক্তি বুদ্ধিমন্ত খানে।
কৃপা কর নারায়ণ দুর্ব্বাসা সেনে॥
সহ পরিবারে কৃপা কর শ্রীনিবাস।
তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস॥

বুদ্ধিমন্ত খান ঘনশ্যামের পিতা ছিলেন কি না বলা যায় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'বুদ্ধিমন্ত খাঁ' উপাধির অভাব নাই। সুতরাং এই বুদ্ধিমন্ত খাঁ কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে 'বুদ্ধিমন্ত খাঁ' উপাধি

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কবির কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারা যায়। যে পুথি দেখিয়া এই অংশ নকল করা হইল, তাহা বর্দ্ধমান, পাত্রসায়ের গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহার নিম্নে এই ছত্র পাওয়া যায় "স্বাক্ষরমিদং শ্রীসীতারাম দাস পুস্তক শ্রীকাশীচরণ তাঁতি। সাং পাত্রসায়ের সন ১০৪০ সাল তাং ২৪শে শ্রাবণ।" সুতরাং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই পুথি সংকলিত হয়। কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

চন্দ্রহাস ও বিষয়া।

চন্দ্রহাসকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করিবার জন্য রাজমন্ত্রী (বিষয়ার পিতা) একখানি পত্র লিখিয়া তৎসহ চন্দ্রহাসকে স্বীয় পুত্র মদনের নিকট প্রেরণ করেন। এই রাজমন্ত্রীর চক্রান্তে চন্দ্রহাসের পিতাও ইতিপূর্ব্বে নিহত হইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রীর কন্যা বিষয়া প্রেমের কৌশলে মন্ত্রীর উদ্দেশ্য বিফল করেন।

চন্দ্রহাসের যাত্রায় শুভ-দর্শন।

চন্দ্রহাস যাত্রার সময়ে সুমঙ্গল।
প্রযুক্ত দেখিল ধেনু বৎসক সকল॥
বৃষ গজ দক্ষিণে দেখিল অগ্নি জ্বলে।
পূর্ণ কুম্ভ ব্রাহ্মণ গণক পুষ্পমালে॥
সদ্যোমাংস পতাকা দেখিল ঘৃত দধি।
শুক্ল ধান্য রজত কাঞ্চন নানা বিধি॥
চন্দনে বাসিত কত দেখিল অঙ্গনা।
দাড়িম্ব আনিয়া হাতে দিল কোন জনা॥
আনিয়া চম্পক মাল্য কেহ দিল গলে।
বিবাহের লক্ষণ কত দেখিল মঙ্গলে॥
ভৃত্য লঞা চন্দ্রহাস চলিলেন পথে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণগুণ ভাবিতে ভাবিতে॥

সরোবর বর্ণন।

আছে এক সরোবর কৌণ্ডিল্য নিকটে।
উত্তরিলা চন্দ্রহাস সরোবরের ঘাটে॥
নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল কজ্জল বরণে।
নানা পক্ষী কলরব পুষ্পের উদ্যানে॥
কেতকী পলাশ কুন্দ কমল কহ্লার।
কোকনদ কুমুদিনী কুসুম ঝঙ্কার॥

কত কত কলরব কলাপী কলাপে।
কামিনী করএ কত কত মনস্তাপে ॥
ডাহুক ডাহুকীতরে তবে মত্ত হৈয়্যা।
রাজহংস রাজহংসী চুঞ্চে চুঞ্চ দিয়া ॥
মত্ত হৈয়া মধুকর সঙ্গে লৈয়া দারা।
আনন্দে মাতিয়া কত ক্রীড়া করে তারা ॥
শয়ন বসন্ত কত মন্দ মন্দ বাএ।
কোকিলা করয়ে কত সুমধুর রাএ (১) ॥
দেখিয়া কামিনীর মন মহা উতরোলে।
রাজহংস মৃণাল ভক্ষয়ে শতদলে ॥

সুগন্ধী সমীর ধীর গন্ধে মনোহর।
উত্তরিলা চন্দ্রহাস দেখি সরোবর ॥
তুষ্ট হৈয়া চন্দ্রহাস দেখিয়া উদ্যান।
পূজিল কৃষ্ণের পদ দিয়া পুষ্পধন ॥
তবে চন্দ্রহাস তাথে স্নান আচরিল।
দিয়া দিব্য পুষ্পমালা কৃষ্ণ পূজা কৈল ॥
করিলেন জল পান সুস্থচিত্ত হৈয়া।
কদম্ব গাছেতে রাখেন অশ্বকে বান্ধিয়া ॥
নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস সুস্নিগ্ধ হৃদয়।

রমণীগণের জল-ক্রীড়া।

সরোবরে আস্তে কন্যা এমন সময় ॥
কুলিন্দী রাজার কন্যা চম্পক মালিনী।
বিষয়া আইল সঙ্গে মন্ত্রীর নন্দিনী ॥
সংহতি সকল কন্যা নবীন বএস।
পুষ্পের বিহারে চলে করি নানা বেশ ॥
প্রবেশ করিল সভে পুষ্পের উদ্যানে।
দেখিল হস্তিনীগণ পুষ্পের কাননে ॥
নবীন যৌবনা সব রহে ভীত হৈয়া।
হস্তিনী সকলে তারা বলেন ডাকিয়া ॥
আমা সভা দেখি যদি আইস হেথায়।
কুম্ভস্থল বিদারিয়া সিংহ তোরে খায় ॥

(১) রব।

এত বলি বনেতে বিহার সভে কৈল।
বন-তাপে সর্ব্বজন তাপিত হইল॥
শ্রম হৈয়া ঘর্ম্মমুখী সভে যায় জলে।
হাতাহাতী মত্ত হৈয়া সভে কুতুহলে॥
বিহার করেন সভে জলে প্রবেশিয়া।
অন্যোন্যে জল সভে দিছেন ফেলিয়া॥
পদ্মের মৃণালে জল তোলয়ে চুম্বকে।
ফুকরি ফুকরি জল দেয় মুখে মুখে॥
এই মত জল ক্রীড়া সভে সাঙ্গ দিয়া।
পরিলেন বস্ত্র সভে কূলেতে উঠিয়া॥
হেন কালে চন্দ্রহাসে বিষয়া দেখিল।
সহসা মোহিত কন্যা চিত্ত মগ্ন হৈল॥
আমার সমান পতি এই কৈল মনে।
তবে জানি বিধি মোরে হয় সুপ্রসন্নে॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বন্দে ঘনশ্যাম দাস॥

বিষয়ার অনুরাগ।

চন্দ্রহাস দেখিয়া বিষয়া মত্ত মন।
প্রাণে নাহিক স্থির অচল চরণ॥
তবেত বিষয়া সেই রহিল পশ্চাতে।
নিরীক্ষণ করে অঙ্গ দাণ্ডাইয়া পথে॥
নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস কিছু নাঞি জানে।
বিষয়া দেখিল তার পাগেতে লিখনে॥
ভাঙ্গিয়া তাহার মুদ্রা লাগিল পড়িতে।
পিতার অক্ষর সব জানিল নিশ্চিতে॥
মদনে লিখিয়াছে পিতা অনেক সম্মান।
গত মাত্রে চন্দ্রহাসে বিষ দিহ দান॥
পত্র দেখি বিষয়া তবে ভাবিল অন্তরে।
এই পত্র দেখিবেন মোর সহোদরে॥
গত মাত্রে ইহারে মারিব বিষ দিয়া।
ইহা বিনু অন্য পতি নাহি চাহে হিয়া॥
নয়নের কজ্জল লইল সুবিধানে।
লেখিল বিষয়া-দান দিহত মদনে॥

"বিষের" পরিবর্ত্তে "বিষয়া"।

চলিল বিষয়া মাথে রাখিয়া লিখন।
অন্তরে হইয়া হৃষ্ট চাহে ঘনে ঘন॥
সংহতি লহয়া দাসী হাসিতে হাসিতে।
হেন কালে দরশন সখীগণ সাথে॥
কি কারণে হাস তুমি চিত্ত অভিলাষ।
কি দেখিলে কি কহিলে কহ সুপ্রকাশ॥
কহিল সভারে কন্যা বিবাহ কারণ।
পাঠাইল বর পিতা হাসি তে কাবণ॥
সূর্য্যেরে কহিল বামা হয় সুপ্রকাশ।
নিশ্চয় করিয়া পতি দেহ চন্দ্রহাস॥
নিজ পুরে বিষয়া গেলেন হরষিতে।
চন্দ্রহাস বিনে তাব অন্য নাহি চিতে॥
অপরাহ্ণ হইল বেলা দেখি চন্দ্রহাস।
অশ্ব আবোহণে যায় মন্ত্রীব সকাশ॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব মকবন্দ পানে।
ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণেব চবণে॥

চন্দ্রহাসের বিবাহ।

সেবক সঙ্গতি কবি গেলা অন্তঃপুরে।
অশ্ব হৈতে নাম্বিয়া চলেন ধীবে ধীবে॥
তবে চন্দ্রহাস গিয়া দ্বারীরে কহিল।
চন্দ্রহাস আসিয়াছে মদনে বলিল॥
তবে সেই দ্বারী চন্দ্রহাসে প্রণমিঞা।
দুই তিন বিহস্তে সে গেল পার হৈয়া॥
যেই খানে সিংহাসনে বসিয়া মদন।
পুরাণ ভারত লৈয়া যতেক ব্রাহ্মণ॥
কেহ নৃত্য করে কেহ চামব ঢুলায়।
রায়বার পড়ে ভাট অতি উচ্চবায়॥ (১)
হেন কালে দ্বারী গিয়া কহে যোড়করে।
বৈষ্ণব চন্দ্রহাস দাণ্ডাইয়া দ্বারে॥

চন্দ্রহাসের মদনের নিকট গমন।

(১) ভাটগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজ-দরবারের কীর্ত্তি-গাথা (রায়বার) পাঠ করিতেছিল।

শুনিঞা দ্বারীর বাক্য উঠিল মদন।
চলিল সকল লোক সংহতি তখন॥
গাএর উত্তরী-বস্ত্র খসিয়া পড়িল।
চন্দ্রহাস-দরশনে মহাত্রস্ত হৈল॥

দ্বারে আসি দুই জনে হৈল দরশন।
আলিঙ্গন কৈল দোহে হর্ষান্বিত মন॥
আসন বসিতে দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
পশ্চাতে মদন তারে পুছেন কুশল॥
সংপ্রতি আছএ কিবা কলিঙ্গের সনে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিত্তা (১) সুখী প্রজাগণে॥
তোমার কুশল আদি সাক্ষাতে দেখিল।
বড় ভাগ্য হৈতে তোমার দরশন পাইল॥
এতেক শুনিঞা পত্র দিল ফেলাইয়া।
পঠএ মদন পত্র বিরলে বসিয়া॥
মদন বলেন পত্র পড়ি সভার স্থানে।
পিতার লিখন যেন শুনে সর্ব্বজনে॥
পঠেন স্বস্তিকবাণী করিয়া প্রকাশ।
সম্পদের ধন মোর এই চন্দ্রহাস॥
কুল শী[illegible] গুণ কিছু না করিহ মনে।
গতমাত্র ইহারে বিষয়া দিহ দানে॥

পত্র পড়ি মদন হইল কুতূহলে।
মোর বংশ পবিত্র হইল এত কালে॥
যাহারে চিন্তিল আমি সেই প্রিয়ম্বদ।
শুনিঞা বিষয়া মনে প্রেমে গদগদ॥

বিবাহ।

বসিয়া সখীর সঙ্গে চিন্তয়ে চণ্ডীরে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দিয়া জাগরণ করে॥
যজ্ঞ করি বলিদান দিব চণ্ডীমাতা।
চন্দ্রহাস পতি যেন না হয় অন্যথা॥
তবেত মদন দোঁহারে করিল গণনা।
বিধির নির্ব্বন্ধে লগ্ন হইল দুজনা॥

---

(১) বৃত্তা=বৃত্তিভোগী।

গণিঞা সুলগ্ন বেলা বলিল গণকে।
কালি শুভোদয় দিন বলিল তোমাকে॥
হৃষ্ট হৈয়া মদন কহিল সভাকারে।
বিষয়ার বিভা বলি ঘোষণা নগরে॥

রোপিল গুবাক কলা চত্তরে চত্তর।
বাদ্যে উতরোল হৈল সকল নগর॥
ঘরে ঘরে জল সহে সকল অঙ্গনা।
দধি খধি রাত্রিবাস করিল রচনা॥
গোধূলি সময় হইল আনিয়া মদনে।
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিল সম্প্রদানে॥
চন্দ্রহাসে দিল দান বস্ত্র স্বর্ণাঙ্গুরী।
কর্ণেতে ভূষণ দিল গলাতে মাদুলী॥
আইল কন্যার মাতা সঙ্গে নারীগণ।
স্ত্রী-আচার কৈল সভে বিধি প্রকরণ॥
গৌতমাদি মুনি কত ছায়া মণ্ডপেতে।
সেইখানে চন্দ্রহাস বসি এক ভিতে॥
বাজায় বিচিত্র বাদ্য জয় জয়কার।
হইল বিবাহ চন্দ্রহাস-বিষয়ার॥
চতুর্দ্দিগে ধরি কন্যা পাটে বসাইল।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ চতুরাক্ষ (১) হইল॥
প্রণাম করিল কন্যা মধুপর্ক দিয়া।
তবে কন্যা-বর-গ্রন্থি বন্ধন করিয়া॥
কন্যা-বর প্রণত হইল বিপ্রগণে।
আশীর্ব্বাদ কৈল বিপ্র হরষিত মনে॥
চন্দ্রহাসে যৌতুক দিলেন মদন।
ফল মুক্তা পুষ্প স্বর্ণ বিচিত্র বসন॥
তিন লক্ষ গাভী দিল ভাল দুগ্ধবতী।
অযুত মহিষ দিল মত্ত শত হাতী॥
পঞ্চ শত দাসী দিল ভূষিত কাঞ্চনে।
দান দিয়া মদনের তৃপ্তি নাহি মনে॥

(১) চারি চক্ষুতে দৃষ্টি অর্থাৎ নব বর-বধূর পরস্পর মুখাবলোকন

অনেক করিল দান গালব মুনিরে।
তুষ্ট হৈয়া দান সব নিল দ্বিজবরে॥
ক্ষীর পান চন্দ্রহাস বিষয়া করিল।
রত্ন-সিংহাসনে দোঁহে শয়ন করিল॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্যাম দাস॥

রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

রাজেন্দ্র দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি প্রাচীন কালের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত শকুন্তলার ২০০।২৫০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি। সাধারণতঃ সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের পুথির মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের এই আখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শকুন্তলার উপাখ্যান।

দুষ্মন্ত।

দুষ্মন্ত নৃপতি নাম ইলুর তনয়।
ইন্দ্র আদি দেবতা কম্পিত তার ভয়॥
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজ অতুল মহিমা।
সূর্য্যের প্রভা হ যথা তত দুর সীমা॥ (১)
পৃথিবী শাসিল রাজ্য করে নিজ বলে।
এমত ধার্ম্মিক রাজা নাহি ক্ষিতিতলে॥
* * * *

মৃগয়া।

সর্ব্ব সৈন্য আদেশ করিল মহাবল।
মৃগয়া করিতে সৈন্য সাজোক সকল॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পাইক পদাতি।
সাজিল সকল সৈন্য যত যোদ্ধাপতি॥
অনেক করিল সৈন্য প্রবন্ধ সংহতি।
অর্দ্ধ রাজ্য সাজিলেক দুষ্মন্ত নৃপতি॥

---

(১) সূর্য্যের প্রভা যতদুর যায়, ততদুর পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব।

চৈত্র বসন্ত ঋতু পূর্ণিত পুষ্প-বন।
মৃগয়া করিতে তথা সাজিল রাজন॥
বেগবন্ত রথে চড়ি যায়ন্ত নরনাথে।
চলিল বিচিত্র বাজা ধনুঃ ধরি হাতে॥
শ্বেতবর্ণ অশ্ব সব মৃদু শব্দে ঠেকে।
আকাশ ধরিব হেন উর্দ্ধমুখে দেখে॥
ছত্র পতাকা ধ্বজ নানা বর্ণ দেখে।
সত্বর গমনে যেন উঠে দেব-পক্ষে॥
নগরের নারী সব চঞ্চল নয়নে।
সখী সবে দেখে যেন অঙ্গুলির সানে (১)॥
যার যার পুরজন এহি যান্ত বুলি।
পুরজন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলি॥ (২)
যত দূর যায় চাহে চক্ষুব গোচর।
অদর্শন হইল যদি যাএ নিজ ঘর॥

দেশ বন উপবন এড়ি সৈন্য যায়।
দক্ষিণ পশ্চিম দিগে বনস্থলী যায়॥
নানা জন্তু দেখে তথা বেড়ায় যূথে যূথে।
হস্তী সবে কেলি করে হস্তিনী সহিতে॥
মৃগে মৃগে কেলি করে মহিষে গবয়।
ব্যাঘ্র ভালুক সেজা শূকর অতিশয়॥
সে বন দেখিয়া রাজা হইল কৌতুক।
বেড়িল সকল সৈন্য হস্তেতে কার্ম্মুক॥
আকর্ণ পূরিয়া মারে তাড়িয়া নির্ভর।
এক এক শরে মারে একৈক কুঞ্জর॥ পশু-নাশ।
কুম্ভ ভেদি মারে যেন হৃদয় বিদারি।
ইন্দ্র বজ্রঘাতে যেন বিন্ধে মহাগিরি॥
মহিষ গবয় আর শূকর হানন্ত।
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব সৈন্য বেড়িয়া মারন্ত॥

(১) সঙ্কেতে।

(২) তাহাদের নিজ জন যাইতেছে, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাদিগকে দেখায়।

সহস্র সহস্র হানি মারে নিরন্তর।
প্রাণভয়ে পশু সব যায় দিগন্তর॥
হস্তিনী ঠেলিয়া দন্তে মত্ত হস্তী ধাএ।
বৎসরে শৃঙ্গেতে ঠেলি মহিষী পলাএ॥
ব্যাঘ্র ভালুক ধাএ শূকর বানর।
কোলাহল শব্দ করে যত বনচর॥
* * * *
পৃষ্ঠে মুখ দৃষ্টি করি মৃগ সব ধায়ে।
বৎস-সঙ্গিনী কুরঙ্গিণী ব্যাকুল হৈল ধাএ॥

জলপান হেতু কেহ জলাশ্রয়ে গেল।
ক্ষুধাতুর হৈয়া কেহ মাংস সিদ্ধ কৈল॥
শকুনি সাঁচান তথা আকাশে শোভিল।
মাংস আশে শৃগাল সবে সে বন বেড়িল॥
জলকেলি করি কেহ কৌতুক করন্ত।
মৃগয়ার বেশে রাজা দুষ্মন্ত ভ্রমন্ত॥
বহু বন উপবন যদি এড়ি গেল।
মুনিগণ বৈসে যথা সে বন পাইল॥
সেই খানে পঞ্চ শিলা অক্ষয় নামে বট।
বদরিকা নারায়ণের আশ্রম নিকট॥
* * * *
তৃষ্ণায় আকুল রাজা শরীর ঘামিল।
মৃগ পাশে ধাইতে যে দেখি কুতুহল॥
* * * *
মৃগয়া দেখি সেই বনমধ্যে যাইতে।
কেবা মোহ না যাএ সে বন দেখিতে॥ (তপোবনে প্রবেশ।)
শীতল পবন বহে সুগন্ধী বহে বাস।
ফলে মূলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥
করন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণ।
অতি বড় প্রীতে খেলে পক্ষিণীর সন॥
মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে।
ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥
নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর।
থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥

নির্ম্মল বৃক্ষের তল পুষ্প পড়ি আছে।
লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥
নানা বর্ণ সরোবর দেখি তার কাছে।
জলচর পক্ষী সব যাহাতে শোভিয়াছে ॥
হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল।
হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥
হেন ভৃঙ্গ নাহি এখানে না ডাকে মত্ত হৈয়া। (১)
কেবা মোহ না যায় যে সে বন দেখিয়া ॥
সুখ-দরশনে রাজা সব বিস্মরিল।
তপোবনের শোভা দেখি হৃদয় মোহিল ॥

সখীগণের সঙ্গে শকুন্তলা।

হেনকালে শকুন্তলা প্রমোদিত চিত্ত।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীর সহিত ॥
কলসী ভরিয়া জলে বসিছে তরুমূলে।
নন্দন বনের সম বৃক্ষ ফলে ফুলে ॥
তীর্থযাত্রা যাইতে কহিছে সে কণ্বমুনি।
প্রিয় বাক্যে তিন কন্যা নিকটেত আনি ॥
জল দিয়া তরু সব পালিবা যতনে।
শকুন্তলা পালন করিবা দুই জনে ॥
সেই বাক্য চিত্তে ধরি নিত্য সিচে জল।
শ্রম পাইয়া তিন জন হইল বিকল ॥
মালতী নামে নদী বহে দক্ষিণ উত্তরে।
তপোবন মধ্যে আছে দিব্য সরোবরে ॥
শোভিছে কমল ভ্রময়ে নানা পক্ষী।
জলযুতা করে তথা তিন চন্দ্রমুখী ॥
মুখ শোভা করে যেন কনক-কমল।
আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল ভ্রমর ॥
রাঙ্গাপদ করন্ত অধর বিম্বফল।
মৃণাল-সদৃশ ভুজতল সুকোমল ॥
মধ্যভাগ দেখি যেন বিলক্ষণ উরু।
ইন্দ্র-ধনুক যেন কিবা শিরে চারু ॥

---

(১) ইহা ভট্টিকাব্যের প্রসিদ্ধ কবিতাটির পুনরাবৃত্তি।

উত্তম কনক-কান্তি সুকেশ দীঘল।
প্রবীণ দাড়িম-বীজ দশন উজ্জ্বল॥
সে বন ভ্রমিতে রাজা তাহাকে দেখিল।
চিত্রের পুত্তলী যেন পট্টেত লিখিল॥
চাহিতে নিরখি আখি রূপের নাহি সীমা।
তিহো বর্নৈ দিতে নারি তাহার তুলনা॥
পরম সুন্দর সে যে দেখিতে সুরূপ।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল হৈল দেখি তার রূপ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

হেন রূপ গুণ নাহি দেখি শুনি আর।
পৃথিবীত পূর্ণ যেন নহি লয় তার॥
চাহিতে চাহিতে মনে না পূরে আরতি।
লক্ষ্যেতে দেখিল তবে শকুন্তলা সতী॥
প্রথম যৌবন তনু অনিন্দ্য অজয়।
অভিনব কাম যেন কার্ম্মুক হানয়॥
অন্যে-অন্যে দু জনের হইল দরশন।
দুই জনে অনুরাগে মোহিল তখন॥

প্রথম দর্শন।

উপজিল লাজ (১) মুখ ঢাকিল কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইল জলে হইল লজ্জিত॥
ততক্ষণে দুই সখী কৈল আলোকন।
দেখিল পুরুষসিংহ সাক্ষাৎ মদন॥
কর্ণমূলে কহিল সত্বরে চল ঘর।
ভিন্ন জনে দেখে তোহ্মার মুক্ত কলেবর॥
তোর রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যাএ।
হেন রূপ সামান্য পথিকে বসি চাএ॥
ইন্দ্রে কামনা করে দেখিবারে মুখ।
সামান্য পথিকে চাহে খেলার কৌতুক॥
শকুন্তলা বোলে তবে শুন প্রাণসখী।
তুহ্মি যারে দেখ বোল আহ্মি ত না দেখি॥
অলঙ্ঘ্য ঋষির কথাএ স্থির নহে চিত।
সখী সব প্রবোধিতে বলে বিপরীত॥

---

(১) লজ্জা।

বান্ধিল চিকুর বাস সম্বরে সত্বর।
দশন মাজিয়া শীঘ্র মুখে দিল জল॥
সূর্য্যে দণ্ডবৎ করি চলিলেন্ত ঘর।
লজ্জায় হরিষ মুখ চমকে চঞ্চল॥
কুম্ভে জল ভরি ঝাটে চলে তিন জন।
দৃষ্টি হতে দূরে গেল নাহি দরশন॥ *

না দেখিল তিন কন্যা গেল কোন ভিত।
ক্ষণেকে বিস্ময় রাজা হইল মূর্চ্ছিত॥
ধন হারাইয়া যেন বিহ্বল কৃপণ।
তেন মত হৈল রাজা ব্যাকুলিত মন॥
দেখিলেক বনচর মরণ চাতুরী।
সেই লীলা চলিলা যে গতি মতি স্মরি॥
হাস্য রহস্য মাধুর্য্য স্মরিতে পুনি পুনি।
বিকল হইয়া তবে চলে নৃপমণি॥
সেই পথ অনুসারি রাজাএ চলিল।
হেন কালে সৈন্যে আসি তাল লাগ পাইল॥
নিঃশব্দ হৈয়া তবে চলে নৃপমণি।
সেই পথ অনুসারি রাজাএ চাহে পুনি॥
স্থানের নিয়ম করি দুষ্মন্ত রহিল। (১)
কি করিব কথা (২) পাইব চঞ্চল হইল॥
অনঙ্গের বীরতাপে দহে কলেবর।
মর্ম্মান্তিক তপ্ত বায়ু বহে নিরন্তর॥
ব্যান (৩) লগ্ন চিত্ত মগ্ন হৃদয় ভিতর।
না পূরে আরতি ভাবি রূপে মনোহর॥
রাজার বিমন দেখি সকল চিন্তিত।
বিলম্ব দেখিয়া কিবা হইবেন দুঃখিত॥

অদর্শন ও বিরহ।

---

(১) যে পথ দিয়া শকুন্তলা গিয়াছেন সেই দিকে বারংবার রাজা দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলেন।

(২) কোথা।

(৩) সর্ব্ব শরীরব্যাপী বায়ু।

অন্ত অন্ত এহি মতে কহিতে কথন।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে পাই নৃপতিহ্ বন॥

* * * *

অন্তরালে থাকিয়া রাজার শকুন্তলার কথা শ্রবণ ও মিলন।

রাজা বোলে যদি থাকে ভাগ্যের উদয়।
মোর কথা এ হাতে যে কহিব নিশ্চয়॥

তবে সখীগণে বোলে শকুন্তলা সুবদনী।
কেমত বিরহ-ব্যথা আহ্মিত না জানি॥
যদি তুহ্মি সবে জান হিত উপদেশ।
কহিবাক মনে আছে বচন বিশেষ॥
স্নান করি যখনে চলিয়া আইলুম ঘরে।
সেই হোতে অস্থির মোহর (১) কলেবরে॥
যেই তো পুরুষবর দেখিলুম সরোবরে।
সে কোন্ পুরুষ হএ নাহি জানি তারে॥
তবে সখীগণে বোলে তাকে নাহি চিনি।
দুষ্মন্ত আসিছে হেন লোকমুখে শুনি॥
যদি তুহ্মি তাহাকে বাঞ্ছিত অভিলাষ।
দূতমুখে তার ঠাঁই করিব প্রকাশ॥
ইঙ্গিত হাসিয়া কন্যা না দিল উত্তর।
হরিষে পুলক রাজা হইল কলেবর॥
আপনারে ধন্য হেন মানিল রাজনে।
আপনা প্রকাশ যেন আছে মোর মনে॥
অখনে আপনা কেন না দি পরিচয়।
দৈবে বিধি মিলাইল ভাগ্যের উদয়॥
কিন্তু মনেত চিন্তা আছএ আহ্মার।
চন্দ্রকেণে কন্যা বিহা শূদ্রের আচার॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেত কেহ্নে (২) মোর অভিরুচি।
যে যুক্তি কহিব আহ্মি আগে তারে পুছি॥

---

(১) আমার। (২) কেন।

কেবা তুহ্মি এত রাত্রি এথা আগমন।
তপোবনে আসিয়াছ কিসের কারণ ॥
তীর্থযাত্রা গেল মুনি আহ্মা এথা এড়ি।
নিশাচর হৈয়া ফের ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥
ব্রাহ্মণ-কুমারী আহ্মি কিছু নাহি ভয়।
কেবা তুহ্মি এথা কেনে দেয় পরিচয় ॥

পরিচয়।

রাজা দুষ্মন্ত মোহর নাম খ্যাতি।
ইলুর তনয় চন্দ্রবংশেত উৎপত্তি ॥
আইলাম মৃগয়া হেতু এহি তপোবন।
সরোবরে দেখা হইল তোমরার সন ॥
জানিতে আইলুম মুঞি তোহ্মরার মর্ম্ম।
পরিচয় কেবল কিছু নহে যে অধর্ম্ম ॥
তবে কন্যা স্মরে মনে হরষিত হইয়া।
শকুন্তলা সম্বোধিয়া সখী কহে গিয়া ॥
আইল দুষ্মন্ত এহি সিদ্ধি হৈল কায।
কোন উচিত হএ কহ ত্যাগি লাজ ॥
এহি বাক্যে শকুন্তলা হইল সলজ্জিত।
বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিল কিঞ্চিৎ ॥
ধর্ম্মত বিরুদ্ধ রাজা চিন্তে মনে মনে।
তার মন বুঝি তবে সখী দুই জনে ॥
রাজাকে বসিতে দিল উত্তম আসন।
হরষিত হৈয়া রাজা বসিল তখন ॥
ধর্ম্মে বিরুদ্ধ রাজা চিন্তে মনে মন।
দুই সখী সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে বচন ॥
মুঞি ধর্ম্ম রাজা হেন লোকেত বিদিত।
ব্রাহ্মণীর প্রতি কেহ্নে মোর গৈল (১) চিত ॥
তাহাকে ছাড়িলে চিত্তে না হএ প্রবোধ।
পরিগ্রহ করিলে হএ ধর্ম্মত বিরোধ ॥
এ দুই সঙ্কট মোর হইল উপস্থিত।
ছাড়িলে না রহে প্রাণ গ্রহণে নিন্দিত ॥

---

(১) গেল, আসক্ত হইল।

এত ভাবি চিন্তিত হইল নরনাথ।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা পুছিল পশ্চাৎ॥
কেনে চিন্তা ভাব তুহ্মি হইয়া নিঃশব্দ।
উত্তর না দেয় কেনে হইলা যে স্তব্ধ॥
রাজা বোলে এক বাক্য জিজ্ঞাসি তোহ্মাত।
নিশ্চয় কপট ছাড়ি কহিবা আহ্মাত॥
সদায় ধর্ম্মেত মন নাহি অনাচার।
ব্রাহ্মণীতে কেহ্নে চিত্ত গেল যে আহ্মার॥
এতেক সন্দেহ বড় তোহ্মাতে জিজ্ঞাসি।
লোকে বোলে উগ্র বড় কণ্ব মহাঋষি॥
কামভাবে কেহ্নে নারী সে মুনি লইল।
তাহান ঔরষে কন্যা কেমতে জন্মিল॥
এহারে জানিতে মনে বাঞ্ছা হইল তবে।
চিত্ত মোর শান্ত হোক তুহ্মি কহ যবে॥
তবে প্রিয়ম্বদা বোলে শুন নরনাথ।
ইহার জন্মের কথা কহিব তোহ্মাত॥
এক ঋষি আসি কন্যা আশ্রমে দেখিল।
তবে সেই ঋষির স্থানে জিজ্ঞাসা করিল॥
কোন জাতি নারী এহি আশ্রমে তোহ্মার।
তুমি বড় উগ্র জানি এ কন্যা কাহার॥
তবে কণ্বমুনি কথা তাহাতে কহিল।
আহ্মরা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল॥
সে কথা তোহ্মাতে কহি শুন দিয়া মন।
শকুন্তলা কুমারীর জন্ম বিবরণ॥

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গোপলক্ষ্যে বসন্ত-বর্ণন।

চৈত্র বসন্ত মাসে সৌরভ শীতল বাসে
তরু লতা কুসুমে শোভিত।
বায়ু বহে মন্দগতি যুবক যুবতী প্রীতি
পশু পক্ষী সব আনন্দিত॥
ভ্রমর ভ্রমন্ত ফুলে কুহু কুহু শব্দ করে
ময়ুর মণ্ডলী করি নাচে।
শারী শুক কপোত হংস চক্রবাক্ যুত
জল স্থলে সুশোভিত আছে॥

নদী দীঘি সরোবর সকল নির্ম্মল জল
পদ্ম উৎপল শোভা করে।
তথা কিছু নাহি ভয় সকল আনন্দময়
আপনার ইচ্ছা-সুখে চরে॥
সাজিলেক বিদ্যাধরী নানারূপ বেশ করি
এ তিন ভুবন মোহিবার।
সহজে অপূর্ব্ব বালা সম্পূর্ণ ষোড়শ কলা
উপমা নাহিক রূপ যার॥
অনঙ্গমোহিনী ধনী ক্ষীণ-মাজা সুবদনী
হেলিয়া পড়এ মন্দ বাএ।
কেহ পদ্ম সুগন্ধী অতি যত্নে গঠিত বিধি
অগুরু চন্দন লেপে গাএ॥
উত্তম কমল-কান্তি গঠন বিধির পাঁতি
বিম্ব-অধরে মন্দ হাসে।
মত্ত ধীর গজ-গতি চলন বিবিধ ভাতি
যে রূপে ভুবন পরকাশে॥
কস্তুরী কুঙ্কুম ভালে কপালে তিলক জ্বলে
কুটিল অলকাপাতি সাজে।
শোভিছে কবরীভার অমল কস্তুরী আর
অনঙ্গ হইল কাম লাজে॥
দিব্য পাটাম্বর গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
মন্দ-গতি যৌবনের ভরে।
মালিনী নদীর তীরে হাটি যায় ধীরে ধীরে
বিশ্বামিত্রে যথা তপ করে॥

গান্ধর্ব্ব বিবাহের পর।

বিবাহের পর প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা *মুনিপত্নীগণ শকুন্তলাকে প্রশ্ন* করিতেছেন।

হাস্ত-পরিহাস্তে শকুন্তলাকে ইচ্ছিল।
একেশ্বর তপোবনে মুনি এড়ি গেল॥
সম্বন্ধে নাতিনী তুম্মি জিজ্ঞাসি তোম্মা ঠাঁই।
মনেত পাইয়া কিবা বরিছ (১) জামাই॥

---

(১) বরণ করিয়া লইয়াছ।

কপট ছাড়িয়া আহ্মা কহিবা স্বরূপ।
পূর্ব্ব হোতে অধিক দেখিএ তোর রূপ (১)॥
যৌবনের ভরে তোর গমন বিস্মিত।
দীর্ঘ লোচন তোর দেখিত ঘূর্ণিত॥
প্রফুল্ল রাঙ্গা দেখি বদন-কমল।
মধু পিয়া পুষ্প যেন উড়িছে ভ্রমর॥
শিথিল কবরী তোর রাগ দেখি ভঙ্গ।
সিন্দুরে মণ্ডিত যেন রক্তবর্ণ অঙ্গ॥

কথাএ (২) পাইলা তুমি অপূর্ব্ব মণিহার।
কে আনিয়া দিল মণি-কুণ্ডল তোমার॥
অপূর্ব্ব তোমার হাতে কঙ্কণ প্রচুর।
কে গঠিয়া দিল পদে বাজন নূপুর॥
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা-ধ্বনি শুনি বিরাজিত।
মণি মুক্তা কাঞ্চন যে দোলএ পৃষ্ঠত॥
হেম বিচিত্র রত্ন দেখি তোর গাএ।
হেম উত্তম হার পাইলা কথাএ॥
বিচিত্র বিলক্ষণ পাটাম্বর তোর গাএ।
দেবে আনি দিল কিবা নতুবা রাজাএ॥ (৩)
গতি গম্ভীর অতি লজ্জা অতিশয়।
যৌবন-গৌরব হাস্য তার অভিপ্রায়॥ (৪)
সিন্দুর তিলক তোর কে দিল কপালে।
হিঙ্গুলে লেপিল কিবা কনক-কমলে॥
জাতি কুল না জানিয়া কার কাছে যাউ।
সমাজেত তুমি সবে পাছে লজ্জা পাউ॥
মোর সঙ্গে কথা কহ বিশেষ নাতিনী।
কার সঙ্গে হরিষেতে হৈলে অনুরাগিণী॥
শকুন্তলা বোলে মুনি বৃদ্ধ কলেবর।
তোহ্মার নহে ইচ্ছে হব যৌবন-বিকার॥

---

(১) তুমি অধিকতর সুন্দরী হইয়াছ। (২) কোথায়।

(৩) কোন দেবতা বা রাজা কি আনিয়া দিয়াছে?

(৪) তোমার মুখের হাসিতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, যেন তুমি যৌবনের জন্ত গৌরবান্বিত হইয়াছ।

পূর্ব্ব কথা স্মরিয়া যে উড়ে দুঃখখানি।
আহ্মি বিহা কৈলে তুহ্মি হইবা সতিনী॥
হাস্য পরিহাস্য কথা আছিল বিস্তর।
সম্ভাসিয়া ব্রাহ্মণী সকল গেল ঘর॥
রাজার নিকটে তবে গেল শকুন্তলা।
প্রেমভরে রতি যেন সুরম্য চলিলা॥

রাজ-সভায় শকুন্তলা।

তপোবনে পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে শিষ্যদ্বয় সহ কণ্বমুনি দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়াছেন।

বিস্মিত হইয়া নরপতি ভাবে মনে মন।
হেন কালে শকুন্তলা দিল দরশন॥
স্বর্গ হোতে খসি যেন চন্দ্র অকস্মাৎ।
অনলে কনক দহি নামিছে সভাত॥ (১)
সূর্য্য দরশনে যেন দৃষ্টি নহে স্থির।
সেই মত জ্বলে শকুন্তলার শরীর॥
অন্তঃপুরবাসী যত দেখে নারীগণে।
মুখ-চন্দ্র হেরি রহে সজল-নয়নে॥
রাজাএ জানিল এহি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণের শাপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান॥
দাঁড়াইল সুন্দরী করিয়া যোড় হাত।
কমল-নয়ন ভরি অশ্রু হএ পাত॥
আপনা পতিত্ব দঢ় ধর্ম্ম-নীতি জানি।
লজ্জা ভয় ছাড়িয়া প্রণাম কৈল পুনি॥
নমো চন্দ্রবংশপতি ইলুর তনয়।
নমো রাজা রাজ্যেশ্বর কপট-হৃদয়॥
আস্তপতি নরপতি গুণের সাগর।
সত্যদ্রোহী মিথ্যাবাদী করম নমস্কার॥
আপ্ত-কার্য্য-সাধি পর-দুঃখে উদাসীন।
নমস্কার করি তোহ্মা কপট-মহিম॥

---

(১) অনলে স্বর্ণ দগ্ধ হইয়া (আরও উজ্জ্বল হইয়া) যেন সভাতে নামিয়াছে (অবতীর্ণ হইয়াছে)।

হাসিয়া নৃপতি বোলে না হয় উচিত।
স্তুতি করি নিন্দা কর না হও বিহিত॥
নিরঞ্জন হেন ভ্রম হইল তোহ্মার।
রাত্রি নিশাকালে গেলা অগ্রেতে আহ্মার॥
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ নাহিক মৃগ মারিলা যখন।
কাম্য-সরোবরে তোহ্মা সঙ্গে দরশন॥
নিশাচর হইয়া রাত্রি আশ্রমেত গেলা।
সখী সবে নিষেধিতে তাতে সত্য কৈলা॥
আর যত দিব্য কৈলা নাহিক স্মরণ।
রাজা হৈয়া অনাচার অসার জীবন॥
আসিবার কালে তুহ্মি যে বাক্য বুলিলা।
বৎসরেক বনে ছিলা তাকে না স্মরিলা॥
রাজা হৈয়া মিথ্যা কহ কি বলিব তোকে।
বেশ্যা হেন আহ্মাকে বলিব সর্ব্বলোকে॥
অগ্নি খাই মরিবারে মোর প্রাণে লয়।
উদরেত রাজবংশ এহি মাত্র ভয়॥
এত বলি কান্দে রামা কোপিত শরীর।
জল বহে নয়নের পদ্ম-পত্র-নীর॥

শকুন্তলার বিলাপ।

রাজা বোলে করুণা করসি কোন কাযে।
মিথ্যা প্রলাপ কেহে লোকের সমাজে॥
কেবা তুহ্মি কার কন্যা তাহা নাহি জানি।
কেমতে হইবা তুহ্মি আহ্মার ঘরণী॥
শকুন্তলা বোলে রাজা জানিয়া কর পাপ।
মেনকা-গর্ভেত জন্ম বিশ্বামিত্র বাপ॥
কণ্বমুনি পুষিলেক আহ্মা পাইয়া বনে।
ধর্ম্মপত্নী আহ্মি তোহ্মার দৈবের কারণে॥
জানিয়া কপট করি নিন্দসি আমাক।
কি বলিতে পারি তোহ্মা দৈবে পরিপাক॥
রাজা হৈয়া স্মরণ নাহি হৃদয়-ভিতর।
সত্য মিথ্যা তাহান নাহিক অগোচর॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু আর বসুমতী।
আকাশ জল সন্ধ্যা আর দিবা রাত্তি॥

প্রত্যাখ্যান।

আমাকে নিন্দহ তুমি পাপের সহায়।
এ সবে শরীরে থাকি দেখে সর্ব্বদায় ॥
আপনে আইলুম জানি অবজ্ঞা করসি।
আহ্মি সতী পতিব্রতা তুহ্মি না জানসি ॥

* * * *

রাজা বোলে যত বোল অসত্য বচন।
এহাকে প্রত্যয় যায় আছে কোন্ জন ॥
কথা (১) স্বর্গ মেনকা কথা বিশ্বামিত্র ঋষি।
কথা তোর সনে দেখা প্রলাপ করসি ॥
যত কহ কিছু আহ্মি স্বপ্নেহ না জানি।
যথা ইচ্ছা তথা যায় তোহ্মাকে না চিহ্নি ॥

* * * *

কান্দিতে কান্দিতে কন্যা হইল বাহিরে। প্রত্যাখ্যাতা।
বিদ্যুতের ছটা যেন গগনে নিঃসরে ॥
বিস্মিত দেখিয়া লোকে রাজাক নিন্দিল।
অমাত্য সকলে তারে বিস্তর বলিল ॥
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মন।
নগরে যাইতে কন্যা করয়ে ক্রন্দন ॥
অবজ্ঞা করিয়া মুনি-শিষ্য সব যাএ।
কাতর হরিণী যেন পাছে পাছে ধাএ ॥
চলিতে না পারে দুই বা তিন চরণ।
ধরণী উছট খাইয়া পড়ে ঘনে ঘন ॥
মুনি-পুত্রে এড়ি যায় ফিরিয়া না চাহে।
পথেত পড়িয়া নারী কান্দে দীর্ঘ রাএ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর।
বজ্রাঘাত পাইয়া যেন পড়ে তরুবর ॥
দীঘল চিকুর চারু ধরণী লোটাএ।
মণিময় অলঙ্কার দূরে গড়ি যাএ ॥
নাহিক দোসর জন দিতে পাতি জান।
মৃত্যুর পরশে যেন আইসে যায় প্রাণ ॥

(১) কোথায়।

বাল বৃদ্ধ যুবক যে ঘরে না রহিল।
রাজ-দণ্ড-ভয় কেহ মনে না ধরিল॥
লজ্জায় বিকল তনু বসিল উঠিয়া।
কুহরি কুহরি কান্দে তাপিত হইয়া॥

পরিত্যক্তা শকুন্তলা।

উপজিল বড় দুঃখ শুকাইল অধর-মুখ
ধাএ যেন কাতর হরিণী।
কান্দে সুললিত রবে শুনিতে পাষাণ দ্রবে
সকরুণে বিদরে ধরণী॥
বনদেব যায় শুনে কান্দয় পথিকগণে
জীব জন্তু কার প্রাণে ধরে।
সে দেশের যত লোক ডুবিল দারুণ শোক
ধৈরয কাহার নাহি রহে॥
ক্ষুণ্ণ পথিকের চিত সে রাজা কেমনে জীত (১)
তার কি শরীরে প্রাণ ধরে।
বচনেহ মিঠা ঝরে ভুবন মোহিতে পারে
কাম দেখি ছাড়ে ধনুঃশরে॥
চারিদিগে লোক দেখি সজল চঞ্চল আঁখি
সকরুণে করয়ে বিলাপ।
ডুবিয়া শোকের সিন্ধু না দেখি আপনা বন্ধু
শতগুণে জ্বলি উঠে তাপ॥
মুঞি যত কৈলুম পাপ বিশ্বামিত্র হেন বাপ
মেনকাত ধরিছিল উদরে।
সে যে দৈবের গতি বিধি হৈল বিমতি
নৃপতি দুষ্মন্ত দুরাচারে॥
গর্ভ বাঢ়ে নিত নিত না দেখম আপনা হিত
লজ্জা মুঞি লইমু কাহার।
যে পালিল কণ্বমুনি দয়া না করিব শুনি
কুচরিত্র জানিয়া আম্মার॥
স্ত্রীক অধম জাতি সেইত সেবএ পতি
যার যেই মত ব্যবহার।

---

(১) জীবন ধারণ করে।

জন্মিয়া উত্তম বংশে　　কেবল আপনা দোষে
　　কলঙ্ক রাখিল মুঞি ছার॥
রাজা হৈঞা মিথ্যা কহে　　ধর্ম্মে বা কেমতে সহে
　　চন্দ্রবংশে হেন অনাচার।
প্রথম যৌবন-কালে　　পতি মোকে ত্যাগিলে
　　এবে গতি কি হোক আহ্মার॥
পাপ কৈলে যেন ভোগে　　অন্ধকার হেন লাগে
　　নানা ভয় হএ উপস্থিত।
মনে মনে অনুভাই　　অপরাধ কিছু নাই
　　মুঞি পাপী তাপী পৃথিবীত॥
নিকটে নাহিক নাথ　　এ দুঃখ কহিমু কাত
　　ধরণী বিদারি যাই তাত।
অপমান লজ্জা ভয়　　কেহ্নে প্রাণে এত সএ
　　শরীর কেহ্নে না হএ নিপাত॥

দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি।

একটি ধীবর মৎস্তের উদরে শকুন্তলার অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়, উহা দুষ্মন্তের মুদ্রা-যুক্ত। রাজকর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ধীবর রাজ-সকাশে উপস্থিত হয়। অঙ্গুরীয় দেখিয়া মুনির শাপ মোচন হয় এবং রাজা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হন।

স্মৃতির উদয়।

হাসিতে হাসিতে রাজা অঙ্গুরী লইল হাতে।
শকুন্তলার বৃত্তান্ত যত স্মরিল মনেতে॥
স্বপ্ন অনুভব হেন চমকিত মন।
সমুদ্রে তরঙ্গ যেন উঠে ঘনে ঘন॥
পাসরিতে যাএ রাজা শাপ অনুভব।
শকুন্তলা বিচ্ছেদ তার মনে হৈল সব॥
অনুক্রমে যত কথা স্মরিল রাজাএ।
এক গুণ ভাবিতে সহস্র গুণে ধাএ॥
উন্মত্ত হইয়া যে বিকর্ম্ম করে লোক।
শেষ কালেত আসি পড়ে মহাশোক॥

খেলিতে হারাএ ধন যে হেন দুয়াএ। (১)
গৃহ-কর্ম্ম লাগি কেহ পথে ছাড়ি জাএ॥ (২)
হীনের লঙ্ঘনে (৩) যেন মুনির মনে খেদ।
খলের সৌহৃদ্যে যেন সুজন-মিত্র-ভেদ॥
বজ্রাঘাত শোক হেন পাইয়া নরনাথে।
পুরী প্রবেশিল কিছু না কহি কাহাতে॥
সুখ ভোগ রাজ্য ধন বিষম মানিল।
পুরীর একান্ত স্থানে নির্জ্জনে রহিল॥
অপমানে সুখ ভোগ যদি হএ নাশ।
আপনার দেশে তবে না করে প্রকাশ॥
অধিক যে কাম ব্যথা বাড়ে পুনি পুনি।
শরীর তাপে শোষে যেন নিদাঘ আপনি॥
পাগল হইলে যেন আপনা পাসরে।
জীবন নৈরাশ যেন ডুবিল সাগরে॥
হেন মত বিস্ময় বিকল নরপতি।
ভয় শোকে বিকল হইল নিতি নিতি॥
কি হৈল কি হৈল করি করে হাহাকার।
রাজার চরিত্র কিছু নারি বুঝিবার॥

স্বর্গ-পথে মুনির আশ্রমে রাজার শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের পরে।

শকুন্তলা বোলে তোহ্মার অলঙ্ঘ্য বচন।
বড় তাপে তাপী আহ্মি নাহি রুচে মন॥
পুত্রে লৈয়া দেশেত যাউক নরপতি।
অনুগত হেন স্নেহ রাখিব মোর প্রতি॥
তুহ্মি হেন স্বামীত আমি জন্মে জন্মে পাই।
তোহ্মার চরণ ভাবি থাকি এহি ঠাঁই॥
মুনি বোলে পতি বিনে তপ নাহি আর।
পতি সে সকল ধর্ম্ম জানির তোহ্মার॥

---

(১) জুয়া খেলায় ধন নষ্ট করিয়া যেরূপ অনুতাপ হয়।

(২) পথের সঙ্গী যদি গৃহ-কর্ম্মের তাড়নায় কোন স্ত্রীলোককে পথে ফেলিয়া যায়, তবে তাহার যেরূপ কষ্ট হয়।

(৩) হীনজন অপমানে।

শূদ্রের ব্রাহ্মণ সেবা জানিয় নিশ্চয়।
নারী পুরুষ বিনে তপে মুক্তি না হয়॥
ব্রাহ্মণ তপস্বী যত কঠিন আচার।
পতি বিনে নারীর যে গতি নাহি আর॥
রাজাত বিনয় করে তোর দিগে চাহি।
বিচার করিলে তবে কিছু দোষ নাহি॥
শকুন্তলা পালিলেক মুনির বচন।
ভক্তি করি বন্দিলেক রাজার চরণ॥

হাতে স্বর্গ পাইল হেন দুষ্মন্ত নৃপতি।
চিরদিনে পাইল গিয়া নারী পুত্রবতী॥
ব্রাহ্মণী সকলে শুনি তুষ্ট হৈল মনে।
আশীর্ব্বাদ রাজাকে করিল জনে জনে॥
শুধায়ে করিল তানে অনেক আদর।
মান্য গৌরবভাব করিল বিস্তর॥
নির্ব্বহিল নানা মত রহস্য মাধুরী।
নানা লীলা করিল বহু বচন চাতুরী॥
রাজা বলে প্রাণ-প্রিয়া কি বলিব সতী।
বিবাহকাল হোতে জান অনেক পীরিতি॥
দৈবে আপনা দোষে পাসরিল আহ্মি।
তিলমাত্র অপরাধ না সম্বরিলা তুহ্মি॥
আহ্মা ছাড়ি আইলা তুহ্মি অমরা নগর।
তোহ্মার আহ্মার মধ্যে পর্ব্বত সাগর॥ (১)
যত তাপ দিলা তুহ্মি তার নাহি অন্ত।
নির্ব্বহিল যত দুঃখ শোক বলবন্ত॥
তোহ্মা দরশনে আইলুম দেবের আলয়।
মহামুনি কাশ্যপে করাইল পরিচয়॥
বুলিলা গৌরব হিত বাক্য বহুতর।
তথাপি না ছাড়ে কেনে তোমার অন্তর॥
দাবানলে যাহার শরীর দাহএ।
লবণ-মিশ্রিত-কটু দিতে না যুয়াএ॥

(১) আমাকে ছাড়িয়া তুমি স্বর্গে আসিলে, এবং তোমার আমার মধ্যে পর্ব্বত ও সাগরের ব্যবধান হইল।

শকুন্তলা বোলে মোরে বিধি হৈল বাদী।
সর্ব্বক্ষণ তোমাতে যে মুঞি অপরাধী॥
লজ্জা ভয় ছাড়ি আইলুম তোহ্মার নগরে।
বেশ্যা বলি নিন্দা করি ত্যাগিলা আহ্মারে॥
স্ত্রী পুত্র বলি কিছু কৃপা নাহি মনে।
অপরাধী কেবা কথা আছে আমি বিনে॥
অবিচারে যখনে বাঞ্ছিলা মোরে বনে।
তাহাতে রক্ষিতা মোর না ছিল কোন জনে॥
যদি জাতি নষ্ট হইত দুর্জ্জন হাতএ (১)।
তবে মোর কি গতি হইত সে দিনয়ে (২)॥
এবে সে জানিলুম মুঞি পুরুষের চিত্ত।
চুণে পুড়িলে মুখ অম্ল লাগে তিক্ত॥
তনু দিয়া ভজিলেহ প্রত্যয় নাহি যার।
নারী লোকে বোলে ব্যর্থ স্বামী আপনার॥
স্ত্রীর অন্যগতি নাহি স্বজিল বিধাতা।
মৈলেহ অধিক নাহি স্বামীর ব্যগ্রতা॥
আয়ে রাজা যত দোষ সকল আহ্মার।
না যুআএ নিন্দা যত বুলিলা বারে বার॥
নৃপতি বোলেন তুহ্মি প্রাণের অধিক।
নয়নে আনন্দ মোর হওত মাণিক॥
তোর পুত্রে পুত্রী আহ্মি এ তিন ভুবন।
চিরদিন প্রীতি মোর রাখিবা অনুক্ষণ॥
শকুন্তলা বোলে আমি অধীন তোহ্মার।
স্বামী বিনা নারীর সংসারে কেবা আর॥

শকুন্তলা বোলে শুন নিঠুর না বোল পুনঃ
প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে।
যাইব তোহ্মার সনে কোন দুঃখ নাহি মনে
তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে॥
ভাবি চাহ মনে মনে চন্দ্ররশ্মি পান বিনে
বৃষ্টি-জলে না জীয়ে চকোর।
মীন যেন জল বিনে পঙ্কজে মধু বিহনে
পতি বিনে নারীর কঠোর॥

---

(১) হাতে। (২) দিনে।

নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত।

নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীদাসের পূর্ব্বে সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার মহাভারতখানিই পশ্চিমবঙ্গে কাশীদাসের পূর্ব্বে সুপ্রচারিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গেও এই মহাভারতের দুই একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় রাজপাড়া গ্রামে নিত্যানন্দ-ঘোষের মহাভারতের কতকাংশ পাইয়াছিলাম, তাহা গৃহ-দাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে এই কবির মহাভারতের পুথি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র গৌরী-মঙ্গল নামক কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।"

বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকার "ছ" পৃষ্ঠায় এবং ৫৩০-৫৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা অনেক স্থলে অতি সামান্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতে স্থান পাইয়াছে।

স্ত্রী-পর্ব্ব।

গান্ধারী-বিলাপ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দম শীঘ্র চলিতে না পারি।
শোকে দগ্ধ নারীগণ যায় ধীরি ধীরি॥
কেহ কেহ নাহি পায় পতি দরশন।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে হয়্যা অচেতন॥
আভরণ ফেলি কেহো শোকাকুল হয়্যা।
পতিহীন কোন নারী বুলয়ে ধাইয়্যা॥
ধায়্যা বুলে সকলে যতেক কুরুনারী। শোকোন্মত্তা রমণীগণ।
সিগাল (১) পক্ষগণে ভয় নাই করি॥
অনেক খুঁজিয়া কেহ নিজ পতি পাইল্য।
স্কন্ধে মুণ্ডে যোতাইয়া (২) প্রতীত হইল॥

(১) শৃগাল। (২) সংযুক্ত করিয়া।

পাসরিলে পূর্ব্বকথা প্রীত সব যত।
হাস্য পরিহাস্য তাহা স্মঙরিব কত॥
সংগ্রাম করিতে আইল্যে কেমন কুখেনে (১)।
পুনশ্চ না হৈল দেখা অভাগিনী সনে॥
হেন মতে পতিহীন্যা যত যত নারী।
বিলাপ করিয়া কান্দে নানা মত করি॥

তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতি-কোলে বধূ সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দয়ে বিস্তর॥
সভে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে।
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে॥
কে কোথা পড়িয়া কান্দে নাহিক তরাস।
রণভূমি দেখি দেবগণে লাগে ত্রাস॥
মড়ার উপরে মড়া নাহি লেখা তার।
গান্ধারী দেখিয়া মনে পাইল চমৎকার॥
হস্তী অশ্ব পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার অস্ত্র বস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়ি আছে রণভূমে।
আদ্য অন্ত নাহি পড়ি আছে একক্রমে॥
ধ্বজ ছত্র চামর পড়িল রণস্থলে।
খড়্গ ঢাল নানা অস্ত্র ভাসে রক্তজলে॥
পড়িআছে বীর সব বিচিত্র শরীর।
বাণেতে জর্জ্জর অঙ্গ বহিছে রুধির॥
কার হস্ত পাদ নাহি নাক চক্ষু কাণ।
অস্ত্রাঘাতে কার কার মূর্ত্তি দেখি আন (২)॥
বিবর্ণ হইয়া ভূমে আছয়ে পড়িয়া।
নারীগণ ভয় পায় স্বামীকে দেখিয়া॥

রুধিরে কর্দ্দম-ভূমি পঙ্ক বহুতর।
শোণিতের নদী বহে সংগ্রাম-ভিতর॥

---

(১) কুক্ষণে। (২) অন্য প্রকার।

স্রোতে ভাসে হস্তী ঘোড়া নর লক্ষ লক্ষ।
শৃগাল কুক্কুরের খেলা দেখিতে অসংখ্য ॥
শকুনি গৃধিনী করে অতি কলরব।
ডাকিনী যোগিনী নাচে হাতে করে শব ॥
মুণ্ডমালা গলে পরে প্রেত ভূত দানা (১)।
কলসী ভরিয়া পীয়ে শোণিতের পানা ॥
নর-অন্ত্র বিদারিয়া কেহ খায় সুখে।
তুরঙ্গ হস্তীর মাংস শোভে কার মুখে ॥
রক্ত মাংস খেয়্যা (২) বুলে হাস্য পরিহাসে।
কেহো কারে খেদাড়িয়া যায় অতি রোষে ॥
কলহ করয়ে কোথায় ডাকিনী যোগিনী।
ভূত-প্রেত-শব্দে কিছু শ্রবণে না শুনি ॥
মেঘের নিনাদ যেন গভীর ভাষণ।
তাহা শুনি নারীগণ ভয়ানক মন ॥
মাংসের পসরা দিয়া রাক্ষস পিশাচ।
বেচা কিনা করে কেহ মনে অভিলাষ ॥
মহাঘোরতর শব্দ শুনিঞা গান্ধারী।
কাক চিল উড়ে কত বর্ণিতে না পারি ॥

বধূগণ সঙ্গে রাণী মুকুলিত চুলে।
দুর্য্যোধনে খুঁজিয়া বেড়ায় রণস্থলে ॥
যুবতী ধাইয়া বুলে লাজ নাহি বাসে।
ভয়হীন হৈল্য পতি-দরশন-আশে ॥
কার কার পতির না হইল্য দরশন।
মুক্তকেশে রণভূমে করএ ভ্রমণ ॥
হস্তপদহীন কেহ আছয়ে পড়িয়া।
কেহো পতি বিনে বুলে উদ্দেশ করিয়া ॥
মাংস খায় কাক চিল গৃধিনী কুকুর।
মহাকোলাহল করে শব্দ যায় দূর ॥
ভয় তেজি কুরুবধূ যত নারীগণ।
মৃত পতি কোলে করি করয়ে রোদন ॥

---

(১) দানব। (২) খাইয়া।

বিলাপ করয়ে কেহো মুখে মুখ দিয়া।
অভাগিনী ডাকে নাথ না চাহ ফিরিয়া॥
মুক্তকেশে কেন আছ ভূমেতে পড়িয়া।
ডাকয়ে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ কর গিয়া॥
বীরবেশ ধরহ ধরহ ধনুঃশর।
ভীমার্জ্জুন ডাকে নাথ করিতে সমর॥
এই মতে নারীগণ করিয়ে রোদন।
বদনে বদন দিয়া করয়ে চুম্বন॥
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলি।
মাংস খেয়্যা মত্ত হয়্যা চলে ঢুলি ঢুলি॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে কত সংগ্রাম ভিতর॥

দুর্য্যোধনের শব-দর্শনে।

দুর্য্যোধনে চেষ্টা করি পাইল গান্ধারী।
কথোদূরে পাইলেন কুরু-অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে সহ বধূগণ॥
পুত্র দরশনে দেবী অচেতন হৈল।
দুর্য্যোধনের স্ত্রী আসি কোলেতে করিল॥
বুকে করি রাজারে কান্দয়ে রাজরাণী।
তোমার বিহনে আমি হইলাও অভাগিনী॥
ক্ষেত্রীর স্বধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে পালন।
রাখিলে প্রতিজ্ঞা নিজ করিলে যে পণ॥
বিষাদ করিয়া সভে করয়ে রোদন।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত শোকে হইল রাজন॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে ধরিয়া-তুলিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নৃপে প্রবোধ করিল॥
পুনঃ পুত্র-শোকেতে গান্ধারী মূর্চ্ছা হৈল।
ভূমেতে পড়িয়া রাণী অচেতন হৈল্য॥
সম্বিত পাইয়া তবে সুবল-তনয়া।
চাহিল কৃষ্ণের মুখ শোকাকুল হয়্যা॥

দেখ কৃষ্ণ মহাশয় কুরু-নিতম্বিনী।
কেমনে এ দুঃখ সহে মায়ের পরাণী॥

দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেনে না দেখি রাজন।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় গান্ধার-নন্দন॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য আর কোথা পরিবার।
একেলা পড়িয়া আছেন আমার কুমার॥
কহ দুঃশাসন কোথা গেল পুত্রগণ।
সহোদর ছাড়ি কেন একা দুর্য্যোধন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
ধূলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন॥
জাতি যুথী পুষ্প আর চম্পা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পপাতি যাহার শয়ন।
সে তনু লোটায় ভূমে নাহি সম্বরণ॥
অগুরু চন্দনগন্ধ কুঙ্কুম কস্তূরী।
লেপন করয়ে সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে ভেস্যাছে (১) দেহ কর্দ্দমে শয়ন।
আহা মরি কোথা গেলে বাছা দুর্য্যোধন॥
তেজিয়া আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ করিবারে বাছা ডাকে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র তেজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
ভীমার্জ্জুন ডাকে তোমায় করিবারে রণ।
প্রতি-উত্তর নাহি দেহ কেন দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইলে অচেতনা।
প্রিয় বাক্যে নারায়ণ করেন সান্ত্বনা॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একমন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত-কথন॥

---

(১) ভাসিয়াছে।

কাশীদাসী মহাভারত।

কাশীদাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫২৪—৫৩৭ পৃষ্ঠায় ও মৎ-সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারতের ভূমিকার ।/০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আদি পর্ব্ব।

সমুদ্র-মন্থনে—শিব।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সভে মথিলেক সিন্ধু না জানে শঙ্কর ॥

নারদকৃত সমুদ্র মন্থনের পুরস্কার প্রাপ্তি বর্ণন।

দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
প্রণমিলা শিব দুর্গা দুঁহার চরণে।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে ॥
নারদ বলিলা আছিলাম সুরপুরে।
শুনিল মথিলা সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥
বিষ্ণু পাইলা কমলা কৌস্তুভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
দেবে নানা রত্ন পাইল মেঘে পাইল জল।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুবর ॥
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোকে।
এই হেতু হৃদয় জন্মিল বহু শোকে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নিবসে যত জনে।
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
তে কারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম এথা।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমারে না দিয়া ভাগ বাঁটি সভে নিল।
এই হেতু মোর মন ধৈর্য্য না হইল ॥

চণ্ডীর ক্রোধযুক্ত উত্তর।

এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন।
শুনিয়া উত্তর না করিলা ত্রিলোচন ॥
দেখি ক্রোধে কম্পিতা কহেন ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে দেবী করি অভ্যর্থনা ॥

কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে যেন না পায় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তভের মণিরত্ন কিবা কায তার ॥
কি কায চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কায তার ভক্ষ্য সিদ্ধিমূলী ॥
মাতঙ্গে কি কায যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কিবা কায ধুস্তূর ভূষণ ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া এহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি শরীর তেজিল ॥

মহাদেবের উক্তি।

দেবীর বচনে হাসি বলেন ভগবান্।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন ॥
বাহন ভূষণ মোর কোন্ প্রয়োজন।
আমি লই যাহা নাহি লয় অন্য জন ॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগি নিল দাস। (১)
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস ॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তেঞি মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥
অগুরু চন্দন লৈল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয় তেঞি বিভূষণ করি ॥
মণিরত্ন সভে লৈল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঞি আছে হাড়মাল ॥
বিল্বপত্র ধুস্তূরা-কুসুম ঘন ঘসি।
কেহ না লইল তেঞি অঙ্গেতে বিভূষি ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ না লইল তেঞি আছয়ে বলদ ॥
কহিলা যে দক্ষ মোরে পূজা না করিল।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল ॥

---

(১) আমাকে ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া আমার ভক্ত (দাস) প্রার্থনা করিয়া লইল।

তেঞি মোকে না জানিয়া পূজা না করিল।
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণে পাইল॥
... ...
.. ..

দেবীকৃত উত্তেজনা।

দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্ত এ সব বচন॥
বিভব বিভূতি আদি সঞ্চে যত জনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে॥
সংসারেতে বিমুখ যে জন এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া লভিল রত্নগণ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর এক বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিলা নন্দীকে॥

মহাদেবের ক্রোধ।

পার্ব্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বান্ধিল বেড়ি
তুলিয়া লইল যুগপাশ॥
কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কঙ্কুকি-কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে।
রজত-পর্ব্বত আভা কোটি-চন্দ্র-মুখ-শোভা
ফণিমণি বিরাজে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল ভ্রুকুটি লইয়া করে।

পদভরে ক্ষিতি লড়ে　　চিক্কার (১) ছাড়িয়া চলে
　　অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে ॥
ডম্বুরের ডিমি ডিমি　　আকাশ পাতাল ভূমি
　　কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
অমর ঈশ্বর ভীত　　আর সভে সচিন্তিত
　　এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে ॥
বৃষভ সাজিয়া বেগে　　নন্দী আনি দিল আগে
　　নানা রত্ন কবিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ　　যেন কদলীর পাত
　　অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ ॥
আগু দলে সেনাপতি　　ময়ুর-বাহনে গতি
　　শক্তি কবে কবি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ　　কবে ধবি পাশাঙ্কুশ
　　দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥
বামে নন্দী মহাকাল　　কবে শূল গলে মাল
　　পাছে জ্বরাসুর ষট্পদে।
চলিলা দেবের রাজ　　দেখিয়া শিবেব কাজ
　　তিন লোকে গণেন প্রমাদে ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে　　উত্তরিলা সহ দলে
　　যথায় মথনে সুরাসুর।
কাশীরাম দাস কয়　　শীঘ্রগতি প্রণময়
　　সর্ব্বদেবে দেখিয়া ঠাকুর ॥

সমুদ্রমন্থন-স্থলে আগমন।

কর-যোড়ে দাণ্ডাইলা সর্ব্বদেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে (২) কেন ॥
ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনে গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধ আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি সভে রত্ন লৈলে বাটি।
হেন চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি ॥

শিবের পুনর্ম্মন্থনাদেশ ও দেবগণের কাতরোক্তি।

---

(১) চীৎকার।　　(২) রহাইলে = স্থগিত করিলে।

যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে।
আমি মন্থিবারে কৈনু করহ হেলনে॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর॥

নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ।
কর-যোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত॥

কশ্যপের নিবেদন।

পারিজাত মালা দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র-গলে দিল॥
গজরাজ-আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ব॥
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত মাল্য ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
সম্পদে হইয়া মত্ত গর্ব্ব কৈল মোরে।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হও পুরন্দরে॥
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিলা জলে।
লক্ষ্মীবিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে॥

ইন্দ্রের প্রতি শাপ।

লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মন্থন মন্দর॥ (১)
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে॥
নিবারি মথন তেজ্যি গেলা নারায়ণ।

মন্থনে অসমর্থতা।

পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ॥

---

(১) শেষ নাগ মন্থনে দড়ির কার্য্য করিল ও মন্দর-পর্ব্বত মন্থন-দণ্ড-স্বরূপ হইল।

বিষ্ণু-বলে বলবান্ আছিল অমর।
ইবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর॥
দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর॥
বকনের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নহে দেব মথন কারণ॥

শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার অকারণ না হয় আমার॥
ভব-বাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মন্দার ধরিল দেবাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দার পর্ব্বত।
তপত হইল যেন জলদগ্নিবৎ॥
ছিঁড়ি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ-সাগরে সব বহিল রুধির॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল স্রবিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস আর মন্দার-অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম্বিতে বাহিরিল॥

পুনরায় মন্থন ও হলাহলের উদ্ভব।

প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে।
দাবানল বাড়ে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল॥
দহিল সভার অঙ্গ বিষের জলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্র-চক্ষু কুবের বরুণ।
পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ॥

দেবগণের পলায়ন ও শিবের বিষ-ভক্ষণ।

অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
অসুর কিন্নর যক্ষ যত ছিল আর॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন॥

দূরে হৈতে সব দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি॥
তোমা বিনা রক্ষে ইথে কেহ নাহি আন।
সংসার হইল নষ্ট তব বিদ্যমান॥
রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক হইলে আর হইব প্রলয়॥
দেবের বিষাদ শুনি কাকুতি বিস্তর।
বিশেষে দহয়ে দেখি সকল সংসার॥
হৃদয় চিন্তিলা পূর্ব্বে কৈনু অঙ্গীকার।
এবার মথহ সিন্ধু বচন আমার॥
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি বিষে করে নাশ।
হৃদয় চিন্তিয়া আশু হৈলা কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ডূষে॥
দূরে হৈতে সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিল গরল পান একই চুম্বকে॥
অঙ্গীকৃত কারণ লৈলা ধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে॥
নীলবর্ণকণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করয়ে স্তবন॥

মহাদেবের স্তোত্র।

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু ধনের ঈশ্বর।
যম সূর্য্য সোম বায়ু তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ ধ্যান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ যূপ।
সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারী তুমি তিন রূপ॥

কৃপায় করিলা ত্রাণ এ মহা প্রলয়।
কি করিব কর আজ্ঞা দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
কৃপার সাগর তুমি পরম সদয়।
এত বলি সুরাসুর করযোড়ে রয়॥
শুনি তবে আজ্ঞা দিলা দেব মহেশ্বর।
রাখ লৈয়া যথাস্থানে মন্দর-শিখব॥
নিবর্ত্তহ মথন নাহিক আব কায।
অনেক পাইল কষ্ট দেবের সমাজ॥
শুনি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ।
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর সর্ব্বজন॥
একত্র হৈয়া সুর অসুর যতেক।
মন্দার তুলিতে শক্তি করিলা অনেক॥
কার শক্তি তুলিতে নারিল গিরিবর।
তুলিয়া লইলা তবে শেষ বিষধর॥
যথাস্থানে মন্দাব থুইল লৈয়া শেষ।
নিবারিয়া গেলা সভে যার যেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া প্রণতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ-পদে রহু মতি॥

মন্থন নিবারণ।

মোহিনীবেশি-শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের মিলনে হরি-হর।

আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ শশিশুক্ল শ্যাম হইলা অর্দ্ধেক॥
অর্দ্ধ জটাজূট ভেল অর্দ্ধ চিকুর।
অর্দ্ধ কিরীট অর্দ্ধ ফণী-দণ্ডধর॥
কৌস্তুভ তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধগলে হাড়মাল অর্দ্ধ বনমালা॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি-কুণ্ডল।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্মকলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ-কটি পীতাম্বর।
এক পদে ফণী এক কনক-নূপুর।
শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বুর॥
এক ভিতে লক্ষ্মী এক ভিতে দুর্গা সাজে।
কাশী দাস কহে দুহার চরণ-সরোজে॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে বিভীষণ।

পার্থমুখে বার্ত্তা পাইয়া রাক্ষস-ঈশ্বর।
হরষিতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
যেই কথা অনুবধি (১) কহে মুনিগণ।
বসুদেব-গৃহে জন্ম হৈলা নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্তোদ্বেগ যাহা দেখিবারে।
আপনি ডাকিলা তেহো কৃপা করি মোরে ॥
সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী সেবক-বৎসল।
অনুগত জনে দেই মনোমত ফল ॥
তার অনুগত আমি বুঝিনু ধারণে।
ভৃত্য জানি আপনেতে (২) করিলা স্মরণে ॥

নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দ।

এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
যতেক সুহৃদ্‌গণ আনিল ডাকিয়া ॥
শীঘ্র গতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে।
আমার সংহতি চল কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
দিব্যরত্ন আছে যত মোর ভাণ্ডারেতে।
রথেতে তুলিয়া লহ কৃষ্ণেরে ভেটিতে ॥
লোচনে দেখিব আজি কমল-লোচন।
কোটিজন্ম-কৃত পাপ হইব বিমোচন ॥

এত বলি রথে আরোহিলা লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসি-বাজনা।
শত শত শ্বেতচ্ছত্র নানাবর্ণে বানা ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উপনীত বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস-নরগণ ॥

রাক্ষসে মানুষে।

বিকৃতি-আকার যত নিশাচরগণ।
বিস্ময় হইয়া সভে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুণ্ড কার অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দীর্ঘনাসা চক্ষু যেন কূপ ॥

---

(১) অনুবধি = চিরকাল।
(২) আপনিই।

রথে হৈতে ভূমিতে নাম্বিলা বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈলা সবিস্ময় মন ॥
ওর (১) অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিগে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে সর্ব্ব যুড়ি॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ-বদন ॥
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃতি-আকার।
তাম্রকেশ কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখে কত আর ॥
কোথায় দেখয়ে রাজা আছে কপিগণ।
তাম্রবর্ণ কৃষ্ণমুখ লোহিত-লোচন ॥
কোথায় দেখয়ে যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কোথায় দেখয়ে ফণী শিরে ফণাধর ॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য যোগী ঋষি অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বরণে কোথা মত্ত হস্তিগণ ॥
কোটি কোটি অশ্বগণ কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয়ে অনুব্রত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত নাহি শুনিয়ে কথন ॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্রে খেলায় ॥
যেই ফণী গরুড়েতে কভু নাহি দেখা।
একত্র খেলয়ে যেন ছিল পূর্ব্ব-সখা ॥
রাক্ষস মানুষে পাইলে করয়ে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞাবর্ত্তী নিশাচরগণ ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া কৈল জগন্নাথ ॥

দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আঁখি।
এ তিন ভুবনলোক একু ঠাঁই দেখি ॥

---

(১) সীমা। "এ সখি মাহ ভাদর সুখের নাহি ওর"।—বিদ্যাপতি।

কেবা কারে আনি দেই নাহিক নির্ব্বন্ধ (১)।
আসন ভোজন পানে সভার আনন্দ ॥
পবিবার লোক আর বহাইয়া বথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেলা কথো পথ ॥
আগু আর নহে গম্য যাইতে কাহারে।
আছুক অন্যের কায পিপীলিকা নারে ॥
কত দূরে আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজাগণ দাঁড়াইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
দুই ভিতে দ্বারিগণ প্রহারয়ে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সভে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাঁড়াইলা বিভীষণ।
অন্তর্যামী সকল জানিলা নারায়ণ ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জগন্নাথ চর্চ্চিয়া (২) বেড়ায় ॥

পদব্রজে।

দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস-অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিল যে এই লক্ষ্মীপতি ॥
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া নতি করে করযোড়ে।
চারিধারা নয়নেতে অশ্রুজল পড়ে ॥
দেখিয়া নিকটে গেলা দেব দামোদর।
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ তুষিলা বিস্তর ॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে জলধর ॥
নানা রত্ন নিছিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে ॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের চরণে করিল সমর্পণ ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কায ॥
গোবিন্দ বলিলা আসিয়াছ যেই কাযে।
মোর সঙ্গে চল ভেটাইব (৩) ধর্ম্মরাজে ॥

কৃষ্ণ-সহ মিলন।

---

(১) শৃঙ্খলা। (২) চর্চ্চা করিয়া=সন্ধান করিয়া।
(৩) দেখা করাইব।

বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়নে দেখিল ॥
তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহে (১) অপ্রাপ্য যে অন্য কোন জন ॥
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিলে প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধি হৈল কায।
এখনে কি কবি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥

গোবিন্দ বলিলা যেই হেতু আগমন।
যার দূত-সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন ॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা এথায়।
চল ভেটাইব সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
বিভীষণ বলে কহিলেক দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠাতা নারায়ণ ॥
তব দ্রোহী হইব না দিলে তারে কব।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
একে না আইনু পূর্ব্বে মুঞি অপরাধী।
আপনি ডাকিলে হেন মিলাইল বিধি ॥
সংসারের ঠাকুর তোমারে আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে কভু নাহি শুনি ॥
যে হোক সে হোক প্রভু তোমা বিনু নাঞি।
প্রয়োজন নাহি মোর অন্যজন ঠাঞি ॥

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইতে বিভীষণের অনিচ্ছা।

গোবিন্দ বলিলা ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির।
যার দরশনে হয়ে নিষ্পাপ শরীর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণধাম।
এ তিন ভুবনেতে বিখ্যাত যার নাম ॥
প্রতাপে যাহার ইন্দ্র আদি জয় হৈল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি লৈল ॥
উত্তরে উত্তরকুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণে তোমাবধি ॥

(১) ব্রহ্মার।

নাহি দিল না আইল নাহি হেন জনে।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ আপনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুজে।
ত্রিশ ত্রিশ সেবকে সেবয়ে এক দ্বিজে ॥
দশ সহস্র উর্দ্ধরেতাঃ ইহার উপান্ত (১)।
এখনে যতেক দ্বিজ কে করিবে অন্ত ॥
স্থানে স্থানে রন্ধন হৈতেছে অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে একু ঠাম ॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ করয়ে তখন ॥
হেন মতে মুহুর্মুহু হয়ে শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মাযুত রথ তুরঙ্গ অনন্ত ॥
এক লক্ষ নৃপতির পদা (২) অগণিত।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীত ॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করে পরিমাণ ॥
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও লও ধ্বনি চতুর্ভিতে ॥
মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম না করিল কাহার শকতি ॥
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে জন প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
স্মরণে কুমতি হরে নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥
তোমা হেন জন নাহি জান হেন জন।
শীঘ্র চল লইয়া কর কর দরশন ॥

---

(১) উপরে।
(২) পদাতিক।

বিভীষণ বলে প্রভু কহিলে প্রমাণ।
মোর নিবেদনে কিছু কর অবধান॥
পূর্ব্ব পিতামহমুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সভাকার স্বামী॥
ব্রহ্ম ইন্দ্র পদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম আশ্চর্য্য নহে তোমাব কৃপায়॥
মোব পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শুনহ গদাধর।
তপস্যা কবিয়া আমি মাগিলাম বব॥
স্মরিব তোমাব নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনে শির না নোঙাব কাবে॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্য জনে মান্য না কবিব॥

এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পিছে যায় বিভীষণ আগে যদুপতি॥
চটচট শবদে চৌদিগে বহে ছাট।
গোবিন্দ দেখিয়া সভে ছাড়ি দিল বাট॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলা নাবায়ণ।
পশিতে সাত্যকী রহাইল বিভীষণ॥
গোবিন্দ বলিল ইহো (১) না রাখ দুয়ারে।
নিজ দেশ যাব শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে॥
সাত্যকী বলিল প্রভু জানহ আপনি।
বিনা আজ্ঞা যাইতে না পায় বজ্রপাণি॥
হের দেথ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজ-রাজেশ্বর বৈসে যাম্যভিত (২)॥
মৎস্যদেশ-ঈশ্বর বিরাট নরপতি।
সুরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
কর লৈয়া দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত॥
শ্রোণিমন্ত সুশর্ম্মাদি নীলধ্বজ রাজা।
একপাদ নিশাদ কলিঙ্গ মহাতেজা॥
কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর আর সিন্ধুকূলবাসী।
গোকর্ণ শ্রমণ রুক্মী রাজা ওড্রদেশী॥

দ্বার-রক্ষক সাত্যকীর বাধা।

---

(১) ইহাকে। (২) দক্ষিণ দিকে॥

সভাকার সঙ্গে রাজা ষড় সপ্ত শত।
কোটি কোটি গজ বাজী কোটি কোটি রথ॥
নানা ধন রত্ন নিজ নিজ কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
ত্রিশ শত নৃপতি আছয়ে এই দ্বারে।
জন কথো রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
পুরুজিত নামে রাজা নৃপতি-মাতুল।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তারে লইল নকুল॥
তার সঙ্গে গেল জন কথো নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রোধ কৈল বৃকোদর॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি লৈয়া যাহ রাজা বিভীষণ॥

এত শুনি ক্রোধ করি চলিলা গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ॥
তথা হৈতে চলিলা লইয়া লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উত্তরিলা অনেক শকতি॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়ম্বা-কুমার।
তিন লক্ষ যক্ষ সহ রাখে পূর্ব্বদ্বার॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সভে দ্বার ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল॥

পূর্ব্বদ্বারে বাধা

গোবিন্দ বলিলা ঞিহো লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণ-সহোদর॥
রাজা-দরশন হেতু যাইব ত্বরিত।
হেন জনে দ্বারে রাখ না হয় উচিত॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব নারায়ণ।
আমি কি বলিব তুমি জানহ আপন॥
বাইশ শতেক রাজা আছয়ে দুয়ারে।
রাজা জন কথো মাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত ঋষি মুনি।
বিনা আজ্ঞা যাইতে নারে প্রপৌত্র কি সে গণি॥

ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কত আসিয়াছে।
দুই তিন দিন তনু দ্বারে রহিয়াছে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ কুমার।
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর॥
সহস্রবদন শোভে নাগ অধিকারী।
এই খানে তিহো রহিলেন দিন চারি॥
এই দেখ রাজগণ দাঁড়াইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হাত নাহি চাহে পাছে॥

গিরি-ব্রজপুরপতি জরাসন্ধ-সুত।
জয়সেন সঙ্গে রাজা যুগল অযুত॥
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী।
ষষ্ঠী কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি॥
বহু রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী বৃষভে উটে শকটেতে পুরি॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
তাহার সংহতি পঞ্চ শত নরবর॥
তিন কোটি রথী সঙ্গে তিন কোটি হাতী।
নব কোটি অশ্ববর পবনের গতি॥
নানা যানে করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
দীর্ঘজঙ্ঘা রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
নব কোটি হস্তী সঙ্গে তিন কোটি রথী॥
সপ্ত শত সেনাপতি সঙ্গেতে করিয়া।
কর লৈয়া দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর॥
বাহুরাজা সুপার্শ্ব কৌশিক কুন্তরাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন শাম্ব মহাতেজা॥
সুধন্বা সুমিত্র রাজা শর্ম্মক কর্ম্মক।
মণিবন্ত দণ্ডধর পতিকর্ণাটক॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদগব আদি।
মানব লোহিত শ্বেত সমুদ্র অবধি॥

এ সভার সঙ্গে যোদ্ধা বড় সপ্ত শত।
লিখন না যায় যত গজ বাজী রথ॥
সেজে সেজে রত্ন কথো কত সহ লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥

উপরোধী অত্যন্ত আইসে যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা হয় সেই যায় এক ব্যক্তি॥
মুহূর্ত্তেক রহে দরশনে যেই যায়।
পুনরপি শীঘ্রগতি ছাড়য়ে এথায়॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিলা পরিজনের সংহতি॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে কথ রাজা পশিল ভিতরে॥
এই হেতু তাত মোর বড় ক্রোধ কৈল।
উপরোধে শ্বশুরেরে কিছু না বলিল॥
বাহির করিয়া দিল সব রাজগণ।
দ্বারিগণে ক্রোধে বহু করিল তাড়ন॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
আমাকে রাখিল দ্বারে অনেক কহিয়া।
বিনা আজ্ঞা ইন্দ্র আইলে না দিবে ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
বিনা আজ্ঞা কেমতে ছাড়িব বিভীষণে॥
রহাইয়া লহ যদি রাজ-অনুমতি।
রাজারে জানাইতে নাহি মোহর শকতি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দুহার অধিকার॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার॥

উত্তর দ্বারে।

এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলি গেলা উত্তর দুয়ার॥

মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কহে বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনিয়াছ শ্রবণে॥
এমন সম্পদ কি হৈয়াছে কোন জনে।
আমা হেন জনে দ্বারে রাখে দ্বারিগণে॥
এ তিন ভুবন লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি দেব আসি সভে কর দিল॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে বড় রাজা হইয়াছে বহুত॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা রাজস্য় কৈল।
সপ্তদ্বীপ-লোক আসি একত্র মিলিল॥
আর কত রাজগণ পৃথিবীতে হৈল।
ইন্দ্র আদি দেবে জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
এই হেতু পাণ্ডবেরে গণিয়ে বিশেষ। (১)
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মা আদি ধেয়ানে ধেয়ায় সদা যারে।
হেন কে হইবে প্রভু তোমা রাখে দ্বারে॥
তোমার মহিমা দেব কি বুঝিতে পারি।
নহে বলি ইন্দ্র কর ইন্দ্রে দূর করি॥
ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমারে সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঞি দ্বারী দ্বারে রাখে তারে কর ক্ষমা॥
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন॥
দৈবে দ্বারিগণ সব না ছাড়িব মোরে।
মোর প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥

(১) পাণ্ডবদের এই বিশেষ গৌরবের কথা যে, ভগবান্ আপনি তাঁহাদিগকে এত স্নেহ করেন।

মানস হৈল পূর্ণ সিদ্ধি হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাব নিজ রাজ্য॥

বিভীষণ-বোল শুনি চিন্তে চিন্তামণি।
কতক্ষণে উত্তর করিলা চক্রপাণি॥
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কহ রাজা না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণে আইলে যাইবে না ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া॥
তোমার গমন ইথে সভে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক সে কৃষ্ণেরে ভেটি গেল॥
হেন অপকীর্ত্তি মোর চাহ করিবারে।
বিশেষ এ কর্ম্ম যোগ্য না হয় তোমারে॥
এইরূপে পথে দুহে কথোপকথনে।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুই জনে॥

উত্তর দ্বারে।

উত্তব দ্বারেতে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
কৃষ্ণ বৈলা যাব আমি রাজার গোচরে।
ধর্ম্মবাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বরে॥
অনিরুদ্ধ কহে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এই ক্ষণে মাদ্রীর নন্দন আসিবেক॥
তার হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা হৈলে লৈয়া যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলিলা তুমি না জান এেহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদব লঙ্কার অধিপতি।
রাক্ষসের ঈশ্বর ব্রহ্মার পড়ি নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস এই দ্বাবে কৈল স্থিতি॥

প্রাগ্দেশপতি দেখ রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সাত কোটী গজ মত্ত॥
বিংশতি শতেক রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী॥
নানা বস্ত্র করজাত সংহতি লইয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লিক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা লোহিত মহাবল॥
কামোদ কাশ্মীর-রাজা নাম সেনাবিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দবদ শিব মহারাজা সিন্ধু॥
এ সভার সঙ্গে রাজা ষড় পঞ্চাশত।
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ॥
যে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গম যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ দ্বারেতে॥
নানা রত্ন কর লৈয়া দ্বারে সভে আছে।
মাসেক অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে॥
পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার আস্যাছে কত জনা।
প্রপৌত্র যত আইল কে করে গণনা॥
ইন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্র (১) কৃতান্ত দিনকর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ তম্বুর গন্ধর্ব্ব হাহাহূহূ।
বিশ্বাবসু সহ আইল বিদ্যাধর বহু॥
যক্ষ-রাজ সহ আইল কত লৈব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম॥
দুই এক দিন সভে দ্বারেতে রহিল।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তবে সম্ভাষণে গেল॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজ-দ্রোহী কর্ম্মেতে অনেক দোষ আছে॥
দোষাদোষ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার॥
মোর শক্তি বিনা আজ্ঞা না ছাড়িব দ্বার॥

(১) জলেন্দ্র = জলাধিপতি = বরুণ।

পশ্চিম দ্বারে।

এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলি গেলা পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দ বলিলা রাজা দেখিলে গোচরে।
পৌত্র হৈয়া উপরোধ না করিল মোরে॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে॥
অল্প দোষে দেই দণ্ড ক্রোধী নিরন্তর।
শুনত মাত্র দেই দণ্ড নাহি পরাপর॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিব বারণ॥
আর কহি বিভীষণ নহিবে বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ড প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা হৈলে তখনে উঠিবে॥

বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মোর বিবরণ॥
পূর্ব্বেই তোমার পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদে বিনা অন্যে না নোঙাইব শির॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
কি কর্ম্ম করিল আমি আনি বিভীষণে॥
বিভীষণ গিয়া যদি দণ্ডবৎ নহে।
সভাতে পাইব লজ্জা ধর্ম্মের তনয়ে॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করিলা বিচার।
ব্রহ্মাদি করাব নতি এবা কোন ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি স্বয়ং বলিয়া জানয়ে সর্ব্বজনে॥
ব্রহ্মাদি করিল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নহিব এ যজ্ঞ পাঠান্তর॥
এত চিন্তি নারায়ণ লৈয়া বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে গেলা যথা দুর্য্যোধন॥

দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
রত্নের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার॥

লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার পর্ব্বত সমসর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
বসন কীটজ চীর লোমজ কর্পজ(১)।
কস্তূরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অশ্ব গজ ॥
চতুর্দ্দিগে হৈতে আসিছে যেনে ঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয়ে বরিষণ ॥
দারিদ্র্য ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মতে দিতেছে অনুব্রত ॥
যত আইসে তত দান দিতেছে সকল।
পুনঃ আইসে যায় যেন জোয়ারের জল ॥
কত জনে কত দেই নাহি পরিমাণ।
নির্দারিদ্রা হৈল ক্ষিতি পাইয়া মহাদান ॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন রাজা রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥

গোবিন্দেরে দেখিয়া বলয়ে দুর্য্যোধন।
কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলিল ওহে লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে রাবণ করে তোমার কিঙ্কর ॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম ভিতেতে যত বৈসে রাজচয় ॥
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত।
সাত শত বীরবর ইহার সহিত ॥
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ।
যার সৈন্যে যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া ॥
মালব-নৃপতি দেখ পুষ্কর-নৃপতি।
পঞ্চ শত যোদ্ধা আছে ইহার সংহতি ॥
এক কোটি গজ আর রথ সপ্ত কোটি।
কত অশ্ব আনিয়াছে নাহি চলে দৃষ্টি ॥

(১) কার্পাসজ।

নানা রত্ন ধন কর লৈয়া দ্বারে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে॥
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্দু অনুবিন্দু অমর কণ্টক॥
এ সভার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ॥
চারি জাতি প্রজা আর নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া॥
চিত্রসেন রাজা দেখ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
তিন কোটি রথ এক অযুত কুঞ্জর॥
নানা রত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
সভারে পশ্চাতে যেন দাঁড়ায়্যাছে চোর॥
বসুদেব সহিত যতেক যদু বীর।
সৈল্য মদ্র ঈশ্বর মাতুল নৃপতিব॥
আজ্ঞা পাইয়া মাদ্রীসুত লইল দুহারে।
তথাপিহ দুই দিন রহিল দুয়ারে॥
আসিবা মাত্রেতে লৈয়া চাহ যাইবারে।
বিনা আজ্ঞা কোন মতে দ্বারী ছাড়ে দ্বারে॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণ এক এথায় বৈসহ নারায়ণ॥

এত বলি সিংহাসন দিল দুর্য্যোধন।
দুই সিংহাসনেতে বসিলা দুই জন॥
বিশ্রাম।
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ভুবন যার মায়ায় মোহিত॥

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ শুনি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহিত বসিলা নারায়ণ॥
দৈবে পরিশ্রম হৈল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর।
ভ্রমিয়া দুহার শ্রম হৈল কলেবর॥

সিংহাসন উপরে বসিলা নারায়ণ।
হেন কালে আইলা তথা মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া করিল নমস্কার।
ডাকি তারে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা সমাচার ॥
দিন দুই নাহি হয় রাজ-দরশন।
কহ শুনি সহদেব সব বিবরণ ॥

সহদেব বলে শুন দেব দামোদর।
তুমি গেলে আইলেন যতেক অমর ॥
তদবধি নাহি হয়ে রাজ-দরশন।
তব পদ দেখিতে আছয়ে সর্ব্বজন ॥
দেব-বৃন্দ লইয়া আছয়ে দেব-রাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥
এত শুনি উঠিলা গোবিন্দ মহাশয়।
সঙ্গেতে লইলা দেব নিকষা-তনয় ॥
সভার ভিতরে প্রবেশিলা নারায়ণ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া নাম্বিলা দেবগণ ॥
মণ্ডলী করিয়াছিলা বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি পড়িতে নাম্বিলা বায়ুভরে ॥
কথো দূরে পড়িলা হইয়া কৃতাঞ্জলি।
মহাবাত-ঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অপ্সর কিন্নর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যক্ষ খগ নর ॥
একজন বিনা আর যে ছিল সভায়।
কথো দূরে পড়িল হইল নম্র-কায় ॥

সভাগৃহে প্রবেশ।

শতেক সোপানোপর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশ সোপানেতে উঠিলা নারায়ণ ॥
বিশ্বম্ভর নিজ-রূপ হৈলা চক্র-পাণি।
যেরূপ দেখিয়া মোহ হৈলা পদ্মযোনি ॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র বদন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥
দ্বিসহস্র কর্ণে শোভে দ্বিসহস্র কুণ্ডল।
দ্বিসহস্র নয়ন রবি দ্বিসহস্র মণ্ডল ॥

কৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি-ধারণ।

বিবিধ আয়ুধ ধরে দ্বিসহস্র করে।
দ্বিসহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয়॥
গলে দোলে আজানু-লম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর তনুমেঘে উদিত চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গাদি ধনুঃ।
নানা বর্ণে নানা ধনে বিভূষিত-তনু॥
সহস্র স্বয়ম্ভু শম্ভু আছে যোড়-করে।
কত কত মুখে তারা স্তুতি শ্রুতি করে॥
সহস্র সহস্র-চক্ষুঃ বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র-অংশু করে প্রণিপাত॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ।
চক্ষেতে চাহিয়া সভে হৈল অচেতন॥

অন্তরীক্ষ হৈতে ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষ চাহিয়া মুদিলেন দুই আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
কর-যোড় করিয়া পড়িল কথো দূরে॥
লুকাইয়া ছিলা শিব যোগি-বেশ হৈয়া।
চরণে পড়িল বিশ্ব-বিভূতি দেখিয়া॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
খগ নাগ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ রাশিগণ॥
যেই যথা আছিল সভেই গেল পড়ি।
অচেতন হৈয়া সভে যায় গড়াগড়ি॥

সভেই পড়িলা যবে করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ॥
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান্।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্ট কর যোড়ি॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন॥

ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগময় বেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চাননে প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহাব পশ্চাতে।
তব গুণে নমস্কবে ধর্ম্ম স্তব তাতে॥
সহস্র-নয়নে বহে ধাবা দুই গুণ।
হেব দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধব।
কুজ রৌহিণেয় গুরু শুক্র শনৈশ্চব॥
রাহু কেতু অগ্নি বায়ু বসু অষ্ট-জন।
মাস যোগ তিথি বাব রাশি ঋক্ষগণ॥
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি বাজ-ঋষিগণে।
প্রণাম করিছে সভে তোমাব চবণে॥
যাম্যভিতে মহাবাজ কব অবগতি।
প্রণাম কবিয়া পড়িয়াছে মৃত্যু-পতি॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নর-বব।
যোড়-কবে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর॥
চাবি সিন্ধু সহিত যতেক নদ-নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমর বিবাদী॥
হেব দেখ মহারাজ সহ সহোদর।
সহস্র-মস্তক ধরে শেষ বিষধর॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমি-তলে পড়ি।
সহস্র-মস্তক ধূলি যায় গড়াগড়ি॥

উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী-ভবন।
তব যজ্ঞে সভাকার হৈল আগমন॥
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ।
গন্ধর্ব্ব ধবল অশ্ব দিয়া চারি শত॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমের উপর॥
তার বাম-ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মৈত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ॥

হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
দুই সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর॥
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশঃ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ॥

যুধিষ্ঠিরের ভক্তি বিনয়।

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত-শরীব॥
নয়ন-যুগলে বহে চারি ধারা নীর।
মুহুর্ম্মুহুঃ অচেতন হয়ে কুরুবীর॥

ধৈর্য্য হৈয়া বলে রাজা বিনয়-বচন।
অকিঞ্চন-জনে প্রভু এত কি কারণ॥
তোমার চবণে এই মোর মনস্কাম।
অবধান মোর নিবেদনে ঘন-শ্যাম॥
তড়িত-জড়িত-পীত-বসন ভাল সাজে।
শ্রীবৎসাঙ্ক কৌস্তুভ শোভিত অঙ্গ-মাঝে॥
শ্রবণে পরশে চক্ষুঃ পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্ব-রূপ প্রভু সর্ব্ব-লোক-নাথ॥
সংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মা জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
তা সভাসদৃশ পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষা যে মাগিবারে না করি ভরসা॥
যদি দিবে দেহ এই কৈল নিবেদন।
অনুব্রত (১) বন্দি যেন তোমার চরণ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদীয়াব বাজি।
তোমার বিষম মায়া কার শক্তি বুঝি॥

(১) সর্ব্বদা।

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত।

ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র গঙ্গাদাস সেন। এই পুস্তকেব ২৫০—২৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল।

দেবযানী ও যযাতি।

একদিন দেবযানী হৃদয় হবিষ গণি
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া বাজ-সুতা।
ঋতু-রাজ মধুমাস ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ
চলি আইল পুষ্প-বন যথা॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে বন আমোদিত
ফুটিয়া লম্বিত হইছে ডাল।
কোকিলেব মধুব ধ্বনি শুনিতে বিদরে প্রাণী
ভ্রমরে করয়ে কোলাহল॥
সানন্দিত বন দেখি মিলিয়া সকল সখী
ক্রীড়া যত করয়ে হরিষে।
মলয়া সমীর বাও ধীরে ধীরে বহে গাও
প্রাণ মোহিত গন্ধবাসে॥
হেন সমে যযাতি বিধাতা-নির্ব্বন্ধ-গতি
মৃগয়া-কারণে সেই বন।
ভ্রমিয়া কানন চয় মৃগ কথা (১) নাহি পায়
কন্যা সব দেখে বিদ্যমান॥
তার মধ্যে দুই কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা
জিনি রূপ রম্ভাহ উর্ব্বশী।
অধর বান্ধুলি-জ্যোতিঃ দশন মুকুতা-পাঁতি
বদন জ্বলয়ে যেন শশী॥
নয়ন-কটাক্ষ-শরে মুনি-মন দেখি হরে
ভ্রূযুগ কাম-ধনু-ধারা।

---

(১) কোথায়ও।

চারি ভিতে সহচরী বসি আছে সারি সারি
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা॥
শয়ন করিয়া আছে ভ্রমর গুঞ্জরে কাছে
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্ম্মিষ্ঠা চাপে পাও কোন সখী করে বাও
কোন সখী যোগায় তাম্বূল॥

দেখিয়া নৃপতি আগে জিজ্ঞাসা করিতে লাগে
বিস্ময় হইয়া তান মন।
তুহ্মি জান সখীরাজ কন্যায় দেখিয়া কায
কিবা হেতু আসিয়াছে বন॥
শুনিয়া রাজার বাণী সানন্দিত দেবযানী
পরিচয় দিয়া কহে কথা।
আহ্মিত ব্রাহ্মণ জাতি ভৃগু-বংশে উৎপত্তি
দৈত্য-গুরু শুক্রের দুহিতা॥
বিশ্বপূর্ব্বা দৈত্যবর স্বর্গে যেন পুরন্দর
কাশ্যপ-বংশেত জন্ম তার।
তাহার যে কুমারী মোর হয় সহচরী
শর্ম্মিষ্ঠা নাম যে এহার॥
আহ্মি দুই জন বালা যৌবন সহজে হেলা
অকুমারী বাপের ঘরয়।

দেবযানীর পরিচয়-জিজ্ঞাসা।

সখীগণ লয়ে বসে জল-কেলি অভিলাষে
আসিআছি পুষ্প-বনয় (১)॥
শর্ম্মিষ্ঠা আদি করি যত সব সহচরী
সকল হইছে মোর দাসী।
মিলিয়া সকল জনে সেবা করে একমনে
নিত্য নিত্য মোর কাছে আসি॥
আপনে কে তুহ্মি হও পরিচয় মোতে দেও
কুল শীল জানাইয়া আপনা।
তোহ্মা সম মতিমন্ত রূপে গুণে তেজোবন্ত
ক্ষিতি-তলে নাহিক তুলনা॥

---

(১) বনয় = বনে।

দেবযানীর পরিণয়-প্রার্থনা।

দেবযানী-বাক্য শুনি   নৃপতি মনেত গণি
কথা কহে দিয়া পরিচয়।
নাম মোর যযাতি   নহুসের সন্ততি
জন্ম মোর চন্দ্র-বংশয় ॥
এত জানি দেবযানী   সম্বোধিয়া প্রিয় বাণী
নৃপতিক লাগে কহিবাবে।
তোহ্মার জন্মিল মতি   তুহ্মি মোর যোগ্য পতি
পরিচয় করহ আহ্মারে ॥
রাজাএ বোলে দেবযানী   না হএ যুকত বাণী
অযুক্ত যে কহ সব কথা।
তোহ্মা সমে পবিচয়   বেদে শাস্ত্রে নাহি কএ
আহ্মি ক্ষত্রী তুঁহ বিপ্র-সুতা ॥
কন্যাএ বোলে নৃপবর   আহ্মার বচন ধর
এ বাক্যে তিলেক নাহি দোষ।
আপনে বরিল তোকে   পরিণয় কর মোকে
মন মোর করহ সন্তোষ ॥
পূর্ব্বে আহ্মা কূপ হোতে   তুহ্মিহ ধরিয়া হাতে
তখনে হৈ বরিয়াছি আহ্মি।
তাক পাসরিলা তুহ্মি   দ্বিতীয় না জানি আহ্মি
যাবৎ কণ্ঠেত প্রাণ রাখি ॥
শর্ম্মিষ্ঠা আদি যত   সহচরী দশ শত
এ সকল জানহ তোহ্মার।
তুহ্মি পরিণয় কৈলে পরে   যাইব আহ্মার ঘরে
দাসী হৈয়া সেবা করিবার ॥
দেবযানী-বাক্য শুনি   নৃপতি হৃদয়ে গণি
মনে ভাবে বিহা করিবার।
ষষ্ঠীবর-সুত সেন   পদ বন্দে সঙ্কেতন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার ॥

চন্দনদাস মণ্ডলের মহাভারত।

চন্দনদাস মণ্ডল পুরুষোত্তম মণ্ডলের পুত্র। ইনি নিজের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কহিল চন্দন দাস করিয়া পয়াব।
শুনিতে পবম ভক্তব জন্ম নাই আর॥
সভার চরণে আমি নিবেদন করি।
অল্পজ্ঞান হঞা জাতি কি বলে তেজ করি॥
মূর্খমন্ত হই আমি জ্ঞান কিছু নাই।
ভাল-মন্দ-বিচার মাত্র জানেন গোসাঞি॥
আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি।
পিতামহ নারাণ দত্ত কহিয়ে গোচরি॥
পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্ব্বজন॥
দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহো নাই জানে।
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্ব্বজনে॥
এই নিবেদন আমি করি সভার ঠাঁই।
ভাল মন্দ দোষ মোর ক্ষমিবে সভাই॥
শ্রীশিবরাম নন্দী পুথি লিখন করিল।
পুথির রচনা-কালে সঙ্গতি আছিল॥

যে পুথি হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১৫৪৩ শকের (১৬৩১ খৃঃ)। "বাং ১০২৭ সাল। পুস্তক শ্রীগোপাল মণ্ডলের॥"

প্রমীলার পুরে অর্জ্জুন। প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ। অর্জ্জুনের প্রমীলা-বিবাহ স্বীকার।

তবেত প্রমীলা নারী হাতেতে দর্পণ করি
দেখে রামা আপনা বদন।
হাতেতে চিরণী লৈয়া কুন্তলেতে ভিজাইয়া
করে রাণী কেশের মার্জ্জন॥
মার্জ্জনা করিয়া কেশে লোটন (১) বান্ধিল পাশে
তাহে দিল মুকুতার দাম।

(১) এক প্রকার খোপার নাম।

কপালে সিন্দুর পরি চন্দনের বিন্দু সারি
মন্দ মন্দ পড়ে তার ঘাম॥
তিলফুল জিনি নাসা পীযূষ জিনিয়া ভাষা
কহে বাক্য কোকিলের ধ্বনি।
নয়নে অঞ্জন নিল স্বর্ণ-সিঁতি ভালে দিল
তায় শোভে মুক্তা-গাঁথনি॥
বক্ষেতে কাঁচুলি নিল মতি-হাব গলে দিল
হাতে নিল সোণার কঙ্কণ।
নাসায় বেশর পরি তাহে মুকুতার ঝুরি
ঝলমল করে অনুক্ষণ॥
কসিয়া কোমর বান্ধে অতি মনোহর ছান্দে
অস্ত্র বান্ধে বহু যত্ন করি।
জড়ির পটুকা আনি কাঁকালে বান্ধিল বাণী
পটি টাঙ্গী বান্ধে তারোপবি॥
পীঠেতে বান্ধিল তূণ কৈল তায় বাণে পূর্ণ
শেল শূল মুষল মুদ্‌গর।
ঝাটি ঝকড়া আনি বান্ধিলা প্রমীলা রাণী
সাজ করি হইলা তৎপর॥

সাজিয়া প্রমীলা রাণী বাগ্যগণে ডাকি আনি
বলে বামা মধুর বচন।
সাজহ সকল জনে চল যাব পার্থ-বণে
সভে গিয়া বাজাহ বাজন॥
শুনি প্রমীলার কথা ভূমে লোটাইয়া মাথা
নিজ-গৃহে করিল গমন।
ঢাক ঢোল দামা আনি কাংস্য করতাল বেণী
বাজে বাগ্য ব্যাল্লিস বাজন॥
বাগ্য শুনি সেনাগণ চাপিয়া নিজ-বাহন
চলে সভে রাজ-সন্নিধান॥
দেখিয়াত সৈন্যগণে প্রমীলা হরিষ মনে
চলে নারী লৈয়া সৈন্যগণ॥
বাহির হইলা নারী কৃষ্ণচন্দ্রে পূজা করি
সিংহনাদ করে নারীগণ।

সিংহনাদ করি সবে কৃষ্ণ-পদ ভাবি তবে
বণ-মুখে করিল গমন ॥

দেখি বৃষকেতু বীরে প্রমীলার সমরে
আগু হৈয়া করিলা গমন।
দেখিলা সকল নারী আস্তে সভে তরাতরী
দেখি বীর হাসে ততক্ষণ ॥
তার হাস্য দেখি নারী মনে ক্রোধ বহু করি
তাবে সভে রাখিল বেড়িয়া।
বৃষকেতু মহাবীর সমরেতে মহাধীব
কহে বীব ঈষৎ হাসিয়া ॥

বৃষকেতুর অভিভাষণ।

শুনগো প্রমীলা রাণী তোরে আমি কহি বাণী
তোব বল নহে ব্যবহার।
তোব সঙ্গে মোর বণ নহে অতি সুশোভন
অশ্ব ছাড়ি দেহত আমাব ॥
এতেক শুনিয়া বাণী বলেন প্রমীলা রাণী
শুন বীর আমাব বচনে।

প্রমীলার উত্তব।

যদি ঘোড়া নিবে তুমি বচনেক কহি আমি
তৃণ আনি করহ দশনে ॥

এত শুনি বৃষকেতু ক্রোধ হৈলা ধীর-কেতু
তারে বীর বলেন বচন।
স্বভাব স্ত্রী-জাতি তুমি তেঞি এত সহি আমি
এতক্ষণে নিতাঙ (১) জীবন ॥
এই মতে বোলাবুলি দুই জনে গালাগালি
হৈল তথা ঘোরতর রণ।
অস্ত্রে অস্ত্র হানাহানি করিছেন বীরমণি
এই মত বিন্ধে দুই জন ॥

যুদ্ধ।

আর যত সৈন্য ছিল যুথে যুথে বারি হৈল
গড়ে সৈন্য নাহি লেখা যোথা।
বৃষকেতু ক্রোধ করি বিন্ধেছে প্রমীলা নারী
বিন্ধে বীর ঘোড়ার দুই পাখা ॥

(১) লইতাম।

পাখা বিন্ধে গেল ঘোড়া বথ লৈতে হৈল খোড়া
দেখি বাণী ভাবে মনে মন।
লম্ফেতে প্রমীলা নারী চড়ে অন্য রথোপরি
বিন্ধে বাণী করিয়া যতন ॥
বাণে বাণ হানাহানি বলএ প্রমীলা বাণী
দেখি বাণী ক্রোধ মনে কবি।
একবারে পাঁচ বাণ কবিলেন সন্ধান
মারে বাণ বৃষের উপরি ॥

বাণ ঘাএ মহাবীব বাণে হৈলা অস্থির
মূর্চ্ছিত হইলা বীববরে।
সুজন সারথি তার দেখি মূর্চ্ছাগত বীর
বথ লৈয়া গেলা কথো দূরে ॥
মেঘবর্ণ আদি কবি রথী সব বিন্ধে নারী
বিন্ধিয়া কবিল জরজবে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর আইলেন সমর
আসিয়া নিবাবে সভাকারে ॥

পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ।

পার্থেরে দেখিয়া বাণী হাসিছেন নিতম্বিনী
এই স্বামী শিব দিল মোবে।
এত মনে ভাবি রাণী বন্দিল চরণখানি
তবে বণ কবে দুই বীরে ॥
বাণে বাণ হানাহানি কবিছে প্রমীলা রাণী
পার্থ-বাণ করয়ে সংহার।
নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে নারী হান হান
নাচে রাণী রথের উপর ॥
দেখিয়াত পার্থ-বীরে সর্প-বাণ মারে তাবে
আসি সর্প বেড়ে সৈন্যগণে।
দেখিয়া প্রমীলা নারী গরুড়-বাণ হাতে করি
বিন্ধে রাণী করিয়া যতনে ॥
আসিয়া গরুড়গণ নাগে কৈল ভক্ষণ
দেখি পার্থ ক্রোধ মনে কৈল।
বরুণ-বাণ আনি বীর সান্ধিলেন মহাধীর
জলে সৈন্য ভাসএ সকল ॥

দেখিয়া প্রমীলা নারী হাতে বায়ু-অস্ত্র করি
বাণ এড়ি হাসে খল খল।
বায়ুবেগে বাণ যায় ঝড়ে সব জল খায়
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল জল॥
সব জল উড়াইল সৈন্যগণ প্রাণ পাল্য
দেখি রামা হরষিত হন।
এক বারে পাঁচ বাণ করি রামা সন্ধান
বিন্ধে রাণী করিয়া যতন॥
পার্থেরে মারিল নারী বাণ কাটিবারে নারি
পার্থ-বীব অচেতন হৈল।

দেখিয়া প্রমীলা নারী বলে তারে ধীরি ধীরি
শয্যা তেজি উঠ মহাবল॥
বলেতে নারিবে তুমি নিশ্চয় বলিএ আমি
মোরে বিভা কর মহাবীরে।
পাণি-গ্রহণ কব্যা ঘোড়া লয়্যা যাহ ফির্যা
তবে প্রাণ পাবে বীরবরে॥

পরিণয়ের ইচ্ছা।

ক্ষণেকে সম্বিৎ পায়্যা উঠে বীর গা তুলিয়া
ক্রোধ করি অস্ত্র নিল হাতে।
মারিব তোমারে আজি বলিছেন বীর গর্জ্জি
বাণ লৈয়া যুড়িল ধনুতে॥

হেন কালে দৈববাণী শুনি পার্থ বীরমণি
উহারে না মার কদাচন।
জন্মিয়াত ঐ নারী ভজিয়াছে ত্রিপুরারি
উহায় বর দিলা ত্রিলোচন॥
পার্থ পতি হব তোর বর দিলা দিগম্বর
তেঞি তোরে বলিএ বচন।
উহারে লয়ে তুমি শুন ওহে বীরমণি
তোমার স্ত্রী না যায় খণ্ডন॥
স্ত্রী-হত্যা না কর তুমি বর দিল শূল-পাণি
তোর নারী প্রমীলা সুন্দরী।
দৈববাণী শুনি বীর মনে হৈলা সুধীর
বাথে বীর অস্ত্রেরে সম্বরি॥

হাসে বীর বলে বাণী শুনহ প্রমীলা রাণী
তোরে বিভা করিব নিশ্চয়।
যজ্ঞসূত্র মোর করে ব্রতী পঞ্চ সহোদরে
এখন বিভা উচিত না হয়॥
যজ্ঞ সমাধান হব তোরে বিভা করিব
এই বাক্য বলিএ তোমারে।
ইথে অন্যমত নাহি নিশ্চয় জানিহ তুঁহি
এই বাক্য বৈল (১) পার্থ-বীরে॥
শুনিয়া প্রমীলা নারী আনন্দিত রথোপরি
কর-যোড়ে করিল প্রণাম।
সর্ব্ব সৈন্য লয়্যা রাণী নিজ-গৃহে সভা আসি
সেই দিন করাল বিশ্রাম॥
এই প্রমীলার কথা অপূর্ব্ব পাঁচালি গাথা
শুন ভাই হয়্যা এক মন।
কৃষ্ণ-পদ-রেণু-আশে কহিল চন্দনদাসে
ভজ ভাই অভয় চরণ॥

অর্জ্জুনের বিবাহ-স্বীকার।

বিশারদের বিরাট-পর্ব্ব।

মহাভারতখানি সংস্কৃতানুযায়ী ঠিক অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত পাঠ করা গেল তাহাতে নিজ কল্পিত কিছু দেখা গেল না।

বিরাট-পর্ব্বের পুণ্য-কথা অবধান।
ইচ্ছা অনুসারে কহি কর অবধান॥
বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
চৈত্র শুক্লদিনে পদ বিশারদে ভণে॥
অর্থাৎ ১৫৩৪ শক (১৬১২ খৃঃ)।

নিম্নের অংশ রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

---

(১) বলিল।

উত্তরের সহিত বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুনের কুরুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা।

উত্তর বদতি (১) শুনিয়ক (২) মহাশএ।
মুঞিতহ সারথি হইল নিশ্চএ॥
যাক্ যুঝিবার তুমি কব মনোরথ।
তাহার উপরে আমি চালাইবো রথ॥
এখন ঘুছিল আমার ভয় সবিরথ।
* * * *॥
অর্জ্জুন বদতি প্রীত হইলো তোমার।
এখনে দেখিবা তুমি প্রতাপ আমার॥
ভৈরব বিমঙ্গ (?) আমি করিবো সমরে।
শত্রু-শূন্য-সমুদ্র মথিব দিব্য-শবে॥
সম্প্রতিক বিলম্ব কবিবার নাঞি ফল।
রথে তুলি দিন যত আয়ুধ সকল॥
আর কথা কহি শুন রাজার কুমার।
দেব-শাপে নপুংসক অজ্ঞাত বৎসর॥
নপুংসক হয়া মোব তেজ হইছে হীন।
বৃহন্নলা-বেশে আছিলো এত দিন॥
অজ্ঞাত বৎসর ঘুচি হইলাঙ প্রবীণ।
অজ্ঞাত বৎসর যাহা বেশী ছয় দিন॥
অজ্ঞাত বৎসর আমার নানা ক্লেশ গেল।
পূর্ব্বের অর্জ্জুনের বল ধর্ম্মে আনি দিল॥
দুর্য্যোধনে দিল আমাক দুঃখ যেমতে।
কিছু ধায় আজি সুজিব সংগ্রামিতে॥

বুলিতে বুলিতে ক্রোধ বাড়িল সঘন।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন প্রচণ্ড হুতাশন॥
যুদ্ধমুখে ক্রোধ হৈয়া মহাবীর।
গাণ্ডীব ধরি তাঞে রথোতে হইলা স্থির॥
ক্রোধ করিয়া তবে গাণ্ডীব ধরিল। (অর্জ্জুনের ক্রোধ ও দর্প।)
রথ সহিতে যেন ভূমিকম্প হইল॥

---

(১) বলিলেন। (২) শুনিও।

উত্তরক করিল আশ্বাস বচন।
উদ্ধারিযা নিব যত তোমার গোধন ॥
রণে থাকি নগবক বাখিবো তোমাব।
মোর অঙ্গীকাব আজি হৈবো এ প্রকার ॥
ভুজে হইবো মোহব যে দুর্জ্জয় তোরণ।
রথ-ঘোষ হৈবো ঘন দুন্দুভি-বাজন ॥
অক্ষয় দুই টোন (১) আর রথ চিত্র দণ্ড।
এহি হৈব তাহার দুর্গতি যত দণ্ড ॥
বিবিধ যুদ্ধে তাক করিবো রক্ষণ।
গাণ্ডীবের গুণে তাক করিবো ক্ষেপণ ॥
এহি মতে নগরক কবিবো বক্ষণ।
নিবর্ত্তন কবিবো যতেকে গোধন ॥
একারণ ভয় পবিহব ভূমিঞ্জয়।
এহি বাক্য বুলি মৌন হৈল ধনঞ্জয় ॥

উত্তর বদতি মোব নাহি কোন ভয়।
তোমার মহিমা শুনিয়াছো মহাশয় ॥
যেমত বাসুবদেব যেমত কেশব।
তোমাক সেমতে মুঞি শুনিছো পাণ্ডব ॥
কিন্তু একখানি মোর মনেব সংশয়।
চিন্তিয়া দুর্ম্মতি তাব না পাঙ নির্ণয়॥
গন্ধর্ব্ব-রাজাক জিনি সুন্দর শরীর।
শূলপাণি দেব যেন তুমি মহাবীর ॥
উত্তম লক্ষণ তোমার আছয় সকলে।
নপুংসক হৈলা তুমি কোন্ কর্ম্মফলে ॥

উত্তরের প্রশ্ন।

অর্জ্জুন বদতি পূর্ব্বে কয়াচি (২) তোমাক।
অনুষ্টুক কহো কিছু শুনহ তাহাক ॥
যখন গিয়াচি আমি স্বর্গের মাঝার।
নিবাত-কবচ জিনি আইল সুরপুর ॥
অল্প কাজে উর্ব্বশী শপিল আমার।
বামব খণ্ডেয়া কৈল একয় বৎসর ॥

অর্জ্জুনের উত্তর।

(১) টোন=তূণ। (২) কহিয়াছি।

সেহি শাপ মুক্ত হইল আমার।
আজি হনে আমার ঘুচিল অনুসার (১) ॥

উত্তর বদতি মোর মনের সংশয়।
তোমার চরণে দৃঢ় হইলাম মহাশয় ॥
দেবতা সভাক মোর ভয় নাহি আর।
সর্ব্বথা সারথি মুঞি হইলো তোমার ॥
গুরু-উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তুমি তাক ॥
কৃষ্ণের দারুক যেন ইন্দ্রের মাতুলি।
আমাক জানিবা সেহি সুশিক্ষিত বুলি ॥
মহাবেগবন্ত হয় সকলে আমার।
লক্ষিতে না পারে যাব চরণ সঞ্চার ॥
দক্ষিণ ভাগত এ যে দিব্য হয় চয়।
ইহাক সুগ্রীব হেন জানিবা নিশ্চয় ॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ এ যে রহে বাম ভাগে।
মেঘপুষ্প হেন এ যে চলে মহাবেগে ॥
মধ্যত নিহিত এ যে দুই তুরঙ্গম।
ইহাক জানিবা সর্ব্ব বলাহক সম ॥
তুয় অনুরূপ রথ এহি মোর মনে।
এহি রথে যুদ্ধ কর কুরুবীর সনে ॥

যুদ্ধের উদ্যোগ

বৈশম্পায়ন বোলে অনন্তরে ধনঞ্জয়া।
ভুজহস্তে দৃঢ় কৈল নিষ (২) বলেয়া ॥
দুই হস্তে পিন্ধিল বিচিত্র দুই তুল।
গাণ্ডীব ধনুর গুণে পরম উজ্জ্বল ॥
মস্তকের বেণীবন্ধ খসায়া বিশেষ।
বসনে বেষ্টন করি হৈল বীর-বেশ ॥
তবে পূর্ব্ব-মুখ হইয়া পাণ্ডব-নন্দন।
ইষ্ট-দেবতাক স্মরি করিল বন্দন ॥
হৃদয়েত চিন্তিল দৈবকী-নন্দন।
ধ্যান কৈল আপনার দিব্য অস্ত্রগণ ॥

(১) অভিশাপ-জনিত দুর্গতি।
(২) বাণাধার = তূণ।

অনন্তরে অস্ত্রগণ সমুখে আসিয়া।
আপনাক নিবেদিল কৃতাঞ্জলি হইয়া॥
আইলো অস্ত্রগণ তোমার কিঙ্কর।
আজ্ঞা কর বিপক্ষেক করিয়ে সংহার॥
অনন্তরে নমস্কার করি ততক্ষণ।
করে পরশিয়া হেন বুলিল বচন॥
শুন অস্ত্রগণ সমুচিত সময়ত।
প্রসন্ন হইবা আসি আমার মনত॥
তবে মনগত হই সবে অস্ত্রগণ।
প্রসন্ন-বদনে তবে পাণ্ডুর নন্দন॥
গাণ্ডীবত গুণ দিল তবে বীর্য্য-বলে।
টঙ্কার করিল ধনঞ্জয় মহাবলে॥

গাণ্ডীবের টঙ্কার হইল ভয়ঙ্কর।
পিনাক-টঙ্কার যেন করিল শঙ্কর॥
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হইল প্রহার।
তেমতে গাণ্ডীব-নাদ হইল দুর্ব্বার॥
আচম্বিতে হইল বজ্রপাত যেন।
শুনি চমৎকৃত হইল যত কুরুগণ॥
তবে পৃথিবীতে যেন পড়িল নির্ঘাত।
উল্কাপাত হইল বহিল খর বাত॥
উত্তর কুমার তবে বুলিল বচন।
তুমি একা বীর বহু বীর কুরুগণ॥
তারা সবে অস্ত্রসন্তত পাগ্‌র্গত (১)।
অস্ত্রএ সংগ্রাম করিব কেন মত॥
একারণে ভয় যে লাগয়ে মোর মনে।
হেন শুনি হাস্য করি বুলিল অর্জ্জুনে॥

নাহি তোর ভয় কথা শুন ভূমিঞ্জয়।
একাএ সংগ্রাম মুঞি করিবো নিশ্চয়॥
ঘোর যাত্রা সময়ত ভাইর বচনে।
দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠের মোচন-কারণে॥

---

(১) পারগ।

গন্ধর্ব্ব সভাক আমি জিনিলো যখন।
কাহাক সহায় আমি করিনো তখন ॥
নিবাত-কবচ নামে মহাদৈত্যগণ।
কালকঞ্জ পুনঃ ময় দানব দুজন ॥
সবাকে একাএ আমি জিনিলো যখন।
কাহাক সহায় আমি করিনো তখন ॥
খাণ্ডব-দাহন-কালে দেব-দৈত্যগণে।
ভয়ঙ্কর-সমর করিল মোর সনে ॥
একাএ সমর আমি করিলো যখন।
কাহাক সহায় আমি করিচি তখন ॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইছে যখন।
মোর সনে সংগ্রাম করিল রাজাগণ ॥
একাএ যুদ্ধত আমি জিনিল যখন।
কাহাক সহায় আমি করিচি তখন ॥
গুরু দ্রোণ কৃষ্ণ কৃপ বরুণ পাবক।
কুবের শিবক যমরাজ বাসবক ॥
উপাসনা করি মুঞি পাইল অস্ত্রগণ।
একায়ে সংগ্রাম মুঞি করিব এখন ॥

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের মহাভারত।

ইনি কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের পদ্যানুবাদ রচনা করেন।

রত্নপৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জল্পীশ যাক্ বোলে সর্ব্বজন ॥
সেহি দিন মদন দেব ভোগে পুরন্দর।
বিশ্বসিংহকুল কুমুদিনী দিবাকর ॥
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এক উপাসক তার।
আদি পর্ব্ব ভারতের রচিল পয়ার ॥

মুষল-পর্ব্ব।

হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি পালয়ে প্রজায়॥
নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল নৃপতি।
নৃত্য গীত নানা রঙ্গ কৌতুক করে নিতি॥
লীলা বাঁশী বাজায় বাজায় শঙ্খনাদ।
পটহ (১) মৃদং বাজায় নাহি অবসাদ॥
নটীগণ নাট করে গায়নে গীত গায়।
শুনিলে মধুর ধ্বনি কোকিলে পলায়॥
শুনিয়া দ্রৌপদীর আকুল হৈল মন। দ্রৌপদীর শোক।
পঞ্চ পুত্র দেবীর মনে হইল তখন॥
অচৈতন্য হয়া দেবী ভূমিতে পড়িল।
মুখে জল দিয়া সবে দেবীক তুলিল॥
ব্যস্ত হৈল বৃকোদর পঞ্চ সহোদর।
হা হা পুত্র বলি দেবী কান্দিল বিস্তর॥
বৃকোদর বোলে শোক কেন কর রাজ-বালা।
বৃকোদর দেখি কোপে বলিতে লাগিলা॥

সব লোক রাজা শুন সভার ভিতর।
না দেখিএ অভিমন্যু এ পঞ্চ কুমার॥
ধিক্ থাউক বৃকোদর তোমার রাজ্যভার।
পুত্র বন্ধু বৃদ্ধ বাপ মারিলে আমার॥
ধিক যাউক ধনঞ্জয় তোমার বাহুবল।
চক্র-বক্ষে জএস্ত আদি মারিলে সকল॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ইহারস্ত নাম।
মদিরাক্ষ পুত্র মৈল অতি অনুপাম॥
নির্ব্বংশ হইল রাজ্য লইবার তরে।
কি কারণে জ্ঞাতি বধিলে বৃকোদরে॥
জ্ঞাতি বন্ধু ইষ্ট মিত্র সব বধ করি।
কাক (২) লাগি শাসিলা রাজ্য হস্তিনা নগরী॥
ধন জন সঞ্চএ করি পুত্রের কারণ।
নির্ব্বংশ হইলে হয় নরকে গমন॥

---

(১) রণঢক্কা। (২) কাহার।

অন্যায় সমরে বধিলে মোর সুত।
অশ্বত্থামা দ্বিজ হৈল মোখে (১) যমদূত॥
নিদ্রা যায় পুত্র মোর আপন মন্দিরে।
পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামা আসি মোর পুত্র মারে॥
ধিক্ যাউক বৃকোদর তোমার বাহুবল।
তোমা বিদ্যমানে মৈল বান্ধব সকল॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুত্র মারি রাজ্যের অভিলাষে।
ধিক ছার থাকুক তোমার জীবনের আশে॥
পুত্র-শোক ভীম মোর দহিল হৃদয়।
পুড়িব শরীর আমি শুন মহাশয়॥
কি কারণে প্রাণ ধরে বীর ধনঞ্জয়।
কি কারণে প্রাণ ধরে ধর্ম্মের তনয়॥
অশ্বত্থামা বীর মোর হৈল কালানল।
পুত্র-শোকে সুভদ্রা বড়ই বিকল॥
অশ্বত্থামার শিরোমণি হাতে পাও যবে।
মোর হৃদয়ের তাপ পলাইবে তবে॥
যদিবা আমাক শ্রদ্ধা থাকয়ে তোমায়।
অশ্বত্থামার শিরোমণি দেখাহ আমায়॥
স্বামী যার জীয়ে তার মনোরথ হয়।
অশ্বত্থামার শিরোমণি। অশ্বত্থামার শিরোমণি আনি দেহ মহাশয়॥
নহে স্ত্রীর বধ দিব তোমার উপর। (২)
কহিলাম নিশ্চয় কথা শুন বৃকোদর॥

দ্রৌপদীর করুণা শুনিয়া ভীমসেন।
অগ্নির উপড়ে ঘৃত ঢালি দিল যেন॥
দর্প করে ভীমসেন শুনে যাজ্ঞসেনী।
আজি রণে কাটিব অশ্বত্থামার শিরোমণি॥
অশ্বত্থামার শিরোমণি আনিতে যবে নারো।
তবে ভীমসেন নাম অকারণে ধরো॥
এত বলি মহাকোপে শোষয়ে শরীর।
কালান্তক যম যেন বৃকোদর বীর॥

---

(১) মোকে, আমার প্রতি। (২) অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন করিয়া তাহার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দাও, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব এবং এই স্ত্রীহত্যার ভাগী তুমি হইবে।

হৃষীক সারথি করি নিল বৃকোদর।
রথ সাজায়ে অস্ত্র তাতে তোলে বহুতর॥
অশ্বত্থামা বীর জান পৃথিবী-বিদিত।
অল্প অস্ত্রে জিনিতে নারিব কদাচিত॥
হৃষীক সারথি অস্ত্র তুলিল বহুতর।
লক্ষকোটি ধনুঃ গুণ বহু অস্ত্র আর॥ (১)

বাসুদেব আচার্য্যের মহাভারত।

বাসুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়—

শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্ততি।
ভবানীর সেবা করি কৈল বসবতি॥
মৈথিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয়।
শ্রীরাম ঠাকুর হেন লোকত বোলয়॥
তার উপাসক এক জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ।
বাসুদেব নাম তার কহে সর্ব্বজন॥

আর একটু পরিচয় এই নিম্নোদ্ধৃত অংশেই আছে। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে নিম্নের অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব।

লিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থখানির বয়স ১৫০ বৎসরের কম নহে। গ্রন্থখানি জীর্ণ।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি যায় পঞ্চ ভাই।
তার পাছত যায় পাটেশ্বরী আই (২)॥
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ ভাই যায় বন।
নগরীয়া লোকে দেখি করন্ত ক্রন্দন॥

পরিজন ও প্রজাবৃন্দের বিলাপ।

---

(১) এই অংশ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। (২) মাতা। এখানে দ্রৌপদী।

ভৃত্য বন্ধুগণ কান্দে অনেক নৃপতি।
আমাক ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন ভিতি॥
নটে ভাটে ব্রাহ্মণে কাঁদন্ত (১) উচ্চ করি।
কি কারণে রাজ্যভার যাও পরিহরি॥
নারী সব কান্দে পাণ্ডবের মুখ চাই।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক কাঁদন্ত ঠাঁই ঠাঁই॥
অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল (২)।
তীর্থবনে কান্দে বেড়ি সন্ন্যাসী সকল॥
নদী তীর্থক্ষেত্র গ্রাম গৃহ বাহিরন্ত।
গলা বান্দি কান্দে নর নারী সভে শত॥

যুধিষ্ঠিরের জন্য শোক।

হে যুধিষ্ঠির বাপু যাহ কোন ঠাঁই।
নগরত রৈবোঁ আমি কার মুখ চাই॥
দীর্ঘ-নাসা গৌর-বর্ণ প্রসন্ন-বদন।
করি-কর-সম-বাহু মধুর-বচন॥
লক্ষেক নৃপতি যার চরণ সেবয়।
হেন যুধিষ্ঠির রাজা ভূমি-পায় (৩) যায়॥
হার তাড় স্বর্ণ বস্ত্র নূপুর কঙ্কন।
ইহাক (৪) ছাড়িয়া লৈল মলিন-বসন॥

দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া।

চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখে যার নখপাতি।
হেনয় দ্রৌপদী মাও যায় কোন ভিতি॥
পদ্মক অধিক যার চরণ কোমল।
হাটিতে কঙ্কাল হানে স্তন ছিরিফল (৫)॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠ দুই মুখ সুধাকর।
অনিন্দিত ভুরু দুই ধনু মদনর॥
মৃণাল-সদৃশ বাহু-গজেন্দ্র-গামিনী।
যাহার চরণ সেবে লক্ষেক কামিনী॥
ভূমি-পায় হাটি যায় রাজা পাটেশ্বরী।
হেন দ্রৌপদীক দেখিয়া কান্দে নর-নারী॥

ভীমার্জ্জুনের প্রতি।

গজেন্দ্র সমান তনু দুর্জ্জনের কাল।
ধরণী কম্পায় যদি করয় আস্ফাল॥

---

(১) ক্রন্দন করে। (২) রাখাল। (৩) পদব্রজে।
(৪) এই সমস্ত। (৫) শ্রীফল।

হাজার হস্তীর বল যাহার গায়ত।
রঙ্গ-শালে কীচকক করিয়াছে হত ॥
খাইতে না পাইলে একে তিলে যায় প্রাণ।
হেন ভীমসেন বাপু যায় কোন থান ॥
হে ধনঞ্জয় বাপু যাহ কৈক (১) লাগি।
তোমার বিয়োগে হের হইলো বৈরাগী ॥
ঘোর রণ করি তুমি শঙ্কর তুষিলা।
বাহুব বলত সর্ব্ব পৃথিবী শাসিলা ॥
এবে মুনি বেশ ধরি যাও কোন ঠাঁই।
আমি গর্ব্ব করিবো কাহার মুখ চাই ॥ (২)
এহি বুলি প্রজাগণ কান্দে উচ্চ করি।
নকুলক দেখন্তে সকল যায় মরি ॥

নকুল-সহদেবের প্রতি।

হে স্বভাবে তরুণ বাপু সুন্দর বদন।
নাবাল্যত দেখি যেন রতির মদন ॥
কি কারণে যায় তুমি রাজ্য-ভার ছাড়ি।
নকুল নকুল বুলি কান্দে ডাক পাড়ি ॥
হে সহদেব বাপু যায় কোন ঠাঁই।
পণ্ডিত ত তোমার সমান কেহ নাই ॥

পাণ্ডবের মুখ চাহি কান্দে প্রজাগণ।
প্রজার ক্রন্দনে কান্দে ধর্ম্মের নন্দন ॥
নকুল সহদেব কান্দে ভীম ধনঞ্জয়।
লোকের ক্রন্দনে দাদা প্রাণ দগধয় ॥
আউল ঝাউল কেশ বিবর্ণ-বদন।
আমার কারণে দাদা করিছে ক্রন্দন ॥
ভূমিত পড়িয়া কান্দে কত নর-নারী।
গড়াগড়ি পাড়ে কত ভ্রতি (?) জ্ঞান হরি ॥
আমার নিমিত্তে দাদা কি দুঃখ লোকের।
হাটিতে না পারি শোকে প্রাণ যায় হের ॥
শোকে দুঃখে যায় ধীরে পাণ্ডুর নন্দন।
গ্রীবা ভঙ্গ করি চাহে প্রজার বদন ॥

---

(১) কিসের।
(২) আমরা কাহাকে লইয়া গর্ব্ব করিব।

প্রজার ক্রন্দন দেখি হাটিতে না পারে।
রাজার শরীর শোকে ঢলোপড়ো (১) করে॥
শুনিয়োক (২) সভাসদ পদ ভারতের।
প্রাণীর কারণে দেখ কি দুঃখ ধর্ম্মের॥
রাজ্য ছাড়ি মহাপথ করিল গমন।
হেন জানি বিষত (৩) না করিবা মন॥
ভার্য্যা পুত্র বিষত না করিবা মন।
শীঘ্রগতি লৈয়ো সবে বিষ্ণুত শরণ॥
সংসার-সাগরে হরি-নাম-নৌকা সার।
যমের দূতক টু (৪) দেখাই হৈয়ো পার॥

রাম ঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ।
স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল সৃজন॥
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস।
বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত বাস॥
তার সম মূঢ়মতি নাহি একজন।
গোষ্ঠি কুটুম্বক ছাড়ি করিলু ভ্রমণ॥
সাধুর চরণে পড়ি করহো কাকুতি।
মরণে জীবনে হোক কৃষ্ণেত ভকতি॥
এক নিবেদন করোঁ শুন সাধু ভাই।
কৃষ্ণের চরণ বিনে আর গতি নাই॥
হেন জানি কাম ক্রোধ এড়ি শীঘ্র করি।
সভাসদে উচ্চ করি বোল হরি হরি॥

---

(১) ঢলোপড়ো=টলমল। (২) শুনুক।

(৩) বিষয়ে=পার্থিব সামগ্রীতে।

(৪) টু দেখাই=ফাঁকি দিয়া। 'টু' শব্দটা কতকটা 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের' মতন।

নন্দরাম দাসের মহাভারত।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধরের পুত্র এই দ্রোণ-পর্ব্ব রচনা করেন।

রচনা-কাল ১৬৬০ খৃঃ।

দ্রোণ-পর্ব্ব।

"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এবং দ্রোণের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয় শুন রাজা জন্মেজয়
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন শোকেতে আকুল মন
আরোহণ কৈল গজমত্ত॥
অশ্বথামা-হস্তী নাম সংগ্রামেতে অনুপাম
তার তুল্য নাহি গজবর।
বর্ণে জিনি জলধর ঈশা দন্ত সমসর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর॥
তাহে আরোহণ করি দুর্য্যোধন অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর দুর্য্যোধন নৃপবর
ভীম সহ করিতে সমর॥
দেখি ধাএ বৃকোদর হাতে গদা ভয়ঙ্কর
শমন-সমান মহাবীর।
মহাক্রোধে অঙ্গ কাঁপে দশন ধরিয়া চাপে
বজ্রবৎ কঠিন শরীর॥
গদা যেন কালদণ্ড সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড
এক ঘায় মারে শত শত।
অশ্ব হস্তী পড়ে যত লিখতে না পারে এত
শত শত চূর্ণ করে রথ॥
আনন্দিত বৃকোদর যুদ্ধ করে ঘোরতর
বায়ুবৎ ফিরে মহাবীর।
ক্রোধে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন মত ভানু দেখি'
আনন্দিত রাজা যুধিষ্ঠির॥

অশ্বথামা-হস্তী।

ভীম ও দুর্য্যোধন।

দেখি যত যোদ্ধগণ ভয়ে সশঙ্কিত মন
সংগ্রাম হইল ঘোরতর।
তবে ক্রোধে বায়ু-সুত দেখি যেন যম-দূত
গদা প্রহারিল করি-মুণ্ডে।

হস্তীর পতন।

বজ্রাঘাতে যেন গিরি তেন মত পড়ে করী
শরীর হইল খণ্ডে খণ্ডে॥
ভয়েতে কম্পিত মন এক লাফে দুর্য্যোধন
হস্তী ছাড়ি পড়িল ধরণী।
গদা করি দুই করে প্রহারিল বৃকোদরে
বজ্রের সমান শব্দ শুনি॥
গদাঘাতে বৃকোদর ক্রোধে কাঁপে থর থর
নিজ গদা ধরে দৃঢ় মুষ্টি।
সূর্য্যের সমান মূর্ত্তি যুগান্তের সমবৃত্তি
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি॥
মহাক্রোধে বৃকোদর মারে গদা ঘোরতর
দুর্য্যোধন রাজার উপর।

দুর্য্যোধনের পলায়ন।

গদাঘাতে দুর্য্যোধন অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন
পলাইল তেজিয়া সমর॥

দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি বৃকোদর হৈল সুখী
সংহারিল বহু সেনাগণ।
সৈন্য হৈল্য অস্থির দেখি ক্রোধে দ্রোণ বীর
শীঘ্রগতি আইল্যা ততক্ষণ॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ রাখে দিব্য অস্ত্রগণ
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয়।

দ্রোণের যুদ্ধ।

মূর্চ্ছিত হইল বীর অঙ্গেতে বহিছে নীর
পলাইল পবন-তনয়॥
পলাইল ভীমসেন দেখি আনন্দিত দ্রোণ
বাণ-বৃষ্টি করে মহাবীর।
শত শত সেনা পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে
যোদ্ধগণ হইল অস্থির॥
তবে ক্রোধে ধনঞ্জয় দেখি সৈন্য অপচয়
শীঘ্র আইল্যা দ্রোণের সম্মুখ।

ক্রোধে করে বাণ-বৃষ্টি সংহারিতে যেন সৃষ্টি
দেখি দ্রোণ মনে ভাবে দুঃখ ॥
হেন কালে নারায়ণ ডাকি বৈল শুন দ্রোণ
যে বলিএ বচন আমার।
অশ্বত্থামা পুত্র তব আজি হৈল্য পরাভব
ভীম-হস্তে হইল সংহার ॥

শ্রীকৃষ্ণের ছলনা।

এত শুনি দ্রোণ-বীর মনে হৈল্য অস্থির
অন্তরে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে শূন্যবাণী হৈল্য তবে
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে চন্দ্র সূর্য্য স্থান ছাড়ে
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব্য কথা হেন ব্যাসের বচন অন্য
কভু আমি ইহা নাহি জানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ শুন প্রভু ভগবান্
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পুত্রে ব্যাস দিল বর চারি যুগে অমর
তবে কেন হেন বল হরি ॥
পুনরপি কৃষ্ণ বৈল্য বৃকোদর সংহারিল
হয় নয় পুছ ভীমসেনে।
মিথ্যা নাহি বলি আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
অশ্বত্থামা পড়ি গেল রণে ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য পুত্র-শোকে হত-ধৈর্য্য
কহিবারে লাগিল সত্বর।
তবে আমি সত্য জানি যদি কহেন আপনি
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুঙর ॥

তবে প্রভু নারায়ণ কহিলেন ততক্ষণ
ধর্ম্মপুত্র ডাকি নিজ পাশ।
অশ্বত্থামা-হত জানি কহ তুমি নৃপমণি
দ্রোণ কহে সত্য এই ভাষ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে ধর্ম্ম নৃপমণি
কেমতে কহিব মিথ্যা বাণী।

যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলার জন্য প্ররোচনা।

বিশ্বাস করিয়া মোরে কহে দ্রোণ-ধনুর্দ্ধরে
মোর বাক্য সত্য হেন জানি॥
যদি মোর যায় প্রাণ শুন প্রভু ভগবান্
মিথ্যা কথা নারিব কহিতে।
রাজ্যে মোর নাহি কায সকলে পড়ুক বাজ (১)
নিবেদিলাম তোমার সাক্ষাতে॥
কেমতে কহিব মিথ্যা যুক্তে নহে এই কথা
যদি মোর হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাস-ঘাতকী করি কেমতে কহিব হরি
মহাপাপ ঘাতকী বিশ্বাস॥
পুনঃ কহে নারায়ণ কহি শুনহ রাজন
প্রকার (২) করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বথামা হত জানি আমি কহি সত্য বাণী
ইতি গজ পড়ে গেল রণে॥
পুনরপি যুধিষ্ঠির শুন প্রভু যতুবীর
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি বলি আমি হইব নরকগামী
উদ্ধারের বলহ উত্তর॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে কাঁপে থরথর
কহিতে লাগিলা ততক্ষণ।
হইয়া যে সত্যগামী সকল নাশিলে তুমি
তব সত্যে হইল এমন॥
অধর্ম্ম করিলে যদি হয় লোক অধোগতি
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে বেঢ়িআত যোদ্ধগণে
এক শিশু করিল নিধন॥
আমার বচন শুনি কহ তুমি নৃপমণি
এই কথা স্বরূপ বচন॥

ভীমের মিথ্যা কথা।

মোরে যদি পুছে দ্রোণ কহি আমি এই ক্ষণ
পুনঃ পুনঃ এক শত বার।
এত বলি বৃকোদর কহিছেন সত্বর
অশ্বথামা হত সারোদ্ধার॥

---

(১) আ মার সমস্ত দ্রব্যে বজ্র পতিত হউক; সকল নষ্ট হউক। (২) কৌশল।

শুন দ্রোণ-ধনুর্দ্ধরে আজিকার সমরে
মম হস্তে অশ্বথামা হত।
কহিল স্বরূপ বাণী নিশ্চয় জানিহ তুমি
এই কথা নহে অন্য মত॥
এত শুনি কহে দ্রোণ প্রত্যয় না হয় মন
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোর পুত্র তবে আমি জানি সত্য
যদি কহে ধর্ম্মের কুঙর॥
এত শুনি নারায়ণ হৈলা ক্রোধিত মন
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
শুনি ধর্ম্মের নন্দন হইলা দুঃখিত মন
কহিলেন দ্রোণের গোচরে॥
অশ্বথামা হৈল্য নাশ ইতি গজ সত্য ভাষ
জানি আমি স্বরূপ উত্তর।
এত বলি যুধিষ্ঠির শুন প্রভু যদুবীর
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর॥
পুনরপি কহে দ্রোণ সত্য কহ হে রাজন
অশ্বথামা হইল বিনাশ।
কহিল ধর্ম্মের সুত অশ্বথামা হৈল্য হত
ইতি গজ সত্য এই ভাষ॥

যুধিষ্ঠিরের মুখে মিথ্যা কথা।

পুনঃ পুনঃ কহে দ্রোণ কহ ধর্ম্মের নন্দন
এই কথা স্বরূপ উত্তর।
লঘু শব্দে নৃপমণি কহে ইতি গজ বাণী
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর॥

দ্রোণের শোক।

যুধিষ্ঠির মুখে শুনি সত্য হেন দ্রোণ জানি
পুত্র-শোকে হইলা আকুল।
ধনু ধরি বামকরে কান্দে দ্রোণ-ধনুর্দ্ধরে
লোহে (১) ভিজে অঙ্গের দুকূল॥
পুত্র-শোকে দ্রোণাচার্য্য হইলেন হতধৈর্য্য
চেতন হরিল ধনুর্দ্ধর।
কণ্ঠ-তলে ধনু রাখি কান্দে দ্রোণ হয়্যা দুঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥

(১) অশ্রুতে।

হেন কালে গদাধর বৈল্য শুন ধনুর্দ্ধর
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কাল-সর্পে দংশে দ্রোণে ঝাট কাটি পাড় বাণে
এই বেলা কুন্তীর তনয়॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর বাণ এড়ে শীঘ্রতর
সর্প বলি কাটে ধনুগুর্ণ।

দ্রোণ-বধ।

কণ্ঠদেশে বিন্ধে ধনু অস্থির হইল তনু
তাহাতে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥
রথেতে পড়িল দ্রোণ হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন
খড়্গ লয়্যা ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি হেন মত শীঘ্রগতি
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর
নিজ রথে আইলা ততক্ষণ।

দুর্য্যোধনের শোক।

দ্রোণের নিধন দেখি দুর্য্যোধন মহাদুঃখী
হাহাকার করেন রোদন॥
মহানাদে শব্দ করি কান্দে কুরু-অধিকারী
পড়ি গেল ধরণী উপর।
মহাশোকে রাজা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
আকুল হইলা নৃপবর॥
ব্যাস-বিরচিত কথা ভারত-অপূর্ব্ব-কথা
ইহা বিনে সুখ নাহি আর।

নন্দরামের প্রার্থনা।

রক্ত-কোকনদ-পদ ভক্তগণ-অনুগত
অকিঞ্চন জনের আধার॥
নানারূপে অবতরি দৈত্যগণ ক্ষয় করি
পাতকীর পরিত্রাণ-হেতু।
এ ঘোর সংসার-মাঝে উদ্ধারিব দেবরাজে
নিজ-নামে বান্ধি দিল সেতু॥
অভয় চরণ তোমার ভকতি রহুক মোর
এই মাত্র মোর নিবেদন।
সংসার-সাগর-ঘোরে পরিত্রাণ কর মোরে
নন্দরাম দাস বিরচন॥

সারল কবির মহাভারত।

সারল উৎকলনিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে শারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ২০০ শত বৎসরেব হস্তলিখিত পুথি হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল।

বিরাট-পর্ব্ব।

বিরাট-রাজ-সভায় পাণ্ডবগণের আগমন।

পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ বৎসর অজ্ঞাতভাবে যাপন কবাব প্রতিশ্রুতি ছিল। এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাট-রাজার সভায় আগমন করিতেছেন।

সভা দিয়া বসিয়াছে মৎস্য-অধিপতি।
পাত্র-মন্ত্রিগণ সব ব্রাহ্মণ-সংহতি॥
চলিছেন যুধিষ্ঠির রাজার সভায়।
দূরে হৈতে মৎস্য-রাজা দেখিবারে পায়॥
সভাসদ্‌গণে ডাকি কহিছে বচন।
এইত পুরুষবর বটে কোন্ জন॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কন্দর্প-শরীর।
করিবর জিনিয়া গমন অতি ধীর॥
হস্ত পদ সুকোমল অতি বিচক্ষণ।
অনুভবে বুঝি এই ক্ষত্রিয়-লক্ষণ॥
কিন্তু ব্রাহ্মণের বেশে আসিতেছে হেথায়। — যুধিষ্ঠির।
কখন কেহ কোন জনা দেখেছ এহায়॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হব এই জন।
ছদ্মরূপে আসিতেছে করিয়া বঞ্চন॥
এতেক বচন রাজা বলিতে বলিতে।
নৃপ-সন্নিধানে ধর্ম্ম আইলা ত্বরিতে॥
রাজার নিকটে আসি দুই বাহু তুলি।
দাণ্ডাইল সভামধ্যে জয়যুক্ত বলি॥
প্রণমিঞা মৎস্য-রাজা দিলেন আসন।
কি নাম কিবা গোত্র আল্যা কি কারণ॥

কন (১) কুলে উদ্ভব কেমন বংশে জন্ম।
কি কারণে আসিয়াছ কহ দেখি মর্ম্ম॥
তোমারে দেখিঞা বড় তুষ্ট হইলাঙ আমি।
যে মাঁগিবে তাই দিব মাঁগি লেহ তুমি॥

শুনিয়া রাজার বোল ধর্ম্মের নন্দন।
কহিতে লাগিল আমি জাতি যে ব্রাহ্মণ॥
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক ধরি নাম।
দ্যূতেতে নিপুণ আমি অতি অনুপম॥
ন্যায় শাস্ত্রে পৌরাণিক সকলের জ্ঞাত।
প্রবাল মাণিকের মূল্য জানি ভাল মত॥
বিরাট বলেন আমি কহি তব আগে।
ব্রাহ্মণ হইবে তুমি মনে নাহি লাগে॥
ক্ষেত্রীর পালক-যোগ্য দেখি যে তোমায়।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে বুঝি অভিপ্রায়॥
শুনিঞা ধর্ম্মের পুত্র কহে আর বার।
আমিহ ছিলাম সখা যুধিষ্টির রাজার॥
তাহাতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাঞি।
দ্যূতে হারি রাজ্য-চ্যুত হৈল পঞ্চ ভাই॥
শত্রু নিল রাজ্য ধন গেল বনবাসে।
তাহারে খুঁজিয়া আমি বুলি দেশে দেশে॥
তব নাম যশঃ গুণ শুনিঞা শ্রবণে।
কৃপা করি রাখ যদি থাকি তব স্থানে॥

শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা মৎস্য-রাজ।
এমন মানুষে আমার বড় কায॥
আমার সভাতে তুমি থাকহ গোসাঞি।
যেন আমি তেন তুমি ইথে অন্য নাঞি॥
মোর যত পাত্র মন্ত্রী সেবিব তোমারে।
তব প্রভু পণ কৈল সভার ভিতরে॥
ধর্ম্ম বলে শুন রাজা আমার বচন।
হবিষ্য-আহারী আমি ভূমেতে শয়ন॥

---

(১) কোন্।

কঙ্ক-নাম ধরিয়া রহিলা যুধিষ্ঠির।
কথো ক্ষণে ছদ্মরূপে বৃকোদর বীর॥
হাতেতে করিয়া চাটু (১) মৃগপতি-গতি।
রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীতি॥ ভীম।
আশীর্ব্বাদ করিয়া দাণ্ডাল্য সভা-মাঝে।
জয়যুক্ত তোমার হউক মৎস্য-রাজে॥
প্রণমিঞা বিরাট কহেন সবিনয়ে।
কিবা নাম কিবা গোত্র কহ পরিচয়ে॥
ভীমসেন বলে আমি হই সূপকার।
বল্লভ বলিয়া নাম খ্যাত যে আমার॥
পাণ্ডবের আশ্রয়ে ছিলাম চিরকাল।
বল্লভ আমার নাম দিলা মহীপাল॥
আসিয়াছি তব নাম শ্রবণে শুনিঞা।
আমার গুণের কথা কহি বিবরিয়া॥
মল্ল-যুদ্ধে মোর সম নাহি এ ভারতে।
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকে পারি যে ধরিতে॥
শুনিঞা নৃপতি বলে শুনহ গোসাঞি।
যথোচিত বৃত্তি দিব শুন মোর ঠাঞি॥
মোর যত সূপকার আছে দ্বিজমণি।
সভাকার উপরে প্রধান হবে তুমি॥
এত শুনি মৎস্য-রাজা ভীমসেনে বলে।
নিযুক্ত করিলা তারে রন্ধনের শালে॥

হেন মতে ভীমসেন রহিলা তথায়।
কথোক্ষণে আইলা পার্থ নপুংসক প্রায়॥ অর্জ্জুন।
রাজহংস জিনি গতি গমন-মাধুরি।
দুই ভুজে সমসূত্রে সূর্য্যে দীপ্তি করি॥
স্ত্রীলোকের মত করি পরিলা বসন।
ছদ্মরূপে সভা-মধ্যে করিলা গমন॥
নৃপতিকে সম্ভাষিয়া দাণ্ডাইল পাশে।
বিস্ময় হইয়া রাজা তাহারে জিজ্ঞাসে॥

(১) তাওয়া—রন্ধনের স্থালী বিশেষ।

কহ কি কারণে আইলে কহ কিবা নাম।
দেখিয়া বিস্ময় লাগে কথা তব ধাম॥
ছদ্মরূপ ধরিয়াছ হইয়া রমণী।
ভস্ম আচ্ছাদনে যেন থাকয়ে আগুনি॥
মেঘে যেন দিবাকর দেখি আচ্ছাদিত।
তেজে বীর্য্যে রূপে গুণে দেব-সম্ভবিত॥
কোন দেবতার পুত্র ছদ্মরূপ ধরি।
আইলে আমার কাছে বুঝিতে না পারি॥

অর্জ্জুন বলিল রাজা শুন সাবহিতে।
নৃত্য গীতে আমা সম নাহি পৃথিবীতে॥
বৃহন্নলা নাম মোর হৈল নপুংসক।
গীত বাদ্য তাল মান জানিয়ে নর্ত্তক॥
রাজা বলে প্রবঞ্চনা না কর আমারে।
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে মনে নাহি ধরে॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা মিথ্যা নাহি বলি।
পাণ্ডবের ভার্য্যা ছিলা নামেতে পঞ্চালী॥
তাহার গায়ন ছিলাম বহুকাল অবধি।
পাণ্ডব বিপিনে গেলা সঙ্গেতে দ্রৌপদী॥
চিরকাল যথাসুখে ছিলাম তথায়।
দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়াই তা সভায়॥
আইলাম তব কাছে নাম যশঃ শুনি।
মোরে যদি রাখ তবে হেথা থাকি আমি॥
এত শুনি কহেন বিরাট দণ্ডধারী।
উত্তরা নামেতে আছে আমার কুমারী॥
আর যত কন্যাগণ আছএ সকলে।
নৃত্য গীত সভাকে শিখায় কুতূহলে॥
এত বলি মৎস্য-রাজা রাখিল তাহারে।
বৃহন্নলা হয়্যা পার্থ রহে অন্তঃপুরে॥

নকুল।

কথো ক্ষণে নকুল অশ্ব-বৈদ্য হয়্যা।
বিরাট-রাজার কাছে উত্তরিলা গিয়া॥
নৃপতিকে সম্ভাষিয়া দাণ্ডাল্য নিকটে।
সভামধ্যে দাণ্ডাইল করি করপুটে॥

রাজা বলে কথা হৈতে আইলে মহাশয়।
কথাকারে যাবে তুমি কথায় আলয়॥
নকুল বলেন রাজা কহি সভাতলে।
অশ্বের চিকিৎসা রাজা আমি জানি ভালে॥
যে ঘোড়াকে রাখি আমি শুন মহীপাল।
বড়ই সুবুদ্ধি হয় না থাকে জঞ্জাল॥
অশ্ব-বৈদ্য হই আমি দামগ্রন্থি নাম।
এত কাল ছিনু আমি পাণ্ডবের স্থান॥
পাণ্ডবের অশ্বগণ পালিতাম আমি।
দেবলে হারিয়া তারা হৈল বনগামী॥
ভ্রাতৃ-সঙ্গে পাশা খেলি সর্ব্বস্ব হারিল।
রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া না জানি কথা গেল॥
তা সভারে না পাইয়া মোরে হেন গতি।
তব গৃহে থাকি যদি রাখ নরপতি॥
নকুলের কথা শুনি আনন্দ রাজন।
মোর গৃহে থাকহ পালহ অশ্বগণ॥
যতেক অশ্বগণ আছএ আমার।
সকল-উপরে তোমার অধিকার॥
অশ্ব-শালে নকুল করিলা সমর্পণ।
অশ্ব-শালে মাদ্রী-সুত করয়ে বঞ্চন॥

সহদেব।

কথো ক্ষণে সহদেব গোয়ালা বেশেতে।
গো-পুচ্ছ-লোমের দড়ী বেড়িয়া কটিতে॥
যেন মত গোপগণ করে আগুসার।
সেই মত চলিয়াছে মাদ্রীর কুমার॥
দূরে থাকি বিরাট করয়ে নিরীক্ষণ।
বিস্ময় হইয়া চাহে সভাসদ্ জন॥
হেন কালে মাদ্রী-সুত গোপ-বেশ ধরি।
নৃপতিকে সম্ভাষিয়া কহে যোড়করী॥
সহদেব বলে রাজা শুন মহাশয়।
এতদিন ছিনু আমি পাণ্ডব-আলয়॥
জাতি যে গোয়ালা আমি গাভী রক্ষা কবি।
তন্ত্রীপাল বলিয়া সে নাম আমি ধরি॥

পাণ্ডবের রাজ্য ধন হারিয়া পাশায়।
না জানিএ ভার্য্যা সঙ্গে গেলেন কথায় ॥
তব কাছে আমি আসিয়াছি শুন মহাশয়।
লোক-মুখে শুনিয়াছি তব পরিচয় ॥
তোমার যে গাভীগণ আছএ বিস্তর।
তে কারণে আইলাঙ তোমার গোচর ॥
আর এক মোর গুণ শুন দণ্ডধারী।
ভূত ভবিষ্যতি আমি গণিবারে পারি ॥
যুধিষ্ঠির-নিকটে ছিলাম বহুদিন।
রাজ্য-চ্যুত হয়্যা তারা গেলেন বিপিন ॥

শুনিঞা বিরাট-রাজা আনন্দ অপার।
থাক তন্ত্রীপাল তুমি আমার গোচর ॥
আমার গোধন রাখ মন-কুতুহলে।
প্রধান হইলে তুমি রাখাল সকলে ॥
আশী পদ্ম ধেনু আছে ভবনে আমার।
দশ লক্ষ বাগানে বাগানি করে যার ॥
প্রথুনা নামেতে এক গাভী যে প্রচুর।
প্রথুনা গাভীর শত লক্ষ যে বাছুর ॥
তিন লক্ষ বৃষ তার চারি লক্ষ গাই।
তাহা হৈতে আমার যে গরুর বাড়ি (১) নাঞি ॥
এ সকল রক্ষা কর থাকি মোর পুরে।
এত শুনি সহদেব রহিলা তথাকারে ॥

দ্রৌপদী।

এখানেতে যাজ্ঞসেনী ছদ্মরূপ ধরি।
মুক্ত-কেশে বাউলিনী (২) গমন মাধুরি ॥
নগরের মধ্যে গিয়া দিলা দরশন।
দেখিবারে আইল নগরবাসী জন ॥
আবাল যুবক বৃদ্ধ করে ধায়াধাঞি।
কেহ দুষ্ট কেহ শ্রেষ্ঠ লেখা জোখা নাঞি ॥
দ্রৌপদীর অঙ্গখানি অতি সুকোমল।
কৃশ-দেহ হয়্যাছে অতি বড়ই দুর্ব্বল ॥

---

(১) বাড়ি = বাঢ়া = শ্রেষ্ঠ।
(২) পাগলিনী।

মুক্ত-কেশা উর্দ্ধশ্বাস মলিন বদন।
দেখি পরিহাস করে যত দুষ্টগণ॥
কেহ বলে কথা হৈতে আইল বাউলিনী।
পরম রূপসী কার ঘরের কামিনী॥
কেহ অঙ্গে ধুলা দেই কেহ করে মানা।
কেহ বলে ছদ্মরূপে আইল কন জনা॥
বাউলিনী মত কৃষ্ণা নগরে বেড়ায়।
বিরাট-রাজার রাণী ছিলা ঝরকায় (১)॥
দাসী শুদ্ধা বসিয়াছে প্রাসাদ মন্দিরে।
হেন কালে দ্রৌপদীকে পাল্য দেখিবারে॥

সুদেষ্ণা পাঠায়্যা দাসী দিলা আপনার।
কেবা সে রূপসী ভ্রমে চন্দ্রের আকার॥
ত্বরা করি আন গিয়া আমার সদনে।
প্রেষণী চলিয়া গেলা রাণীর বচনে॥
যেখানে ভ্রমেন কৃষ্ণা নগর-ভিতরে।
সুদেষ্ণার দাসী গিয়া বলে ধীরে ধীরে॥
শুন রূপবতী চল অতি শীঘ্রগামী।
রাজরাণী-নিকটে ত্বরায় চল তুমি॥
শুনিয়া দ্রুপদসুতা বিলম্ব না কৈল।
প্রেষণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে চলি গেল॥
কৈকৈ রাজার কন্যা সুদেষ্ণা সুন্দরী।
বিরাট-রাজার সেই হয় পাটেশ্বরী॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি ভ্রমহ একাকিনী।
অপ্সরী কিন্নরী কিবা মানুষী নাগিনী॥
হেন বেশ ধরিয়াছ না পারি বুঝিতে।
তোমার সদৃশ রূপ না পাই দেখিতে॥

শুনিঞা পার্ব্বতী কহে সুদেষ্ণা রাণীরে।
মোর পরিচয় রাণী কহি গো তোমারে॥
জাতি যে সৈরিন্ধ্রী আমি হই বেশকারী।
চন্দন ঘসিয়া মালা গাঁথিবারে পারি॥

---

(১) গবাক্ষে।

পূর্ব্বেতে ছিলাঙ আমি দ্বারকা-ভুবনে।
বেশকারী আছিলাঙ সত্যভামা সনে॥
আমার শীলতা সেই দ্রৌপদী দেখিয়া।
সত্যভামার কাছে মোরে নিলেক মাঁগিয়া॥
বঞ্চিলাঙ বহুদিন দ্রৌপদীর সনে।
দ্যূতে হারি পতি সঙ্গে কৃষ্ণা গেল বনে॥
এই হেতু ভ্রমি আমি পাণ্ডবে খুঁজিঞা।
যদি তুমি রাখ মোরে কৃপান্বিত হঞা॥

শুনিঞা সুদেষ্ণা বলে শুন রূপবতী।
আমি স্থির হৈতে নারি হয়্যা স্ত্রী-জাতি॥
তোমার সমান রূপ কথাহ না দেখি।
আপন কণ্টক কি করিব তোমা রাখি॥
মোর প্রাণ-নাথ যদি দেখএ তোমায়।
তোমা দেখি অনাদর করিব আমায়॥
তে কারণে তোমা আমি নারিব রাখিতে।
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী বলে মধুর বাক্যেতে॥
আপন প্রকৃতি আমি তোমাবে সে কই।
নিশ্চয় জনিহ আমি সে রীতের নই॥
পঞ্চ জনা গন্ধর্ব্ব আছয়ে মোর স্বামী।
তাহা বিনে অন্য জনে নাহি জানি আমি॥
পাপ-চক্ষে মোর পানে চাহে যেই জন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তার অবশ্য মরণ॥
আছুক রাজার দায় দেবতা আইলে।
অবশ্য তাহার মৃত্যু আমারে ইচ্ছিলে॥
সকল গন্ধর্ব্ব সেবে মোর স্বামিগণ।
দেব-দ্বিজ-ভক্ত তারা বিষ্ণু-পরায়ণ॥
না ছুঁব উচ্ছিষ্ট অন্ন না ছুঁব বরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন॥

তিন কার্য্য অভয় যদ্যপি দেহ মোরে।
তবে ত বঞ্চনা আমি করি তব ঘরে॥
আর যে করিবে আজ্ঞা আমারে যখন।
পালিব তোমার আজ্ঞা করি প্রাণপণ॥

শুনিঞা সুদেষ্ণা রাণী করিলা স্বীকার।
তবে মহাসুখে থাক নিকটে আমার॥
এইরূপে যাজ্ঞসেনী তথায় রহিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশেতে সুদেষ্ণা বশ হৈল॥
অন্তঃপুরে নারীগণ পাইলা বড় প্রীত।
সদাই থাকয়ে কৃষ্ণা সুদেষ্ণা-সহিত॥
পুষ্পমালা গাঁথি দেই চন্দন ঘসিয়া।
যখন যে বলে থাকে আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া॥
বড়ই সন্তোষ রাণী হইল তাহাতে।
তিল আধ না রহিলে না পাবে রহিতে॥

কঙ্ক নামে যুধিষ্ঠির বিরাট-সভায়।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিচারেতে আছেন তথায়॥
করেন দেবল ক্রীড়া নৃপতির সনে।
মৎস্য-রাজ বড়ই সম্প্রীত পাইল মনে॥
ভীমসেন আছয়ে হইয়া সূপকার।
অমৃত-সিঞ্চিত অন্ন রন্ধন যাহার॥
ভোজনে হইলা বশ রাজা-আদি করি।
ধন্য যে বল্লভ দ্বিজ যাই বলি হারি॥
নপুংসক বেশে পার্থ হয়্যা বৃহন্নলা।
উত্তরাদি কন্যাগণে মোহিত করিলা॥
নৃত্য গীত তাল বাদ্যে যত কন্যাগণে।
ধনঞ্জয়-গুণে বশ হইলা মগনে॥
আছএ নকুল অশ্বগণের পালনে।
দুষ্টপনা রোগ তারা কভু নাহি জানে॥
শস্য-পূর্ণা ক্ষিতি হৈল সত্যবাদী লোক।
ধনবান্ প্রজা হৈল নাহি জানে শোক॥
বৃক্ষগণে ফল ফুল হইল বহুতর।
সুগন্ধী শীতল বায়ু বহে নিরন্তর॥
এইরূপে ছয় জন আছএ অজ্ঞাতে।
পাণ্ডব বলিয়া কেহ না পারে লখিতে (১)॥

পাণ্ডবাগমনে রাজ্যের কুশল।

(১) লক্ষ্য করিতে=চিনিতে।

পুরুষের দশ দশা ইথে নাহি আন।
সভাকার সব দিন না যায় সমান॥
যে পাণ্ডব গোবিন্দেরে বান্ধেছে প্রেম-ডোরে।
হেন জন পরাধীন হয়্যা পর-ঘরে॥
সরস্বতী-চরণে ভাবিয়া একমন।
গাইল সারল কবি উৎকল-ব্রাহ্মণ॥

কৃষ্ণানন্দ বসুর মহাভারত।

কৃষ্ণানন্দ বসুর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার হস্তলিপি বাং ১১৯৯ সনের (১৭৯১ খৃঃ)। আমরা এই পুস্তকের রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে করি।

হরিনাম-মাহাত্ম্য।

নারদের প্রেত-পুরে গমন।

দেবর্ষি নারদ বিখ্যাত ত্রিভুবন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী কেহ না কৈল বারণ॥
উপনীত হৈল যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ।
কর-যোড়ে প্রণমিঞা করয়ে স্তবন॥

নারদের স্তব।

জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশ্বর।
জগত-নিবাস জয় জগতের পর॥
অপার মহিমা তোমার দিতে নারি সীমা।
শিষ্টকে পালন কর দুষ্টের গরিমা॥
সৃজন পালন তুমি সংহার-মূরতি।
অখিল-পালন জয় অখিলের পতি॥
নমো নমো দেব আদি-মৎস্য-অবতার।
* * * বেদের উদ্ধার॥
নমো নমো অবতার নমো যজ্ঞ-স্বরূপ।
হিরণ্যাক্ষ-বিদারক পৃথিবী-উদ্ধারক॥
নমো ভৃগুপতি নমঃ ক্ষেত্রী-কুলান্তক।
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার মন্দার-ধারক॥

নমস্তে মোহিনী-রূপ শঙ্কর-মোহিনী।
নমো নমো জগৎপতি অখিলের মণি॥
ছোট বড় জীবে তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপক।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক॥

এইরূপে কৈল বহু স্তুতি মুনিবর।
তুষ্ট হয়্যা আশিস্ করিলা দামোদর॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন্ হেতু হেথাকে তোমার আগুসার॥
ভকত-অধীন আমি ভকত-জীবন।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন॥
মনোময় রূপ আমি মন-অগোচর।
কাহারে নির্ণয় নাই কারে ভিন্ন পর॥
আত্মারূপে সর্ব্ব-ভূতে আমার প্রকাশ।
তে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস॥
আত্মারূপে মোর প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে।
অন্য জন চিত্তে মোরে না পারে বান্ধিতে॥
ভকত-অধীন হই ভকতের সাথে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে বান্ধিতে॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ করি অনুক্ষণ।
কহ মহামুনি আইলে কোন্ প্রয়োজন॥
বর মাঁগ মহামুনি যেবা মনে লয়।
যে বর মাঁগিবে তুমি দিব ত নিশ্চয়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি।

এত শুনি হাসিয়া বলেন তপোধন।
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
বর দিয়া ভাণ্ড (১) তুমি আপন কিঙ্করে।
তে কারণে গোবিন্দ মাঁগি যে পরিহারে (২)॥
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাইয়া যেন ভ্রমি অনুক্ষণ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্লভ নাম জগত-বিস্তার॥
ইহার মহিমা দেব কহিবে আপনে।
শুনিলে মনের ভ্রান্তি হইব খণ্ডনে॥

(১) ভাঁড়াও। (২) ক্ষমা। অর্থাৎ বর চাহি না।

এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
শমনের পুরী তুমি করহ গমন ॥
মোর প্রতিমূর্ত্তি তথা যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ তাহার সমাজ ॥
নামের মহিমা তিঁহ কহিব যে আর।
তারে জিজ্ঞাসিলে ভ্রম খণ্ডিব তোমার ॥

এত শুনি আনন্দিত হৈলা তপোধন।
প্রণমিঞা চলি গেলা যমের ভবন ॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথা যে যতেক পুণ্য জন ॥
চতুর্ভুজ শ্যামমূর্ত্তি দিব্য-কলেবর।
খঞ্জন-অঞ্জন-নেত্র সুরঙ্গ অধর ॥
পীতবাস-পরিধান রাজীব-লোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অতি সুশোভন ॥
কনক-মুকুট মাথে শোভে অতিশয়।
মেঘের উপরে যেন সূর্য্যের উদয় ॥
দেখিয়া বিস্ময় হইলা মহামুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তর ॥
স্তুতি-রসে প্রসন্ন হইলা মৃত্যু-পতি।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে ঋষি-পতি ॥
মুনি বলে আইলাম শুনহ কারণ।
কহিবে আমারে তুমি নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যু-পতি।
পুরীর দক্ষিণ দ্বারে যাহ শীঘ্রগতি ॥
হরিনাম-মহিমা পাইবে সেইখানে।
তবে সে মনের ভ্রান্তি হইব খণ্ডনে ॥
এত শুনি হাসিয়া চলিলা তপোধন।

পুরীর দক্ষিণদিগে করিল গমন ॥
দেখিল যমের মার্গ পাপীর তাড়ন।
ত্রিশির-মুণ্ড সারি সারি অদ্ভুত-গঠন ॥
অসিপত্র মহাবন দেখে ভয়ঙ্কর।
[illegible] কোথা হএ নিরন্তর ॥

যম-পুরীতে।

যমরাজ।

কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া কেহ কান্দয়ে অপার॥
কোন খানে করে কারে পাশেতে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ॥
কোন খানে বিষ্ঠা-হ্রদে ফেলে কথো জনে।
মস্তকে মুদ্‌গর-ঘাত করে দূতগণে॥
এই মত প্রকারে পীড়িত পাপিগণ।
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হৈলা তপোধন॥
হরিনাম মাধব গোবিন্দ দামোদর। নামের মাহাত্ম্য।
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর॥
এই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র হৈতে নাম পাপ-মুক্ত হৈল॥
প্রেতমূর্ত্তি তেজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্য দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গ যায়॥

দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত।

দ্রোণ-পর্ব্ব।

যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন।

অর্জ্জুনের অভিমন্যু-বধ-বার্ত্তা শ্রবণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সংগ্রামেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংসপ্তকে থাকি তাহা শুনিল অর্জ্জুন।
কৃষ্ণে চাহে কহিতে লাগিলা ততক্ষণ॥
অবধানে শুন হরি আমার বচন। পূর্ব্ব-সূচনা।
আজি মোর চিত্ত কেনে করে উচাটন॥
না জানি কি হইল আজি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে কেন সব যোদ্ধা বীর॥
হা হা অভিমন্যু বলি ডাকে বীরগণ।
সমরে হইল কিবা পুত্রের মরণ॥

প্রাণ স্থির নহে মোর কহিলাঙ তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি শক্রর ভিতরে ॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিয়া সুস্থ হব কলেবর ॥

কৃষ্ণ বৈল ধনঞ্জয় না গুণিহ রিষ্ট।
সুকুমার অভিমন্যু সভাকার ইষ্ট ॥
এতেক বলিয়া প্রভু প্রবোধে অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দিলা পবন-গমনে ॥
শিবির-নিকট উত্তরিলা ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখি সব অমঙ্গলময় ॥
অন্ধকার করিয়া বস্যাছে সভায়।
হয়্যা আছে শোকাকুল সর্ব্বজন তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি সভে কেনে হয় একভিত ॥
আজি যোদ্ধাগণ দেখি শোকাকুল মন।
ভূমেতে বস্যাছে সভে তেজিয়া আসন ॥
এ সব দেখিয়া মোর স্থির নহে মন।
কিসের কারণে কহ প্রভু নারায়ণ ॥

এতেক বলিয়া গেলা শিবির-ভিতরে।
রোদন করয়ে রাজা ধর্ম্মের কুমারে ॥
অধোমুখ করিয়া বসিয়াছে সর্ব্বজন।
অভিমন্যু নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
প্রাণের সদৃশ মোর অভিমন্যু বীর।
না দেখিয়া তারে মোর প্রাণ নহে স্থির ॥
অর্জ্জুন বলিল ভীম কহ বিবরণ।
অভিমন্যু নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
কোথা গেলা অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মোর কাঁপিছে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া বীর উত্তর না দিল।
অধোমুখ করি সভে বসিয়া রহিল ॥
উত্তর না পাইয়া পার্থ শোকাকুল হৈল।
লোচনের জলে ভাসে অঙ্গের দুকূল ॥

রোদন করিয়া ভীম কহিলা তখন।
কি মতে কহিব অভিমন্যুর মরণ॥
অন্যায় সমর কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর তনয়।
কহিল তোমারে ভাই শুন ধনঞ্জয়॥
ব্যূহে প্রবেশিতে নাহি পারে একজন।
মন দিয়া শুন ভাই সব বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অভিমন্যু-শোকে বীর হইল কাতর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
আপনে রচিল যাহা ব্যাস তপোধন॥
পয়ার প্রবন্ধেতে রচিলা তার দাসে।
সর্ব্বলোকে কথা যেন শুনে অনায়াসে॥

অনন্ত মিশ্রের মহাভারত।

অনন্ত মিশ্রের পিতার নাম কৃষ্ণরাম মিশ্র। যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে (১৬২১ শকে) লিখিত হইয়াছিল। রচনা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ময়ূরধ্বজের পরীক্ষা।

কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্রকে এক ব্যাঘ্র আহার করিতে উদ্যত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিশয় কাতরতায় ব্যাঘ্র তাহাকে মুক্তি দিতে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু যদি সে মহারাজ ময়ূরধ্বজের অর্দ্ধদেহ আনিয়া দিতে পারে, তবেই সে মুক্তি পাইবে।

প্রণিপাত করি আমি বলিল বিস্তর।
তবে ব্যাঘ্র দিল মোরে কঠিন উত্তর॥
নৃপতি ময়ূরধ্বজ পুণ্যদেহ জানি।
তাহার অর্দ্ধেক অঙ্গ মোরে দেহ আনি॥

এক আখি এক ভুজ চরণ বয়ান।
আনহ দক্ষিণ অঙ্গ মোর বিদ্যমান॥
মুখ্য মহাদেবী-পুত্রে চিরিবে শরীর।
বেদনায় সকাতর নহে মহাবীর॥ (১)
পাঁচ রাত্রি রাখো মুঞি তোমার কুমার। (২)
যদি অর্দ্ধ-অঙ্গ আনি দেহত রাজার॥
না পাইলে ছয় দিনে করিব ভক্ষণ।
এই ত আমাব কথা শুনহ রাজন॥

শুনিয়া বিপ্রের কথা হৃষ্ট নৃপবর।
ধন্য ধন্য দেহ মোর জীবন সফল॥
কৃষ্ণ আমা বঞ্চিয়া না দিলা দরশন।
দেহ-দান কৃষ্ণতে করিমু সমর্পণ॥
মেদ-মাংস-বিষ্ঠা-মূত্র-শিবা-চর্ম্মময়।
অমেধ্য সকল দেহ কেহ শুচি নয়॥
প্রাণ গেলে মৃত দেহ সুজনে না রাখে।
হেন দেহ মাঁগে বিপ্র আমার সমুখে॥
রত্ন-ঘট করহ দেহ দ্বিজ রক্ষা করি।
ভূমেতে বসিলা সিংহাসন পরিহরি॥
গঙ্গাজল শিরে বিষ্ণু-পাদোদক লইয়া।
শবীর-দান সঙ্কল্প করিল শুদ্ধ হইয়া॥
চন্দ্রধ্বজ পুত্র আনি রাণী কুমুদ্বতী।
ব্রাহ্মণের কথা তারে কহেন নরপতি॥

কুমুদ্বতীর প্রার্থনা।

দুঃখিতা হইয়া দেবী বলে কাকু বাণী।
অর্দ্ধ অঙ্গ আমি বটি শুন নৃপমণি॥
স্ত্রী-দেহ সুকোমল পুষ্টি রক্ত-মাংসে।
আমার শরীরে তৃপ্তি ব্যাঘ্র সবিশেষে॥
মোর দেহ দিয়া বিপ্র রাখ নরপতি।
পতিব্রতা ধর্ম্ম নাম রাখিয়া নৃপতি॥

---

(১) পাটরাণীর পুত্র রাজার শরীর চিরিয়া ফেলিবে, সে সময়ে রাজা বেদনার কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২) তোমার পুত্রকে আমি পঞ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত রক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি ময়ূরধ্বজের দেহার্দ্ধ আনিয়া দিতে পার, তবে তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিব।

অৰ্দ্ধ অঙ্গ স্ত্রী-দেহ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
মোর দেহ-দানে রাজার অর্দ্ধ অঙ্গ হয়॥
তাম্রধ্বজ (১) বলে আমি যুবা মহাকায়।
আমার শরীর দিয়া রাখহ রাজায়॥
রাজার অর্দ্ধেক অঙ্গ দেহত শার্দ্দূল।
আমি সর্ব্ব অঙ্গ দিলে প্রীত বহুল॥
যজ্ঞ-হেতু রাজার রক্ষায় দেহ মন।
আমার শরীর দিয়া রাখহ ব্রাহ্মণ॥
পিতৃ-যশঃ রুদ্র দ্বিজ তিন রক্ষা দানে।
জন্ম ধন্য কর মোর পড়হুঁ চরণে॥
রাজা বলে কুমুদ্বতী না হয় কাতর।
পতি-ব্রতা ধর্ম্ম তোর হয় সুগোচর॥
তাম্রধ্বজ আনি তারে বলেন নরপতি।
অভিষিক্ত হইয়া দিহ যজ্ঞ-কার্য্যে মতি॥
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তি রাখিহ হৃদয়।
দেহ দ্বিজ-কার্য্যে দিহ এইত সময়॥
কাল-ব্যাজে মায়া-ব্যাপ্তি ধর্ম্ম হয় ক্ষীণ।
এত বড় লাভে কেন হয় শক্তি হীন॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ রাণী কুমুদ্বতী।
নহিল কাতর দুহে রাজ-অনুমতি॥
স্নান করি বসিলা রাজা মহাহৃষ্ট মন।
ধ্যান করি চিন্তে কৃষ্ণরূপে নিরঞ্জন॥
পরম কারুণ্য জীউ শরীর-মণ্ডলে।
নিরন্তর বিষ্ণু থাকেন সহস্রেক-দলে॥
স্থির চিত্তে মগ্ন তাহে হইয়া নরপতি।
চিরিতে শরীর শীঘ্র দিলে অনুমতি॥

তাম্রধ্বজের ব

চিরিতে লাগিলা দুহে করাতের ঘাতে।
ভ্রমিতে ভ্রূমধ্যে শির চিরিয়া ত্বরিতে॥
নাসার উপরে মাত্র আসিতে করাত।
বাম চক্ষে নৃপতির হয় অশ্রুপাত॥

রাজদেহের ছেদ

(১) তাম্রধ্বজ=নীলধ্বজের পুত্র।

অশ্রুপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন।
আর কার্য্য নাহি দেহ চির কি কারণ॥
পূর্ব্বে ব্যাঘ্র বলিল আমার গোচরে।
দেহ-দান-কালে রাজা হয়ত কাতরে॥
তবে ত দক্ষিণ অঙ্গে নাহি মোর কায।
শরীর-দান-কালে ক্রন্দন মহারাজ॥
শুনিয়া হাসিল রাজা বিপ্রের বচন।
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন॥
চিরকাল এই দেহ রাখিল চেতনে।
সর্ব্বদেহ সমর্পিব কৃষ্ণের চরণে॥
দ্বিজ-কার্য্যে সব্য-ভাগ কৃষ্ণার্পণ হয়।
বাম ভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্মণে না লয়॥
তেই বাম চক্ষুর জল পড়েত আমার।
হরিষ দক্ষিণ অঙ্গ পুণ্য করিবার॥

ভগবানের প্রীতি।

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হইলা অস্থির।
চতুর্ভুজ রূপ হৈয়া ধরিলা তার শির॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কৌস্তুভ দ্বিপতি।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অঙ্গে বনমালা-জ্যোতিঃ॥
পীতবাস পরিধান গরুড় সহিত।
ব্যক্ত হইয়া শিখিধ্বজে ধরিলা ত্বরিত॥
নিজ রূপ ধরে নাথ পাইয়া ধনঞ্জয়।
ময়ূরধ্বজেরে কৃষ্ণ হইলা সদয়॥
রাজার শিরেতে কৃষ্ণ দিলা পদ্ম-হাত।
ঘুচিল দারুণ রেখ করাতের ঘাত॥
কৃষ্ণের শরীর জিনে লক্ষ সূর্য্য-কর।
দৃষ্টিমাত্র জ্ঞান-শূন্য হয় নৃপবর॥
বাহ্য অভ্যন্তরে কৃষ্ণ চিন্তিয়া ধেয়ানে।
সর্ব্ব ভ্রম দূর হৈল কৃষ্ণ-দরশনে॥
জৈমিনি ভারত কৃষ্ণ-ভক্তির নিদানে।
মিশ্র অনন্ত ভণে কৃষ্ণ আরাধনে॥

রামচন্দ্র খাঁর মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা হইল তাহা ১৬৯০ শকে (১৭৬৮ খৃঃ) নকল কবা হইয়াছিল। বামচন্দ্র খাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও লস্কব উপাধিযুক্ত ছিলেন। তাহাব বাড়ী জঙ্গীপুব ছিল। তাহাব পিতাব নাম মধুসূদন ও জননীব নাম পুণ্যবতী ছিল। ১৭১৪ শকে (১৭৯২ খৃঃ) এই গ্রন্থ শেষ হয়। "সে মুনি ভাগবতাঙ্গ সপ্তদশ শাকেন্দুবে। [illegible] পুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথা প্রচাবে॥" এই সঙ্কেতেব যে অর্থ আমবা বুঝিলাম তাহা দিলাম।

অশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের পুর-প্রবেশ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

দুয়ারী কহিছে ধম্মরাজের গোচব।
যজ্ঞ-ঘোড়া সঙ্গে আল্যা পার্থ-ধনুর্দ্ধর॥
ধর্ম্মরাজ বলে আমি যাইব আপনি।
হেন কালে কহিতে লাগিলা চক্রপাণি॥
দীক্ষিত আছহ নহে যাইতে উচিত।
আমি যায়্যা আনি ঘোড়া পার্থের সহিত॥
কহিয়াত শ্রীহরি আপনে চলিলা।
রাজগণ মুনিগণ সংহতি লইলা॥
মুনি-পত্নীগণ সঙ্গে দ্রৌপদী আপনি।
সর্ব্বদেশের স্ত্রীগণ আইলা তখনি॥
নৃত্য গীত বাদ্য বঙ্গে বড় কুতূহলে।
কুন্তী রোহিণী আদি আইলা সকলে॥
যুবক বালক বৃদ্ধ ঘরে না বহিল।
খঞ্জ কর্ণ বধির কুব্জ শুনিঞা আইল॥
অর্জ্জুনেব সনে সভাব হইল মিলন।
হেনই সময়ে হৈল পুষ্প-বরিষণ॥

ব্রাহ্মণে পড়িছে বেদ আর স্ত্রী যত।
দধি ঘৃত মধু ধান্য দূর্ব্বা অক্ষত॥

অর্জ্জুনের মাথে সভে দিল আশীর্ব্বাদ।
ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ পূর্ণ তোমার প্রসাদ॥
বকদালব্য মুনি আছে যজ্ঞ-ঘোড়া কাছে।
সভাই চলিয়া গেলা যথা ধর্ম্ম আছে॥
ধর্ম্মরাজ-ব্যবহার সর্ব্ব রাজা দেখি।
আপনাকে নিন্দে সভে হৈএ হেট-মুখী॥
ধূপ ধূম উঠিলা গে উপর আকাশে।
অর্জ্জুন আইলা তবে ধর্ম্মরাজ-পাশে॥
প্রণাম করিল পার্থ ধরণী লোটায়্যা।
দাণ্ডাইয়া রহে পার্থ বুকে হাত দিয়া॥

যৌবনাশ্ব প্রণমিল যোড়ি দুই করে।
অনুশাল্ব প্রণমিল বিনয় বিস্তরে॥
নীলধ্বজ প্রণমিল মানবৃদ্ধ রাজা।
হংসধ্বজ প্রণমিল করএ প্রশংসা॥
চন্দ্রহাস প্রণমিল হরি-কৃত পূজা।
বৃষকেতু প্রণমিল মহাপুণ্যতেজাঃ॥
বভ্রুবাহন প্রণমিল অর্জ্জুন-নন্দন।
কৃষ্ণপুত্র প্রণমিল শাম্ব মহাজন॥
প্রদ্যুম্ন আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
মহাদেবপুর-রাজা মধুলববন॥
তার পুত্র প্রণমিল নাম ত লক্ষণ॥
বীর ব্রহ্মা প্রণমিল অগ্নির শ্বশুর।
কোল দিল ধর্ম্মরাজ বলেন মধুর॥
দুঃশীলার পুত্র নরোত্তম নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিল আনন্দিত মন॥
মান্য অমান্য যত বয়োবৃদ্ধ রাজা।
ধর্ম্মরাজ করিলেন সভার ভক্তি-পূজা॥

সকল রাজাকে কৈল অনেক আদর।
সকল কর্য্যে নিযোজিল বীর বৃকোদর॥
কুন্তী দেবী ধনঞ্জয় বৃষকেতু দেখি।
কোলে করি চুম্ব দিতে জলে ভাসে আখি

চন্দ্রহাস বীরব্রহ্মা হংসধ্বজ সনে।
সর্ব্ব রাজা করিল সোসর (১) সম্ভাষণে॥
ধর্ম্মরাজ চলিলা তবে মুনি সব লৈয়া।
সভাকেতো (২) আগে করি যায় পথ দিয়া॥
স্ত্রীগণ সঙ্গে রাজা করিল সম্ভাষণে।
আনন্দে পরমানন্দে বন্দে জনে জনে॥
স্ত্রীগণ সঙ্গে চলেন দ্রৌপদী সুন্দরী।
রাজগণ সঙ্গে চলেন শ্রীপ্রভু হরি॥
রুক্মিণী সত্যভামা যতেক যুবতী।
কৃষ্ণের সকল নারী কৃষ্ণের সংহতি॥
চন্দনের জলে কৈল পথের সেচন।
পড়িছে কল্যাণ-মন্ত্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥
ধান্য দুর্ব্বা মাথে দিয়া আশীর্ব্বাদ দিল।
সভাই একত্র হৈয়া যজ্ঞস্থান মাজিল॥
ব্রাহ্মণী দিব্য রূপ দিব্য বেশ ধরি।
সংহতি করি আনিল যত রাজ-নারী॥

বেদের বিহিত তবে স্থান নির্ম্মাইল।
চতুর্দ্দিকে সারি সারি কদলী রোপিল॥
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ বকদালব্য মুনি।
শাস্ত্র-নিয়ম-মত কৈল বেদিকা তখনি॥
অষ্ট দুয়ার যজ্ঞের মণ্ডপ সাজাল্য।
শালগ্রাম শিলা আর স্রুব আনিল॥
উদূখল মুষল যজ্ঞের সব সাজ।
সকল আনিয়া জড় কৈল ধর্ম্মরাজ॥
আচার্য্য হইলা ব্যাস বকদালব্য ব্রহ্মা।
আর যত যত মুনি আল্যা পুণ্যকর্ম্মা॥

কামদেব গৌতম আর মুনি পরাশর।
ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ কথোক সুন্দর॥
সুমন্ত ভার্গব মুনি আরত কৌণ্ডিল্য।
মধুকণ্ঠ গালব আর সৌরভ প্রবীণ॥

(১) তুল্য প্রকার। (২) সকলের।

চণ্ডভান নীলধ্বজ মুনি সেই ধীর।
নীলকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ দুই মহাবীর ॥
নারায়ণ বিশ্বামিত্র মধু চন্দ্রভান।
সুধাজিৎ অভিমন্যু মহামতিমান্ ॥
কার্ত্তিক অশ্বিনী-পুত্র মহামহামুনি।
একত্র হইল জড় ষোল সহস্র মুনি ॥

মুনির ব্রাহ্মণীগণ তাহার সংহতি।
রাজগণ মহারাজরাণীর সংহতি ॥
যত রাজা জড় হৈল কহিব সাক্ষাতে।
ছত্রিশ সহস্র রাজা যজ্ঞে উপস্থিতে ॥
স্বস্তিবচন রক্ষা আর পড়ে মুনিগণ।
ব্রহ্মা অগ্নিমন্ত্রে কৈল ব্রাহ্মণ বরণ ॥
প্রকাণ্ড পৌলস্ত্য ধৌম্য বিশ্বামিত্র ঋষি।
বায়ুভক্ষ মধুশ্ছেদ বিভাণ্ড তপস্বী ॥
যজ্ঞ-রক্ষক রাজা এ সব করিল।
উচিত সকল বিপ্র সভাকে বরিল ॥
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ কৌতুক যেমনে।
ধর্ম্মরাজ বসিলা নৌতুন (১) সিংহাসনে ॥
স্বদেশে বসতি ভাল গঙ্গা-স্নানে পুণ্যে।
জঙ্গীপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে ॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী ॥
... ... কিছু ভাব হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল কবিত্ব রচন ॥

---

(১) নূতন।
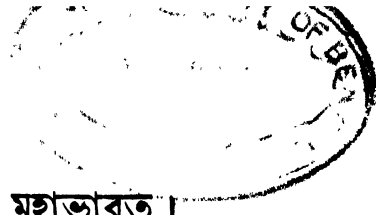
দ্বিজ কৃষ্ণরামের মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

যে পুথি হইতে এই অংশ গৃহীত হইল, তাহা বাঙ্গলা ১২০৮ সালের (১৮০০ খৃষ্টাব্দের) লেখা।

কৃষ্ণের আগমন।

সহোদর সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির।
কেমতে হইব যজ্ঞ ভাবএ অস্থির॥
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ মনে ভাবিতে ভাবিতে।
গরুড়ে চাপিয়া কৃষ্ণ আইলা ত্বরিতে॥
কৃষ্ণ বলে দ্বারী শুন আমার বচন।
রাজাকে জানাহ তত্ব মোর আগমন॥
হাত-যোড়ে বলে দ্বারী ধরি দুই পাএ।
অভ্যন্তরে চল প্রভু আপন ইচ্ছাএ॥
সবান্ধবে তোমাকে সুঙরে (১) নরপতি।
তোমা বিনে তাহার নাহি আন গতি॥
পুনরপি গোবিন্দ বলিল তার তরে।
আজ্ঞা বিনু না যুয়াঅ যাইতে অভ্যন্তরে॥
শুনিয়া ধাইল দ্বারী সত্বর গমনে।
কৃষ্ণ-আগমন কহে নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া আনন্দ বড় বাড়িল শরীরে।
ভরিল লোচন দুই সুখ-অশ্রু-নীরে॥
পুলকে পূরিল তনু কণ্টকিত গাএ।
শীঘ্রগতি যাইতে মন্থর দুই পাএ॥
আগে ভীম হইল অর্জ্জুন তার পাছে।
তার পাছে নৃপতি দ্রৌপদী তার কাছে॥
সহদেব নকুল সহিত পঞ্চ ভাই।
রাজ-দ্বারে আসিয়া দেখিল গোবিন্দাই॥
প্রণাম করিল রাজা কৃষ্ণকে দেখিঞা।
আনন্দ বাড়িল বড় আলিঙ্গন দিঞা॥

---

(১) স্মরণ করে।

ভীমসেন-অর্জ্জুনকে দিঞা আলিঙ্গন।
দ্বার-অভ্যন্তর গেলা কমল-লোচন॥
সহদেব নকুল প্রণাম করে তায়।
দ্রৌপদী প্রণাম করে দেখি যদুরায়॥
অত্যন্ত প্রবেশি কৃষ্ণ স্বর্ণ-সিংহাসনে।

হাসিঞা দ্রৌপদী কহে কৃষ্ণের চরণে॥
ধন্য ধন্য পাণ্ডব সার্থক চিন্তা করে।
স্মরণ করিতে যার আইলা চক্রধরে॥
ইষ্টদেব গোবিন্দ ভরসা সর্ব্বভাবে।
নিবেদন করে রাজা গোবিন্দের আগে॥
ভাগ্যবান্ নাঞি আর আমার সোসর।
সুহৃদ্ সম্পদ্ যার ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
যেহেতু করহ চিন্তা হঞা সজ্ঞানে।
সেই তো গোবিন্দ আইলা দেখো বিদ্যমানে॥
লাজ ভয় ছাড়িয়া স্বরূপ কহ বাত।
কার্য্য-সিদ্ধি করিতে আইল জগন্নাথ॥
রাজা বলে গোবিন্দ আমার আদি মূল।
কৃপাতে নিশাতে আইলা দেখিয়া ব্যাকুল॥
সবাকুরে নিধন করিয়া পাপ-ভয়।
কোন্ কর্ম্ম করিলে প্রভু পাপ ক্ষয় হয়॥
শাস্ত্র-বিধি আসিয়া কহিল ব্যাসমুনি।
অশ্বমেধ-যজ্ঞের কহিল শ্লোকে বাণী॥
শুনিলুঁ যজ্ঞের কথা করিতে কর্কশ (১)।
তোমা বিনু কোন কার্য্য না করি সাহস॥
অনুগ্রহ আপনে আইলা গুণনিধি।
আগমনে তোমার হবেক সব সিদ্ধি॥
কৃষ্ণ বোলে নরপতি তুমি কৈলে মনে।
নিশাকালে এথাতে আইলাঙ তে কারণে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি কি পুছ আমায়।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি করণে না যায়॥

---

(১) কঠোর।

পৃথিবীতে হয় যেবা ইন্দ্রসম শূর।
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নৃপবর॥
ভুজ-বলে বিজয় করিতে পারে ক্ষিতি।
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নরপতি॥
একচ্ছত্রা পৃথিবী করিলা রঘুপতি।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে সুরপতি॥
রাবণাদি নিশাচর সবংশে মারিঞা।
যজ্ঞ কৈল অশ্বমেধ অসিপত্র হঞা॥
পবন-তনয় সঙ্গে ছাড়িল তুরঙ্গ।
মহাবল পরাক্রম রক্ষক লবণঘ্ন॥
যে যে দেশে রামের যজ্ঞের ঘোড়া যায়।
হনুমান্ দেখি কেহ নাহি কাড়ে রায় (১)॥
নানা দেশে তুরঙ্গ ভ্রমিল নয় মাসে।
মুক্তবতী গেল ঘোড়া সুরথের দেশে॥
প্রখর সুরথ রাজা অকাতর রণে।
বান্ধিল রামের ঘোড়া হনূমান্ সনে॥
শুনিঞা শ্রীরাম রাজা ক্রোধেতে আগুনি।
হস্তী অশ্ব বাজী সাজে আপনার বাহিনী॥
ভরত লক্ষ্মণ দুই রামের সহোদর।
মুক্তবতী-পুরে গেলা সুরথের ঘর॥
প্রখর সুরথ রাজা সমরে নিঃশঙ্ক।
বন্দী কৈল ভরত রথের পাইল চক্র॥
ব্রতার্থ আছিলা রাম গেলা মুক্তবতী।
রামের প্রখর যুদ্ধে হারিল নৃপতি॥
শ্রীরাম নিরস্ত কৈল সুরথের মান।
সঙ্গে ছাড়াইল সকল বন্দিয়ান॥
সগর করেন যজ্ঞ বড় প্রতিআশে।
ষাটি সহস্র পুত্র মরে ঘোড়ার উদ্দেশে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা কৈল পৃথিবী দিয়া দান।
বড় দুঃখ পাইল রাজা বড় অপমান॥

---

(১) কথা বলে না।

এমত যজ্ঞের ফল নারিল সাধিবারে।
এখন রাজার রথ আছে শূন্যাকারে ॥
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ মহাফল পায়।
তে কারণে তাহাতে উৎপাত মহা হয় ॥

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর মহাভারত।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

সুশোভন শ্রীচরণে দেখিয়ে নখের কোণে
লোম-কূপ চতুর্দ্দশ পুরী।
মহিমা লাবণ্য বেশ নিরূপণ করি শেষ
কার শক্তি কহিবারে পারি ॥
নব-ঘন-শ্যাম-তনু গজকর-সম জানু
শ্যামল সুন্দর কলেবর।
পীতাম্বর পরিধান মকরন্দ করে পান
পাদ-পদ্মে ভকত-ভ্রমর ॥
আজানুলম্বিত কর শঙ্খ-চক্র-গদাধর
সুশোভিত শোভে শতদলে।
সে চাঁদ-অধরে সাজে বিনোদ-মুরলী বাজে
বন-মালা বিরাজিত গলে ॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে শোভে গোরোচনা সঙ্গে
তিলক চন্দন শোভে ভালে।
মস্তকে মুকুট মণি সহস্র তপন জিনি
কর্ণে শোভে মকর কুণ্ডলে ॥
জয় প্রভু জগৎপতি মোরে কর অবগতি
মোরে প্রভু হও কৃপাবান্।
তোমার চরণ-পদ্ম হৃদয়ে করিয়া সদ্ম
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন গান ॥

রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

রামেশ্বর নন্দী সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলা হইতে আমি এই কাব্যের প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুথি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে।

আশ্রম-বর্ণন।

স্থলপদ্ম মল্লিকা মালতী বিরাজিত।
লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত॥
নানা জাতি বৃক্ষ লতা সব পুলকিত।
কৃষ্ণবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত॥
পুষ্প-মধু-পানে মত্ত মধুকরগণ।
নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥
অন্যেঅন্যে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে।
যাহারে শুনিলে কাণে মুনি-মন হরে॥
নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত।
বৃক্ষ-মূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য॥
কোকিল মধুর ধ্বনি সঘনে কুহরে।
তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে॥
ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি।
আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি॥

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাভারত।

যে পুথি দেখিয়া এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা বাং ১২১২ সনে (১৮০৪ খৃঃ) লিখিত। আমরা গ্রন্থকারকে অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করি।

কুশধ্বজের পালা।

যযাতির নরমেধ-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য সুমন্ত-নামক তদীয় মন্ত্রী একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার অষ্টম বর্ষ-বয়স্ক বালক কুশধ্বজকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ

কুশধ্বজকে বিক্রয় কবা স্থির করিয়া তাঁহার তিন পুত্রকে মন্ত্রি-সন্নিধানে আহ্বান করিয়া আনিতেছেন। খেলার সাথীদিগকে প্রবোধ দিয়া তিন শিশু মন্ত্রীর নিকট যাইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছিলেন যখন।
বুঝিবা অপূর্ব্ব কিছু দ্রব্য পায়্যাছেন॥
তাহাই খাইতে ডাকেন চল শীঘ্র যাব।
স্নান পূজা কর‍্যা খেলায় আবার আসিব॥
খেল ভাই তোমরা আমরা আসি গিয়া।
এত বলি তিন ভাই যান ধায়্যা ধায়্যা॥

দুটি ভাই পাছু কুশধ্বজ আগুয়ান।
কি খাইতে ডাকেন পিতা পথ বায়্যা (১) যান॥
দরিদ্রের ছেল্যার খাবারে নাই চিত্তে।
হোথা বাপ বজ্রাঘাত পেড্যাছে মাথাতে॥
দেক্তে (২) পায় দ্বিজ তিন তনয় আসিছে।
হেট মাথা করিয়া বসিলা মন্ত্রী কাছে॥
বাপের নিকটে গিয়া বৈসে তিন সুত।
সাত পাঁচ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ ভাবে কত॥

পিতার প্রার্থনা।

কুশধ্বজ পানে চায়্যা বলেন ঠাকুর।
তোমা হৈতে বাছা মোর দুঃখ যায় দুর॥
পরিতে বসন নাই জল খাত্যে পাত্র।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি কেবল শূন্য গাত্র॥
বাঁচি নাই দুঃখের জ্বালায় বাপু আর।
তুমি কৈলে ঘোচে বাছা দুর্গতি আমার॥

কুশধ্বজ বলে পিতা আশ্চর্য্য কথন।
আট বৎসরের আমি তোমার নন্দন॥
জ্যেষ্ঠ হইতে হইল নাই লাগে মোরে ধন্দ।
আমা হৈতে সুখে থাক এ বড় আনন্দ॥
শিশু কয় বিক্রয় করিতে পার তুমি।
প্রাণ দিলে সুখে থাক তাই করি আমি॥

---

(১) বাহিয়া। (২) দেখিতে।

পুত্র-মোহে মগন সিদ্ধান্ত দ্বিজ কয়।
ধন লয়্যা বাছা তোমায় করয়াছি বিক্রয়॥
কোটি কোটি স্বর্ণ পাইলাম বেচিয়া তোমাকে।
সুমন্তের সঙ্গে যাইতে হই অযোধ্যাকে॥
যজ্ঞ করে যযাতি রাজন্ অযোধ্যায়।
অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হইবে তোমায়॥

কুশধ্বজের বিদায় গ্রহণ।

ছাড়ায়্যা মায়ের হাতে কুশধ্বজ আইসে।
হতজ্ঞান ব্রাহ্মণী হইলা শোকাবেশে॥
মুদ্গর মস্তকে মারে হয় আত্মঘাতী।
কুশধ্বজ পিতাকে বুঝায় করয়া স্তুতি॥
যোড়-হাত করয়া বোলে কিছু নাহি ভয়।
বিকায়াছি যাব আমি অন্য মত নয়॥
বিদায় হইয়া যাই মাএ করয়া শান্ত।
অবশ্য যাইব আমি অযোধ্যা নিতান্ত॥

এত শুনি পুনশ্চ ধরিয়া মাএ তোলে।
মুখে জল দিয়া শিশু হিত পথ বলে॥
বোধ মান (১) মাগো রোদন কর বৃথা।
বিক্রীত হয়্যাছি আমি বেচ্যাছেন পিতা॥
পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলভোগ করে যত নর।
স্বামি-সেবা করয় না বলিহ দুরক্ষর॥
ভক্তিভাবে স্বামী সেবে সেই পতিব্রতা।
স্বামী বিনে কেহ নাই সুখ-মোক্ষ-দাতা॥
লঙ্ঘিয়া স্বামীর বাক্য করে অন্য কর্ম্ম।
নরকস্থ হয় অন্তে ডোবে সব ধর্ম্ম॥
ধন লয়্যা আমাকে বিক্রয় কৈল পিতা।
এ জন্যে সেবা না পাছে নাঞি কর মাতা॥
তবে ধর্ম্ম নষ্ট হবেক বড়ই অখ্যাতি।
না পাবে জননী তবে মুক্তি-পদে গতি॥
প্রদক্ষিণ হইয়া প্রণাম করে মাকে।
লইল পদের ধূলা ধরিল মস্তকে॥

মাতাকে প্রবোধ দান।

(১) প্রবোধ গ্রহণ কর।

চল পিতা অতঃপর কান্দুন মানে মা।
ভোগ করি গিয়া চল কর্ম্ম-ভোগ যা॥
তিন পুত্র আগে যায় ব্রাহ্মণ পশ্চাতে।
উত্তরিল ত্বরা পরে সুমন্ত্র-সাক্ষাতে॥
এই নেয় মন্ত্রী বল্যা বলিল ব্রাহ্মণ।
আছাড় খায়্যা ভূমে পড়ে হয়্যা অচেতন॥

খেলার সাথীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কুশ-ধ্বজের যাত্রা।

কুশধ্বজে ত্বরা পরে মন্ত্রী এস্তা ধরে।
মস্তকে করিয়া উঠে রথের উপরে॥
অন্তরীক্ষে চলে রথ বেগগতি যায়।
জনার্দ্দন অর্জ্জুন (১) ডাকেন উচ্চরায়॥
কোথা যাও কুশধ্বজ আর আসিবে নাই।
বনেতে সে সব খেলা পড়ে রৈল ভাই॥
কুশধ্বজ বলে ভাই জন্ম সারা সেই।
আমার কপালে বিধি লিখেছিল এই॥
এ জন্মের মত মোর খেলা ফুরাইল।
প্রবোধ করিহ ভাই মাতা পিতা রইল॥
কহিতে কহিতে রথ অন্তরীক্ষ চলে।
বশিষ্ঠের মত দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণে বলে॥

মাতার শোক ও কুশধ্বজের রাজসভায় প্রবেশ।

মূর্চ্ছা হৈয়া সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ পড়ে ভূঞে।
দুটি পুত্র ধর্য়া লয়্যা জল দেই মুঞে॥
ধর্য়া ধীরি ধীরি কর্য়া লয়্যা যায় বাসে।
অজ্ঞান ব্রাহ্মণী পড়্যা অশ্রু-জলে ভাসে॥
আপনি ব্রাহ্মণ তারে তোলে ধর্য়া হাতে।
মুখে জল দেই বলে বোধ নাই চিতে॥
কুড়্যা পানে চান কত স্বর্ণ পাইয়াছি।
আর দুই পুত্র আছে এত শোক কি॥
নীরব হল্যা ব্রাহ্মণী বচন নাঞি মানে।
দুই পুত্র ধর্য়া লয়্যা দ্বিজ দিল কোলে॥
দেখ্যাশুন্যা ব্রাহ্মণী আনমন হইল কথ।
অন্তরীক্ষ-গতি হোথা মন্ত্রী যায় দ্রুত॥

(১) খেলার সাথীদের নাম।

অযোধ্যা-নগরে যথা যযাতি রাজন।
আনিয়াছে কত রাজা কর্‌্যা নিমন্ত্রণ॥
কত বীর কত ক্ষেত্রী পৃথিবীতে যে আছে।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন্যা সভাই এস্যাছে॥

যযাতির যজ্ঞ-সভা।

খাটায়াছে কত শত তাম্বু শামিয়ানা।
বস্যাছে বেত্রাসনে বড় বড় জনা॥
হাঁড়ী চালু গাঠ্যায় বান্ধ্যা দেখন হারা কত।
এস্যাছে কতেক আর আস্তে যূথে যূথ॥
বামদেব বশিষ্ঠাদি যত মুনিগণ।
অষ্টাদশ দিন যজ্ঞ করিছে রাজন॥
সেই দিন যজ্ঞে সেই মুনি-পুত্র চাই।
সুমন্ত্র না আইসে কেন ভাবেন সবাই॥
যজ্ঞ-কুণ্ড-পাড়ে রাজা কত উঠে বৈসে।
হেন কালে এত বলে মন্ত্রী প্রায় এস্তে॥
একটী ছাওয়াল সঙ্গে অন্তরীক্ষ-পথে।
এই যে এলা সন্নিকটে মন্ত্রী বটে রথে॥

শুনিঞা আনন্দ রাজা বলে নিজ-লোকে।
অগ্রসর আন গিয়া ব্রাহ্মণ-শিশুকে॥
এক বলিতে কত যায় ধায় ছুটাছুটী।
দেক্তে পায় মন্ত্রী সাথে ব্রাহ্মণ শিশুটী॥
দেখিতে দেখিতে মন্ত্রী নিকটে নাম্বিল।
লোকারণ্য এড়ায়ে রাজার কাছে গেল॥
মুনি-পুত্র ভেট দিয়া ভূমে হৈল নত।

কুশধ্বজের পরিচয় দান।

এই নেয় আট বৎসরের দ্বিজ-সুত॥
রাজা চায় লাজ পায় শিশু হেট-মুড়ে।
অগ্নি-কুণ্ড দেখিয়া প্রণাম কর্‌্যা পড়ে॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নম বল্যা উঠিয়া দণ্ডায়।
কিবা গাঞি গোত্র সব বশিষ্ঠ সুধায়॥
ক্রমে ক্রমে বলে শিশু জ্ঞান বিচক্ষণ।
বশিষ্ঠ বলেন রাজা উত্তম ব্রাহ্মণ॥
রাজা কয় ভাল ভাল যজ্ঞ হৈল সিদ্ধ।
সার্থক হইল যত ব্যয় কৈল দ্রব্য॥

যজ্ঞ হইলে জনক পাইব দিব্য-স্থান।
ব্যাজ নাঞি বিপ্র-সুতে করাও লয়্যা স্নান ॥

পাই নৃপতির আজ্ঞা দূতগণ কয়।
স্নান করাইয়া আনি চল মহাশয় ॥
বিপ্র-সুত বলে কেহ হও অগ্রসর।
কোথা স্নান করিব কি জানি অবান্তর ॥
স্নান।
রাজ-দূত বেষ্টিত করিয়া দ্বিজ-সুতে।
লয়ে যায় সরোবরে স্নান করাইতে ॥
অন্দরের দ্বার রম্য স্থানেতে বসায়।
আমলকী তৈল অঙ্গে হরিদ্রা মাথায় ॥
খসাএ অঙ্গের মলা তার পর বলে।
স্নান কর গিয়া ঐ সরোবর-জলে ॥
সাতপাঁচ ভেব্যা কত উঠিয়া দণ্ডায়।
স্নান কৈলে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলিব আমায় ॥
আটুপাটু করে মন কেমন কেমন।
কাতর হৈঞা হৃদে ডাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
সাতপাঁচ ভাবে কত ধীরি ধীরি চলে।
ছটফট করে প্রাণ নাম্বে গিয়া জলে ॥

সঙ্কল্প করিঞা স্নান করে পূর্ব্ব মুখে।
ওহে কৃষ্ণ অনাথ-বান্ধব বল্যা ডাকে ॥
হেদে হে ব্রাহ্মণ্য-দেব পতিত-পাবন।
প্রাণ-ভয়ে ডাকে তোমায় দ্বিজ অকিঞ্চন ॥
সঙ্কটে মধুসূদন।
ভগবান্ কর রক্ষা ব্রাহ্মণ-ছাওয়ালে।
বেদে তোমায় ভকত-বৎসল বল্যা বলে ॥
কি জানি ভক্তির ভাব শিশু অল্পমতি।
প্রাণ যায় নিজ-গুণে রাখ রমা-পতি ॥
স্নান কর্য্যা পাড়কে আইল দ্বিজ-সুত।
পট্ট-বস্ত্র পরিতে যোগায় রাজ-দূত ॥
কুশধ্বজ বলে ভাই কিসের বেশ আর।
এখনি পুড়িয়া অঙ্গ হবে ছারখার ॥
কি কায বিচিত্র বস্ত্রে রাখ নে ভাণ্ডারে।
হস্ত এক প্রমাণ কৌপীন দেহ মোরে ॥

শুনিঞা শিশুর কথা দূতগণ দ্রবে।
পবাইল পট্ট-বস্ত্র যত্ন কব্যা সভে॥
যজ্ঞ-স্থলে চলে আগে পিছে দূতগণ।
কুশধ্বজ পালা দ্বিজ ভণে শ্রীলক্ষ্মণ॥

যজ্ঞাগ্নি-সমীপে কুশধ্বজের গমন।

আছে পিছে রাজ-দূত মধ্যে কব্যা দ্বিজ-সুত
যজ্ঞ-স্থানে চলে অতি শীঘ্র।
প্রভু দেব দামোদবে ডাকে শিশু উচ্চৈঃস্বরে
পবাণে কাতব বড় ব্যগ্র॥
উপনীত সভা-মাঝে ডাকে বাজা কুশধ্বজে
আসনে বসায় দক্ষিণাংশে।
আভবণ নানা মতে পবাল্য বিপ্রেব সুতে
ভূপতিব মতে যত আইসে॥
পুষ্প-মাল্য নানা বন্ধ সর্ব্বাঙ্গে লেপিল গন্ধ
গুরু-পানে তবে চায় ভূপ।
বেলা অপবাহ্ণ হয় বিলম্ব নাহিক সয়
আজ্ঞা কব করি কোন্ রূপ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা সমাপ্ত হইল পূজা
কর্ম্ম ক্রিয়া বাকী নাই আর।
পূর্ণাহুতি বাকী মাত্র পড়িলে বিপ্রেব সুত
তবে যজ্ঞ হয় সারোদ্ধার॥

পূর্ণাহুতির আলো[illegible]।

গুরু-মুখে এত শুন্যা মিষ্টান্ন সামগ্রী এন্যা
কুশধ্বজে দিল রাজা খেতে।
হাত দিয়া নাড়ে চাড়ে অগ্নি দেখ্যা প্রাণ উড়ে
হরি সদা ভাবে নিজ-চিত্তে॥
জন্মিল উত্তম স্থলে যাই প্রভু অল্প-কালে
সুখ-ভোগ কিছু না জানিল।
পিতা মাতা বন্ধু ভাই এ সকল থেক্যা নাই
তোমার চরণ সার কৈল॥
অন্যে করে অপমান যায় মাতা-পিতার স্থান
সেই তার দোষাদোষ বুঝে।

ভগবানের শরণ গ্রহণ।

মাতা পিতা নাঞি যার　　　　সে যায় রাজার দ্বার
দোষে শাস্তি গুণ হল্যে পূজে॥
ধনাকাঙ্ক্ষী হয়ে মোরে　　　　মা বাপ বিক্রয় করে
আশ্বাস করিতে নাঞি বন্ধু।
মূল্য দিয়া রাজা নিল　　　　অগ্নি-কুণ্ডে উৎসর্গিল
এইবার রক্ষ দয়া-সিন্ধু॥

তব নামের মহত্ত্ব থাকে　　　　রমা-নাথ রাখ মোকে
শিশু-মতি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব-ঘটে আছ কৃষ্ণ　　　　কতি শীত কতি উষ্ণ
বুধ-মুখে শুন্যাছি পুরাণ॥
পাপ ঘটে মনোনীত　　　　পুণ্য-স্থানে প্রজ্বলিত
এত পাপ কি কর‍্যাছি আমি।
বুঝি পূর্ব্ব পাতকে　　　　প্রকার করিয়া মোকে
পোড়াইবে অগ্নি-কুণ্ডে তুমি॥
কর‍্যাছি যেমত ভাগ্য　　　　যা হয় তোমার যোগ্য
অধম-তারণ-নাম গেল।
শ্রীযুত লক্ষ্মণ বটে　　　　এত বল্যা শিশু উঠে
অগ্নি-কুণ্ডে প্রণাম করিল॥

ভগবানের কৃপা।

বিপ্র-সুত কুণ্ডের সমীপে দাঁড়ায়।
লোকজন মনে করে পড়ে গিয়া প্রায়॥
দেখাতে লোকের মনে পড়ে গেল ঠাট।
বন-পশু নিয়া গোলে হল্য যেন হাট॥
ঐ কালে কুশধ্বজ দুটি হাত তুলি।
কান্দ্যা কান্দ্যা ডাকে প্রভু রক্ষ বনমালী॥
যাই প্রভু এই কালে রাখ যদি রই।
শুন্তে নাঞি পাও এই ডেক্যা ডেক্যা কই॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ বলে সর্ব্ব লোকে।
এই ত উচ্চৈঃস্বরে আমি ডাকি হে তোমাকে॥
বৈকল্য করিছে শিশু প্রাণেতে কাতর।
গোলোকে থাকিয়া শুন্তে পান পরাৎপর॥

রত্ন-সিংহাসনেতে শুতিয়া ছিলা হরি।
নিদ্রা গিয়াছিলে প্রভু লক্ষ্মী সমভিব্যাহারী॥
চমক্যা উঠে ভগবান্ তেজিঞা শয়ন।
গরুড় গরুড় ডাক ছাড়ে নারায়ণ॥
শয্যা তেজি গরুড়ে ডাকেন জগৎপতি।
নিদ্রা-ভঙ্গ কমলা-কান্তের হইল ইতি॥
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রমা নাথ প্রতি কন।
কি দোষে উঠিলে প্রভু তেজিয়া শয়ন॥
ক্ষমা কর মোবে প্রভু অপরাধ কি বল।
কোমল শরীরে কি কঙ্কাল (১) বাজ্যা ছিল॥

শ্রীকৃষ্ণের শয্যাত্যাগ।

কৃষ্ণ কন কমলা তোমার নাহি দোষ।
বক্ষঃস্থলে রাখি যারে তারে কিবা রোষ॥
অযোধ্যায় নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজা।
বিপ্র-সুত উৎসর্গিয়া কৈল অগ্নি-পূজা॥
মা বাপ বেচ্যাছে শিশু বয়স বর্ষ অষ্ট।
অগ্নি-কুণ্ডে পড়ে প্রায় ব্রাহ্মণ হয় নষ্ট॥
মোর নাম ব্রহ্মণ্য-দেব জানে ত্রিজগতে।
রাখিতে ব্রাহ্মণ-শিশু শীঘ্র হল্য যেতে॥

কমলা বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব।
কিরূপে রাখহ দেখি কৌতুক দেখিব॥
গরুড় আছিল দ্বারে পৃষ্ঠ এল্যা পাতে।
লক্ষ্মী নারায়ণ দুঁহে চাপিলেন তাতে॥
বেগে যায় বনমালী গরুড়ে চাপিয়্যা।
যজ্ঞ-স্থানে সভা-তলে উত্তরিল গিয়া॥
অগ্নি-কুণ্ডে সপ্ত বার ফেরে বিপ্র সুত।
পড়িবারে যায় প্রায় হইয়া প্রণত॥

এমন কালে দুটি হাতে হরি ধরে তার।
শিশু চায় কৃষ্ণ-পানে লাগে চমৎকার॥

কৃপা।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ-ধারী।
লক্ষ্মী সঙ্গে গরুড়ারূঢ়ে আপনি শ্রীহরি॥

---

(১) হাড়।

চেয়্যা দেখ্যা চমৎকার হল্য মূর্চ্ছাগত।
অচেতন হতজ্ঞান সভার লোক যত॥
তার মধ্যে জ্ঞান মাত্র বশিষ্ঠ মুনির।
দর্শন করেন রূপ চক্ষে বহে নীর॥
চাহিয়া রাজার পানে কহে ভগবান্।
পোড়াইতে ব্রাহ্মণ-শিশু কে দিল বিধান॥
ব্রহ্মস্বরূপ আমি দ্বিজ মোর কায়।
একান্ত জানিস্ রাজা ভিন্ন নাই তায়॥
অগ্নি-কুণ্ড কর্য্যা এথা পোড়াও ব্রাহ্মণে।
আমার প্রাণ কান্দ্যা উঠে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥
কাহার বিধান পাইলে কৈলে হেন কীর্ত্তি।
বল দেখি রাজা জানি তাহার পণ্ডিতী॥

শিশু-বধের বিধান কাহার।

রাজা বলে পিতা শূন্যে স্বর্গ না পাইল।
তার আজ্ঞা পায়্যা যজ্ঞ আরম্ভ করিল॥
বিধান না দিল মোরে কোন মুনিবর।
এত শুন্যা হাস্যা কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
তোমার পিতায় স্বর্গ লয়্যা যাই আমি।
বিপ্র-সুতে বাড়ীকে বিদায় কর তুমি॥
কুশধ্বজে অলক্ষিতে উঠিলেন হরি।
লয়্যা গেল নহুষ রাজায় স্বর্গপুরী॥

বশিষ্ঠ গোসাঞি কুশধ্বজে কোলে করি।
নাচেন সভার মধ্যে বলে হরি হরি॥
ধন্য কুশধ্বজ বিপ্র-কুলেতে উৎপত্তি।
অল্প-কালে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ-মতি॥
জন্মিয়া দ্বিজের কুল পবিত্র করিলে।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ তুমি জান্যাছিলে॥

শিশুর প্রতি আদর।

আনন্দে নৃপতি বিপ্র-সুতে করি কোলে।
সভারে বিদায় দিয়া প্রবেশে মহলে॥
রাজ-রাণীগণ যত দেখি বিপ্র-সুত।
নানা-ধন যৌতুক দিয়া হতেছে প্রণত॥
ক্ষীর খণ্ড ছেনা পানা ভোজন করান।
কুশধ্বজ পালা দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণে গান॥

হর্ষমন হৈয়া ধন দেয় রাজরাণী।
কর‍্যা যত্ন রাখে রত্ন চতুর দ্বিজমণি ॥
প্রণাম করি ত্বরাপরি বিদায় করে রাণী।
অর্থ পায় দ্রুত যায় যথা নৃপমণি ॥
মহারাজ সিদ্ধ কায হইল তোমার।
যাব ঘর নরেশ্বর ব্যাজ নাহি আর ॥
যোড়-হাত নরনাথ কহে স্তুতি-ভাবে।
নিরবধি থাক যদি প্রীতি পাই তবে ॥
নৃপমণি শুন বাণী কহি তব কাছে।
দিয়া মোরে শোকাতুরে মাতা পড়্যা আছে।
মন্ত্রি-বরে শীঘ্রতরে ডাকেন রাজন্।
বেরা কর‍্যা রথ সার‍্যা লয়্যা যাও ব্রাহ্মণ ॥
অর্থ আনি নৃপমণি দেন দ্বিজবরে।
ভক্ষ্যদ্রব্য আনি সর্ব্ব তোলে রথপরে ॥
রাজা নিলা পদ-ধূলা বন্দিয়া সাদরে।
আনন্দিত বিপ্র-সুত নিজে আশিস্ করে ॥
বশিষ্ঠেরে সমাদরে প্রণাম করিল।
বিপ্র-সুতে বশিষ্ঠেতে আলিঙ্গন হলো ॥
রাজা বলে কুতুহলে শুন দ্বিজ-কথা।
তুমি আইলে কৃষ্ণ পাইলে স্বর্গে গেল পিতা ॥
এইরূপ কহে ভূপ শুনে দ্বিজবর।
মন্ত্রী ডাকে ব্রাহ্মণকে আইস সত্বর ॥

গৃহাভিমুখে।

রাজ-দূতে বিপ্র-সুতে লয় যত্ন করি।
দ্বিজ-পুত্র কর‍্যা যোত্র চাপে রথোপরি ॥
কষার বাড়ি বাজী-পরি মারে বিপরীতে। (১)
অনিল-ভরে শীঘ্রতরে বেগে চলে রথে ॥
রথ-খান মূর্ত্তিমান হয়ে চলে শীঘ্র।
ভয়-ক্রত দ্বিজ-সুত কহে অতি ব্যগ্র ॥
শুন মন্ত্রী অতি যন্ত্রী কর অবধান।
পাবকেতে রই জীতে ইবে যায় প্রাণ ॥

---

(১) ঘোড়ার উপর শক্তরূপ চাবুক পড়িতে লাগিল।

মন্ত্রী কয় নাহি ভয় শুন সবিশেষ।
দেখ চায়্যা স্থির হয়্যা ঐ বঙ্গদেশ॥
মন্ত্রী-বাক্য মানে শক্য দেখে দ্বিজবর।
আনন্দিত দ্বিজ-সুত প্রবেশে নগর॥
গ্রাম দেখি মনে সুখী বিপ্রের নন্দন।
ভাষা গীত বিরচিত বাড়ুয্যে লক্ষ্মণ॥

গ্রামবাসীদের আশঙ্কা।

পুরবাসী লোক সব দেখে রথখান।
কি জানি আবার আইল নিতে কার প্রাণ॥
অনুমান করে সভে মনে মনে ভাবি।
পুনঃ কেন ফির্য্যা আইল ইহার কারণ কি॥
কেহ কেহ কুশধ্বজে দেখিবারে পান।
বিপদ-সাগরে বুঝি হরি কৈল ত্রাণ॥
কেহ বলে ভয় পাইয়া পলাইয়া আইল।
কেহ বলে ব্রাহ্মণ দেখ্যা রাজা ছাড়্যা দিল॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের বড় ফের হইল।
দিয়াছিল যত ধন পুনঃ নিতে আইল॥
কেহ কিছু ভাব করে বুঝিতে না পারে।
রথ এস্যা উপস্থিত বিপ্রের দুয়ারে॥
দেখিলেন রথোপরি বস্যাছে সুমন্ত।
দৃষ্টিমাত্র সিদ্ধান্তের বুদ্ধি হইল ভ্রান্ত॥

পিতার ভয়।

কুশধ্বজে দেখে ভয় পায় দ্বিজবর।
বিগলিত কেশে বিপ্র পালাএ সত্বর॥
মনে দুঃখ অতিশয় ভাবেন ব্রাহ্মণ।
পলাইএ আইল বুঝি আমার নন্দন॥
যজ্ঞ পূর্ণ হলো নাঞি রাজা ক্রোধমতি।
কোপে রাজা পাঠাইল সুমন্ত সারথি॥
অর্থ দিয়া পুত্র লৈয়া গেল মন্ত্রি-বর।
অগ্নি দেখ্যা ভয় পায়্যা আইল কোঙর॥
সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিল নন্দন।
দেখা পাইলে প্রাণে বধ করিব রাজন্॥
যতগুলি ধন দিয়া গিয়াছিল মোরে।
সকল লুটিয়া লৈয়া যাব মন্ত্রি-বরে॥

ধন গেল প্রাণ যায় কি করিব আর।
এ যন্ত্রণা কপালে বিধি লিখেন আমার॥
রাজা ধর‍্যা লয়্যা যাবেক বধিবেক প্রাণে।
শেষে এই দশা হলো লোভ কর‍্যা ধনে॥

সাত পাঁচ ব্রাহ্মণ ভাবেন বস্যা এথা।
ব্রাহ্মণী শুনিল কুশধ্বজের বারতা॥
ত্বরাপরে ব্রাহ্মণী প্রাঙ্গণে বের‍্যাইল।
শোকাকুলে অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল॥
কোথা বাছা কুশধ্বজ ডাকেন ব্রাহ্মণী।
তোমার বিহনে মোর দিবস রজনী॥ (১)
দিবা রাত্রি জ্ঞান নাঞি একুই সমান।
তোমার বিহনে মোর কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমনে আছিলে বাছা আমারে ছাড়িয়া।
কার বাছা কেবা কোথা গেছিল লইয়া॥
কুশধ্বজ নিকটেতে দেখিল জননী।
দ্রুততর রথে হৈতে নাম্বিল অমনি॥
পদ-ধূলা মস্তকে বন্দিয়া কয় কথা।
ভাই দুটী কোথা গেছেন কোথা গেছেন পিতা॥
চুম্বন করিয়া মুখে করেন উত্তর।
রোদন করিছে পুনঃ পুনঃ কল স্বর॥

মাতার আনন্দ।

সুমন্ত কহেন কথা করি যোড় পাণি।
তব পুত্র লও মাতা দিল নৃপমণি॥
আর অর্থ রাখ মাতা দিলেন রাজন্।
যজ্ঞ পূর্ণ করে এলেন তোমার নন্দন॥
কোথা গেছেন দ্বিজবর ডাক ত্বরাপরে।
প্রণাম করিয়া যাই অযোধ্যা নগরে॥
কেহ সমাচার গিয়া কহিল ব্রাহ্মণে।
ডাকেন সুমন্ত তোমায় আইস এই ক্ষণে॥
ভীত হৈয়া ব্রাহ্মণ চলিল ত্বরাপরি।
অন্তরে ভাবেন মোরে রক্ষা কর হরি॥

প্রত্যর্পিত।

(১) তোমা ছাড়া আমার দিনগুলি রাত্রির স্থায় হইয়াছে।

সুমন্ত দেখিতে পান আইসেন ব্রাহ্মণ।
প্রণাম করিয়া মন্ত্রী বলেন বচন॥
লয় বিপ্র তব পুত্র পাঠাইল রাজন।
রথেতে আছয়ে আর বহুমূল্য ধন॥
তব পুত্র আগমনে যজ্ঞ হৈল সায়।
বিপ্র বয় ধন মন্ত্রী হইল বিদায়॥
হেন কালে পুত্র কোলে করিল ব্রাহ্মণ।
কুশধ্বজ বন্দে আপন পিতার চরণ॥
ধন সব বয়্যা লয়্যা রাখিল তখন।
হেন কালে আইল অর্জ্জুন জনার্দ্দন॥
অশ্রুজলে ভাসে তারা কুশধ্বজে কয়।
কেমনে পাইলে রক্ষা বিবরিয়া কয়॥
কুশধ্বজ বলে কথা সবে বসি শুন।
রাখিল বিপদে মোরে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
বিশেষ করিয়া কথা কহে দ্বিজ-সুত।
শ্রীযুত লক্ষ্মণ রটে বশিষ্ঠের মত॥

ভাগবত।

বঙ্গদেশে রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা ভাগবতের প্রাচীন অনুবাদই বেশী পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালীর শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রীতি যেরূপ বুঝা যায়, বৈষ্ণবগণই যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি করিয়াছেন সে কথাও বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়।

গুণরাজ খান মালাধর বসুর ভাগবত।

কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসু ১৩৯৪ শকে (১৪৭২ খৃঃ) ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বঙ্গীয় অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) ইহা শেষ করেন। সম্ভবতঃ সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ (১৪৭৪ খৃঃ—১৪৮১ খৃঃ) কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। রিয়াজাস সলতান্ গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"ইনি অতি নম্র-প্রকৃতি, ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রজা-রঞ্জনের জন্য ইঁহার সর্ব্বদা ঐকান্তিক যত্ন ছিল।" এ দেশে একটা প্রবাদ আছে যে সম্রাট্ হুসেন সাহ ইঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে ভাগবত রচনার সময় সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই পুস্তকেই যখন গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধির কথা উল্লিখিত আছে, তখন আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রবাদের যাথার্থ্য স্বীকার করিতে পারি না। এই 'সময়' সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহের রাজত্বকালে পড়ে। সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে আমরা যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কবিবর যে হুসেন সাহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও অনুমিত হয়। হুসেন সাহ বাঙ্গালা ভাষার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, এবং মালাধর উত্তর কালে সম্ভবতঃ তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলেন। এই জন্যই হয়ত উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

গোষ্ঠ-লীলা।

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সঙ্গীদের ক্রীড়া।

একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ জল-ক্রীড়া করি ধীরে ধীরে ॥
কোথাহ মর্কট-শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে ॥
চিত্র বিচিত্র গতি ময়ুরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে ॥
কতিহো কোকিল পাখী সুস্বর নাদ পূরে।
তাহার সঙ্গে রাকাড়ে রাম দামোদরে ॥
কতিহো পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া।
তার ছায়া সঙ্গে বুলে দুই ভাই ফিরিয়া ॥
কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারি।
কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি ॥
তেন মতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল।
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল ॥

শুনহ বলরাম শুনহ মুরারি।
বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি ॥

তাল খাইবার ইচ্ছা।

হেরি তাল বন এই দেখিল সম্মুখে।
কংসের তাল-বন ধেনুক বীর রাখে ॥
ধেনুক মার যবে তবে খাইব তাল।
তোমার মন লয় যদি চলহ গোপাল ॥
শুনিয়া ছাওয়ালের কথা হাসেন নারায়ণ।
তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ ॥
হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি।
তাল খাইবারে শিশু সঙ্গে যায় চক্রপাণি ॥
বালকের সঙ্গে তাল-বনে প্রবেশিল।
তাল-গাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল ॥
গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল।
যত ছিল পাকা তাল সকলি পড়িল ॥
আস্তে ব্যস্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই।
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই ॥
আর বার বলাই গিয়ে তালে নাড়া দিল।
কাঁচা পাকা যত ছিল সকলি পড়িল ॥

গাছের মড়মড়ি ধেনুক বীর শুনি। ধেনুক দৈত্য।
কে ভাঙ্গিল তাল বলি ধাইল আপনি ॥
দূরে হইতে দেখে তাল পাড়য় বলাই।
ব্রজ-ছাওয়াল তাল কুড়াইয়া খাই ॥

অক্রূরের দৌত্য।

(ভৈরবী রাগ।)

মিষ্ট মন্থ দধি নিয়া যমুনার তীরে।
ছাওয়ালের সঙ্গে ভুঞ্জে দেব দামোদরে ॥
হেন মতে গেল তথা বরিষা সময়।
হরষিত সর্ব্বলোক শরৎ উদয় ॥
আকাশে নির্ম্মল পথ নীরদ ঘুচিল।
হরিষে বিমান যেন নির্ম্মল হইল ॥
অগাধ জল-চর যেন না জানে টুটা (১) পানী। শরৎকাল।
কুটুম্ব-পোষণে নর যেন দুঃখ নাহি জানি ॥
দৃঢ় করিয়া আলি কৃষক রাখে পানী।
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী যেন রাখয় পরাণী ॥
শরতের শীত তাপ চন্দ্রমা করিল।
গোবিন্দ পরশে যেন যোগী তুষ্ট হইল ॥
শরতের পুষ্প ফুটে সুগন্ধী বায়ু বহে।
বৃন্দাবনে বংশী বাজাএ নন্দের তনএ ॥
দেখি শুনি গোবিন্দাইর অদ্ভুত চরিত। কৃষ্ণরূপ।
শুনিয়া বংশীর নাদ যুবতী মোহিত ॥
মাথায় ময়ুর-পুচ্ছ কাণে পুষ্প করি।
নর্ত্তকের বেশ কৃষ্ণ পরি রাঙ্গা ধড়ি ॥
ব্রজ-বনিতা সব দেখি মোহিত যায়।
দেখিয়া সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয় ॥
মানুষ-শকতি রূপ বর্ণিতে না পারি।
কতেক মোহন রূপ করয় মুরারি ॥

---

(১) অল্প।

নারদের নিবেদন।

তথায় নারদ মুনি আসি কৃষ্ণের ঠাঞী।
কংসের মন্ত্রণা যত কহিল তথায়॥
যেমতে মারিতে কংস বসুদেব বৈল।
আমি হাতে ধরি তার মরণ রাখিল॥
তোমরা দু ভাই নিতে পাঠাব অক্রুরে।
অক্রূর পাঠায়ে দুঁহা নিব মধুপুরে॥
ঝাট গিয়া মার গোসাঞী দুষ্ট কংসরায়।
বন্দি-শালে দুঃখ পায় তোমার বাপ মায়॥
এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর।
হাসিয়াত গদাধর দিলেন উত্তর॥
আসুক অক্রূর যাব মথুরা-নগরে।
মল্ল-যুদ্ধ করিয়া ভেটীব নৃপবরে॥
তবেত নারদ মুনি গেলা নিজ-ঘর।
শিশু সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর॥

অক্রূরের আনন্দ।

রাজার আদেশে অক্রূর ঘরকে আসিয়া।
কৌতুকে বঞ্চিল নিশি হরষিত হৈয়া॥
কালিত দেখিব গোসাঞী শ্রীমধুসূদন।
কোটি জন্মের পাপ সব হইব খণ্ডন॥
এত মনে করি অক্রূর রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রূর গোকুল চলিল॥
পথেতে চলিলা অক্রুর রথেতে চড়িয়া।
কৃষ্ণ-দরশনে যায় হরষিত হৈয়া॥
ভাল হৈল কংস বৈল কৃষ্ণ আনিবারে।
তেঞী দেখিব আজি দেব গদাধরে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত তপ কৈল।
তবুত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল॥
সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে।
চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে॥
প্রণাম করিব গিয়া পড়িয়া শরীরে।
অক্রুর বলিয়া আমা তুলিব গদাধরে॥
হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ।
তখন জানিব আমি সফল জীবন॥

পথেতে যাইতে অক্রূর অনুমান করি।
দিন অবশেষে পাইলা গোকুল নগরী ॥
দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের (১) সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে শিঙ্গা বাজাইয়া রঙ্গে ॥
রথে হৈতে উলি (২) অক্রূর প্রণাম যে করি।
ভূমে লোটাইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥
বন্দিল বলদেবে অক্রূর মহাশয়।
নন্দঘোষ যশোদাকে করিল বিনয় ॥
নন্দ যশোদা তবে সম্ভ্রমে উঠিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
জিজ্ঞাসিলা বার্ত্তা কেন করিলে গমন ॥
তবে অক্রূর বলে করিয়া বিনয়।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ তথা করে কংসরায় ॥
তে কারণে মোরে হেতা পাঠাইল সত্বর।
অতএব আইলাম আমি তোমা বরাবর ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত লহ শকটে পূরিয়া।
সত্বরে চলহ নন্দ রাজ-কর লৈয়া ॥

দুই পুত্র লহ নন্দ করিয়া সংহতি।
মল্ল-যুদ্ধ দুহাঁর দেখিবে নরপতি ॥
মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি।
মল্ল-যুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥
যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে।
তে কারণে আইলাম আমি তোমার সদনে ॥
রাজার আদেশ রাখ শুন নন্দঘোষ।
বিলম্ব না কর নন্দ চলহ সন্তোষ ॥
অক্রূরের বচন শুনি নন্দ গোয়াল।
কি করিব আজ্ঞা কর নন্দগোপাল ॥

ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা গদাধর।
করিবত মল্ল-যুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥

---

(১) গোবৎসের। (২) অবতরণ করিয়া।

দধি দুগ্ধ লহ নন্দ শকটে পুরিয়া।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ রাজার দেখিবত গিয়া॥
ইহা শুনি বৈল তবে সকল নগরে।
কর লহ যাব সবে রাজার দুয়ারে॥
কংসের আজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে।
সংহতি করিয়া লহ রাম দামোদরে॥
কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে।
যজ্ঞে যাবে দুই ভাই রাম দামোদরে॥

এত বোল বৈল নন্দ সবা বিগুমানে।
শুনিল শ্রীমতী কৃষ্ণ-মথুরা-গমনে॥
এত শুনি গোপীগণ হৈল অচেতন।
লাজ ভয় দূরে করি করিল ক্রন্দন॥

কৃষ্ণের মথুরা গমনের কথা শুনিয়া শ্রীমতীর খেদ।

অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল গোকুলে।
তে কারণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোপালে॥
হেন নিধি যায় সখী আমায় ছাড়িয়া।
কত ধন পাব সখী জীবন রাখিয়া॥
প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যায়ত এড়িয়া।
তিলেক না জীব সখী কানু না দেখিয়া॥
যে কানু দেখিতে সখী নিমিষ নাই করি।
আখির আড়াল হৈলে নিমিষেকে মরি॥
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে কত যুগ মানি।
রাত্রি দিন কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি॥
গুরু গর্ব্বিত দেখি ভয় না করিল।
জাতি ভয় লাজ কুল সকল ত্যজিল॥
কি করিব ঘর দ্বার স্বামী বন্ধুজন।
আর না দেখিব সখী শ্রীমধুসূদন॥
যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন।
ধরিয়া রাখিব সখী কমল-লোচন॥
যদি গুরুজনা লাজ দিবেক আমারে।
সকল ত্যজিব সখী জীয়ন্ত শরীরে॥
অনুমান করি সব গোপী গেলা ঘরে।
সুসজ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবারে॥

মথুরা গমন।

রজনী প্রভাত হৈল অক্রূর উঠিয়া।
স্নান তর্পণ কৈল যমুনায় গিয়া॥
নন্দঘোষ লয়ে অক্রূর করিল গমন।
সংহতি করিয়া নিল রাম নারায়ণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত নন্দ আয়োজন করি।
কর দিতে যায় নন্দ মথুরা নগরী॥

রাম কৃষ্ণ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে।
দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কাঁদে সেই পথে॥
দেখিল অক্রূর লয়ে যায় চক্রপাণি।
কেঁদে কেঁদে গোপীগণ পড়িল অবনী॥
অক্রূর বলিয়া নাম কোন পাপী থুইল।
তোমাকে (১) অধিক ক্রূর কোথা না দেখিল॥
জগতের নাথ গোসাঞী আছিল এথাই।
সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই॥
আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী॥

কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণের শোক।

আজি শূন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু-সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখরাশি॥
আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ-বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরু-তলে।
আর কানু-সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥ (২)

(১) তোমা হইতে।

(২) "কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটির॥
সখীগণ সহ যৈছে কয়ল ফুলখেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥"
বিদ্যাপতি।

শিঙ্গর না দিব আর কানাইর হাতে।
নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে॥
আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্ব্বণ-তাম্বূল।
কানুর বিহনে গোপী কাঁদিয়া ব্যাকুল॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কায।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে।
কে আর ঘুচাবে সখী বিরহ আকুলে॥
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া।
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া॥
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ না আসিবে হেথা।
নানা রূপে যুবতীগণ নিবসয়ে তথা॥
তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি।
পাসরিব আমা সবা আমি বনচারী॥ (১)

যত দূর যায় অক্রূর কানাঞী লইয়া।
তত দূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হৈয়া॥
না দেখিয়া রথখান ধূলা মাত্র দেখি।
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আথি॥

কৃষ্ণ স্মরিয়া কান্দে সব গোপনারী।
রাম কৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যায় মধুপুরী॥
মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কূলে।
স্নান করে গিয়া অক্রূর যমুনার জলে॥
জলের ভিতরে দেখে রাম দামোদরে।
দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে॥
অনন্ত-মূর্ত্তি রাম দেখে সহস্র-মস্তকে।
চারি ভিতে করে স্তুতি সব নাগলোকে॥

জলমধ্যে অনন্তরূপী বলদেব ও চতুর্ভুজ কৃষ্ণ এবং জলে স্থলে রামকৃষ্ণ দর্শন।

(১) আমরা (বৃন্দা-বনবাসিনী), নাগরিকাদের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃষ্ণ আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন।

কেয়ূর কুণ্ডল হার সহস্র ফণা ধরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখি গদাধরে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী দেখে দুই পাশে।
দুই ভাই দেখি অক্রূর মনে মনে হাসে ॥
কূলে ছিল রাম কৃষ্ণ কেমনে আইল এথা।
কূলে আসি দেখে রাম কৃষ্ণ আছে তথা ॥
পুনরপি জলে নামি দেখে দুই জনে।
অদ্ভুত দেখিয়া অক্রূর ভাবে মনে মনে ॥
আজি পুণ্য-প্রভাত কিবা পোহাইল মোরে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলাম গদাধরে ॥
কোটি জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন।
আমারে সদয় হৈলা দেব নারায়ণ ॥
স্নান সমর্পিয়া (১) তবে অক্রূর চলিল।
কৃষ্ণ সনে রথে চড়ি মথুরা আইল ॥

নন্দ আদি গোপ যত থাকি মথুরা নিকটে।
বিলম্ব করিয়া আছে রহিয়া শকটে ॥
হেন কালে অক্রূর আসি বলিল তাহারে।
বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে ॥
আইস আইস মোর ঘর রাম দামোদর।
পদ-রজ দিয়া শুদ্ধ কর মোর ঘর ॥
তোমার পদ-রজ-গঙ্গা ত্রৈলোক্য ভিতরে।
মুক্তি-পদ পায় তথায় সেই জন মরে ॥
হেনই চরণ গোসাঞী আসুক মোর ঘরে।
সবান্ধবে পবিত্র আমা কর দামোদরে ॥

অক্রূরের প্রার্থনা।

তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি।
রাজা সম্ভাষিয়া যাব তোমার নগরী ॥
আমি উতরিব আজি রম্য এক স্থানে।
প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাষণে ॥
কৌতুক আমার আছে মনের ভিতরে।
ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা ভিতরে ॥

(১) সমার্পিয়া=সমাপন করিয়া।

এত বলি রাম কৃষ্ণ যান রাজ-পথে।
কংসের ঠাঞী যান অক্রূর চড়ি নিজ রথে ॥
প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর।
আনিলত নন্দঘোষ রাম গদাধর ॥
রাজ-কর লয়ে আজি রহিল নগরে।
কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে ॥
রাজাকে বলিয়া অক্রূর গেলা নিজ-ঘর।
বালক সঙ্গতি হেথা খেলে দামোদর ॥

অক্রূরের রাজ-সভায় বার্ত্তা প্রদান।

কত দূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন।
বলিল পরিতে দেহ উত্তম বসন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল।
কেনরে পাপিষ্ঠ গোপ হেন বোল বল ॥
খরতর বড় রাজা কংস নৃপবর।
তার বস্ত্র পাখালি (১) আমি তার অনুচর ॥
বনে থাক ধেনু রাখ না বুঝহ কথা।
মরণকে ভয় নাহি হেন কহ কথা ॥
পথ ছাড়ি পলা (২) ঝাঁট নন্দের কুমার।
এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
পুনরপি হেন কথা না কহিও আব।
বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার ॥
বজকের বোলে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
ঘাড়ে ধাক্কা মারি তার বস্ত্র কাড়ি নিল ॥
চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড়।
ঠায় প্রাণ ছাড়ে তার চূর্ণ হৈল হাড় ॥

নগরে প্রবেশ ও রজক-বধ।

নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল।
দেখিয়া সকল লোক ত্রাস-যুক্ত হৈল ॥
আর যত অনুচর চাপড়ে মারিয়া।
লইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া ॥
কোন কোন ভাল বস্ত্র পরিধান কৈল।
ছাওয়ালেরে (৩) কতক দিয়া নগরে ফেলিল ॥

(১) প্রক্ষালন করি। (২) পলাইয়া যাও।
(৩) শিশুগণকে।

নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুড়াইল।
তা দেখিয়া রাম কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল॥
দূত গিয়া জানাইল কংস নৃপবরে।
রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল গদাধরে॥
শুনিয়াত কংস রাজা গুণে পরমাদ।
অবনী লোটায় কাঁদে ভরিয়া বিষাদ॥
হরির চরণে গুণরাজ খান ভণে।
পুনরপি জন্ম নহে চিন্ত নারায়ণে॥

সিন্ধুড়া রাগ।

বস্ত্র লয়ে বেশ করে রাম দামোদর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর॥
কত দূরে মালাকারে দেখি গদাধরে।
সুগন্ধি-কুসুম-মালা দেহত আমারে॥
আমা হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমার।
বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমার॥
দেখিয়াত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পূজিলত দুই ভাই পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বসন।
নানা ভোগ তাম্বূল দিয়া পুজিল দুই জন॥
তুষ্ট হয়ে বর তারে দিলা গদাধর।
নানা সুখ ভুঞ্জিবে মালী সংসার ভিতর॥
উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দের বরে।
সর্ব্বলোক খায় জল মালাকার ঘরে॥
হরিষে বর দিয়া গেলা মালাকারে।
রাজ-পথে চলি যায় মথুরা নগরে॥

মালাকরের প্রতি কৃপা।

নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে।
দেখিয়া কুব্জী নারী বড় পাইল রঙ্গে॥
তিন ঠাঞী বক্রা দেখি হাস্য উপজিল।
কার নারী কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কুব্জী একমনে।
হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ-চরণে॥

ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংস-অনুচরী।
গন্ধ-চন্দন যোগাই কুঙ্কুম কস্তুরী ॥
যোগান লইয়া যাই কংসের দুয়ারে।
কি আজ্ঞা করহ মোরে নন্দের কুমারে ॥

কুব্জা-মিলন।

কন্দর্প সমান দেখি তোমরা দুই জন।
তোমাকেত ভাল সাজে এ গন্ধ-চন্দন ॥
লেহত সকল গন্ধ রাম দামোদরে।
যে করুক কংস রাজা তারে নাহি ডরে ॥
এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে দিল।
হাসিয়াত দুই ভাই সকলি পরিল ॥
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কুঙ্কুম পরিল।
নীলমেঘে শক্র-ধনু যেমন সাজিল ॥

কুব্জত্ব-বিলোপ।

স্ফটিকের বর্ণ বলাই কস্তুরী পরিল।
কৈলাস-শিখরে যেন কালিমা দেখিল॥
গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হইল মুবারি।
খণ্ডিল কুব্জা হৈল ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥

কুব্জী মেলানি দিয়া বাম দামোদর।
কৌতুকে ভ্রমিয়ে বুলেন সকল নগব ॥
স্ফটিকেব ঘব সব মুকুতার ঝারা।
নেতেব পতাকা উড়ে সুবর্ণের ধাবা ॥

মথুরায় ঐশ্বর্য্য।

সুধাকব নির্ম্মিত ঘর স্ফটিকের চাল।
বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল ॥
নানা বৃক্ষ দেখে সব বাঁধান পাথরে।
গুয়া নারিকেল শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥
নানা বর্ণে বিচিত্র কংসের মধুপুরী।
স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন।
কংসকে দেখিতে চলে মথুরা ভুবন ॥
শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালী।
রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলি ॥

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ তবে দেখিল কত দূরে।
যজ্ঞ করে দ্বিজগণ রাখরে কিঙ্করে ॥

দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ।
কার যজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ ॥
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন জন।
বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে দেয় গুণ ॥
তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সন্বিধান।
বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান ॥
আকর্ণ পূরিয়া কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান।
দশ দিক্ শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান ॥
মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি।
কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই না শুনি ॥
যত রক্ষক ছিল যত অনুচর।
ধনুকের বাড়িতে জীবন নৈল তার ॥
পলাইয়া যায় দূত কংস-বরাবরে।
ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ চলে ধীরে ধীরে ॥

ধনুর্ভঙ্গ।

দিন অস্ত গেল হৈল নিশির প্রবেশে।
বাসা করিতে যান নন্দঘোষের পাশে ॥
নগর নিকটে ভাল পুষ্পের উদ্যান।
বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্য স্থান ॥
মিলিলত গিয়া রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই ॥

দিনান্তে রাম-কৃষ্ণের বিশ্রাম।

হেথা কংস নৃপবর দূত-মুখে শুনি।
কত কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুণি ॥
নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে।
অসুখ অশুভ স্বপ্ন দেখিল সঙ্কটে ॥
স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি।
রাঙ্গা মাল্য পরিয়াছে সকল যুবতী ॥
চতুর্দ্দিকে দেখে হয় রক্ত বরিষণ।
ভয়ে চমকিত রাজা শয়নে জাগরণ ॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উদয় করি উঠে দিনমণি ॥
মল্লযুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ।
ডাক দিয়া আনিল পাত্র মিত্র বন্ধু শেষ ॥

কংসের দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্ন-দর্শন।

ভৈরব রাগ।

মন্ত্রণা ও কংসের আদেশ।

দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া।
বসুদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া॥
এক মঞ্চে বসিয়া দেখুক পুত্রের মরণ।
হস্তী ঘোড়া রথ আন করিয়া সাজন॥
কুবলয় (১) হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে।
আসিতে নন্দের পুত্র দন্তে যেন মারে।
তথা যদি নাহি মরে সেই দুই জন।
মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব জীবন॥
আদেশিয়া সর্ব্বজনে মঞ্চের উপরে।
অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নৃপবরে॥

রাজদ্বারে হস্তি-সমীপে নর্ত্তক-বেশধারী রাম-কৃষ্ণ।

তথা রাম কৃষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া।
যমুনার কূলে স্নান আচরিল গিয়া॥
নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন।
নৃত্যকের বেশ ধরি করিল গমন॥
ছাওয়াল সংহতি তবে নড়িলা দুই ভাই।
কর লৈয়া গেল নন্দ কংস-রাজার ঠাঞী॥
কর লয়ে আদেশ তবে দিল নৃপবর।
মল্লযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর॥
হেথা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে।
হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুয়ারে॥
দ্বারের মধ্যেতে হস্তী আড় হয়ে রয়।
যাইতে না পারে কৃষ্ণ মাহুতেরে কয়॥
পথ ছাড়িয়া দেহ রাজার ঠাঁই যাই।
পথ ছাড়ি না দিলে তোমার গতি নাই॥
রুষিল মাহুত শুনি কৃষ্ণের বচনে।
হস্তী হাঁকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে॥
রুষিয়া আইল হস্তী কৃষ্ণ মারিবারে।
লাঁফ দিয়া পাছু লেজ ধরে গদাধরে॥

কুবলয়-হস্তিবধ।

দন্তে ধরিতে শব্দ বিপরীত করে।
শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যায় দামোদরে॥

---

(১) কুবলয়াপীড় হস্তীর নাম।

দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি।
শুণ্ড তুলিতে নারে বুলে চকে ভাওরি।
বড় শব্দ করি হস্তী ভূমে দন্ত মারি।
টানিয়া ছিড়িল শুণ্ড দেব শ্রীহরি।
লাফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে।
সেই ভরে গেল হস্তী যমের দুয়ারে॥
তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই।
সেই দণ্ডে মাহুত মারি যম-ঘরে পাঠাই।

হস্তি-সনে মাহুত মারিল গদাধরে।
হস্তি-দন্ত কাঁধে করি সান্ধাল ভিতরে।
হস্তী মারিল রক্ত লাগিল সকল শরীরে।
একেত সুন্দর কৃষ্ণ অধিক রূপ ধরে।
হাসিতে খেলিতে দুহে করিল গমন।
সেই বেলা নানা মূর্ত্তি ধরে নারায়ণ॥
মল্ল সব দেখে যেন ব্যাঘ্রের সমান।
ধার্ম্মিক রাজাগণ দেখে সুন্দর সেই কান (১)।
স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন।
নন্দ আদি গোপ সব দেখে শিশুগণ॥
দুষ্ট রাজাগণ দেখে যেন দণ্ড কাল (২)।
বসুদেবকে দেখান কোলের ছাওয়াল।
প্রাণ নিতে যম আইসে দেখে কংসরায়।
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশে দেখেন তথায়।
কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর কানাঞী।
এমন অদ্ভুত আমি কভু দেখি নাই॥
বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি পুরীজন
মথুরা হইতে এই করিল গমন।

বসুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষ-ঘরে।
যশোদার কোলে আনি ভাণ্ডিল রাজারে।
পূতনা রাক্ষসী এই করিল নিধন।
তৃণাবর্ত্ত মারি কৈল শকট ভঞ্জন॥

রাজসভায় পৃথক্ পৃথক ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্ রূপ দর্শন।

যাদবগণের রামকৃষ্ণ-লীলা কথোপকথন।

---

(১) কানাই। (২) কালদণ্ড।

যমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া।
বৎসক মারিল এই গোঠ মাঝে নিয়া॥
অঘাসুর মারি এই বক বধ কৈল।
ধেনুক মারিয়া বনে তাল যে খাইল॥
দাবাগ্নি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে।
প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে॥
যমুনা হইতে এই কালী ঘুচাইল।
পর্ব্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল॥
অরিষ্ট কেশীকে এই করিল নিধন।
সর্পে হৈতে নন্দে এই করিল বিমোচন॥
গোপবধূ লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে।
নিধন করিল এই ব্যোম অসুরে॥
মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল।
কুব্জী সুন্দরী করি (১) ধনুক ভাঙ্গিল॥
কুবলয় হস্তী মারি মধ্য দুয়ারে।
এত কর্ম্ম করি দুহে সাম্ভাইল (২) ভিতরে॥
এ কথা কহিতে হৈল মহা গণ্ডগোল।
নানা বাদ্য বাজে কেহ না শুনয়ে বোল॥

মেঘ মল্লার।

তবেত চানুর (৩) আসি সভার ভিতরে।
বোল দুই চাবি বলিল নন্দের কুমারে॥
বনে থাক গরু রাখ নন্দের ছাওয়াল।
মল্লযুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর॥
রাজাকে সন্তোষ পূজা করে সর্ব্বক্ষণ।
রাজা সুখী হৈলে ভালবাসি সর্ব্বজন॥
মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কৌতুকে।
তোমা দুহার সনে যুদ্ধ বড় পাব সুখে॥
সুসজ্জা করিয়া মল্ল-যুদ্ধ কর আসি।
কৌতুক দেখিবে লোক মঞ্চ-সভায় বসি॥

রাজসভায় চানুরের প্রবেশ ও কৃষ্ণের প্রতি উক্তি।

---

(১) কুব্জাকে সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া। (২) প্রবেশ করিল।
(৩) কংসের মল্ল-বীর।

শুনিয়া চানুর বোল হাসে গদাধর।
কাল (১) উদ্দেশে কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তর॥
যেই পূজা হয় সেই করে রাজসুখ।
করিবত মল্লযুদ্ধ নহিব বিমুখ॥
কিছু এক বোল বলি শুন মহাশয়।
যেই জনা মাগে যুদ্ধ তাহা দিতে হয়॥
আমিত ছাওয়াল তুমি হও মহাশয়।
তুমি আমি দুহে যুদ্ধ সমকক্ষ নয়॥

কৃষ্ণের প্রত্যুক্তি।

শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেসে বাণী।
ভালই ছাওয়াল তুমি নন্দের পোখানি (২)॥
শিশু-ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বীরে।
সহস্র-বল হস্তী তুমি মারিলে দুয়ারে॥
তুমি যদি ছাওয়াল হও নন্দেব কুমার।
তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর॥
না করিহ মায়া কিছু নন্দের নন্দন।
তুমি আমি মুষ্টিক বলাই এই চারি জন॥ (৩)

চানুরের পুনরুক্তি।

চানুর বচনে হাসে নন্দের নন্দন।
তোমার মনে আছে যদি কর এসে রণ॥
দৃঢ় কাছ করি তবে বাঁধিল মুরারি।
বাহু পসারিয়া দুই জনে যুদ্ধ কবি॥
গোবিন্দ চানুর বীবে হৈল মহারণ।
হাহাকার করি তবে বলে সর্ব্বজন॥
হের দেখ রাম কৃষ্ণ কোমল শরীর।
হের দেখ বজ্র অঙ্গ আর দুই বীর॥
হেনই অন্যায় যুদ্ধ না দেখি কোথায়।
বীর-সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে মাথায়॥
রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব।
হেথা থাকিলে পাপ হয় চল ঘর যাব॥

মল্লযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি ও যুদ্ধ।

অন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মনঃক্লেশ।

---

(১) কালের = মৃত্যুর।
(২) পুত্র। (৩) তুমি, আমি, মুষ্টিক মল্ল, এবং বলদেব এই চারি জন।

বসুদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই।
হাহাকার করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই॥
না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি।
কেমনে মল্লের ঠাঞী বাচিবে পরাণি॥

বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধুসূদন।
শত্রু মারিবারে মন কৈল নারায়ণ॥
নানা মত প্রকারে মহারণ কৈল।
আচম্বিতে কোলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল।
দুই পায় ধরি তার আছারিয়া মারি।
বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি॥

চানুর-বধ।

ডাহিন হাতে মুটকি মারি ভাঙ্গিল দশন।
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন॥
দেখিয়াত চমৎকার সর্ব্বজনে কৈল।
বালক হইয়া কৃষ্ণ মহারণ কৈল॥
মহাবীর চানুর সেই বা সহি।
কৃষ্ণ ফেলাইয়া বলে আজি যাবে কহি॥
ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুটকিত মারে।
কুপিয়া কানাই পুনঃ ধরিল তাহারে॥
মধ্যদেশ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি।
প্রাণ ছাড়িয়া চানুর গেল যমপুরী॥

মুষ্টিক-বধ।

মুষ্টিক বলদেবে হইল মহারণ।
চানুর সহিত যেন কৈল নারায়ণ॥
বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল।
পড়িলা মুষ্টিক তবে বলাই বসিল॥
চাপনের ভরে দুষ্ট মারিল অসুরে।
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে॥

অপরাপর মল্ল বধ ও কংসের ভীতি ও আদেশ।

চানুর মুষ্টিক তবে মরিল দুই জনে।
আর মল্ল ডাকি কংস আনিল ততক্ষণে॥
যত মল্ল আনিল সবার বধিল জীবন।
প্রাণ লয়ে পলাইল যত মল্লগণ॥
দেখিয়াত কংস রাজা চিন্তিল অন্তরে।
দুষ্ট দূর কর আজ্ঞা করিল নৃপবরে॥

মল্লার রাগ।

শুন শুন বীর-ভাগ আমার বচন।
সভা হৈতে বাহির করহ দুই জন॥
নন্দঘোষ বাহিব কবি লহ কারাগারে।
মারিয়া সকল ধন লহত উহারে॥
বসুদেব দৈবকী দুই জনাকে লইয়া।
মাথা কাটি ফেল লঞা শ্মশান-ভূমে গিয়া॥
উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবারে।
বাপ হয়ে প্রাণহিংসা করয়ে আমারে॥
ঘুচাহ বাসনা সব কিছু নাহি কায।
মরণ নিকটে হেন বলে কংসরাজ॥

কৃষ্ণের মঞ্চারোহণ ও কংস-বধ।

কংসের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল।
সবাকে মারিতে দুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল॥
এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নৃপবরে॥
কৃষ্ণ দেখি কংস রাজা সম্বরে উঠিল।
সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল॥
খাণ্ডা বাহিয়ে যুঝসে নৃপবর।
মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাঁপে গদাধর॥
বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি।
ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইলা শ্রীহরি॥
মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর।
লাফ দিয়া বুকে তার বসিল গদাধর॥
সংসারের ভর হৈল সকল শরীরে।
সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংসাসুরে॥

অসুরের হাহাকার ও সজ্জনগণের আনন্দ ও কংসের বংশ-নাশ।

হাহাকার হৈল তবে অসুর সমাজে।
হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে॥
বসুদেব দৈবকী নন্দ আদি যত।
ঘুচিল সবার ভয় হৈল হরষিত॥
কংসের বন্ধু বান্ধব ছিল যত ভাই।
ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায়॥

সবাকে মারিল তথা রাম গদাধরে।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে॥
সবংশে মরিল কংস দেখে সর্ব্বজনে।
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণে॥
শুন শুন ওহে ভাই শুন একমনে।
কংসের মরণ গুণরাজ খান ভণে॥

মাধবাচার্য্যের ভাগবত।

মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের শ্যালক এবং তাঁহার টোলের ছাত্র। ইনি চৈতন্যদেবের নামেই তদীয় ভাগবতের অনুবাদ উৎসর্গ করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

তৃণাবর্ত্ত-বধ।

গোকুল নগরে বড় গভীর নিস্বনে।
চৌদিগে চাপিয়া হৈল ধূলি বরিষণে॥
মুহূর্ত্তেকে তিমির ঘোর বড় ভয়ঙ্কর।
পূরিল নয়ন নাহি চিনি আত্মপর॥
কংস-নিযোজিত বীর নাম তৃণাবর্ত্ত।
বায়ুভূত হৈয়া আল্য যেন চক্রাবর্ত্ত॥
মায়াবী অসুর হরি জানিঞা তখনে।
পরম-আনন্দ-মনে উঠিলা গগনে॥
পুত্র না দেখিয়া রাণী হৈলা অচেতন।
ভূমি লোটাইয়া দুঃখে করিছে ক্রন্দন॥
কোথায় উড়াইয়া শিশু লইল বাত্যাসে।
আরে দারুণ বিধি করিলি নৈরাশে॥
সেইত ক্রন্দন শুনি যত পুরজনে।
অধিক হইল দুঃখ শুনিয়া শ্রবণে॥
হেনঞি সময়ে কৌতুকে যদুবর।
রিপু-গলা চাপিয়া হইলা বিশ্বম্ভর॥
সহিতে নারিয়া ভর হইলা ফাঁফর।
রিপু-গলা চাপিয়া পড়ি শিলার উপর॥

ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী অসুর।
শিলার উপরে পড়ি অসুরে কৈল চূর ॥
বুকের উপর শিশু খেলায় নির্ভয়।
কহে দ্বিজ মাধব কংসের নাহি জয় ॥

কৃষ্ণের বাল্য-লীলা।

যশোদার নিকট পুরবাসিনী গোপীগণের কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা।

ঘরের গোময় ঝাটি বন্ধন বাড়ন পরিপাটী
সভে থাকি আপনার কাযে।
না জানি কেমন ছলে আসিয়া হেনঞি কালে
প্রবেশ করএ গৃহ-মাঝে ॥
যত ভাণ্ড সারি সারি ঘৃত দধি ননী পূরি
শিকার উপরে রাখি দূরে।
হাতে যদি নাহি পাএ উপায় সৃজিয়া খাএ
শিশু নহে বড়ই চতুরে (১) ॥
শুনগো যশোদা-রাণি অপরূপ কাহিনী
শঠ বড় তোমার কুমারে।
তিমির-মন্দির ঘন মণিময় আভরণ-
সন্ধানে গোরস সব চোরে ॥
ঠাঞি ঠাঞি করি দিঠি আনিঞা উঠল পিঠি
তদুপরি উদূখল সারে।
শিল পাথর দেয় তথি ঘন ঘন লোক চাহি
বাহি বাহি উঠয়ে উপরে ॥
যেই বস্তু যেই খানে সব জানে অনুমানে
রন্ধন-ঘরে পাচিকার আগে।
সুবলিত ধারা গলে বদন মেলিয়া তলে
উদর পূরয়ে সার ভাগে ॥
কেহো বা দেখিতে পাএ দূরে পলাইয়া যায়
অবশেষে পড়ে উভ ধারে।
এ সব দেখিয়া কুঁড়ি বাদ করি ভাঙ্গে হাঁড়ী
ক্ষীর নবনীতে ঘর পূরে ॥

---

(১) শিশুর মত নহে, অত্যন্ত চতুর ব্যক্তির মত।

প্রতি ঘরে ঘরে ফিরি গোরস করিয়া চুরি
মানাইতে নারিএ কখন।
এখন তোমার কাছে সাধু যেন বসিয়াছে
বিচারিয়া করহ দমন॥
মায়ের সমুখে বাণী লজ্জা পাএ চক্রপাণি
ভয়ে আখি করে ছল ছল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ হৃদয়ে লাগিল দুঃখ
হাসি মিথ্যা করিল সকল॥
না লাগিল আদ্দাশ (১) হরি মনে মনে হাস
গোপিকা চলিলা নিজ বাসে।
কলিযুগে চৈতন্য প্রেমরসে কৈল ধন্য
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥

কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ।

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরষিত।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত॥
বলভদ্র আগ্ন করি সব সহচর।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কহিল সত্বর॥
শুনিঞা যশোদা পুত্রে আনে করে ধরি।
আখি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি।
আরে কানু কি লাগিয়া মৃত্তিকা খাইলে;
দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে॥
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ সভয় নয়ন।
মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোন্ জন॥
রাণী বলে তোমার যতেক সঙ্গ-ভাই।
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই॥
এ বোল শুনিঞা ত্রাসে বোলে গোবিন্দাই।
মিথ্যাবাদ দেয় আমি মাটী নাহি খাই॥
কই মাটী খাইল হের মুখ দেখ মা।
রাণী বলে সত্য যদি তুমি কর হাঁ॥

কৃষ্ণের মুখ-মধ্যে যশোদার ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন।

বদন মেলিল প্রভু জগৎ-আধার।
তথির ভিতরে রাণী দেখিল সংসার॥

---

(১) প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

একদিন রাণী যশোদা জননী
প্রভাতে কৌতুক বিধি।
নিজ-দাসী যত গৃহকর্ম্মে রত
আপনি মথয়ে দধি॥

বাল্য-লীলা।

ক্ষৌম পরিধান ঘন পাশ-টান
ঘর্ম্মমুখী কুচ দোলে।
কর-বিগলিত মালতী-মণ্ডিত
কুণ্ডল চারু বিলোলে॥
দেখি বনমালী ছাড় ছাড় বলি
ধরিল মন্থন-দড়ি।
স্তন দিতে পুতে দুগ্ধ উথলিতে
রাণী ধাএ হবি এড়ি॥
পেট নাহি ভরে কোপে দন্ত সারে
কম্পিত বিম্ব-অধরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী খাএ চক্রপাণি
কথো লইয়া যায় দূরে॥

হরি উদূখল উপরে বসিয়া।
মবকট ছাএ সেই ননী খাএ
ত্রাসে পথ-পানে চাহিয়া॥
দুগ্ধ ওলাইয়া যশোদা আসিয়া
পুত্রকর্ম্ম দেখি হাসে।
দূরে দেখি হরি হাতে নড়ি করি
ধাএ মারিবার আশে॥
যারে যোগি-জনে না পায় ধেয়ানে
তারে ধাএ ব্রজনারী।
কত কত জন্ম কৈল শুভ কর্ম্ম
কেবা বলিবারে পারি॥

হরি দেখিয়া হাতে বাড়ি।
উদূখল ভয়ে ছাড়িয়া পলাএ
তথায় সাজিল ধাড়ি॥
মত্ত করিকুল জিনি মহাবল
আগু যায় রড়ারড়ি।

গুরুতর শ্রোণি- ভরে মন্দগামী
পাছে যায় খেদা তাড়ি॥
মুকত কবরী পুষ্প পড়ে ঝরি
সঘনে নিশ্বাস বয়।
ঘামে তিতি গেল সর্ব্ব কলেবর
তবু লাগি নাহি পায়॥

মাএ পোএ দুঃখ উৎকটে।
কৃপাব সাগর সেই যদুবর
আপনি হইলা নিকটে॥
লাগ পাইয়া রাণী করে ধরি আনি
ভয় দেখাইল তারে।
বাহু নাড়ি ঝাড়ি তোলে পাড়ে বাড়ি
কেবল উত্তম সারে॥
নীল কমলদল- সম আঁখি-যুগল
করে কচালয়ে (১) তারে।
হৈলা ত্রাসযুত দেখি নিজ সুত
টুসি ঘাও নাহি মারে॥

রাণী ফেলাইয়া হাতের বাড়ি।
আর কর্ম্ম হেন নাহি করে যেন
বান্ধিতে আনিল দড়ি॥

উদূখলের সঙ্গে বন্ধন।

পুত্রভাবে তায় বান্ধে যশোদায়
উদূখলে কটিতটে।
যত ছিল দড়ি বেড়ি কুড়ি কুড়ি
দুই অঙ্গুলি নাহি আটে॥

রঙ্গে বঙ্গে মনে মনে কানু।
শত শত পাশে এক বেড় না আইসে
কপট-বালক তনু॥
সব গোপীগণ হাসে মনে মন
ঘর-মুখে রাণী ধাএ।

(১) রগড়ায়=মর্দ্দন করে।

হবিষ-বিস্ময়- বিষাদ-হৃদয়
দণ্ড-বাড়ি লৈয়া যায়॥
শ্রমে ঘর্ম্ম গলে কম্পে কলেবরে
মুকত কববী ভাবী।
ঘন বহে শ্বাস কবিয়া প্রয়াস
সুত বান্ধিবারে নাবি॥

যমল-অর্জ্জুন উদ্ধার।

উদূখলে বান্ধি হবি থুয়্যা নন্দ ব্রজনারী
থাকিলা আপন গৃহ-কামে।
কুবের কুমাব দুই মুনি-শাপে বৃক্ষ হই
যমল অর্জ্জুন তারা নামে॥
দেখি তার সেই থানে চিন্তিয়া চাহিল মনে
মুনিব বচন সত্য কাবে।
ধীবে ধীবে যদুবায় বিহবে মাএব ভয়
প্রবেশ করিল তাব মাঝে॥
একত্রেতে দুই মুলে বান্ধা হরি উদূখলে
তেবছ (১) হইয়া বহে গোড়ে।
দিল এক টান হরি প্রচণ্ড শবদ কবি
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি পড়ে॥
মুনি-শাপ-বিমোচন ত্যজে বৃক্ষ দুই জন
সিদ্ধ পুরুষ বিদ্যমানে।
দণ্ডবৎ কায় ক্ষিতি লোটাইয়া করে স্তুতি
প্রভুর চরণ সন্নিধানে॥

যমল-অর্জ্জুনের স্তুতি।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর আদি পুরুষবর
বিশ্বরূপ এক আধার।
স্থূল সূক্ষ্ম সত্ত্ব বজঃ পবম কারণ অজ (২)
কে বুঝিব তোমার বিহার॥
তুমি ভগবান্ পতি হের করো প্রণতি
পরম সদ্‌গুণ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে অবতার অংশরূপে কৃপা সার
ইবে তুমি আপনি নিশ্চয়॥

---

(১) বাঁকা। (২) যাহার জন্ম নাই।

বিশ্বের মঙ্গলধারী রিপুকুল-ক্ষয়কারী
বসুদেব-সুত যদুপতি।
মুঞি তব ভৃত্য-সুত ইবে হঙ পরিচিত
নারদের প্রসাদে মুকতি॥
ভারাবতারণে হরি যাইব গোকুল পুরী
তবে হব শাপ-বিমোচন।
তোমার কৃপার হেতু তরিবারে পাপসেতু
ইবে দেখি তোমার চরণ॥
সবংশে পবিত্র মোর দেখিয়া চরণ তোর
জানিল করুণাময় তুমি।
আর কিছু নাহি দায় এই মাগো তুয়া পায়
জন্মে জন্মে দাস হব আমি॥
চৈতন্য-চরণ-ধন সার করি আভরণ
দ্বিজ মাধব রস গানে।
শ্রীযুত ঠাকুর পণ্ডিত তিহোঁ হন সুবিদিত
সোই এই রস ভাল জানে॥

গোচারণের মাঠে।

নিশি-অবশেষ-ক্ষণে বিপিনে ভোজন মনে
যাব যেই নিজ পরিধানে।
বৎস বাল সহচর বাঁশী আদি তৎপর
প্রবোধে বিশাল চারু সানে॥

চলিলা মাধব যায় বৎস রাখিবারে।
শ্যাম সুন্দর তনু পূরিছে গোক্ষুর রেণু
ইন্দীবর [illegible] সরে।
শুনিয়া [illegible] [illegible] (১) বালক সব
বৎস লৈয়া [illegible]
কান্ধে শিঙ্গা [illegible] বেণুর নিশান পূরে
রঙ্গে রঙ্গে চলিলা বোগানে॥
অসংখ্য গাভীর পাল সহস্র অবধি বাল
যাব যেই নিজ পরিমিতে।

(১) ব্রজ।

করিয়া একই যুত   হরষিত নন্দসুত
হৈ হৈ রব চারি ভিতে ॥
কাচ কাঞ্চন বেড়ি   মণি মুকুতায় জড়ি
অঙ্গে অঙ্গে সহজ ভূষণে।
সুন্দর বনের ফুল   বিকশিত বকুল
পাছে ধায় কৌতুকে মোহনে ॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু ধন   পরিহরি জনে জন
দেখিয়া সমুখে ফেলি ধায়।
কেহ দূরে লৈয়া যাই   হাসি হাসি পুনঃ দেই
মাধব হরষেতে গায় ॥

আগে আগে ধায় কৃষ্ণ বন দেখিবারে।
পাছে যায় শিশু সব ছুঁইবার তরে ॥
মুঞি আগে আগে যাঙ শিশুকরে ধরি।
এ সব কৌতুক করে বিহরে শ্রীহরি ॥
কেহ পুনঃ পূরে কেহ বাজায় বিষাণ।
কেহ পিকরব করি গায় নানা গান ॥
পাখীর ছায়ায় কেহ যায় হংস বাড়ি (?)।
কেহ বকরূপ হৈয়া যায় গুড়িগুড়ি ॥
ময়ুর-পেথমে কেহ নাচে উল্লাসিত।
মরকটে ধরি কেহ টানে মনোনীত ॥
তার সঙ্গে কেহ রঙ্গে দেই লাঁফ।
কেহ ভেক হৈয়া সলিলে দেই ঝাঁপ ॥
বৃক্ষপল্লব ছায়া দেখি ঘন হাসে।
সর্ব্বজন্তু রব করি (১) বুলে শুনি বাসে ॥

ময়ূরের পাখে চূড়   বন্য কুসুম ফুল
ধাতু রঞ্জিত কলেবরে।
কোটি কোটি কাম   জিনিঞা লাবণ্য ধাম
সুরঙ্গ অধরে বেণু পূরে ॥
হত অজগর রিপু   বরিষে নীরস বপু
দেখাইল সব সহচরে।

---

(১) অনুকরণ করিয়া।

আনন্দিত অনুগত গায় মধুর গীত
তাহার পীরিতি অনুসারে ॥
কেহ বেণু কেহ শৃঙ্গ পূরএ পরম রঙ্গ
ধাওত গাওত ব্রজ গোঠে।
দ্বিজ মাধব গানে গোপিনী বেঢ়িল কানে
নয়ন আনন্দ উৎকটে ॥

শিশু সঙ্গে রঙ্গে মজিল চিত।
চরণে চলিল পাল চারি ভিত ॥
পালটি চাহি নাহি এক গাই।
দণ্ডপাণি রণে চাহি বেড়াই ॥
গোঠের মাঝে রহি বনমালী।
আয় আয় ডাকে ধবলী কালী ॥ ধ্রু ॥
মেঘ-গভীর মনোহর বাণী।
হাম্বারবে ধেনু ধাইল শুনি ॥
পৃষ্ঠে সারি সারি পুচ্ছ এক বয়নে।
দন্ত ঘৃষ্টি (১) তৃণ উৰ্দ্ধ শ্রবণে ॥
গো গোপ লইয়া বনমালী।
আপন সুখে করে নানা কেলি ॥
হামা রবে গাভী ফুকরে শুনি।
কৌতুকে দেখে দেব চক্রপাণি ॥
হংস সারস শারী শুক পিকে।
উপহাসে নাচে গায় অধিকে ॥
সিংহ ব্যাঘ্ররূপ ফুকরে আগে।
ভয় দেখায় পাছু শিশুভাগে ॥
দ্বিজ মাধব কহে বালকেলি।
চৈতন্য ঠাকুব রসগুণশালী ॥

ধেনুক বধ।

এই সব কুতুহলে শ্রমযুত হৈয়া।
বৃক্ষতলে বলভদ্র থাকেন শুতিয়া (২) ॥
এক বালকের উরু করিয়া শিয়র।
আপনে চরণ চাপে নন্দের সুন্দর ॥

(১) ঘর্ষণ করিয়া = রোমন্থন করিতে করিতে। (২) শয়ন করিয়া।

জনে জনে ব্রজশিশু সব বিস্মমানে।
কুসুমে রচিত করে লৈয়া ধেনুবানে॥
তবে তাহা সভা লৈয়া দেব গোবিন্দাই।
নবীন পল্লব-শয্যা রচিল তথাই॥
শয়ন করিল প্রভু ব্রজবাল-সঙ্গে।
কেহ কেহ চরণ জাঁতিছে (১) রঙ্গে রঙ্গে॥
কেহ পাশে বসিয়া মধুর গীত গায়।
কেহ কেহ নব পল্লবের দেয় বায়॥
শ্রীদাম সুদাম কৃষ্ণ-স্তোক-নাম লেখা।
এই সব বালক কৃষ্ণের প্রাণসখা॥

বালকগণের তাল-ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা।

বলিতে লাগিলা তারা বলভদ্র-আগে।
এক বাক্য বলি ভাই যদি মনে লাগে॥
কথো দূরে আছে এক মহাতাল-বন।
বড়ই প্রসিদ্ধ তাল কহে সর্ব্বজন॥
বড় বড় ফল তার দেখিতে সুন্দর।
অমৃত-সমান স্বাদ ধরে বহুতর॥
পাকিয়া পাকিয়া যেই হয় পরিণত।
সেই সেই খসিয়া পড়য়ে অবিদিত॥
তাহার আমোদে আমোদিত সেই বন।
বড়ই লুবধ মন না যায় ধরণ॥
ধেনুক নামেতে অসুর গন্ধর্ব্ব আকার।
আছয়ে রক্ষক সেই লইয়া পরিবার॥
একে একে বল বীর্য্য জগতে বিদিত।
তার তরে প্রাণী মাত্রে না যায় সেই ভিত॥
কহিল তোমারে শুন দুষ্টের নিধনে।
চল যাই ফল খাই যদি লয় মনে॥
শুনিয়া কৌতুকে মহাবীর হলধর।
ভকত-পীরিতি হেতু ধাইল সত্বর॥
বনে প্রবেশিল যেন মত্ত করিবর।
গাছ নাড়া দিয়া তাল পাড়িল বিস্তর॥

(১) টিপিয়া দিতেছে।

হাণ্ডিয়া হাণ্ডিয়া (১) তাল পড়ে দুরদুর।
দুরদুরি শব্দ শুনি ধাইল অসুর॥
কে রে কে রে বলি বেগে ধাইল ধেনুক।
লেখা যোখা নাহি যত ধাইল অসুর॥
ক্ষুরের আক্ষেপে মহী করে টলমল।
স্থাবর জঙ্গম যত কাঁপিছে সকল॥
আসিয়া দেখিল সেই হলী (২) মহাবীরে।
সঘনে নিশ্বাস বহে কম্পিত শরীরে॥
উচ্চ নাদ করিয়া পাছর দুই পায়।
বুকে এক লাথি মারি বেগে পাছ যায়॥
পুনরপি রণমুখে আইসে গর্জ্জিয়া।
তাহা দেখি বলভদ্র ফিরিল হাসিয়া॥
বাম করে ধরিয়া পাছর দুই পায়।
ঊর্দ্ধ করি বার কথো (৩) ফিরাইল তায়॥
আছাড়ি ফেলিল এক তালের উপরে।
ভাঙ্গিয়া পড়িল গাছ সেই মহাভরে॥
ঠেকাঠেকি তালবন পড়ে ভাঙ্গি ভাঙ্গি।
পড়িল ধেনুক সব শিশু হৈল রঙ্গী॥
ধেনুক-নিধন দেখি যত দৈত্যগণ।
রামকৃষ্ণ প্রতি ধাএ করিয়া গর্জ্জন॥
কুতূহলে দুই ভাই দেখি রিপুভাগে।
ঠেঙ্গে (৪) ধরি ধরি ফেলে তাল গাছের আগে॥
মরিল অসুর সব ভাঙ্গে তাল-বন।
একাকার হৈয়া মহী রহিল তখন॥
কাল কাল অসুরগুলা শ্যামল-বরণ।
আকাশে হইল যেন নবোদিত ঘন॥
আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবগণ।
জয় জয় নাদে করে পুষ্প বরিষণ॥
কৌতুকে বালক সব ইছিয়া বাছিয়া।
গন্ধলোভে খাইল তাল উদর ভরিয়া॥

---

(১) হাঁড়ির মতন বড় বড়। (২) হলধর = বলরাম।
(৩) কতেক বার। (৪) পদে।

সেইদিন অবধি বন হইল নির্ভয়।
গতাগতি করে লোক আপন ইচ্ছায়॥
শুনিঞা বিপক্ষ কংস বড়ই চিন্তিত।
অহর্নিশি তিল এক না পায় পীরিত (১)॥

ধেনুক বধিয়া হলধরে।
তাল খাওয়াইল সব সহচরে॥
দিবস বুঝিয়া অবসানে।
চলিলা বালক রাম কানে॥
যচুচান্দ চাঁচর-কুন্তল শ্যামতনু।
বদন প্রসন্ন হসিত মন্দবেণু॥
সঙ্গে সব শিশু পশুগণ।
আগে আগে চালাএ গোধন॥
ঘন শিঙ্গা পূরে জনে জন।
নৃত্য গীত বরজ মিলন॥
গোঠে হইতে আইল বনমালী।
শুনিঞা গোপিনী উতরোলী (২)॥
ধাওত সব গোপীগণ।
পিয়-রূপ বিরহ-মোচন॥
প্রেমে জননী আলিঙ্গনে।
করাইল স্নান ভোজনে॥
আনন্দে গোবিন্দ নন্দবাসে।
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥

---

(১) সোয়াস্তি। (২) ব্যগ্র।

কবিচন্দ্রের ভাগবত।

এই কবির বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫১৪—৫১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। নিম্নের অংশগুলি ১০৮১ বাং (৬৫৩ খৃঃ) সনের হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

রুক্মিণীর রূপ-বর্ণন।

সখীর ধরিয়া কর রুক্মিণী বার্য্যায় (১)।
রুক্মিণী দেখিয়া সভে অতি মোহ পায়॥
কি কব রূপের সীমা ভুবনমোহিনী।
সিংহ-মধ্যা বিম্ব-ওষ্ঠী বিদ্যুৎ-বরণী॥
চাঁচর চিকুরে দিব্য বান্ধিয়াছে খোঁপা।
মল্লিকা মালতী বেড়া পৃষ্ঠে দোলে ঝাঁপা॥
কপালে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলধর-কোলে যেন চাঁদ দিল দেখা॥
নয়নে কাজল কাম ভুরু চাপ বাণে।
চাহিয়া চেতন হরে কে বাঁচে পরাণে॥
চরণে যাবক (২) রেখা বাজন নূপুর।
চলিতে পঞ্চম গতি বাজে সুমধুর॥

রুক্মিণী-হরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ক্রোধোক্তি।

রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের কথা স্থির ছিল; কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট লিপি প্রেরণ করেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যান। সেইরূপ করিলে, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীসহ রথারূঢ় দেখিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন।

পলায় যতেক সেনা পায়্যা পরাজয়।
পুরোধা (৩) ব্রাহ্মণ তবে শিশুপালে কয়॥
দৈবেতে সকল হয় দূর কর তাপ।
সভাই কালের বশ রাজা তোর বাপ॥

---

(১) ভ্রমণ করে। (২) আলতা। (৩) পুরোহিত।

দুঃখ শোক ভোগাভোগ ভাগ্যে সব করে।
দেশে যাত বিভা দিব চল বাপু ঘরে॥
আর না আসিব আমি বিদর্ভ নগরে॥
শিশুপাল প্রবোধিয়া মহাবীর বলে।
রণভেরী দামামা দগড় করতালে॥
এক অক্ষৌহিণী বীর সেনা লয়্যা সাথে।
ধনুর্ব্বাণ খড়্গ চর্ম্ম লয়্যা চাপে রথে॥
অতি বেগে বায়ুপথে রথখান যায়।
রুক্মিণী সমেত কৃষ্ণে দেখিবারে পায়॥
ওরে দুষ্ট ভ্রষ্ট তুই পালাইবি কোথা। কৃষ্ণকে ভৎর্সনা।
ঘুচাব সকল গর্ব্ব কাটি তোর মাথা॥
বিধি বাম নিকট মরণ তোর পায়।
যেমত যজ্ঞের ঘৃত কাকে লয়্যা যায়॥
প্রাণ বাঁচাইবি যদি ছাড়্যা যাবে বেটা।
ধনু ফেল্যা পালা দুষ্ট দাঁতে কর্যা কুটা॥
সমর বিষম বড় ক্ষেত্রী বিনে নয়।
বনে বনে শিশু সঙ্গে গরু চরা নয়॥
যশোদার ঠাঞি তথা যত শাস্তি পাত্যে।
গোয়ালার ঘরে ননী চুরি কর্যা খাত্যে॥
খাইয়া গোপের অন্ন অহঙ্কার বড়।
মোর কাছে ওরে মূঢ় অহঙ্কার ছাড়॥
গোপের ঘরে ভার বয়্যা কান্ধ হয়্যাছে পুর।
গোপের মায়্যার কাছে তুমি বড়ই অসুর (১)॥
না বুঝিয়া লোক সব ভক্তি করে তোরে।
দেবাসুর নরে কেবা মায়্যা কান্ধে করে॥
এই মত গোবিন্দেরে দেই কত গালি।
রুক্মিণীরে উপবোধ করে বনমালী॥
কৃষ্ণ কহে বার বার নিন্দা কর মোরে।
তোর ভগিনী মোর সঙ্গে শুনরে পামরে॥
জন্মে জন্মে রুক্মিণীর আমি সে জীবনে।
তোর বোলে শিশুপালে ভজিব কেমনে॥
গোপীদের কথা সব তুঞি কেমনে জানিবি।
অজ্ঞান পামর তুঞি মোরে কি চিনিবি॥

(১) এখানে অসুর শব্দ "মহাবলশালী" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্যামদাসের ভাগবত।

গোবিন্দ-মঙ্গল।

এই গ্রন্থকার তিন শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইল জীবিত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার কেদারখণ্ড পরগণার হরিহরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম। এই গ্রাম মেদিনীপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কবির বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। দুঃখী শ্যামদাস কায়স্থ ছিলেন এবং ইঁহার অনুবাদিত সমগ্র ভাগবতের পুথি বিগ্রহরূপে পূজা পাইয়া থাকে। কবির বংশীয়গণ গুরুগিরি করিয়া থাকেন; ইঁহাদের উপাধি 'অধিকারী'।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় এই পুস্তক ১৮০৮ শকে প্রকাশ করেন।

কালিয়-দমন।

শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপ-চূড়ামণি
চিত্ত নিবেশিয়া হরি-কথা।
ভুবন-মঙ্গল নাম সদাই আনন্দ-ধাম
পতিত-পরমপদ-দাতা॥
সে প্রভু পরম রঙ্গে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে
গোষ্ঠ-ক্রীড়া করেন কাননে।
শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈল
চলে সবে জল অন্বেষণে॥
নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ব্ব শিশু গেল ধেয়ে
যে দিকে আছএ কালিন্দিনী।
মহাহ্রদ উচ্চ তট কালিদহ-কূল-ঘাট
নীর না পরশে সুর মুনি॥
দৈবের সে নিবন্ধন খণ্ডিবেক কোন্ জন
শিশু সব সেই ঘাটে গেল।
তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া জল পান কৈল গিয়া
কূলে উঠি বালক ঢলিল॥

বিষ জল-পানে বালকগণের মূর্চ্ছা।

কালিন্দীর কূলে গিয়া দেখে শ্যাম বিনোদিয়া
গরল বহিছে শিশুগণ।

৪১৯

দেখিয়া বিস্ময়-মতি অখিল ভুবনপতি
মধু-দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥
কৃষ্ণের অমিয়া-দিঠে বালক সকল উঠে
কাঁচা ঘুমে যেন জীয়াইল।
উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই
আঁখি মেলি গোবিন্দে দেখিল ॥
জীয়ায়ে বালকগণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মনে
যেন জল আছে যমুনায়।
গরল জলের মাঝে দুর্জ্জয় ভুজঙ্গ আছে
নীর মধ্যে না রাখিব প্রাণ ॥
দেবতা কিন্নর নর দশ দিক্ চরাচর
কেহ না করএ জলপান।
দৈত্য দলিবার ভার হইয়াছি অবতার
ভারাবতারণে ভগবান্ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে ব্রজের বালক সনে
সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে
গোবিন্দ-মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ (১) নন্দন গায় সারে ॥

শুন নৃপমণি পুরাণ-কাহিনী
কৃষ্ণের বালক-খেলা।
জীয়ায়া বালকে ক্রীড়ায় কৌতুকে
সে দিন মন্দিরে গেলা ॥
রজনী-প্রভাতে ব্রজশিশু সাথে
সাজিয়া সুন্দর শ্যাম।
ধেনু লয়ে বনে গেল শিশু সনে
গৃহে রাখি বলরাম ॥
শিশু সঙ্গে কানু পূরে শিঙ্গা বেণু
আগে চালাইয়া পাল।
ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী-কিনারে
বিহরে নন্দ-দুলাল ॥

---

(১) কবির পিতার নাম—শ্রীমুখ।

কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন।
দন্ত ভাঙ্গি দন্তহত কত নাগগণ॥
কোন সর্প মৈল কেহ তেয়াগিল জ্ঞান।
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ॥

শুন শুন কালিয় ভুজঙ্গ-অধিকারী।
নিবেদন করি রাজা তোমা বরাবরি॥
এক গোটা মনুষ্য আসিয়া আচম্বিতে।
কমল-কেশর মধ্যে নাচে মনোরথে॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত কমলের বন।
তাহার প্রতাপ রাজা না যায় সহন॥
তার যত মর্ম্মস্থানে (১) দংশন করিনু।
কিঞ্চিৎ তাহার চর্ম্ম ভেদিতে নারিনু॥
মণি উথড়িল (২) হের দেখ বিদ্যমান।
দন্তহত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ॥
কুলিশ জিনিয়া যেন শরীর তাহার।
যত নাগগণেরে লাগিল চমৎকার॥
এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হইয়া ধায়।
গোবিন্দ-মঙ্গল দুঃখী শ্যামদাস গায়॥

দূতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি
সাজিল কালিয় বিষধর।
আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে
শঙ্খচূড় কুমুদ প্রখর॥
নীল পীত চন্দ্রছটা কর্ক্কট কালির বেটা
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়।
কালির সহস্র মুণ্ড অগ্নি যেন জ্বলে তুণ্ড
গরল উদ্গারে রসনায়॥
শ্বাস ঘন ফুৎকার বিষে দিশে অন্ধকার
দুকূল যমুনা যুড়ি যায়।

---

(১) আয়ুর্ব্বেদ মতে মনুষ্যদেহে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহাতে আঘাত করিলে মনুষ্যের প্রাণ-রক্ষা কঠিন হয়।

(২) খুলিয়া পড়িল (?)

কমল-কেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে
বিষ ছাড়ে গোবিন্দের গায়॥
কৃষ্ণের লাগিল রঙ্গ ভুজঙ্গে জড়িত অঙ্গ
দমন করিতে দুষ্ট কালি।
শ্যামতনু সুধাময় জীব-ভয় তরে তায়
ভুবন-পাবন বনমালী॥
তারে কি করিবে ফণী কৌতুকে গোকুলমণি
সর্প মধ্যে রহে নারায়ণে।

কৃষ্ণ-অদর্শনে বালক-গণের ক্রন্দন।

না দেখি বালক যত হৈল যেন মৃত্যুবত
কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে॥
ওহে প্রাণবন্ধু শ্যাম আজি বিধি হৈল বাম
গোপপুরে হেন লখি (১) মনে।
হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়া সবা
কালিদহে ঝাঁপ দিলে কেনে॥
তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা
মরিব তোমারে না দেখিয়া।
নন্দ আদি যশোমতী হইবেক আত্মঘাতী
কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়া॥
আমা সবা লয়ে সঙ্গে বনে কে আসিবে রঙ্গে
ক্ষুধায় কে দিবে অন্ন পানী।
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ হেদে হে সুন্দর কান
যশোদা-জীবন যাদুমণি॥
আজ তোমা না দেখিলে পশিব কালিন্দী-জলে
ওই কালি খাউক সবারে।
কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্ব্বাঙ্গ তিতিল লোহে
গড়াগড়ি যায় নদীতীরে॥

গোবৎস ও অপর পশু-পক্ষীর কাতরতা।

না দেখিয়া কালা কানু তৃণমুখে কান্দে ধেনু
বাছুরি না করে পয়ঃপান।
কালিদহে কৃষ্ণ দেখি উভমুখে কান্দে পাখী
বন জন্তু না ধরে পরাণ॥

---

(১) লক্ষ্য করি = অনুমান করি।

তরু লতা আদি তৃণ জল ত্যজি কান্দে মীন
কালিন্দী কাতর অতিশয়।
দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি ব্রহ্মা আদি সুরপতি
কান্দে দেব আকুল হৃদয়॥

দেবগণের ক্রন্দন।

দশ দিক্ চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতর
দয়ানিধি গোবিন্দের গুণে।

গোকুল নগরে ওথা পড়িল প্রমাদ-কথা
অমঙ্গল দেখে গোপগণে॥

গোকুলে অমঙ্গল।

দুঃখী শ্যামদাস কয় শুনিলে জনম নয়
এই কথা ভুবন-পাবন।
শুনহ সংসার সুখে নাম গুণ গাও মুখে
কলি ভবে পাবে উদ্ধরণ॥

আজ কেন চঞ্চল মন।
না জানি কি হৈল বনে দুঃখিনী-জীবন॥ ধুয়া॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে।
অমঙ্গল দেখে লোক গোকুল নগরে॥
উল্কাপাত দিবসে উদয় ধূম্রচয়।
সঘনে অঙ্গার-বৃষ্টি চতুর্দ্দিকে হয়॥
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ।
প্রাচীরে উলূক বৈসে দেখে সর্ব্বজন॥
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক।
নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক॥
কুক্কুর ক্রন্দন-গীত গায় সেই কালে।
দিনে খসি পড়ে তারা অবনী-মণ্ডলে॥
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতী।
গোপগণে ডাকি নন্দ করেন যুকতি॥
শুন গোপগণ কেন দেখি হেন রিষ্টি।
গোকুল নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি॥
শৃগাল কুক্কুর কান্দে নগর ভিতরে।
দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে॥
হেন অমঙ্গল আমি না দেখি কখন।
কহিল যে কিছু পূর্ব্বে গর্গ তপোধন॥

হৃদয় কম্পয়ে মোর বিদরে পরাণ।
না জানি কানুর বনে কিবা অকল্যাণ॥
কান্দিয়া বিকল নন্দ যশোদা রমণী।
রোহিণী সুন্দরী আদি যতেক গোপিনী॥
বলরামে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ।
কৃষ্ণের কি হৈল বলে গোকুলে উৎপাত॥

অনন্ত পুরুষ বল্যা (১) ভাবিল হৃদয়।
অন্তরে জানিয়া তত্ত্ব গোপগণে কয়॥
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ণে পাইয়া বনে॥
একক দেখিয়া কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে।
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ-রঙ্গে॥
না কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধেয়ে।
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে॥

অনন্ত-বচনে নন্দ আহীরী সকল (২)।
রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল॥
লোহেতে পূর্ণিত আঁখি পথ নাহি দেখে।
কৃষ্ণের লাগিয়া তারা মহা মনোদুঃখে॥
কোন্ পথে গেল কানু কহ বলরাম।
কোথা গেলে পাব পুত্র নব ঘন-শ্যাম॥
বলরাম বলে সভে স্থির কর প্রাণ।
এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন॥
বলরাম বলে কানু গেছে এই পথে।
বাছুরী বালক সঙ্গে গেছে যুথে যুথে॥
সুকোমল তৃণে চরি গেছে বৎস গাভি।
নাদ মূত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞি ঠাঞি॥
হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্বুজ-চিহ্ন মনোহর॥
এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অন্য নাই।
চলিল গোয়ালা সব সেই পথ বাই॥

---

(১) অনন্তদেব বলরাম। (২) গোপগণ।

যাইতে দেখিল কত দূরে ধেনুপাল।
যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল॥
সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে।
দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে॥
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালিদহে ঝাঁপ।
ভূমিতলে পড়ি নন্দ যশোদা বিলাপ॥
ধন্য শুক পরীক্ষিত ভাগবত বাণী।
দুঃখী শ্যামদাসে পার কর তরঙ্গিণী॥

যশোদার বিলাপ

কালিদহে কৃষ্ণ না দেখি যশোমতী চন্দ্রমুখী
যেন বজ্রাঘাত পড়ে শিরে।
ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
তনু তিতে নয়নের নীরে॥
আরে বাছা যাদুরায় অনাথ করিয়া মায়
জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভেট পাব (১)
প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে॥
অনেক কামনা করি আরাধিয়া হরগৌরী
তোমা পুত্র পাইয়াছি কোলে।
আজি বিধি ভেল বাম আমায় এড়িয়া শ্যাম
ঝাঁপ দিলে কালিন্দীর জলে॥
পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইসে যায় শত শত
তোমারে সে বৈরি ভাব করি।
দৈত্য-দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে
তাল ভোগে (২) ধেনুক সংহারি॥
গুণনিধি যাদু মোর বদন-চন্দ্রমা তোর
এ তিন ভুবন আলো করে।
তিলে না দেখিলে কানু ধরিতে না পারি তনু
আজি বিধি বাম হৈল মোরে॥
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুক বিদরিয়া জান
নয়নে না পাই দেখিবারে।

---

(১) দেখা পাব।
(২) তাল ভক্ষণ উপলক্ষে।

পাপ প্রাণে কিবা কায পশিব কালিন্দী-মাঝে
ঐ কালি খাউক আমারে॥

নন্দের শোক।

কান্দে নন্দ ব্রজনাথ শিরে মারে করাঘাত
কোথা গেল পুত্র যাদুমণি।
তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা
তব শোকে ত্যজিব পরাণি॥
শিশুকাল হৈতে যত গুণ সে স্মরিব কত
নানা কর্ম্ম করিলে গোকুলে।
পুতনা শকট তৃণ ভাঙ্গিলে যমলার্জ্জুন
বৎস বক বিপিনে বধিলে॥
দুর্জ্জয় অঘার ঠাঞি এড়াইলে গোবিন্দাই
বিক্রমে বিশাল যাদু মোর।
গর্গমুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল
মরিব না দেখি মুখ তোর॥

অপরাপর গোপ-গোপী ও রাধিকার শোক।

গোপ গোপী আদি যত সবে হৈল মৃত্যুবত
রাধিকার কাকুতি অপার।
সাধ করিয়াছি মনে মরিব তোমার সনে
না বঞ্চিহ নন্দের কুমার॥
গোধন লইয়া বনে যাও আইস শিশুসনে
দেখিয়া উঘত (১) বাসি মনে।
রূপে গুণে অনুপম তুমি রসময় শ্যাম
নিরাশ না কর গোপীগণে॥
গোপ গোপী আদি শিশু কৃষ্ণগুণে কান্দে পশু
ফণি-মধ্যে দেখিয়া গোপালে।
তবে নন্দ যশোমতী নিরূপণ করে যুক্তি
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥

ইহা দেখি হলপাণি অনন্ত-মহিমা-মণি
অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রধান।

(১) উল্লাসিত।

বলদেবের আশ্বাস-দান।

ইঙ্গিত বুঝিয়া মনে প্রবোধে গোয়ালাগণে
শুন সবে স্থির কর প্রাণ ॥
কালিয়ে দমন করি এখনি আসিবে হরি
কূলে বসি দেখ সর্ব্বজন।
গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদন চাইয়া
বলরাম ডাকে ঘনে ঘন ॥
হেদেহে দয়াল হরি আকুল গোকুল পুরী
মৃতকল্প নন্দ যশোমতী।
শীঘ্র আসি দেহ দেখা গোপ গোপী কর রক্ষা
মায়া পরিহর যতুপতি ॥
অখিল ভুবনপতি বলা বোলে অবগতি
গোপগণে কাতর দেখিয়া।
দুঃখী শ্যামদাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে
কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥

গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল।
ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুজঙ্গম-জাল ॥
কেবল কুলিশ-অঙ্গ কমল-লোচন।
শরীর বাড়িল ছিণ্ডি পড়ে নাগগণ ॥
কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে।
অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ-কলেবরে ॥
অমিয়-সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়।
বজ্র-অঙ্গ ঠেকি দন্ত খণ্ড খণ্ড হয় ॥
কালির বদন দিয়া বিষ রক্ত পড়ে।
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে ॥

কালিয়-মস্তকে কৃষ্ণ।

গুরুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে।
চক্রাকার হইয়া কালি জলমধ্যে ফিরে ॥
কালির সহস্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়া।
মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া ॥
দুঃখী শ্যাম বলে কৃপাময় যতুরায়।
কৃষ্ণ-মুখ দেখি গোপ গোপী প্রাণ পায় ॥

কৃষ্ণ-সন্দর্শনে আনন্দ।

কালির উপর নাচে গদাধর
পরম আনন্দ সুখে।

কালিয়-নিগ্রহ।

ঝলকিত তনু নটবর কানু
মুরলী বাজায় মুখে॥
যশোমতী নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ
আনন্দ বাড়িল মনে।
গোপ-গোপীগণ মুখ দরশন
মধুর মঙ্গল-গানে॥
তবে ফণীমণি গুরু ভার গণি
মণি উথড়িল শিরে।
নাকে মুখে লাল নিকলে গরল
জলে চক্রাকার ফিরে॥
প্রভু-পদ-ভরে ডুবিতে না পারে
পলাইতে নাহি পারে।
পতিতপাবন দুষ্ট-নিবারণ
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে॥
কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল
বল বুদ্ধি দূরে গেল।
মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল॥

নাগপত্নীগণের কৃষ্ণ-আরাধনা।

কালির রমণী কৃষ্ণপরায়ণী
শুনিয়া এ সব বাণী।
পাদ্য অর্ঘ্য থালী রত্ন-দীপ জ্বালি
দিব্য পদ্ম-মালা আনি॥
নাগ-নারী যত গতি করি দ্রুত
বেড়িয়া গোবিন্দ-চাঁদে।
ও পদ পূজিয়া প্রণতি করিয়া
চরণে পড়িয়া কান্দে॥
করি প্রণিপাত হৈয়া যোড়-হাত
স্তুতি করে নাগ-রাণী।
গোবিন্দ-চরণে দুঃখী শ্যাম-ভণে
গোবিন্দ-মঙ্গল-বাণী॥

রাধিকার বারমাস্যা।

ভাদ্রমাসে হরিজন্ম ভূভার-তারণে।
ভব বিরিঞ্চির ভার করিতে পালনে॥
ভাগ্যবন্ত নন্দ-গৃহে দেখি শ্যাম রায়।
ভাব কৈনু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গা পায়।
উদ্ধব, ভরম ভাঙ্গিল। (১)
ভকত-বৎসল হরি মথুরায় রহিল॥

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা এই তিন পরে।
আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে॥
অখণ্ড শ্রীফল-দল অগুরু চন্দনে।
অনেক আরতি কৈনু গৌরী ত্রিলোচনে॥
উদ্ধব, অনেক ভাগ্যের ফলে।
অম্বর হরিয়া আজ্ঞা দিলা গোপীকুলে॥

কার্ত্তিকেতে কল্পতরু-মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জক্রীড়া-কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥
কত রঙ্গ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর।
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির॥
উদ্ধব হে, কহ কি করি উপায়।
কমললোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যায়॥

মার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে।
আকুল হইয়া বুলি শোক গদগদে॥
আপনি আপনাগুণে প্রিয়া দিলা দেখা।
অনঙ্গ-সাগরে যে আমরা পানু রক্ষা॥
উদ্ধব, আর কি গোকুলে।
আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে॥

পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে॥
প্রভুর পীরিতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী॥

---

(১) আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, কৃষ্ণ আসিলেন না।

উদ্ধব, প্রিয়া গুণনিধি।
পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি॥

মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি-মন্দিরে।
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে॥
মাধবী মল্লিকা লতাকুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব, মরিহে বুঝিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া (১)॥

ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মাবে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায়॥
উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ-ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব, চিত্ত ছল ছল করে।
চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥

বৈশাখে বিষের ঝাণে মলয়ের রায়।
বিরহী বিকল করে কোকিলের রায় (২)॥
বাসা ভাঙ্গি বল্লকী করিব তোরে দূর।
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব হে, বিস্মরণ নয়।
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা-জলে যাদব-সংহতি।
জল-কেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী॥

---

(১) স্মরণ করিয়া। (২) শব্দ।

জল ফেলি মোরে গোপী গোপালের গায়।
যৌবন-চুম্বন-ধন যাচে যদুরায়॥
উদ্ধব, যত দুঃখ উঠে মনে।
জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ-বিহনে॥

আষাঢ়ে আঙ্গিনা বসে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ॥
উদ্ধব, অনেক যন্ত্রণা।
অধিক আশেব দোষে এত বিড়ম্বনা॥

শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত ষট্‌পদ হিল্লোলে॥
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
স্মঙরি স্মঙরি কান্দি এ ভব-তরঙ্গে॥
দুঃখী শ্যামদাস গায়।
চিত্ত দৃঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যাম রায়॥

রঘুনাথের ভাগবত।

কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, মহাপ্রভুর সামসময়িক ব্যক্তি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ প্রভৃতি পুস্তকে এই অনুবাদের উল্লেখ আছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বংশীবাদনের প্রভাব।

বাম বাহু ধরি বাম কপোল-মণ্ডলে।
ললিত চলিত ভ্রূম মুরলী অধরে॥
বেণু-রন্ধ্রে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলি।
যখনে বাজান বেণু শ্রীল বনমালী॥
সিদ্ধ-বধূগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ।
মুরছি পড়য়ে রহে হয়ে অচেতন॥

বিগলিত নিবীবন্ধ কামে বিমোহিতা।
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিতা সিদ্ধের বনিতা॥
শুন শুন গোপী আর বড় অদ্ভুত।
করয়ে মোহন লীলা সদা নন্দসুত॥
অচল তড়িত ভূণ উরে হার হাসে।
ভয়ার্ত্ত জনার দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে॥
যখন বাজায় বেণু ঐ বৃন্দাবনে।
যূথে যূথে মৃগ বৃষ মিলয়ে গোধনে॥
শ্রবণ তুলিয়া দন্তে তৃণ ধরি রহে।
চিত্রের পুতলী যেন প্রভু-মুখ চাহে॥
নব দল ময়ূর চন্দ্রিকা চারু কেশ।
বিচিত্র পল্লবে চারু ধরে মন্দ বেশ॥
যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর।
তখনে সকল নদীর গতি হয় দূর॥
হরিয়া চরণ-রেণু আনিবে পবনে।
এই মনে ভাবিয়া থাকয়ে নদীগণে॥
শিশুগণে নিজগুণ গায় চারিপাশে।
বনে বনে বিহার করয়ে নটবেশে॥
নাম ধরি যবে বেণু ডাকে বড় ঘনে।
তখনে প্রাণীর ধর্ম্ম হয় তরুগণে॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়।
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয়।
প্রেমভরে পুলকিত মধু ধারা বহে।
ভক্তের লক্ষণ ধরি তরু লতা রহে॥
দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালে।
অলিকুল বেণুরব করে জলকুলে॥
মোহন তিলক বেণু পূরয়ে সন্ধানে।
হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে॥
জলচর বেণুরবে হঞা বিমোহিত।
সরোবর তেজিঞা দাণ্ডায় চারিভিত॥

মুদিত নয়ন করে চিত্ত সমাধান।
নিঃশব্দে রহে কৃষ্ণ করিয়া ধেয়ান॥

শুন ব্রজবধূ আর বিচিত্র কথনে।
রাম কৃষ্ণ রহে তথা তট-উপবনে॥
বেণুরবে ত্রিজগৎ করে হরষিত।
তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত॥
ঈশ্বর-লক্ষণ জানি কেহ কোন মতে।
মন্দ মন্দ গরজে গগন সাবহিতে (১)॥
ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ।
এমন মেঘের ধর্ম্ম দেখিল তখন॥
শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না পারি॥
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে।
যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুল-মণ্ডলে॥
তখনে দেখিয়ে তার রূপ মনোহর।
আমি সব তখনে না জানি নিজ পর॥
বসন ভূষণ কেশ তখনে পাসরি।
কেবল থাকয়ে যেন বৃক্ষ ভাব ধরি॥
নব দল তুলসী ললিত বেশ ধরি।
মনে করি গোধন গণয়ে বনমালী॥
অনুচর বালকের কান্ধে বাম হাত।
তখনে মোহন বেণু বাজান গোপীনাথ॥

বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতি সুত তেজিয়া সেবয়ে যদুমণি॥
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপালরূপ হঞা॥
কুন্দ কুসুম দাম সুললিত বেশ।
ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ॥
যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার॥
যখনে মলয় বায়ু বহে সুশীতল।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদু রায়॥

---

(১) সাবধানে।

দেবকী জঠরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হইলা উপপন্ন॥
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক-কুণ্ডল গলে দোলে বনমাল॥
বয়ান কমলবর পূর্ণ শশধর।
গোকুলের দীনতাপ (১) হরিল সকল॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়।
গীত অনুবন্ধ করি দিবস গোঙায়॥
কৃষ্ণ বিনে গোপীসবে না দেখিল আন।
গোপীনাথে নিয়োজিল তনু মন প্রাণ॥
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয়॥
এই গোপী-গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেম ভক্তি বাঢ়ে তার পুণ্য দিনে দিনে॥
জান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম-তরঙ্গিণী॥

রামকান্তের ভাগবত।

দশম স্কন্ধ।

কবি রামকান্ত দ্বিজের ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। কবির নিবাস পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামে ছিল; তৎপরে তিনি রঙ্গপুরের ব্রাহ্মণীপুণ্ডা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি গুড়নইর মৈত্র-কুলোদ্ভব। ইনি ভাগবতাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বা শেষভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। এই পুস্তকখানি রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত গোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি আমাকে নিম্নের অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও গোপীগণের মূর্চ্ছা।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
অন্তর্দ্ধান করি হরি গেলা বিদ্যমানে॥
না দেখিয়া গোপীগণ মূরছিয়া পড়ে।
মজিল রমণী সব এ শোক-সাগরে॥

---

(১) দৈন্য ও সন্তাপ।

নিজ পতি হারা হৈয়া যেন মৃগীগণ।
তরাসে পড়িল তারা হরিয়া চেতন॥
যেরূপে করিলা হরি বিহার-বিলাস।
যেন গতি যেন লীলা যেন মন্দ হাস॥
সেহি সেহি চরিত্র করয়ে ব্রজনারী।
সেহি অবলম্বনে রহিলা চিত্ত ধরি॥
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরামা।
সেহি লীলা করি গোপী পাসরে আপনা॥
সব গোপী মিলিয়া গোপাল-গুণ গায়।
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায়॥

গোপীগণের আত্ম-বিস্মৃতি।

উনমত্ত হৈয়া গোপী পুছে গোপীগণে।
তোরাকি দেখ্যাছ যাইতে নন্দের নন্দনে॥
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপ।
আমাকে কহিবে তুমি করিয়া স্বরূপ॥
শুনহ অশ্বথ বট কহ সাবধানে।
প্রাণ হরি নন্দসুত গেলা এহি বনে॥
কহ কুরুবক তরু পলাশ অশোক।
কহ রে কেতকীগণ কহ রে চম্পক॥
গোপীগণে পুছে তোরা দেখেছ এ পথে।
বলরাম অগ্রজ সহজে অনুমত্তে॥
নারী-দর্প হরে তার এহি সে বড়াই।
সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই॥
শুন হে মালতী মালী শুন জাতি যূথী।
এ পথে গেলেন হরি করিয়া পীরিতি॥
শুন হে কদম্ব চুত পলাশ পিয়াল।
কহরে কুবিম্ব নিম্ব তমাল মন্দার॥
যমুনার তীরে তোয়া বৈস তীর্থবাসী।
দুঃখিনী গোপিকাগণে তোমাকে জিজ্ঞাসি॥

ধন্য তীর্থবাসী সবে কর পরহিত।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ স্থির হোক চিত॥
কহ রে পৃথিবী তুমি কোন তপ কৈলে।
গোবিন্দ-চরণের চিহ্ন হৃদয়ে ধরিলে॥

পুলকিত হৈলা তরু-লতা-লোমাবলী।
কোন তপ কৈলে তুমি কহিতে না পারি ॥
কহ রে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী।
সখী সঙ্গে যাইতে দেখ্যাছ বংশীধারী ॥
চপল বঞ্চান কি সকল হৈল তোরে।
সফল জনম তোর হৈল পশুকুলে ॥
সে রূপ দেখিলে তুমি সে নন্দের নন্দন।
কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণ ॥
কহ দেখি তরুগণ পুছিয়ে তোমারে।
তোরা কি দেখিলে যাইতে সে নন্দকুমারে ॥

ফুল ফলে নম্র হৈয়া কৈলা পরণাম।
সাধু সাধু বলি হরি কৈলে কি বাখান ॥
কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এহি পথে ॥
অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশে ॥
এহি মতে তরু লতা পুছিয়া বেড়ায়।
বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায় ॥
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন ॥
কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত খণ্ডে হরে ভব-ভয় ॥
গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত ॥

গৌরাঙ্গ দাসের ভাগবত।

মউরধ্বজের পালা।

পুথির হস্তলিপি ১৬৯০ শকের (১৭৬৮ খৃঃ)।

সত্যভামার দক্ষিণাস্বরূপ কৃষ্ণকে প্রদান এবং রুক্মিণীর চেষ্টায় নারদমুনির হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধার।

শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাস্বরূপ পাইয়া নারদের কৃষ্ণ-সহ যাত্রা।

মুনির বচনে তুমি তেজি আভরণ।
হইলে তপস্বিবেশ দৈবকীনন্দন॥
হাতেতে করিলে বীণা কান্ধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যাও যেন সন্ন্যাসীব চেলা॥
দেখিয়া তোমাব বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
দ্বারকা-নিবাসী সব করএ ক্রন্দন॥
তোমারে লইয়া নারদমুনি যায়।
বিষণ্নবদন হইয়া সত্যভামা চায়॥

ঘন পড়ে ঘন উঠে বাতুলের প্রায়।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহায় (১)॥
না চাহিয়ে ব্রত না চাহিয়ে ফল তার।
বাহুড়িয়া প্রাণনাথ দেহত আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যে ভ্রষ্ট হৈলে।

রুক্মিণীর পরামর্শ-গ্রহণ।

সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে॥
এখনে বলিলে ব্রতে নাই প্রয়োজন।
দান লৈয়া ফিরা্যা দিব কিসের কারণ॥
তবে সত্যভামা দেবী কি কর্ম্ম করিল।
রুক্মিণী দেবীব কাছে উপনীত হৈল॥
প্রকার বিশেষ করি কহিল লক্ষ্মীকে।
সত্বরে চলিয়া আইলা গোবিন্দ-সম্মুখে॥
জানিঞা রুক্মিণী দেবী তথাই আইল।
সত্যভামার তরে তবে অনেক ভর্চ্ছিল (২)॥

---

(১) যাইতে বাধা দেয়। (২) ভর্ৎসনা করিল।

লক্ষ্মী সত্যভামা হরি তিন জনে দেখা।
কত মায়া জান প্রভু অর্জ্জুনের সখা ॥
ক্ষণেক অন্তরে প্রভু দূর কৈলে মায়া।
মায়া ত্যাগ কৈলে প্রভু রুক্মিণী দেখিয়া ॥

লজ্জা পেয়ে সত্যভামা নাহি তোলে মাথা।
তবেত রুক্মিণী দেবী কহিলেন কথা ॥
যাও যাও সত্যভামা মুনি বরাবরে।
ধন দিয়া রাখ যায়্যা প্রভু দামোদরে ॥
ত্বরাত্বরি সত্যভামা মুনিস্থানে আসি।
পাএ ধরি শান্তাইল (১) নারদ মহাঋষি ॥
তোমা স্থানে নিবেদিয়ে শুন মুনিবর।
কৃষ্ণ সম তুল্য রত্ন নেহত সত্বর ॥

তবেত নারদ মুনি কহিল তাহারে।
সত্য কর সমতুল্য ধন দিবে মোরে ॥
তোমার মায়ায় দেবী স্থির নাহি হৈল।
তৌল করি দিব ধন সত্য যে করিল ॥
তবেত নারদ মুনি আইল ফিরিয়া।
মুনি বলে ধন পাল্যে দিবত ফিরিয়া ॥
সে সকল কথা প্রভু তোমার মায়াতে।
অসীম তোমার মায়া কে পারে জানিতে ॥
তবে সত্যভামা দেবী তরাজু (২) আনিল।
তার এক দিকে প্রভু তোমা বসাইল ॥
আর দিকে আনি দিল ভাণ্ডারের ধন।
সেই ধন নহিল তবে তোমার সমান ॥
রত্নাকর স্থানে ধন আনিল চাহিঞা।
তথাপি সমান নহে সেই ধন দিয়া ॥
কুবেরের ঠাঞি গিয়া ধন চাহি আনে।
তোমার মায়াতে সে নহিল সমানে ॥

---

(১) শান্ত করিল।

(২) তরাজু=তৌলদণ্ড। যথা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—মুরারী-শীল প্রসঙ্গে "হরপী তরাজু করি হাতে"।

বিস্ময় ভাবিয়া দেবী রহে সত্যভামা।
রুক্মিণী জানেন কিছু তোমার মহিমা ॥
কহিল রুক্মিণী দেবী সত্যভামা তরে।
তুলসী মঞ্জরী দেহ ধনের ভিতরে ॥
তবে সত্যভামা দেবী তুলসী আনিয়া।
দিলেন মঞ্জরী তবে ধনে মিশাইয়া ॥
রুক্মিণী জানেত প্রভু আপন অন্তরে।
আপন মায়ায় ধন হৈল বরাবরে ॥
তবেত নারদ মুনি নিবারণ হৈয়া।
গেলেন আপন পুরী ধন রত্ন লৈয়া ॥

নরহরি দাসের ভাগবত।

কেশব-মঙ্গল।

শ্রীনরহরি দাস কর্ত্তৃক অনুদিত। দেড়শত বৎসরের পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। পুথি খানি ৬১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বলরাম কর্ত্তৃক প্রলম্ব-বধ ও শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নি-নিবারণ।

কেহ কেহ বলে ভাই গোঠে কি যাইব।
যে দেখি যে কোন দিন পরাণ হারাব ॥
ছিদাম সুবল বলে কি বলিস ভাই।
কি ভয় সঙ্গেতে যার কানাই বলাই ॥ বালকগণের ভরসা।
কত কত উপদ্রব হয় দিনে দিনে।
কি করিতে পাবে ভাই কানাঞের গুণে ॥
কানু সঙ্গে গোঠে মাঠে যে আনন্দ পাই।
ঘরেতে থাকিলে সে আনন্দ পাই নাই ॥
কেহ যদি গোঠে যেতে মুখ মোড় (১) ভাই।
বলাই দোহাই তোরে বলাই দোহাই ॥

---

(১) বিমুখ হয়=অস্বীকৃত হয়।

বালক বলিষ্ঠ বলরাম মহাশয়।
অপরাধ কৈলে তারে লাঙ্গলে তাড়ায় ॥
লাঙ্গল ঘুরিতে ভয়ে ভীত সব শিশু।
সত্বরে সে করে রাম আজ্ঞা কৈলে কিছু ॥
হাটয়ে বলাই যদি দোহাই পড়িল।
সত্বরেতে শিশুগণ সভাই সাজিল ॥
মাতা কাছে বিদায় হইয়া রাম কানু।
গোষ্ঠেতে গমন সঙ্গে কৈল লয়্যা ধেনু ॥
যমুনা-পুলিনে দিল পাল (১) পাঠাইয়ে।
রচিল বিনোদ-খেলা কানাই লইয়ে ॥

বলাইএর ভয়।

হেথা পাপ কং[illegible] শঙ্কিত সর্ব্বথা।
দিনে দিনে শুনে [illegible]নাঞের গুণ-কথা ॥
নিত নিত [illegible] পাঠায় কানাই মারিতে।
যে যায় সে নাশ [illegible] না [illegible]রে কোন মতে ॥
গোয়ালা বালক [illegible] এত পরাক্রম।
[illegible] কালিয়-দমন ॥
[illegible] সকল কথা লাগে চমৎকার।
না জানি গোয়ালা-সুত কি করে এবার ॥
নিজ বাহুবলে শাসিলাম অমর নগর।
বালকের হাতে মোর মরে যত চর ॥
পরাক্রমে মারে কিবা আছে কিছু গুণ।
[illegible] হৃদয়ে মোর লাগিয়াছে ঘুণ ॥

কংসের আশঙ্কা।

কংসের বিষণ্ণ দেখি প্রলম্ব অসুর।
গর্ব্ব করি কহে কেন ভাব এত দূর ॥
মোরে আজ্ঞা দেহ রাজা না ভাব হুতাশ।
[illegible] গিয়ে গোপসুতে করিব বিনাশ ॥
প্রলম্ব প্রতাপ দেখি কহে নৃপমণি।
বচনে না শুনি কার্য্য সাধিলে সে জানি ॥
প্রসাদ করিল রাজা প্রশংসি প্রলম্বে।
নবে প্রাণমিশ্রা পাপ যায় অবিলম্বে ॥

(১) ধেনুর পাল।

যথায় খেলেন কৃষ্ণ সখার সহিত।
গোপবেশ ধরি পাপ তথা উপনীত ॥

গোপবেশধারী প্রলম্ব।

চূড়া ধড়া গুঞ্জাহার কনকভূষণ।
হাসি হাসি পাচুনি ঘুরায় ঘনে ঘন ॥
লখিতে না পারে কৃষ্ণে সব অনুচর।
বুঝিতে পারিলা সব রাম দামোদর ॥
রাম শ্যাম দুইজন করে ঠারাঠারি (১)।
খেলা-ছলে বিনাশ করিব এই অরি ॥
হাত ধরাধরি করি দোঁহে চলি যায়।
খেলিতে খেলিতে গেল ভাণ্ডীর তলায় ॥
দেও দেখি দেওয়ারির (২) হৈল হরষ।
সব সহচর মেলি করে পরামর্শ ॥
না জানি কেমন খেলা খেলিব সে আজি।
খেলারসে পরাক্রম কার কত বুঝি ॥
কেহ কেহ বলে ভাই খেলিব কি খেলা।
খেলিব গেড়ুয়া (৩) আজি কহে নন্দবালা ॥

গেড়ুয়া খেলা।

ভাল ভাল বলিয়ে সভাই সায় দিল।
বনফুল তুলি সভে গেড়ুয়া বানাল ॥
এস এস যুটে যুটে লহ সব খেলি।
লুফিব ফুলের গেড়ু সব খেলি মেলি ॥
খেলিব গেড়ুয়া ভাই আগে কর পণ।
কান্ধে করি বহিবেক হারিবে যে জন ॥
যার খেলি (৪) এই গেড়ু লুফিতে নারিবে।
লুফিতে নারিলে তারা সভাই হারিবে ॥
রাম শ্যাম প্রধান হইল দুই জন।
ফলনাম রাখারাখি করে শিশুগণ ॥
বাটি বাটি শিশুগণ লইল সব যুথে।
আপনি অসুরে নিল ব্রজরাজসুতে ॥

---

(১) পরস্পরের প্রতি চক্ষুর ইঙ্গিত। (২) দৈত্য দেখিয়া দৈত্যারির।
(৩) ফুলের বল তৈয়ার করিয়া তাহা ঊর্দ্ধে ছুঁড়িয়া পুনরায় ধরা।
(৪) খেলার সাথী।

দাণ্ডাইয়ে শিশুগণ হয় দুই ভাগে।
ছিদাম হইল খেলি বলরাম-দিগে ॥
মহাসুখে শিশুগণ আরম্ভিল খেলা।
ফুল গেন্দু লয়্যা সভে খেলিতে লাগিলা ॥
খেলিতে খেলিতে খেলা ভাবে ভগবান।
ভক্তের নিকটে আমি নহি বলবান্ ॥
আমিহ জিনিলে মোর হারিবে ছিদাম।
অসুর পাষণ্ড কি বহিবে বলরাম ॥
মোর অংশ বলরাম কিন্তু হয় জ্যেষ্ঠ।
সর্ব্বথা আমার ভক্ত আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ ॥

ইহা ভাবি খেলায় হারিল কৃষ্ণচন্দ।
বলাএর খেলিগণ পরম আনন্দ ॥
জিনিলাম খেলায় আমাদিগে কর কান্ধে।
ধড়া আঁটি দাঁড়াইল চাপিবার ছান্দে ॥
ভাবের অধীন প্রভু যাঙ বলিহারি।
ছিদামেরে কান্ধ পাতি দিলেন শ্রীহরি ॥
লহু লহু হাসি হাসি কহেন ডাকিয়া।
হারিলাম হারিলাম ভাই কান্ধে চাপাসিয়া (১) ॥
কানু-কান্ধে আরোহণ কবিল ছিদাম।
অসুরের কান্ধে আরোহিল বলরাম ॥
আর সব শিশু দেখি নিজ নিজ জুটি।
কান্ধে চাপিবার তরে করে ছুটাছুটি ॥
কত দূর বহিবার করিল নিয়ম।
কান্ধে করি বেগে তথা করিল গমন ॥
কিবা সন্দ (২) ভাব ভাব সখা শিশুগণ।
না জানে যশোদা-সুত পূর্ণ সনাতন ॥
তাহাদের ভাবে প্রভু রস যদি নয়।
গোয়ালা-ছাওয়ালে কেন কান্ধে করি বয় ॥

নিয়ম পর্য্যন্ত গিয়া নাম্বিল সভাই।
অসুরের কান্ধে চড়ি ঠাকুর বলাই ॥

---

(১) আসিয়া চাপ। (২) সন্দেহ।

অসুরের মূরতি যেন মেঘের বরণ।
তদুপরে বলরাম চাঁদের কিরণ ॥
বলাএ লইয়ে কান্ধে হরিযে অসুর।
মায়া করি অন্তরীক্ষে উঠে কত দূর ॥
তাহা দেখি বলভদ্র মানিল বিস্ময়।
কোথাকারে লয়ে যায় অসুর দুর্জ্জয় ॥
তবেত কারণ সব জানি হলধারী।

প্রলম্বের মায়া ও মৃত্যু।

গুরু ভর দিল নিজ-পরাক্রম করি ॥
ক্রোধেতে কম্পিত তনু কম্পে ওষ্ঠাধর।
মারিল মুষ্টিকাঘাত মস্তক-উপর ॥
শূন্যে অকস্মাৎ শব্দ হৈল বিপরীত।
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
পড়িল অবনীতলে অসুর দুরন্ত।
হেটেতে অসুর পড়ে উপরে অনন্ত ॥
বলভদ্র হাতেতে মরিল পাপাসুর।
তাহা দেখি জয় জয় উঠে সুরপুর ॥
মঘবা (১) কুসুম বৃষ্টি করে ঝরঝর।
নানা মত বাদ্য নৃত্য জুড়িল অমর ॥
অসুর-পতন দেখি গোয়ালা-তনয়।
মূরতি দেখিয়া সভে মানিল বিস্ময় ॥
বলাএ-প্রশংসা শিশু কবে পুনঃ পুনঃ।
জগৎ ব্যাপক হৈল দুভাইএর গুণ ॥

তবে ব্রজ-শিশু রাম-দামোদর-সঙ্গে।
বিপিন বিহার করে পরম আনন্দে ॥
নিদাঘ-সময়ে তথা ভাস্কর প্রবল।
সভার বদনে বহে ঘন ঘর্ম্মজল ॥
ভ্রমণ করয়ে শিশু কাননের মাঝে।
নটগণ মধ্যে ভাল শোভে নটরাজে ॥
পর্ব্বত উপরে বহে পর্ব্বতের ঝরা।

দাবাগ্নি।

সে স্থানেতে বারি অতি সুশীতল পা[illegible] ॥

(১) ইন্দ্র।

কোন কোন স্থানে হয় দিব্য সরোবর ।
বিকসে কমল তাহে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
রাজহংস সারি সারি সারস করে কেলি ।
মন্দ মন্দ বায়ু উঠে জলের হিল্লোলি ॥
চারি পাশে নানা বনপুষ্প বিকসিত ।
ভিতি ভিতি (১) সৌরভ করএ আমোদিত ॥
সঘনে নিনাদ করে কোকিলা কোকিলী ।
নিরখিছে তাহা সব শিশুগণ মেলি ॥
কাননে কাননে সভে চরায় গোধন ।
বন দাহে সঘনে কম্পিত ঘনে ঘন ॥
চমকি চমকি উঠে চারিপানে চায় ।
তাহা সব জানিতে পারিল শ্যাম রায় ॥

যাও যাও শ্যালী পীয়ালী হাসী তাসী (২) ।
নাম ধরি ধবি ডাকে প্রভু হাসি হাসি ॥
শুনিতে পাইল ধেনু শ্রীকৃষ্ণের রব ।
উভপুচ্ছ তৃণমুখে ধেয়ে আই[illegible]
অঙ্গে হস্ত বুলাইছে শ্রীবল[illegible]
শ্রীকৃষ্ণ পাশে ধেনু [illegible]
ধেনু সঙ্গে লইয়ে তাঁর [illegible] ।
নানা খেলা লীলারঙ্গে [illegible]ময়ে [illegible] ॥

বালকগণের ত্রাস ।

বনপোড়া সময়ে চৌদিকে বন পোড়ে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সব তার মাঝে পড়ে ॥
তা দেখি রাখালগণ করয়ে ব্যাকুলি ।
অগ্নিদাহে প্রাণ যায় রাখ বনমালী ॥
তাহা দেখি ভগবান্ কহিছেন ডাকি ।
ভয় নাঞি ভয় নাঞি মোদ (৩) সভে আখি ॥
তাহা শুনি শিশুগণ মুদিল নয়ন ।

দাবানল-ভক্ষণ ।

দয়াময় দাবানল করিল ভক্ষণ ॥
মেলিএ নয়ন সভে চেয়ে দেখে পুনু (৪) ।
কোথা অগ্নি কিসে নিবারণ কৈল কানু ॥

(১) দিকে দিকে । (২) গরুর নাম ।
(৩) মুদিত কর । (৪) পুনর্ব্বার ।

কি দিয়ে শুধিব ভাই তোমাদের ধার।
বিষম সঙ্কটে প্রাণ দিলি কত বার॥
কি গুণ জানিস কানু কি গুণ জানিস।
বিষম বিপদ নাশ কি করে করিস॥

সব সথাগণ সঙ্গে কানাই বলাই।
গোবৎস লইএ নিজ নিকেতনে যাই॥ ... প্রত্যাগমন।
হেরি ব্রজগোপীগণ পাইল পরানন্দ।
কুমুদ প্রকাশ যেন নিরখিয়ে চন্দ॥
নিমিখ অন্তর হৈলে কত যুগ বাসে।
দিনান্তরে দরশনে রহে রসাবেশে॥
কৃষ্ণ-পাদ পদ্ম গোপী-আঁখি লুব্ধ ভৃঙ্গ।
অনিমিখে পানে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
নিজ নিজ ঘরে সব গেল শিশুগণ।
সমাদরে যশোদা লইল বাছাধন॥
ক্ষীর সর ননী আদি খাদ্য দ্রব্য যত।
গোপালে খাওয়ায় রাণী হয়্যা আনন্দিত॥

প্রলম্ব-নিধন আর দাবাগ্নি-বারণ।
নিজ নিজ মা বাপে কহিল শিশুগণ॥
স্তব্ধমান গোপ-গোপী শিশু-বাক্য শুনি।
যশোদা-রোহিণী-সুতে দেবতুল্য মানি॥
হেন মতে ব্রজবাসী কৃষ্ণলীলা-রসে।
বাঢ়য়ে আনন্দ সব দিবসে দিবসে॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ অভিলাষে।
কৃষ্ণ-লীলামৃত দাস নরহরি ভাষে॥

ঋতু-বর্ণন।

নিদাঘ হইল গত বরিষা আইসে॥
রবিকর-তাপেতে তাপিত অষ্টমাস।
তাপ দূরে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ॥
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জ্জন।
চমকে দামিনী দুরন্তর বরিষণ॥

ধারাধর-বরিষণে ধরা ভেল সুখী।
সন্তোষে সর্পগণ নৃত্য করে সব শিখী॥
কলকল করি ভেক করে কোলাহল।
বেদগান-বক্তা যেন বিদ্বান্ সকল॥
তরু লতা তাপেতে তাপিত ছিল দৈন্য।
পুনঃ প্রীতি পাইল পল্লব পরিপূর্ণ॥
মৃত্তিকা হইতে উঠিল বহু তৃণ।
ব্যাপক হইয়া নিবারিল পদচিহ্ন॥
পূরিল তড়াগ কূপ দিঘা সরোবর।
নদ-নদীগণ স্রোত বহে খরতর॥
শুক্লপক্ষান্বিত ভেল কমল প্রকাশ।
জলচরগণ ভেল পরম উল্লাস॥
হংস বক শারী শুক ডাহুক ডাহুকা।
কলরব করিয়া বেড়ায় সব পাখী॥
কৃষিগণ কৃষিকর্ম্ম করয়ে কৌতুকে।
শস্যাদি রোপিয়া জল বান্ধি বান্ধি রাখে॥
কখন বা মেঘাকারে গরজে গগন।
কখন বা ঝড় বৃষ্টি প্রকাশে কখন॥
বাণিজ্যের গণ করে বাণিজ্য ভরসা।
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী আসি করে বাসা॥

বরিষায় গোষ্ঠে কৃষ্ণ চরায় গোধন।
অবিরত জলধারে ভীত ধেনুগণ॥
তিতয়ে গোধন অতি দুঃখ নাহি তায়।
ঠাঞি ঠাঞি চরি চরি উদর ভরয়॥
সঞ্চিত জলধর যখন বরিষয়।
পর্ব্বত-গুহায় কৃষ্ণ শিশু-সঙ্গে রয়॥
ধবলী ফিরায় মেঘ হইল প্রসন্ন।
পাষাণ ঘুচিয়া কভু খান দধি অন্ন॥
এই মত গোষ্ঠলীলা দিবসে দিবসে।
সকালেতে যান পুনঃ আইসে দিবাশেষে॥
গোবৎস চরান সুখে সুন্দর মূরতি।
ধেনু সব অধিক হইল দুগ্ধবতী॥

পাকিল খেজুর জাম প্রফুল্ল কানন ।
পল্লব-সংযুক্ত সব তরু-লতাগণ ॥

হেন মতে নন্দসুত করেন বিলাস ।
শরৎ ঋতু আসি পুনঃ হইল প্রকাশ ॥
মন্দ মন্দ বরিষণ করে ধারাধর ।
কভু নিষ্ফলে গরজে গরগর ॥

*　　*　　*　　*

কৃষিগণ জল বান্ধি রাখে চারিভিত ॥
সিন্ধু সমাগম সব নদনদী জল ।
তরঙ্গে বহিছে সব শব্দ কোলাহল ॥
প্রসন্ন গগনে চন্দ্রজ্যোতির প্রকাশ ।
তারাগণ প্রফুল্লিত যুড়িতে আকাশ ॥
সুখদ শরৎ ঋতু সর্ব্ব-সুখোদয় ।
সর্ব্ব মনোরথ-সিদ্ধি ব্যক্ত সুনিশ[illegible] ॥
সন্ন্যাসী তপস্বী করে [illegible] পর্যটন ।
বিদেশে বাণিজ্যে চলে সাধু মহাজন ।
দেশাচারী ম[illegible] গাবে উঠে ইন্দ্রধ্বজ ।
সিদ্ধ পুরুষ সব সাধে নিজ [illegible] ॥
ঋতুগণ পেসন্ন এ বড় কথা নয় ।
গোলোকের নাথ সদা [illegible] বিভব ॥
যে ব্রজে জন্মিতে ইচ্ছা ব্রহ্মাদি দেবতা ।
প্রসন্ন হইবে ঋতু কোন্ তুচ্ছ কথা ॥
ধন্য ধন্য বৃন্দাবন ত্রিজগৎ-সার ।
যাহাতে করেন কৃষ্ণ প্রকট বিহার ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম বন্দিয়ে মাথায় ।
কেশব-মঙ্গল দাস নরহরি গায় ॥

রুক্মিণী ।

পরীক্ষিৎ বলে শুন শুক তপোধন ।
কিরূপে করিলা কৃষ্ণ রুক্মিণী-হরণ ॥
শুকদেব বলে শুন উত্তরা-কুমার ।
ভীষ্মকের বাক্য শুনি রুক্মী দুরাচার ॥

রুক্মীর কুবুদ্ধি।

গোপালেরে ভগিনী দিব এ বড় সন্তাপ।
জরাসন্ধ সহ কৈলা কুমন্ত্রণা পাপ॥
পিতৃ-বাক্য রাখি যদি কুল-ধর্ম্ম ক্ষয়।
তারে না কহিয়া কর হিত যেবা হয়॥
পুনঃ সব নৃপগণে নিমন্ত্রি আনিল।
দামঘোষ-পুত্রে লিখি দূতে পাঠাইল॥
শিশুপালে আন হেথা বরসজ্জা করি।
বিভা দিব ভগিনী মোর রুক্মিণী সুন্দরী॥
কালি বঞ্চি (১) পরশু হইব অধিবাসে।
পত্র পড়ি দামঘোষ পরম হরিষে॥
শিশুপাল-চিত্তে বড় বাড়িল কৌশল।
রুক্মি-সহ কুটুম্বিতা এ বড় মঙ্গল॥
পরম আনন্দে করে বিভা আয়োজন।
হেথায় ভীষ্মক-পুরে শুনহ কথন॥

হেথায় ভীষ্মক-পুরে ভীষ্মক-তনয়।
পরম উল্লাস-মনে আনি নৃপচয়॥
নৃত্য গীত বাদ্য করে বাজায় বাজন।
নৃপগণ-সেবায় নিযুক্ত সেবাগণ॥
মহা-কোলাহলধ্বনি সকল নগরে।
ধাত্রীগণে আজ্ঞা কৈলা ভীষ্মক-কুমারে॥
যাহ রুক্মিণীর কর অঙ্গ সুমার্জ্জন।
[illegible] লহ সর্ব্বাঙ্গে পরাহ আভরণ॥
রুক্মি-আজ্ঞামাত্রে ধাত্রী চলিল ত্বরিতে।
রুক্মিণীর অঙ্গ কৈল ভূষায় ভূষিতে॥

রুক্মিণীর কৃষ্ণানুরাগ।

তা দেখি রুক্মিণী দেবী পরম উল্লাসী।
বুঝি শুভ দিন যে উদয় হইল আসি॥
হর-পার্ব্বতীর আজ্ঞা হইল উদয়।
কতক্ষণে পাব কৃষ্ণ-চরণ অভয়॥
না জানে রুক্মিণী দেবী ভেয়ের মন্ত্রণা।
আপন স্বভাবে সদা আনন্দে মগনা॥
কৃষ্ণের মহিমা-গুণ সখীগণে কয়।
দেখিবে আমায় কৃষ্ণ কত দয়াময়॥

(১) অতীত হইলে।

জগতমোহন রূপ পীতাম্বরধারী।
রসের রসিক মোর রসিক মুরারি॥
শুনি সব সখীবৃন্দ আনন্দেতে ভাসি।
তুমি প্রাণনাথ পাবে মোরা হব দাসী॥
হেন মতে রহে সব পরম হরিষে।
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-আলাপন-রসে॥

কুসংবাদ।

তথা এক সখী কহে কহিতে ডরাই।
কৃষ্ণকথা চিরকাল শুনি তব ঠাঞি॥
এই বড় সাধ ছিল আমাদের মনে।
কৃষ্ণের সহিতে তোমা নিরখি নয়নে॥
আজি সে শুনিলাম কথা শেল বাজে বুকে।
তব ভাঞি শিশুপালে দিবেক তোমাকে॥
তোমার পিতার বাক্য করিয়া লঙ্ঘিত।
বর আনিবারে রুক্মী পাঠাল্য তুরিত॥
এ কথা শুনিঞা মাত্র দেবী হরিপ্রিয়া।
ছিন্ন কদলীর প্রায় পড়ে লোটাইয়া॥
কি বলিলে কি বলিলে সখি কি বলিলে।
বাক্য শুনি প্রাণ মোব উঠে জ্বলে জ্বলে॥
বৃথা হৈল যত সব করিলাম ভাবনা।
হর-গৌরী মোরে কি করিল প্রতারণা॥
যদি না পাইব আমি কৃষ্ণ রসরাজ।
তবে আর ছার প্রাণ রাখিয়া কি কায॥
অগ্নি প্রবেশিব কিম্বা বিষ করি পান।
ইহা বলি হরিপ্রিয়া হইল অজ্ঞান॥
রুক্মিণী-হরণ-কথা শুনিতে আনন্দ।
নরহরি দাস কহে ভাবি শ্যামচন্দ॥

সখীগণের বিলাপ।

তবে দেবী হরিপ্রিয়া পড়ে অচৈতন্য হয়্যা
গড়ি যায় অবনী-মণ্ডলে।
হেম অঙ্গ কমলিনী তনু প্রায় ফুল জিনি
দেখি সখী ভাসে অশ্রুজলে॥
যে কহিল সংবাদ তারে কহে কটুবাদ
কেনে হেন কহিলে বচন।

ইবে কি করিব মোরা ঈশ্বরী হইলু হারা
কেমনেতে করাব চেতন ॥
কেহ বলে শুন বাণী যাহার কারণে ধনী
তার নাম কহ কর্ণমূলে।

কৃষ্ণনাম।

করি এই মন্ত্রণা যত সব বরাঙ্গণা
শ্রবণেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
শুনিঞা প্রভুর নাম দেহে সঞ্চারিল প্রাণ
উঠে ধনী ছাড়ি হুহুঙ্কার।
উন্মত্ত বাউলি যেন চমকি নেহারি পুনঃ
নেত্রে বারি বহে অনিবার ॥

এক সখী কোলে করি বসি কহে ধীরি ধীরি
কেনে হেন হইলে উন্মত্ত।
ললাটে লিখন যাহা কে খণ্ডিতে পারে তাহা
তুমিত জানহ সব তথ্য ॥

প্রবোধ-দান।

কে না পূজে দেবী দেবা উত্তম না বাঞ্ছে কেবা
তাহে কৃষ্ণ জগত-বল্লভ।
অখিলজনার ভর্ত্তা ব্রহ্মাণ্ডের এক কর্ত্তা
তারে প্রাপ্তি অতি সে দুর্লভ ॥
তুমি যদি হয় তার জন্মে জন্মে অধিকার
থাকিলে শ্রীকৃষ্ণধনে পাবে।
নহে যত কর আশ লোকে হয় উপহাস
সভে মাত্র জীবন হারাবে ॥

শুনি প্রিয়-সখী-কথা কহেন ভীষ্মক-সুতা
গদগদ বচন সুসার।

রুক্মিণীর বিলাপ।

আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী নহি অন্য অভিলাষী
তবে কেন পড়ে আথান্তর (১) ॥
মোর মন কৃষ্ণ চায় পিতা বৈল দিব তায়
বর দিলা মহেশ পার্ব্বতী।
ইথে যদি হৈল অন্য বুঝিলাম সব শূন্য
প্রাণ রাখি এ কোন চরিতি ॥

---

(১) বিপদ।

সখী কহে সুবদনা কর ইবে সুমন্ত্রণা
অচেতনে থাকিলে কি হবে।
নরহরি কহে সার যে যাহার সে তাহার
যজ্ঞ হবি কাকে কোথা পাবে ॥

তবে দেবী হরিপ্রিয়া সখী সব হেরি।
স্থির হয়্যা নিবারিল নয়নের বারি ॥
কি করি কি করি সই কি করি উপায়।
কেমনে পাইব আমি প্রভু শ্যাম রায় ॥

রুক্মিণীর দূত-প্রেরণ।

এ পক্ষেতে পিতা মোর না দিল সম্মতি।
কুমন্ত্রণা কৈল মোর ভাঞি দুষ্টমতি ॥
কালি বঞি পরশু হইব অধিবাস।
এ সব তদন্ত না জানিল শ্রীনিবাস ॥
হেন উপকারী মোর কেহ যদি হয়।
প্রভুর নিকটে সব সমাচার কয় ॥
সংবাদ পাইলে যদি প্রভু না আইসে।
মনেতে আছয়ে যাহা করিব তা শেষে ॥
এ সব ভাবিয়া দেবী হৃদয়ের মাঝে।
গোপ্তেতে (১) আনিল ডাকি পুরোহিত দ্বিজে ॥
দ্বিজবরে দেখি দেবী কৈলা দণ্ডবৎ।
দ্বিজ বলে হউ তব পূর্ণ মনোরথ ॥
রুক্মিণী কহে আশীর্ব্বাদ করহ আমায়।
কিন্তু এক নিবেদন করি তব পায় ॥
মোরে কিনি লয়ে এক কর উপকার।
চিরদিন দাসী হয়্যা রহিব তোমার ॥
দ্বিজ কহে কেন মাতা কহ অনুচিত।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব ত্বরিত ॥
কৃপা যদি কৈলে দ্বিজ দ্বারিকাতে যাহ।
মোর নিবেদন এই শ্রীকৃষ্ণে জানাহ ॥

রুক্মিণীর পত্র।

শীঘ্র এক পত্র দেবী লিখিলা গোপ্তেতে।
স্বস্তি হের প্রাণনাথ নমো জগৎপতে ॥

---

(১) গোপনে।

জনম অবধি আমি তুয়া অনুগতা।
তুয়া পদ বিনে চিত্ত নহে বিচলিতা॥
দুষ্ট ভাঞি দিতে চাহে শিশু মহীপালে।
নৃপগণে আসিবারে আনিতে পাঠালে॥
কিন্তু যদি দাসী প্রতি থাকে অনুগ্রহ।
আমার মুখের কালী আসিয়া মুছাহ॥
বিভা পূর্ব্বে চণ্ডীপূজা আছে কুলক্রম।
সেই কালে দিব নৃপবৃন্দেরে সরম॥
ইহা নিবেদন কৈলাম চরণ-রাজীবে।
যা জান তা কর প্রভু হা প্রাণবল্লভে॥

লিপি করি পত্র দিলা ব্রাহ্মণের করে।
বিবরিয়া কহিল সকল সমাচারে॥
চলিল ব্রাহ্মণ তবে পবনের গতি।
বহু কষ্টে উত্তরিলা পুরী দ্বারাবতী॥
দ্বারেতে নিষেধ নাই ব্রাহ্মণ যাইতে।
অবহিত গেল দ্বিজ কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
দ্বিজে দেখি ঠাকুর (১) হইল অতি ব্যস্ত।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন যতনে করি ন্যস্ত॥
আহা মরি কিবা প্রভুর মহিমা প্রচুর।
বিপ্র-পদ ধৌত করে আপনি ঠাকুর॥
নানা উপহারে দ্বিজে করাল্য ভোজন।
আচমন করি কৈল মুখের শোধন॥

কুশল-জিজ্ঞাসা।

রত্ন পালঙ্কে দ্বিজ শয়ন করিলা।
পদ ধারি ধারি প্রভু পুছিতে লাগিলা॥
কহ কহ দ্বিজবর কুশল বারতা।
কি কারণে আইলে নিবাস তব কোথা॥
দ্বিজ কহে বাস মোর ভীষ্মক-নগরে।
রুক্মিণীর দূত হৈয়া আইলু হেথাকারে॥
এই স্নেহ রুক্মিণীর আছে এক লিপি।
পত্র লয়ে বক্ষেতে বুলাএ যদুপতি॥

(১) শ্রীকৃষ্ণ।

অন্তর্যামী ভগবান্ কি না জানেন তথ্য।
লিপি খুলি পত্র পড়ি জানিল সমস্ত॥

পুনঃ জিজ্ঞাসেন দ্বিজে কহ দেখি শুনি। রুক্মিণীর কথা জ্ঞাপন।
কি কথা কহিয়াছেন ভীষ্মক-নন্দিনী॥
ব্রাহ্মণ কহেন হরি কর অবধান।
তুয়া বিনে রুক্মিণীর ব্যাকুল পরাণ॥
তদন্ত কহিতে সব নহে অবকাশ।
আজি গোধূলিতে তার হবে অধিবাস॥
যে দেখিছি তাহার তোমাতে অনুরাগ।
ত্বরা কর শরীর না করে যেন ত্যাগ॥

ঠাকুর কহেন শুন বিপ্র সর্ব্বারাধ্য।
মোর প্রাণপ্রিয়া লবে ইহা কার সাধ্য॥
চল চল দ্বিজবর হয় অগ্রগামী। শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাণী।
অতি ব্যস্তে ভীষ্মক-নগরে যাব আমি॥
রুক্মিণীরে কবে বহু আশ্বাস করিয়া।
জনমে জনমে মোর তেঁহ প্রাণপ্রিয়া॥
হরগৌরী পূজার্চ্চনে রুক্মিণী যাইবে।
দেখিবে নৃপতিগণ হরে লব তবে॥
তোমার বিলম্ব আর নহে কদাচন।
রুক্মিণীরে গিয়া তথা কহ বিবরণ॥

দারুকেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগৎপতি।
রথসজ্জা করি শীঘ্র যোগায় সারথি॥
রথে আরোহিয়ে প্রভু চলিল একল। রুক্মিণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ-হেতু রাম মহাবল॥
দ্বারীরে কহিল কিছু জানাহ তদন্ত।
দ্বারী কহে কি জানিব তোমাদের অন্ত॥
এক দ্বিজবর সহ কহে ভগবান্।
পাঁচ সাতবার শুনি রুক্মিণীর নাম॥
এই মাত্র বচন শুনিছি আধো আধো।
কারে আশ্বাসিলা প্রভু কারে কৈলা ক্রোধ॥
বলাই কহেন কথা বুঝিলাম সর্ব্ব।
রুক্মিণী-কারণে ভাই গেছেন বৈদর্ভ॥

তথায় বিপক্ষগণ নৃপতি-সমাজ।
সৈন্য-ছাড়া গেল একা ভাল নহে কায॥
রথ গজ বাহিনী লইয়া কিছু কিছু।
সহায়-কারণে রাম চলে পাছু পাছু॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম ভরসা কেবল।
কহে নরহরি দাস মনে কুতূহল॥

হেথায় ভীষ্মক-সুতা বসি নিজ-বাসে।
গদগদ স্বরে নিজ সখীরে জিজ্ঞাসে॥
দেখ দেখি সখি পথ করি নিরীক্ষণ।
কত দূরে আইসে মোর অমাত্য ব্রাহ্মণ॥

রুক্মিণীর আশা ও আশঙ্কা।

সখী কহে পথমধ্যে নাহি চলে দৃষ্ট।
রুক্মিণী কহেন তবে না আইল কৃষ্ণ॥
আমি সর্ব্বগুণহীনা হই কুরূপিণী।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরি জগতের মণি॥
আমাধিক কত শত বাঞ্ছে দাসী হৈতে।
হেন প্রভুর পদ আমি পাইব কেমতে॥
কিম্বা দ্বিজ যাইতে নারিল দ্বারাবতী।
আমার সংবাদ না পাইল যদুপতি॥
পাঁচ সাত ভাবি দেবীর চিত্ত নহে স্থির।
ঝরঝর যুগল-নয়নে বহে নীর॥
সঘনে নিশ্বাস বহে মুখ শুষ্ক প্রায়।
ছটফট করে প্রাণ পথ পানে চায়॥
কভু কহে হে গো সখি এ ছিল করমে।
কৃষ্ণ-দাসী হইয়া বসিব অন্ত-বামে॥
দে গো অগ্নি জ্বেলে পাপদেহ করি ত্যাগ।
এ জন্মে না পাব অন্য জন্মে পাব লাগ॥
কৃষ্ণ লাগি কমলার ভাবনা প্রচুর।
হেন কালে উপনীত ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥
তথাই গোপ্তেতে হরি রহিল প্রকারে।
রুক্মিণী-নিকটে শীঘ্র আইল দ্বিজবরে॥

দ্বিজে দেখি বিধুমুখী পুছে সকাতরে।
কহ দেখি মোর প্রাণনাথ কত দূরে॥

আইল কিম্বা না আইল না কবে চাতুরী।
দ্বিজ কহে না চিন্তিহ আইলেন হরি ॥
তব পত্র লয়ে হরি বুলাইলা অঙ্গে।
তব নাম করি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥
প্রাণপ্রিয়া বলি তোমায় কৈল সম্বোধন।
কহে মোর প্রিয়া লবে হেন কোন জন ॥
মোরে যে আদর কৈল বসুদেব সুত।
এক মুখে কি কহিব সে সব অদ্ভূত ॥

সুসংবাদ।

তদন্তরে কহিছেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
বৈস আমি ঘরে যাই আছি শ্রান্তাতুর ॥
দেবী কহে নিবেদন শুনহ গোসাঞি।
কি ধন তোমারে দিব কাছে হেন নাঞি ॥
আনন্দ-সমুদ্রে মোরে করিলে মগনা।
নিতান্ত জানিহ তুমি হইলাম কেনা ॥
ইহা বলি প্রণাম করিল দ্বিজ-পায়।
দুঃখিত হইয়া দ্বিজ নিজালয়ে যায় ॥
পথে পথে যায় দ্বিজ ভাবে মনে মন।
কেবল করিলা রুক্মিণী কথায় তোষণ ॥
যেমন উদ্বেগ আমি নাশিলুঁ তাহার।
কিছু না করিলা রাজকন্যা ব্যবহার ॥
ধনার্থী ব্রাহ্মণ কিছু না পাইল ধন।
মনোদ্বেগে চলি গেলা আপন ভবন ॥

নিরীক্ষণ করি দ্বিজ আপন আলয়।
প্রাচীর প্রভৃতি সব দেখে স্বর্ণময় ॥
তবে নিজ ভার্য্যারে করয়ে নিরীক্ষণ।
পট্টাম্বর পরিধান রত্ন-বিভূষণ ॥
সালঙ্কারা দাসীগণ আজ্ঞা মাত্র খাটে।
তা দেখি ভাবেন দ্বিজ মনের সম্পুটে ॥
অসম্ভব দেখি দ্বিজ স্তব্ধ হয়ে রয়।
দিব্য জ্ঞান হৃদয়েতে হইল উদয় ॥
ভীষ্মক-তনয়া দেবী আপনি কমলা।
কৃপা করি তেহ্ঁ বুঝি প্রসন্না হইলা ॥

ব্রাহ্মণের পুরস্কার।

দ্বিজকুলে জন্ম মাত্র হই অচেতন।
দেখি শুনি জানি তবে স্থির নহে মন ॥
কটাক্ষেতে ব্রহ্মপদ দিতে সেই পারে।
পুরী স্বর্ণময় হবে কি বিস্ময় তারে ॥
হইনু বিক্রীতা মোরে করিলেন দেবী।
তাহাতে সম্পদ সব দেখিলাম ভাবি ॥
কিন্তু আমি মূর্খ ধনে হইনুঁ লুব্ধ মন।
ভক্তিভাবে না বান্দিনু তাহার চরণ ॥
তবে দ্বিজ যাঞা তারে কৈল সমাদরে।
পরম আনন্দে দ্বিজ আলয়ে বিহরে ॥

হেথা দেবী ভীষ্মক তনয়া হরি-প্রিয়া।
সর্ব্বদা আছয়ে কৃষ্ণ-গত-চিত্ত হৈয়া ॥
ভীষ্মক-তনয় ডাকি কৈল ধাত্রীগণে।
রুক্মিণীরে লহ হর-পার্ব্বতীর স্থানে ॥

পূজার পথে।

সংবাদ পাইলা সেই আইলা শিশুপালে।
পূজা অন্তে অধিবাস কৈল তৎকালে ॥
আজ্ঞা মাগে ধাত্রী চলে রুক্মিণী-আলয়।
শ্রীগুরু-চরণে দাস নরহরি কয় ॥

ধাত্রী বলে রাজকন্যা কর বেশভাস।
দেবার্চ্চনা অন্তেতে হইব অধিবাস ॥
ভূষায় ভূষিত হইয়া সখীগণ সাথে।
চলিল রুক্মিণী হর-পার্ব্বতী পূজিতে ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শ উপচারে।
কমলা-দেবী পূজিলেন পার্ব্বতী-শঙ্করে ॥

হর-পার্ব্বতী-পূজা।

পূজা-শেষে রুক্মিণী দেবী করয়ে প্রার্থনা।
অধিষ্ঠিতা হইলেন ত্রিলোচন ত্রিলোচনা ॥
দোঁহে বর দিলা পূর্ণ হইব বাঞ্ছিত।
প্রণমিঞা গৃহে দেবী চলিলা ত্বরিত ॥
হেথা সব নৃপগণ সমাজ করিয়া।
নানা রাজ-আভরণ অঙ্গেতে ভূষিয়া ॥
হেন কালে সেই পথে চলে মহাদেবী।
আচম্বিতে হইল যেন কোটি চন্দ্র-ছবি।

রুক্মিণীর রূপ।

রূপ হেরি ভূপগণে লাগে চমৎকার।
আপনি কমলা রূপের উপমা কি তার॥
চাঁচর চিকুরে বেণী ফণী-বিনিন্দিতা।
তাহে হেম ঝরি ঝাপা প্রবাল মুকুতা॥
দলিত অঞ্জন পুনঃ রঞ্জিত কবরী।
হেমশিখী তাহাতে মুকুতা সারি সারি॥
চারুনেত্র কুরঙ্গিণী হেরিএ পাগল।
নাসা তিল-কুসুম মুকুতা ঝলমল॥
দশন দাড়িম্ব তার কিবা মুক্তাপাতি।
সুবদনা অকলঙ্ক শশধর-জ্যোতিঃ॥
কম্বুকণ্ঠে শোভে কত মণি আভরণ।
তাহার শোভায় যেন উদয় কিরণ॥
পঙ্কজ-মৃণাল জিনি বাহু সুগঠন।
বাজুবন্দ তাড় চুড়ি কঙ্কণ শোভন॥
অঙ্গুলি চম্পক-কলি অঙ্গুরী জড়িত।
করিকুম্ভ জিনি উরু বক্ষোজ শোভিত॥
নিবিড় নিতম্বে পট্টাম্বর ঝলমলি।
তথি ক্ষুদ্র ঘণ্টা আদি সহিত ত্রিবলি॥
কিবা সে মাধুরী উরু রম্ভা-বিনিন্দিত।
ঘুঙ্গুর নূপুর বঙ্ক রাজ-পুরোহিত॥
শ্রীচরণে শোভে দিব্য শোভিত আলতা।
অঙ্গের সৌরভে সর্ব্ব-নাসিকা মোহিতা॥
মধুপান-লোভে অলি যূথে যূথে ধায়।
হেরি নৃপগণ কহে কিমাশ্চর্য্য হয়॥
না দেখি না শুনি কভু এরূপ মাধুরী।
যে অঙ্গে লাগএ দৃষ্টি অন্যেতে (১) না হেরি॥

ভীষ্মক রাজারে সভে ধন্য ধন্য বলে।
হেথায় ভীষ্মক-গৃহে আনন্দ উথলে॥
মনে ভাবে যা কর হে প্রভু জগৎপতি।
কন্যা-জন্মাবধি মোর যেই বাঞ্ছা অতি॥

---

(১) সেই অঙ্গেই দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য অঙ্গে দৃষ্টি পড়িবার অবসর হয় না।

রহিল অন্তরে শেল মৃত্যু ইবে ভাল।
হেন মতে নৃপ-কাছে চারি দণ্ড গেল ॥
নৃপ-কাছে তখন কহিছে একজন।
আর কি চিন্তহ আইল দৈবকী-নন্দন ॥
বাক্য শুনি নৃপতি আনন্দে মাতোয়াল।
বড় আরাধনে গোপ্তে পূজিল গোপাল ॥

ভীষ্মকের শ্রীকৃষ্ণাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ॥

হেথা শিশুপাল আইলা বরসজ্জা করি।
নৃত্য গীত বাদ্য অতি কোলাহল সারি ॥
তা দেখি রুক্মিণী দেবী হৃদয়ে কাতরা।
হা প্রাণ-বল্লভ মোরে বিস্মরিলে পারা ॥
এই ক্ষণে আসি কর মহত্ব প্রচার।
দেখুক দুর্ম্মতি সব বিক্রম তোমার ॥

রুক্মিণীর সকাতর প্রার্থনা।

হেন কালে বিমানে আইলা কৃষ্ণচন্দ্র।
কমলার নাসায় প্রবেশে অঙ্গ-গন্ধ ॥
ভাবিলা রুক্মিণী দেবী আইলা প্রাণনাথ।
পরম সানন্দে ঊর্দ্ধ কৈল সব্য (১) হাত ॥
ঊর্দ্ধ পথে থাকি ভগবান্ অলক্ষিতে।
কমলার হাতে ধরি তুলি নিল রথে ॥
সভা শূন্য হইল সভে ব্যগ্র হইয়া ফেরে।
কিবা হৈল রাজকন্যা কেবা নিল হরে ॥
রুক্মিণী বন্দিলা পদ পাইয়া মাধব।
সভা-মাঝে উঠিল বিষম কলরব ॥
কেহ বলে ঊর্দ্ধ পথে কেবা নিল হরি।
কেহ বলে সাজ সাজ চোরে আনি ধরি ॥
সভা-মাঝে করে চুরি এত গর্ব্ব কার।
তারে ধরি করিব বিহিত প্রতিকার ॥

হরণ।

রুক্মী কহে শুন সভে নৃপতিমণ্ডলী।
কোন্ দুষ্ট আসি মোর কুলে দিল কালী ॥
বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ সাজন।
আজ্ঞা মাত্রে অগ্রে ধায় অনেক বাহন ॥

(১) বাম।

জরাসন্ধ কহে শুন আর কেবা হবে।
নবনী-চোরার কার্য্য জানিলাম ইবে॥
গোপনারী সঙ্গে সদা করিত বিহার।
অদ্যাবধি না ঘুচিল স্বভাব তাহার॥
স্বভাব যাহার যেই না হয় খণ্ডন।
জানে নাই এখানে সব কালান্তের যম॥
বেড়েছে বুকের পাটা করে ননী চুরি।
আজি ভাঙ্গি দিব তার সব ভারিভুরি॥
এত বলি দুষ্ট পক্ষগণ সবাহনে।
শীঘ্রগতি ধায় হস্তে করি শরাসনে॥
রুক্মিণী-হরণ-কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণে আনন্দ হয় কলুষ আদি দূর॥
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ব্যাসের বর্ণিত।
কহে নরহরি দাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥

রাজগণের যুদ্ধ-যাত্রা।

শুকদেব-স্থানে পুছে উত্তরা তনয়।
কি কর্ম্ম করিলা তবে দুষ্ট পক্ষচয়॥
রুক্মিণী সহিত কি করিলা ভগবান্।
কহ কহ মুনিরাজ না কর বিশ্রাম॥
মুনি কহে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণ-পাশে ধায় যত বিপক্ষের গণ॥
দুষ্টের দমন লাগি চিন্তিলা ঠাকুর।
কৃষ্ণেরে ঘেরিল সৈন্য হয়্যা শতপূর॥
রথ গজ তুরঙ্গেতে যোদ্ধাপতিগণ।
ধনু টঙ্কারিয়া করে বাণ নিক্ষেপণ॥
মার মার ধর ধর এই মাত্র ধ্বনি।
কেহ কৃষ্ণে গর্জ্জিয়া কহেন কটু বাণী॥
মনেতে করেছ লয়ে যাব রাজ-সুতা।
আজি বড় তব পর পড়িল বিতথা (১)॥
যদি মনে বাঞ্ছা কর আপন কল্যাণ।
কন্যা রাখি প্রাণ লয়ে দেহ ভঙ্গিয়ান॥

---

(১) বিপদ।

দুষ্ট গণ-চিত্ত-বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি।
মারিতে আইল সভে ধনুর্ব্বাণ ধরি ॥
কুপিয়া করিল সভে বাণের প্রকাশ।
অগণিত বাণে বাণে ছাইল আকাশ ॥
মেঘ-বরিষণ তুল্য বরিষয়ে বাণ।
তা দেখি ভীষ্মক-সুতা কম্পিত পরাণ ॥
রুক্মিণী কাতর দেখি করেন আশ্বাস।
কিবা হেতু প্রাণপ্রিয়ে ভাবিছ তরাস ॥
দেখিবে আপনি দুষ্টে তিল এক বাদে।
আমি কারে না হিংসিব বিনা অপরাধে ॥
এমন সময়ে হলধারী সসৈন্যেতে।
আসি উপনীত হৈল শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে ॥

বলাইএর যুদ্ধ।

দেখিল বিপক্ষগণ কৃষ্ণে মারে বাণ।
ক্রোধে দুই নেত্র যেন অরুণ-সমান ॥
লাঙ্গল ঘুরায় আর মুষল ফিরায়।
অবহেলা-রূপে গদা মারে সৈন্য গায় ॥
একে তো বলাই তাহে মারে গদাবাড়ি।
রাশি রাশি ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
যার অঙ্গে ঠেকে গদা সেই তেজে প্রাণ।
বড় বড় রথী পড়ে অশ্ব গজ যান ॥
গদাঘাতে কোটি কোটি রথ হৈল চূর্ণ।
করিবর অশ্বমুণ্ড হৈল ছিন্ন ভিন্ন।
হস্ত পদ কাটা কার পড়ে রাশি রাশি।
বহিছে শোণিত-নদী সব যায় ভাসি ॥
দন্তবক্র জরাসন্ধ মহা-পরাক্রম।
অনেক করিল যুদ্ধ বৃথা হৈল শ্রম ॥

বিপক্ষ রাজগণের পলায়ন।

যতেক নৃপতিগণ সৈন্য-কাটা হৈয়া।
বিদর্ভ-নগরে গেলা রণে ভঙ্গ দিয়া ॥
যথা শিশুপাল আছে হাতে বান্ধা সূত।
দন্তবক্র জরাসন্ধ তথা উপনীত ॥

শিশুপালকে প্রবোধ-দান ও রাজগণের মনস্তাপ।

শিশুপালে কহে ফিরি যাহ নিজালয়।
দুঃখ না ভাবিহ মনে হারি পরাজয় ॥
কখন সংগ্রাম জিনি কখন বা হারি।
ইহাতে সুবুদ্ধি লোক শোচনা না করি ॥

সপ্তদশবার হারিলাম কৃষ্ণ-হাতে।
তবু একবার তারে না পারি জিনিতে ॥
তোমার কারণে যুদ্ধে হারিলাম সভাই।
তবু দণ্ড দিব কভু লাগ যদি পাই ॥
কিন্তু এই তাপ জাগে হৃদয়-মন্দিরে।
কন্যা লৈল বসু-সুত (১) যেতে হলো ফিরে ॥
কন্যা বলে কন্যা নয় ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
বিধির লিখন নাই ইথে অনুমানি ॥
শুনি দামুঘোষ-সুত হৈল মৃত্যুপ্রায়।
নাহি চাহে কারু পানে অধোমুখে রয় ॥

শুনিয়া ভীষ্মক রাজা নাচে ঘুরি ফিরি। রাজার আনন্দ।
সত্য সত্য কৃষ্ণ মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধকারী ॥
তবে ত ভীষ্মক-সুত রুক্মী মতি মন্দ।
শুনিল রণেতে ভঙ্গ দিল নৃপবৃন্দ ॥
মোর ভগিনী লয়ে যায় গোয়ালা-নন্দনে। রুক্মীর প্রতিজ্ঞা।
এ দুঃখ সহ্য নাকি হয় মোর প্রাণে ॥
শুনহ নৃপতিগণ প্রতিজ্ঞা আমার।
রণে না জিনিলে দেশে না আসিব আর ॥
যদি কৃষ্ণে জিনি ভগিনী আনিবারে পারি। রুক্মীর যুদ্ধ।
তবে নিজ-রাজ্যে আসি হব দণ্ডধারী ॥
রণে চলে রুক্মী এক অক্ষৌহিণী দলে।
করিএ গভীর সজ্জা মার মার বলে ॥
ক্রোধবলে গিয়ে করে বাণ-বরিষণ।
বিন্ধিতে কৃষ্ণের অঙ্গ চোক চোক বাণ ॥
কৃষ্ণে মারিবারে করে বাণ-বরিষণ।
লীলায় গোবিন্দ করে বাণ-নিবারণ ॥
বহু পরাক্রম করি করিছে সংগ্রাম।
তা দেখি হাসেন দুই কৃষ্ণ বলরাম ॥
কৃষ্ণে মারিবারে যদি মনের প্রয়াস।
একত্রে ধনুকে বাণ যুড়িল পঞ্চাশ ॥

(১) বসুদেবের পুত্র।

দশ দশ অশ্বপরে দশ সারথিরে।
লাগালেকে দশ দশ কৃষ্ণের উপরে ॥
অবলীলারূপে হরি বাণ সম্বরিয়া।
রুক্মীর করের ধনু ফেলিল কাটিয়া ॥
পুনঃ পুনঃ লয় ধনু কাটে দামোদর।
দেখিয়া ভীষ্মক-সুত হইল ফাফর ॥
শেল শূল জাঠা জাঠী পরিঘ পট্টীস।
যত নিক্ষিপএ রুক্মী কাটে জগদীশ ॥
পুনর্ব্বার কৈল হরি বাণ অবতীর্ণ।
তুরঙ্গ সারথি মৈল রথ হৈল চূর্ণ ॥
বিরথি হইয়া বীর নাম্বি ভূমিতলে।
খড়্গ লয়ে করে ধরি রণ করি বোলে ॥
রুক্মিণী-হরণ-কথা শুনিতে উল্লাস।
শ্রীগুরু-চরণে কহে নরহরি দাস ॥

রথ অশ্ব সারথি বিহীন ধনুর্ব্বাণ।
তথাপি ভীষ্মক-সুত ক্রোধেতে অজ্ঞান ॥
খড়্গা ধরি যায় রথ অশ্ব কাটিবারে।
তা দেখি গোবিন্দ তখন কুপিল অন্তরে ॥

মারিব মারিব বলি করে লইল বাণ।
তা দেখি ভীষ্মক-সুতা কম্পিত পরাণ ॥
সকাতরে কৃষ্ণে কহে ধরিয়া চরণ।
না বধ না বধ প্রভু ভেয়ের জীবন ॥
যদি দুষ্টমতি তবু মোর সহোদর।
প্রিয়া-বাক্যে নিধন না কৈল দামোদর ॥
অসি চর্ম্ম কাটি তারে বান্ধি নাগপাশে।
খুরূপা বাণেতে তার মুঁড়াইল কেশে ॥

রুক্মীর প্রাণ-রক্ষা।

হেন কালে আইল তথা রেবতীরমণ।
কৃষ্ণেরে গর্জ্জিয়া কিছু কহেন বচন ॥
শুনহ গোবিন্দ একি দেখি তব জ্ঞান।
নূতন কুটুম্বে এত কর অসম্মান ॥

একে ত ভীষ্মক-সুত রণেতে পারগ।
পুনঃ সম্বন্ধেতে হৈল তোমার শ্যালক ॥
মুক্ত করি দিল রাম ভীষ্মক-কুমারে।
যাহ নিজালয় দুঃখ না ভাব অন্তরে ॥
বরঞ্চ মরণ ভাল ছিল কৃষ্ণ-বাণে।
মরণ অধিক হইল শ্রীরাম তোষণে ॥
রুক্মী-সঙ্গে ছিল এক অক্ষৌহিণী সেনা।
কৃষ্ণ সব বিনাশিল নাহি এক জনা ॥
কেবল একক রুক্মী লজ্জায় আতুর।
প্রতিজ্ঞা নিমিত্তে নাই গেলা নিজ পুর ॥
বসতি করিল গিয়া ভোজকট দেশে।
এখানেতে জয়ী হৈয়ে রাম হৃষীকেশে ॥
রণজয়ী বাদ্য বাজে কৃষ্ণ জয় জয়।
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ চলে নিজালয় ॥
নৃপতি সকল গেল নিজ নিজ পুরে।
শিশুপাল গেল যেন চোর যায় ঘরে ॥
যত যদুদল-সঙ্গে প্রবেশিল পুরী।
চরণে শরণ মাগে দাস নরহরি ॥

কবিশেখরের কৃষ্ণ-মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপিকাগণের বিলাপ ও কৃষ্ণ-অন্বেষণ।

এতেক বিলাপ করি বিরহ-সন্তাপে।
সব তরু লতা দেখি পুছয়ে প্রলাপে ॥
জাতী যূঁই মালতী সেউতি মালী কুন্দে। — তরুলতার নিকটে প্রশ্ন।
বিরহিণী গোপীরে কি হাস নানা ছান্দে ॥
হের একে একে করি সভার (১) বন্দন।
কহ কে দেখিলা মোর নন্দের নন্দন ॥
মাধবী তুলসী সহ তোমারে সুধাই।
তোমা সভা অগোচর না যাব কানাই ॥

---

(১) সভার—সকলের।

পূরব দেখিঞা রাখ লই যশোমান।
কান্দিয়া অভাগী গোপী মাঁগে জীউ দান ॥
হেন বোলে সেই এক মাধবীর তলে।
লক্ষণে চিনিল প্রভুর চরণ-কমলে ॥

কৃষ্ণপদ-চিহ্ন দর্শন।

প্রাণ পাইল করি পদচিহ্ন ভালে।
দেখিতে না দেখে কেহো লোহের হিল্লোলে ॥
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন ভালে সব গোপীজনে।
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে ॥
সে হেন কেশের রাশি ধূলাএ ধূসরে।
গাএর বসন কেহো ভালে না সম্বরে ॥
সেই চরণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি।
বিরহে বিদহে গোপী বলেঁ চাটু বাণী ॥
অভাগী গোপীরে দয়া করিলে কি লাগি।
কি দেখি আপনে এত হইলে নিরপেখি (১) ॥
তুহি দেব-দুর্লভ গোপিনী বনচারী।
তাহে দোঁহে নেহা (২) যেন চাঁদ চকোরী ॥
ইথে পাএ পাএ গোপী তার হাত ঘাটি।
বিচারিতে তোমাকে কোথাহ নাহি আঁটি ॥
দয়া দেখি গোপীরে মোর সহ দোষ।
ভাঙ্গিতে পারিলে নাহি ভাঙ্গি মধুকোষ ॥
এত নানা বিষাদ করিঞা গোপনারী।
প্রাণপণে যায় কানুপদ অনুসারি ॥
সুবর্ণ ভূমিতে নানা কুসুম-পরাগে।
তাহে মকরন্দ-বিন্দু রহে লাগে লাগে ॥
তাহার উপরে শোভে কৃষ্ণের চরণে।
রসের সাগর যেন কমলের বনে ॥

রাধামাধব-মিলন-কুঞ্জ।

তবে সভে উত্তরিলা সেহ কুঞ্জ ঘরে।
রাধিকা মাধব যথা করিল বিহারে ॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখিলা বিরহ-উপচারে।
দেখিঞা নবীন নানা কেলি পরচারে ॥

---

(১) উদাসীন। (২) স্নেহ।

হরিষ বিষাদে গোপী পড়িলা পাথারে ॥
রাধার-সোহাগ-কথা সভাই বাখানে।
নিশ্বাস ছাড়িয়া গোপী বসিলা গোপনে ॥
কহে কবিশেখর বিরহ অবতার।
গরবে (১) না পাই কভু নন্দের কুমার ॥
গোপাল-বিজয়-কথা শুনিতে মধুর।
বিরহ-নিকটে কৃষ্ণ রহে ভাবপুর ॥

কেহো যবে কোথাএ শুনিল পিক রাএ।
কৃষ্ণ-বেণুধ্বনি বলি ত্বরিতায় ধাএ ॥
পিক দেখি নিশ্বাস ছাড়িয়া পুছে বাত।
এ পথে দেখিলে যাত্যা (২) মোর প্রাণনাথ ॥
তোমা হেন শ্যামল মধুর দরশনে।
তোমা হেন বনপ্রিয় মধুর বচনে ॥
তুমি যেন মধুমত্ত অরুণ-নয়নে।
গোপীর পরাণ নিঞা রহো কোন বনে ॥
হেন বেলে (৩) কথো দূরে দেখিল মধু তমালে।
মলয়-পবনে ঘন পল্লব চঞ্চলে ॥
তাহে কুহুরব শুনি হেন অনুমানে।
দয়ার গোপীরে প্রভু দেই হাতসানে ॥
এত আশে গোপী ধাএ বিরহের জ্বালে।
আলিঙ্গন দিঞা দেখি তরুণ তমালে ॥
হতাশ হইঞা গোপী পড়ে ভূমিতলে।
আসপাশ ভাসি গেল লোহের হিল্লোলে ॥
রূপের উপমা নাহি গুণের নাহি সীমা।
পহিল যৌবন তাহে অতুল মহিমা ॥
রসিক-মুকুটমণি নাগর-শেখর।
তিন লোকে দুর্লভ সহজ মনোহর ॥
এত দেখি শুনি তাহে বাঢ়াইল নেহা।
না দেখিল ঘর পর না দেখিল দেহা ॥
কারে কিবা দোষ দিব কর মধ্যে আই।
হেন মতে না পাইল সে হেন কানাঞি ॥

(১) অহংকার দ্বারা। (২) যাইতে।
(৩) বেলে = বেলায় = সময়ে।

কিবা মনে পড়িল সে কানুর চরণ।
হেন দুঃখ উঠে ঝাঁট হউক মরণ ॥
আলতা-রসে রাঙ্গল মৃদু পদতলে।
পুলক কণ্টক ভয়ে না দিএ পয়োধরে ॥
সে হেন চরণ একেশ্বর ভ্রমে বনে।
দুঃখের উপরে দুঃখ সহিব কেমনে ॥
না জীব না জীব সখি কানুর বিরহে।
জানিল পরাণ আধ তিলেক না রহে ॥
এত বলি গোপীজন ভূমে ঢলি পড়ে।
আপন আহুতি দিল বিরহ অনলে ॥

প্রেমের পরীক্ষা।

তরুণ করুণাময় দেব গোপী রাএ।
কালা দূরে ত্রিভঙ্গ মধুর বেণু বাএ ॥
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরখিল প্রেম।
কষ্টিপাথরে যেন কষি নিল হেম ॥
গোপাল-বিজয়-মাঝে এই বোল বড়।
বিনি না দ্রবিলে ধাতু নাহি হয় যোড় ॥
আরতি-ইন্ধন জ্বালে বিরহ-অনলে।
ছান সোণা খাওইঞা শুদ্ধ কর জ্বালে ॥
দৃঢ় প্রেম-সোহাগে ঝালিহ ভাল মতে।
তবে সে যুড়িহ কৃষ্ণ মনের সহিতে ॥
মন্দ সুবর্ণে কভু যোড় নাহি রহে।
রায় শেখর তাহে দেখিল কথা কহে ॥

হরিদাসের মুকুন্দ-মঙ্গল।

প্রায় ২০০ বৎসরের একখানি প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহার।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র জগত-জীবন।
কানন-ভোজন লাগি করিলেন মন ॥
শিঙ্গা-রবে সঙ্গী সবে সঙ্গেতে ডাকিয়া।
বাহ্যাইল ঘর হৈতে বৎস সব লয়্যা ॥

শুনিঞা শিঙ্গার রব জয় জয় বলি।
চলিলা রাখাল সব হৈঞা কুতূহলী ॥
শিকাএ ভরিয়া নিল বহু উপহার।
মুরলী বিষাণ বেত্র বেণু বীণা আর ॥
সহস্র অধিক বৎস একেক শিশুর।
চালাইঞা চলে বনে আনন্দ প্রচুর ॥
অসংখ্য কৃষ্ণের বৎস সঙ্গে মিশাইল।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎস সঙ্গে মিলি নিল ॥
চন্দ্রমণ্ডল হেন বৎসের বরণ।
ক্ষুর-ধূলি উড়ি উড়ি ঢাকিল গগন ॥
সহস্র সহস্র শিশু মেলি করিঞা।
মদনমোহন চলে বাছুর লইঞা ॥
নীল পীত রাঙ্গা ধলা মনোহর অঙ্গ।
বিনোদ রাখাল সব করে নানা রঙ্গ ॥
চরান বাছুর সভে করেন বিহার।
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে বার বার ॥

নানা ফুল ফুটিয়া আছএ বৃন্দাবনে।
তুলিয়া সভার বেশ করে শিশুগণে ॥
মাএ পরাইল রত্ন মুকুতার হার।
আর কত আভরণ সুবর্ণ বিকার ॥
তাহার উপর পরস্পর শিশু মেলি।
নবীন পল্লব ফুল ফল তুলি তুলি ॥
চূড়ায় চম্পক কেলিকদম্বের কলি।
শ্রবণে পরিল সভে নবীন মঞ্জরী ॥
নানা ফুল গাঁথিঞা পরিল বনমালা।
মদনমোহন-রূপে বন কৈল আলা ॥
অঙ্গের সৌরভ পায়্যা ধাএ মত্ত অলি।
নব বেশে সখা সঙ্গে কৃষ্ণ করে কেলি ॥
শিকাদি করেন চুরি শিশু পরস্পরে।
দেখিলে ফেলিয়া দেয় অতি দূরতরে ॥
কৃষ্ণ যদি যাব বন-শোভা দেখিবারে।
বালক সকল হেথা করেন বিচারে ॥

কে আগু ছুঁইতে পারে ইহা বলি ধাএ।
আমি আগু ছোঁব বলি কেহো ধায়্যা যাএ ॥
বেণুবাদ্য করে কেহ কেহো শিঙ্গারব।
ভৃঙ্গ সনে গান করে কেহ শিশু সব ॥
বকরূপ হৈয়া কেহ করএ গমন।

*　　*　　*　　*

ময়ূরের বেশ ধরি কেহো কেহো নাচে।
নটবর রঙ্গে কেহ নাচে কাছে কাছে ॥
বানর বালক গাছ উপর বসিঞা।
উলমিছে (১) কেহো কেহো লাঙ্গূল ধরিয়া ॥
লাঙ্গূল ধরিয়া কেহ গাছ-পর যায়।
বানরের মুখ করি তারে আলিকায় (২) ॥
লাফালাফি করে কেহো বানরের সনে।
অল্প স্রোতে ঝাঁপ দেয় ভেকের সমানে ॥
নিজ-চ্ছায়া দেখি ভঙ্গী করে তার সনে।
প্রতিশব্দ শুনি শব্দ করে ঘনে ঘনে ॥
কৃষ্ণ সনে কেহো কেহো হাতাহাতি করি।
নাচে গাএ শিশু সব আপনা পাসরি ॥

দৈবকীনন্দনের গোপাল-বিজয়।

দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি ছিল "কবিশেখর"। ইহার পিতার নাম চতুর্ভুজ এবং মাতার নাম হরাবতী। ইনি "গোপাল-চরিত" নামক মহাকাব্য, "কীর্ত্তনামৃত" নামক সংগীতমালা এবং "গোপাল-বিজয়" নামক নাটক রচনা করেন। গোপাল-বিজয়ে তিনি ভাগবত-বহির্ভূত অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া নিজে ক্ষমা

---

(১) অবতরণ করিতেছে।　　(২) ভেঙ্চায়।

চাহিয়াছেন। (১) গোপাল-বিজয় প্রাচীন সাহিত্যে সম্মানিত স্থান পাইবার যোগ্য। যে পুথি হইতে নিম্নের অংশ নকল করা হইল তাহা ১৭০১ শকের (১৭৭৯ খৃঃ) লিখিত।

গ্রন্থ-সূচনা।

মঙ্গলাচরণ।

একে একে দেবতার কত নিব নাম।
নারায়ণ-চরণে আমার পরণাম॥
এক সুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার।
তেন নারায়ণ শব্দের অবতার॥
প্রসঙ্গে কহিব বেদ পুরাণের সার।
পণ্ডিত মুরখে সব বুঝিহ বিচার॥
যেন সব নদ নদী সমুদ্রকে যায়।
তেন সব দেব-পূজা নারায়ণে পায়॥
মুরখের ঠাঞি সব শ্লোক বিফল।
বানরের হাতে যেন ঝুনা নারিকেল॥
জ্ঞান না থাকিলে সব বুঝয়ে পাষণ্ড।
বিনি দণ্ডে কি করিব সেই ইক্ষুদণ্ড॥
সহজেই কলিকালে মুরখ অপার।
পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার॥

---

(১) "আর একখানি দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার॥
অবিচারে আমাতে না দিও দোষ-ভার।
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার॥
তবে মহাকাব্য কৈল গোপাল-চরিত।
তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত॥
গোপীনাথ-বিজয় নাটক কৈল আর।
তমু গোপাবেশে মন না পূরে আমার॥
তবেই পাঁচালী করি গোপাল-বিজয়ে।
বৈষ্ণবের পদরেণু করিয়া হৃদয়ে॥
সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুল শীল জাতি॥"

কলিযুগ।

কলিতে বিপ্তায় চমু (১) বাঢ়ায় অহঙ্কার।
পুথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জ্জিবার॥
সব পব ভাবিয়া আপন নাম করে।
নানা পরকাবে পোষে নিজ পরিবারে॥
হেন মত কলিকালে পণ্ডিতের ব্যবহার।
নরদেহ ধরি যেন বুলে অহঙ্কাব॥
লোক রঞ্জিবারে করে আচার বিচার।
মনশুদ্ধি নাহিক আটোপ (২) মাত্র সার॥
একেতে অধিকাব নাই তাষার বিচার।
বুঝিয়া মরম অর্থ করি ব্যবহার॥

প্রাকৃত ভাষার গুণাগুণ।

লৌকিক (৩) বলিয়া না করিহ উপহাসে।
লৌকিক মন্ত্রে সিদ্ধ সাপেব বিষ নাশে॥
তেন (৪) কলি-বিষ নাশে লৌকিক কীর্ত্তনে।
নাম দেব করিবা নিকট পরণামে॥
পণ্ডিত সব যত পঢ়ে ভাগবত পুরাণে।
কেবা না বুঝয়ে লোক লৌকিক আখ্যানে॥
সে অর্থ বুঝিতে ফল পাই বা না পাই।
সেই সব বিচার বুঝহ তার ঠাঞি॥
যে জন পণ্ডিত বলি ধরে অহঙ্কারে।
পুরাণ ভাগবত তার আছে ভারে ভারে॥
যে জনার অধিক নাহিক বিপত্তি।
গোপাল-চরণে তার থাকুক ভকতি॥
ভাষাদোষ না বাছে ভাবনা (৫) মাত্র জানে।
রসের বচন তুই রহিয়া বাখানে॥
কিবা মোর হেন যারা আছে গুণবন্ধে।
তার লাগি করিব পাচালী প্রবন্ধে॥
ভাবুকের পরায়ণ যোগীর সব রস।
রসিক জনের যেন মূর্ত্তিমান্ রস॥

---

(১) দ্বিগুণ। (২) গর্ব্ব।

(৩) লৌকিক (প্রাকৃত) ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিলাম, বলিয়া উপহাস করিও না। (৪) সেই প্রকার।

(৫) যিনি শুধু ভাব মাত্র পরিগ্রহ করেন।

ইহলোকে পরলোকে হিত উপদেশ।
গোপালদেবের কেলি কৌতুক বিশেষ॥
বিষয়ীর প্রাণধন বৈরাগীর ফল।
বৈষ্ণব জনের ভাণ্ড সভার সকল॥
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই।
কি রস চিনির কোণা জিহ্বায় ছোয়াই॥
রসিক জনেই জানে রসের চাতুরী।
জিহ্বা বিনি কোন অঙ্গ না লয়ে মাধুরী॥
যাকে যার অভিরুচি সেসি (১) তারে ভায়ে।
পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে॥
সব কালে সম্পদে কোথায়ও নাহি যায়।
সকল মধুরে কেহো কিছু নাহি পায়॥
সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাঁথে মালী।
সর্ব্বক্ষণ মধুর না কুরুলে কোহিলি॥ (২)
সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি সিধি।
অমৃত উগারি বিষ উগারে পয়োধি॥
হেন মতে দোষ গুণ দেখিয়া সংসারে।
দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে॥

মথুরা-বর্ণন।

অচ্ছিদ্র মথুরা-পুরী নাম মনোহর।
যাহার তুলনা নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর॥
মরকত-মণিতে বান্ধিল ঘাট বাট।
সুবর্ণ-রচিত ঘর রত্নের কপাট॥
চূড়ার কলসে পরশিল শশধরে।
মেঘের বিশ্রাম-ধাম রজত প্রাচীরে॥
সুগন্ধি কুসুম বলি যার নাম আছে।
সে সব রোপিল আবাসের কাছে কাছে॥
স্ফটিকে বান্ধিল কেলি-সরোবর কাছে।
মাণিকে রাখিল পারিজাত গাছে গাছে॥

কংসের রাজধানী।

(১) তাহা সে তাহাকে।
(২) সর্ব্বদা কোকিল কুহরিলে তাহা মধুর হয় না।

কেতকী-কুসুম-ধূলি দেখিয়ে নগরে।
যে অঙ্গে দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।
না জানি বিধাতা জানে কত পরকার॥
না দেখিল গায়ে বিনি সুগন্ধি-চন্দনে।
কর্পূর তাম্বুল বিনি না দেখি বদনে॥
সুগন্ধি-কুসুম বিনি না দেখিএ কেশে।
মদন সহিত কিছু না দেখি বিশেষে॥
সভেঞি সুন্দর আরো মনোহর ভাতি।
বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি॥ (১)

রজনীতে ভয় কিছু নাহি পুরজনে।
হাতে ধনু নগরে জাগএ পাঁচ বাণে (২)॥
পথের দোপাশে সারি সারি রামকলা।
লম্বে হেম-কলস উপরে জয়মালা॥
কৌতুকে নাগরী সব দেখে চন্দ্রসারে।
মদনে পাতিল যেন চান্দের পসারে॥
যবে সে রাবণ যেন হএ দশমুখ।
তবে কিছু অনুভই মথুরার সুখ॥
হাটে কলরব শুনি হেন লয় মনে।
পুনরপি কেবা করে পয়োধি মথনে॥
ব্রহ্মাতে যতেক মনে করিবারে নারে।
তভু অন্ত নাই সব একেক পসারে॥
যেখানে পসরা লোক তার কাছে কাছে।
মধুয়ে বেটিয়ে (৩) যেন মধুমাছি আছে॥
জন-কলরবে কেহো কারো না শুনে বচনে।
আখরে লেখিয়া দেই যার যেই কামে॥
মথুরা-মহিমা কেহো কহিতে না জানি।
কংসরাজার যেই খানে রাজধানী॥

কংস-ভয়ে দেবগণের দুরবস্থা।

ব্রহ্মাএ যাহার ডরে জপমালা করে।
মহেশ যাহার ডরে ভিক্ষুক আচরে॥

---

(১) সর্ব্বশ্রেণীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দর্শনে কোন পার্থক্য বুঝা যায়না। (২) কামদেব। (৩) বেষ্টিয়া।

ইন্দ্র সে যাহার ডরে সুমেরু-শিখরে।
দশদিগ ভালিতে সহস্র আখি ধরে॥
যমের মহিষ বৃষ মহেশের নিঞা (১)।
কুবেরের ধন আনে শকট ভরিঞা॥
দান-পরিবাদ-ভয়ে বলি রসাতলে।
মাথার মণির ভয়ে বাসুকি পাতালে॥
যাহার প্রতাপ-তাপে সমুদ্র শুষিল।
নিজ মদ-গর্ব্বজলে পুনঃ তা পূরিল॥
তেঞি সে আজিহো নাহি হয় জল শুধি (২)।
সভেঞি মলিন জল দেখিএ জলধি॥
কংসরাজ-ভয়ে বন্দি যথাবিধি জলে।
বিনি ধুমে অগ্নি জ্বলয়ে ঘরে ঘরে॥
অগ্নির যাতনা কহিতে না যুয়ায়।
যেই যেন মত বলে তেন মত হয়॥
কুসুম-পতন-ভয়ে যার উপবনে।
চামরের বায় বিনি বহয়ে পবনে॥
সর্ব্বকাল সুপূর্ণ উজএ শশধরে।
দেবে হো না খায় অংশ কংসরাজ-ভয়ে॥
যার বন্দি জল নয়নাঞ্জন জলে।
আজিহো যমুনা বলি রহে ক্ষিতি-তলে॥
উচারিল জলনিধি যার মথনের ভয়ে।
হইয়া শরণাগত পরিখা বোলায়ে॥
হিমালয় ধবল যাহার যশোরায়ে।
যার যশ ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষীরোদ বোলায়ে॥
যার বল প্রতাপে পৃথিবী টলবলে।
তাহার তুলনা দেউক মন বাউলে॥

কথার হাতের শঙ্খ দর্পণেতে দেখি।
কংসের কথা শুনিলে আনের কথা লেখি॥
আর কি কহিব যার বধের কারণ।
অজ হঞা গর্ভবাস কৈল নারায়ণ॥

---

(১) যমের মহিষ এবং শিবের বৃষ লইয়া। (২) শুদ্ধি।

গোপাল-বিজয় নর শুন মনোহরে।
বিনি নায়ে পার হবে সংসার-সাগরে॥
কহে কবিশেখর সংসার পরিহরি।
মথুরার লোক দেখে আপন আঁখি ভরি॥

অভিরাম দাসের গোবিন্দ বিজয়।

(রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দী।)

২০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দাবাগ্নি-নিবারণ।

এমন শ্রীবৃন্দাবন যমুনার মাঠে।
রাম কানু প্রত্যহ চরান ধেনু গোঠে॥
তপ্তানিল সঘর্ম্ম নিদাঘ-ঋতু কাল।
চরায় গোধন যত গোবিন্দ গোপাল॥
দক্ষিণ আবর্ত্তে বায়ু বহে সেই বনে।
দাবাগ্নি।
আচম্বিতে দবদাহন জন্মিল কাননে॥
চারিদিগে দাবানল পুড়ি ধায়।
মধ্যে গোপাল সব গোধন চরায়॥
প্রতপ্ত প্রচণ্ড অগ্নি বড়ই বিপক্ষ।
প্রাণ-ভয়ে বন-জন্তু ধাএ কত লক্ষ॥
ব্যাল ঘৃষ্টি মর্কট মহিষ ঋক্ষ সৈল্য।
ত্রাসে ধায় উভে পুচ্ছে সভয় বৈকুল্য॥
উর্দ্ধ-মাথে উভ হাতে কৃষ্ণ পানে চাঞা।
মুখে না নিঃসরে কথা কাঁদে দূরে রঞা॥

কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ অগ্নি লএ প্রাণ।
ঠাকুর কৃষ্ণ মোর কর পরিত্রাণ॥
শিশুদিগের সকাতর প্রার্থনা।
যত যত গোপ-শিশু ধেনু লাখে লাখ।
পালাইতে পথ নাই পড়িল বিপাক॥
চারিদিগে বেড়ায় অগ্নি পালাইতে নাঞি।
এবার কেমনে ভাই রাখিবে কানাঞি॥

বিষ জল খাঞা প্রাণ গেল সভাকার।
না জানি কেমন মন্ত্রে করিলে উদ্ধার ॥
অজাগর গরাসিলেক তাহে জীয়াইলে।
এবার বিষম ভাই সঙ্কটে পড়িলে ॥
চারিদিকে অনল-পর্ব্বত ভয়ঙ্কর।
পালাইতে পথ নাই পড়িল পাথর ॥
এত দিনে অনলে পুড়িয়া প্রাণ যায়।
তোমা বিনে গতি নাই না দেখি উপায় ॥
অনলে পুড়িয়া মরি নাই দুঃখ হৃদি।
তোমা হেন আর নাথ না মিলাব বিধি ॥
না জানি কানাই ভাই কিবা মায়া জানে।
ঐ গুণে পুড়্যা মরি না পুড়ি আগুনে ॥
আমরা পুড়িঞা মরি তার নাঞি দায়।
পাছে আগুনের আভা লাগে তোমার গায় ॥

কি জানে বনের পশু পীরিতি কি বুঝে।
তবে কেনে তোমার পীরিতে মন মজে ॥
হের দেখ ধেনু সব বাচ্ছা লঞা কোলে।
তোমা পানে চাঞা সব কান্দিছে আকুলে ॥
হের দেখ বন-জন্তু উভ মুখ হঞা।
কান্দিছে সকল পশু তোমার মুখ চাঞা ॥
মরি মরি কানু ভাই তারে নাঞি যাই।
মইলে (১) তোমার লাগ পাছে নাঞি পাই ॥
অনেক জনম তপ কর্যাছিলু দেখি।
তোমা হেন ঠাকুর পাইল এই তার সাথী ॥
যে হোক সে হোক কৃষ্ণ আমা সভাকার।
তুমি মেনে প্রাণ লঞা যাহ আপনার ॥
নন্দ-যশোদার প্রাণ গোকুলের চান্দা।
সভাকার প্রাণ তোমার ঠাঞি বান্ধা ॥
বলিতে বলিতে কানু আইলা নিকট।
তরাসে বরজ-শিশু করে ছটফট ॥

---

(১) মরিলে।

শিশুর কাতর দেখি কমললোচন।
নাক দিয়া শাঁস দিল অনলে তখন ॥

ধরিঞা অনল কৃষ্ণ করিল অঞ্জলি।
পাবক করিল পান দেব বনমালী ॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি নির্ম্মল সকল।
অমর-মণ্ডলে হৈল গোবিন্দ-মঙ্গল ॥
অনিঃসর-বচন (১) হইল গোপ-শিশু।
আনন্দে সিঞ্চিত হৈল কাননের পশু ॥
তৃপ্ত হৈল গগনে স্বয়ম্ভু নির্জ্জর
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে।
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাস ভণে ॥

প্রলম্বের উদ্যোগ।

কৃষ্ণের মহিমা-কথা গোপাল বালকে।
প্রতি ঘরে ঘরে কহে গোকুলের লোকে ॥
শুনিঞা আশ্চর্য্য কথা সভার বিস্ময়।
মনুষ্য-শরীর কৃষ্ণ কদাচিৎ নয় ॥
এমন বিষম অগ্নি কেবা করে পান।
কাহার সাহস তাই এমন বন্ধান ॥

কংসের মৃত্যুভয়।

দাবাগ্নি-মোক্ষণ কথা শুনি রাজা কংস।
ক্ষণে ক্ষণে সচকিত ভোজরাজ-বংশ ॥
জানিল নিকট মৃত্যু নাহিক অন্যথা।
কি আর সাধিব কার্য্য কারে কব কথা ॥
আপনার ভুজ-পরাক্রম বলবানে।
জয় কৈল সুরাসুর যক্ষ নাগগণে ॥
হেন রাজ-চক্রবর্ত্তী কংস নাম ধরি।
রহিল এ দুঃখ মনে গোপ-হাতে মরি ॥
ধিক্ ধিক্ আমার বলের অহঙ্কারে।
ধিক্ মোর পাত্রমিত্র [illegible] ॥

(১) [illegible]

যত কৈল পুরুষার্থ [illegible] নিপতে।
অপমৃত্যু হয় কিনা [illegible] হাতে ॥
এতেক শুঙবিঞা [illegible] অধীর।
দেখিয়া [illegible]।

হেনকালে প্রলম্ব উঠিল যোড়হাতে।
অবধান নরপতি কি হেতু মন ব্যগে ॥
শুনিলে তোমার ভয় শত্রু পায় আশ।
কার ভয় এ জগতে আমি যার দাস ॥
পাইলে আদেশ যাই গোকুল-নগরী।
অবহেলে মারিব সাধিয়া দিব বৈরি (১) ॥
শত্রু মারিবারে বল বুদ্ধি দুই চাঞি।
মহাবলবান্ হৈলে শত্রুকে না পাই ॥
যার বুদ্ধি আছে তারে বলবান্ গণি।
নির্ব্বুদ্ধি-জনার বলে কভু না বাখানি ॥
আজি মোরে প্রসাদ করহ কংসাসুর।
কৃষ্ণরে মারিয়া ভয় দিব তিন পুর ॥
প্রলম্ব-আরম্ভ-দম্ভ শুনি কংসরাজা।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে কৈল তার পূজা ॥
যামিনী জাগিয়া দুষ্ট রহে নিকেতনে।
কৃষ্ণ-ভাবে রহে রাত্রি পোহায় কেমনে ॥
মৃত্যুকালে যে পুরুষে যে ভাবনা উঠে।
পুনর্জন্মে সে জনার সেই রূপ ঘটে ॥
গোবিন্দ-পাদারবিন্দ-মকরন্দ পানে।
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাস গানে ॥

---

(১) শত্রুতা সাধন করিব।

নরসিংহ দাসের হংস-দূত।

(রচনা-কাল খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী।

রঘুনাথ দাস ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত হংসদূত প্রণয়ন করেন। নরসিংহ দাস তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দাবন।

এই মত দঢ়াইয়া (১) সব গোপীগণে।
ধীরে ধীরে যান সভে সেই বৃন্দাবনে ॥
যমুনার তীরে গেলা সব সখীগণে।
সেই স্থানে শিশু বৎস দেখিল নয়নে ॥
কোন শিশু ভায়া বলি ডাকে উভরায়।
কেহ কেহ কৃষ্ণের মহিমা-গুণ গায় ॥
হাম্বারব করে কেহ দন্তে তৃণ করি।
তা দেখিয়া আকুল হইলা ব্রজনারী ॥
সেই বন ছাড়ি গেলা নীপ- (২) তরুতলে।
শূন্য দেখি সেই স্থান আপনা পাসরে ॥

সে স্থানে বসিয়া গোপী করে অনুমানে।
এই খানে দেখিলাম রূপ বিকাল বিহানে ॥
পদের উপরে পদ ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আর না শুনিব বাঁশী জলেতে আসিয়া ॥
পীত-ধড়া পরিধান গলে বনমালা।
সেই নীপ-তরুতলে কে হরিল কালা ॥
শিখিপুচ্ছ চূড়ে তার উড়ে মন্দ বায়।
বিধি নিদারুণ হইয়া থুইল মথুরায় ॥
ধিক্ ধিক্ যাউক মোর এ ছার জীবনে।
পীরিতি এমন হবে জানিব কেমনে ॥
এই মত গোপী সব ভাবে কৃষ্ণ-কথা।
কদম্বের তলে আসি পাইল বড় ব্যথা ॥
সেই স্থান ছাড়ি যান অনেক যতনে।
কুঞ্জবনে যায়্যা তবে দিল দরশনে ॥
সেই সে বনের কথা কহনে না যায়।
তাহাতে বসন্তকাল হইল উদয় ॥

গোপিকাগণের বিরহ।

---

(১) দৃঢ় সংকল্প করিয়া। (২) কদম্ব।

হংসদূত-কথা ভাই কেবল বিরহের শোকে।
দাস গোস্বামী ইথে করিলেন শ্লোকে ॥

সেই শ্যাম বন্ধু বিনু বনবাসী হনু।
হৃদয়ে জাগিছে সেই শ্যাম-রূপগুণ ॥
মধুমাস পেয়ে তরুগণ বিকশিত।
নূতন পল্লবে বন অতি সুশোভিত ॥
কাঞ্চন পলাশ ফুল নানা জাতি যূঁথী।
চম্পক নাগেশ্বর আ'র পুষ্প নানা জাতি ॥
নানা জাতি পুষ্পে বন হইয়া বিকশিত।
ভ্রমর বুলয়ে তাথে হয়্যা আনন্দিত ॥
সকল বিরহিগণ হইয়া নম্রবান্।
মন্দ মন্দ মকরন্দ সদা করে পান ॥
মলয় পবন বহে অতি সুশীতলে।
নানা পুষ্পে অলিগণ মধু খায়্যা বুলে ॥
দেখি সখীগণ সব করি অনুমানে।
এক কথা কহি সখি যদি লয় মনে ॥
হেন কালে ভৃঙ্গ উঠি অন্য বনে গেল।
অকস্মাৎ আসি তথা মেঘ উপজিল ॥
তাহা দেখি ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।
দুহে দুহা প্রেমে মাতি আপনা পাসরে ॥
ময়ূরের নৃত্য দেখি বলে গোপীগণে।
বিরহ বাঢ়ল গোপীর কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ বড় নিদারুণ।
তোমার কারণে মোরা ফিরি বনে বন ॥
আমরা অবলা জাতি তাহে বিরহিণী।
তোমার বিচ্ছেদে দেহে না রহে পরাণী ॥
মেঘের বরণ দেখি কান্দে গোপীগণ।
চক্ষু মেলি না দেখিব কালিয়া-বরণ ॥

শ্রীমতীর মূর্চ্ছা।

হেন কালে কোকিলের শব্দ আচম্বিতে।
শুনিঞা রাধিকা দেখি হইলা মূর্চ্ছিতে ॥
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সখী আকুলিত হৈয়া।
কেহো জল আনি দিছে মুখেতে ঢালিয়া ॥

রাধা রাধা করি কেহ [illegible] শ্রবণ কাণে।
কেহ বলে নাইব [illegible] প্রাণে ॥
অগুরু চন্দন চুয়া দেই [illegible]।
পদ্মপত্রে করি কেহ [illegible] দেয় জল ॥
ললিতা বসিলা তারে কোলেতে করিয়া।
কেহ বা দেখয়ে তার কণ্ঠে হাত দিয়া ॥
ধিকি ধিকি করে কণ্ঠে শ্বাস মাত্র আছে।
কেহ বা বাতাস করে বস্যা পাদ কাছে ॥
সতত আছিলা রাই বিরহিণী হঞা।
কুকার্য্য করিনুঁ মোরা বনেতে আসিয়া।
একে সে নিকুঞ্জ তাহে কোকিলের ধ্বনি।
তাহাতে কেমনে প্রাণ ধরে বিরহিণী ॥
বিধি কৈল অবলা যে তাতে [illegible]।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মোর হলা হেন [illegible] ॥
এই মতে [illegible] চৌদিকে বেড়িয়া।
একদৃষ্টে রহে সবে রাই মুখ চাহ্যা ॥
ললিতা ইঙ্গিত কৈল সব সখীগণে।
একখানি কুড়্যা সব করহ নির্ম্মাণে ॥
তাহার আদেশে কেহ আনিল তুরিতে।
নিরমাঞা কুড়্যা সব ছাইল পদ্মপাতে ॥
পদ্মপাতের শয্যা তাহে শোয়াইয়া।
পুষ্প আচ্ছাদনেতে রাখিল রাই লইয়া।

পদ্মপাতের কুটীর।

তবেত ললিতা উঠি করিলা গমন।
যমুনার তীরে গিয়া দিলা দরশন ॥
দাণ্ডাইয়া যমুনার তরঙ্গ দেখিতে।
হেন কালে [illegible] আইলা আচম্বিতে ॥
অতি মনোহর রূপ দেখিতে সুন্দর।
সেই মুখে আইলা হংস [illegible] ॥
আসি উত্তরিলা [illegible] সম্মুখে।
যমুনার জল [illegible] সুখে ॥

হংস-দর্শন।

কুড়্যা এক নিরমাঞা [illegible] তাহে আইলাও শোয়াইয়া
সব সখী থুয়া তার পাশে।

জল নিতে আইলাঙ আমি আসি দেখা দিলে তুমি
বিরহিণীর পূর্ব্ব অভিলাষে॥
ব্রহ্মার বাহন তুমি তোরি নিবেদিয়ে আমি
কৃপা করি করহ আরতি।
দুঃখের বারতা লয়্যা কহগা শ্যামেরে যায়্যা
বনবাসী হৈল কুলবতী॥
তোমা সঙ্গে প্রীতি করি যত গোপ-কিশোরী
কুল শীল সব তিয়াগিয়া।
সুধাইবে যতন করি কি দোষে ছাড়িলে হরি
দেখা দেহ বারেক আসিয়া॥

যেখানে যে কৈল লীলা বালকের সঙ্গে খেলা
তাহা দেখি ফিরে গোপীগণ।
যেঞি তোমা মনে পড়ে ধৈরয ধরিতে নারে
হেন বুঝি হারাই জীবন॥
সেই সে শরৎশশী সদাই থাকিয়ে বসি
তোমা রূপ করিএ ধেয়ানে।
বিষম পীরিতি করি বধিলে আভীর নারী
অপযশঃ হইল ভুবনে॥
মলিন বদন সদা কিবা রাত্রি কিবা দিবা
ফিরে তারা আকুলিত হৈয়া।
তুমি নিদারুণ হলে গোপীগণে পাসরিলে
সুখে আছ মথুরা আসিয়া॥

সংবাদ-প্রদান।

মনের যে দুঃখ যত তাহা বা কহিব কত
কহিতে মরমে লাগে ব্যথা।
পীরিতে ছাড়িলে ঘর তনু হইল জরজর
ভাবিতে গুণিতে গুণ-কথা॥
বার মাসের যত দুঃখ কহিতে বিদরে বুক
গুমরি গুমরি উঠে প্রাণ।
বিধি কৈল অবলা তাহে সহে এত জ্বালা
পীরিতি বিষম বলবান্॥
বিরহ-যাতনা-কথা হংসে কহে শ্রীললিতা
আপনার বিরহ-কারণ॥

জনম গোঙাব সুখে   কখন না পাব দুঃখে
একে একে শুন বিবরণ॥
কুলের আমরা নারী   প্রাণ কি ধরিতে পারি
শ্যাম বন্ধুর না শুনি বচন।
ললিতা কহেন শুন   শুন ভাই সর্ব্বজন
নরসিংহ দাস বিরচন॥

গোপিকার বারমাসী।

কহিয় কানুবে হংস কহিয় কানুরে।
অভাগিনী গোপী তাব মনে নাহি স্মরে॥
শুন হংসবর তোরে করি নিবেদন।
বার মাসের সুখ দুঃখ করহ শ্রবণ॥
পাইল অগ্রাণ মাসে নবীন পীরিতি।
কাত্যায়নী ব্রত করি পাইল কৃষ্ণপতি॥
একে একে গোপীগণ বন্দিল চরণ॥
সেই মাসেতে হইল প্রেমের অঙ্কুর।
এত কি জানিব দুঃখ দিবেক অক্রূর॥

আইল পৌষ মাস হিমের প্রভাবে।
শীত বলি নাহি জানি কৃষ্ণের উন্মাদে॥
সখী চারি পাঁচ মেলি কাখে কুম্ভ করি।
যমুনায় ভরিতাঙ জল চাঁদ-মুখ হেরি॥
জলকেলি গতাগতি করি ঐ ছলে।
সখী সব হইতাঙ জড় কদম্বের তলে॥
শীত বলি না জানিতাঙ শ্যাম সঙ্গে রয়্যা।
এই পৌষে মরে তারা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
একে সে বিরহ-জ্বালা হিম করে তায়।
কহির শ্যামেরে তারা বড় দুঃখ পায়॥

মাঘ মাসে থাকিতাঙ নানান কৌতুকে।
আপনি হইয়া দানী রহিত রাজপথে॥
শ্যাম সঙ্গে মাঘ মাসে রহিতাঙ বসিয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পসরা সাজিয়া॥
অই ছলে কৃষ্ণে বেড়ি রহিতাম বসিয়া।
কত রসকথা কৃষ্ণ কহিত হাসিয়া॥

ক্ষীর ছানা নবনী দিতাঙ চাঁদ-মুখে।
এই রূপে বিহার করিতাঙ নানা সুখে॥
এই মাঘ মাসেতে কান্দিয়ে দিবা নিশি।
আর না শুনিব বাঁশী কদম্বতলে আসি॥
সুখদ কদম্বতলা কালিন্দীর কূল।
প্রাণনাথ বিনে দেখি আন্ধার গোকুল॥

সেই সে ফাগুন মাসে সখী সব সঙ্গে।
দিবা নিশি নাহি জানি থাকি নানা রঙ্গে॥
সেই শ্যাম বন্ধুরে বেড়িয়া গোপীগণে।
আবির কুসুম চুয়া সুগন্ধি চন্দনে॥
দোলনীতে বসাইয়া দোলায় শ্যাম রায়।
কোন কোন গোপী অঙ্গে চামর ঢুলায়॥
বীণা আদি নানা যন্ত্র করিয়া সুতান।
আনন্দে মাতিয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গান্॥
সে সব সুখের দিন ইবে গেল দূরে।
ফাল্গুনেতে কিবা করে শ্যাম মধুপুরে॥
সেই সব লীলারস যেঞি মনে পড়ে।
নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জ্বালে॥

মধু মাসের কথা কি কহিব আর।
এই ত দ্বাদশ বনে করিতাঙ বিহার॥
নানা পুষ্প বিকশিত বসন্ত-সময়।
নবীন পল্লব তরু নম্রবান্ হয়॥
মধুমাসে মত্ত ভৃঙ্গ কোকিলের ধ্বনি।
শ্যাম সঙ্গ বিনে আর কিছুই না জানি॥
নানা ফুল তুলি মালা গাথিতাঙ সদাই।
ইবে মালা কারে দিব কৃষ্ণ হেথা নাঞি॥
তখন ছিল মধু মাস ইবে পাপ হল্য।
কৃষ্ণ বিনে মধুমাস কান্দি গোঙাইল॥
এই সব কথা হংস কহিয় তাহারে।
বিরহিণী রাধা পোড়ে বিরহ-অনলে॥

বৈশাখের তাপ অঙ্গে সহা নাহি যায়।
অগুরু চন্দন আদি দিয়ে শ্যাম গায়॥

কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার জলে।
পদ্ম-উৎপল-মালা দিতাঙ তার গলে॥
দুই চারি সখী কৃষ্ণে কোলেতে করিঞা।
গম্ভীর যমুনা জলে দিথাঙ ভাসাইয়া॥
আড়ি ডুড়ি (১) খায় গোপী মনে ভয় পায়্যা।
পুনরপি যান কৃষ্ণ দয়াবান্ হইয়া॥
জনে জনে তোলে গোপী বাহুতে ধরিয়া।
সাঁতারিয়া যান কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া॥
এই রূপে গ্রীষ্মকালে করি জলকেলি।
কৃষ্ণের বিহনে মোরা জল নাহি হেরি॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের সুখ এইত কাননে।
নানা ফল আদি কৃষ্ণে করাথ্যাম ভক্ষণে॥
নারেঙ্গ ছোলেঙ্গ টাবা আর নারিকেল।
আপনি গোপীর মুখে দিথেন সকল॥
সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে মোরা ফল পানে চায়্যা।
হেট মুখে রহি মোরা মরণে মরিয়া॥

আইল আষাঢ় মাস বরিষা-উদয়।
সদা থাকি কৃষ্ণ সঙ্গে নাহি কোন ভয়॥
নব মেঘ আচ্ছাদিয়া সদা হয় জল।
গোবর্দ্ধনের গুহাতে নির্ম্মাণ কৈল ঘর॥
মনোহর শয্যাতে শয়ন গুণমণি।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে সকল গোপিনী॥
কেহ বা বাতাস করে কেহ চাপে গা।
তাম্বূল যোগায় কেহ চাপি রাঙ্গা পা॥
এ সব সুখেতে গোপী বঞ্চিত হইল।
আমা সভা তেয়াগিয়া প্রাণনাথ গেল॥
আষাঢ়ের মেঘ দেখি মনে করি দুঃখ।
হেদেরে দারুণ বিধি ঘুচাইলি সুখ॥

শ্রাবণ মাসেতে সব সখীগণ সঙ্গে।
দোলনীতে বসাইয়া দোলায় নানা রঙ্গে॥

---

(১) খাবি; পূর্ব্ববঙ্গে "খাবি-ডুবি"।

কখন গোপিকা বৈসে কভু শ্যাম রায়।
চৌদিগে বেড়িয়া গোপী পঞ্চরস গায়॥
সেইত শ্রাবণ মাসে শোকেতে নিদান।
আমা সভার প্রাণ হর‍্যা লয়্যা গেল শ্যাম॥

ভাদ্র মাসের সুখ কি কহিব আর।
যমুনার তীরে নাথ করিতাঙ বিহার॥
একদিন মোরা সব করি অনুমান।
বড়াই প্রমাণ করি সাধি নিজ কাম॥
মাধবী তরুর তলে লয়্যা গুণমণি।
সদাই আনন্দে থাকি কিছুই না জানি॥
সেইত ভাদর মাস পাপ হৈল মোরে।
সব সুখ দূরে গেল কৃষ্ণ নাই ঘরে॥

আইল আশ্বিন মাস শরৎ সময়।
একদিন বিকে যাই তেজি কুলভয়॥
রাধা আদি গোপী বড়াই সঙ্গেতে করিয়া।
যমুনার কূলে সভে উত্তরিলা গিয়া॥
যমুনা গভীর দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে।
চল চল অগো সই ফির‍্যা যাই ঘরে॥
গোঠে থাকি কৃষ্ণচন্দ্র জানিলা কারণ।
নৌকা লঞা গোঠ হতে দিলা দরশন॥
একে একে গোপীরে যমুনা কৈল পার।
আমা সভা দয়া করি হৈলা কর্ণধার॥
এমন পীরিতি ওরে সেই গেলা ছাড়ি।
শূন্য হৈল ব্রজের অভাগী গোপনারী॥

যমুনার জলে যাত্যে যেঞি মনে পড়ে।
এ সব সংবাদ হংস কহিও বন্ধুরে॥
আইল কার্ত্তিক মাস পুণ্যের সময়।
শরৎ পূর্ণিমাশশী হইল উদয়॥
বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে অতি রম্যস্থানে।
মুরলীতে ডাকে শ্যাম ধরি রাধা নামে॥
রহিতে না পারি ঘরে গেলাঙ সেই স্থানে।
একে একে জড় হৈলাঙ সব গোপীগণে॥

শ্যামরূপ হেরি আঁখি পালটাতে নারি।
আনন্দে ফিরিয়া বুলি সব গোপীগণে ॥
এক গোপী এক কৃষ্ণ হৈলা সেই স্থানে।
রাস আদি লীলা করে করি আলিঙ্গনে ॥

অবলার সঙ্গে প্রেম অধিক বাড়ায়্যা।
তাহারে উচিত নহে গেলেন ছাড়িয়্যা ॥
দুকুল ছাড়িয়া মোরা লইলুঁ শরণ।
তাহারে সঁপিলুঁ মোরা এ রূপ-যৌবন ॥
অনাথিনী হইলুঁ মোরা প্রাণনাথ বিনু।
বিরহিণী হইয়া ফিরি লইয়া শুধা তনু ॥
নিশি গেলে চন্দ্র যেন হয়ত মলিন।
কৃষ্ণবিনে তেমতি ফিরিয়ে গোপীগণ ॥
জল গেলে হয় যেন মীনের মরণ।
কৃষ্ণ বিনু তেমতি হইল গোপীজন ॥
প্রাণ গেলে হংস হে শরীরে কিবা করে।
গৃহস্থ ছাড়িলে যেন শূন্য হয় ঘরে ॥
এই তাপে বনবাসী কহিবে সকল।
তোমার কারণে গোপী সদাই বিকল ॥
হংসদূত ইতিহাস গোপীর বচন।
নরসিংহ দাস কহে শুন সর্ব্বজন ॥

শুন হংস কি দোষে ছাড়িলা গুণমণি।
কহিতে সে সব কথা উঠয়ে আগুনি ॥
কেলি-কদম্ব গাছ আছে সারি সারি।
মল্লিকা মালতী যূঁথী নানা আদি করি ॥
রাস বিহারেতে মত্ত হৈলা সখীগণে।
অঙ্গের বসন খসি পড়ে সেই স্থানে ॥

কৃষ্ণে বেড়ি নৃত্য করি ছিলা গোপীগণে।
সেই নৃত্যে নম্রবান্ হইলা তরুগণে ॥
যেই বৃক্ষে হেলান দিয়া ছিলা চন্দ্রাবলী।
ভগ্ন লতা দেখি তবে দেখিবে সাতলি (১) ॥

---

(১) পর্ব্বতের নাম ॥

আর সব সখীগণ ছিলা যত জনে।
কৃষ্ণের বরণ বৃক্ষ দেখিবে সেই স্থানে॥

দেখিবে পুতনা রাক্ষসীরে সেই স্থানে।
পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হয় ঘ্রাণে॥
দেখিবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন মনোহর।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা তাহার উপর॥
তার পিছে রাই-পদ দেখিবে মন দিয়া।
আর সব গোপীগুণ চৌদিকে বেড়িয়া॥
মধুপানে মত্ত হৈয়া গুঞ্জরে ভ্রমর।
কোকিলের ধ্বনি তথা হয় নিরন্তর॥
শুন হংসবর তোমায় কি কহিব আমি।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি শীঘ্র যাবে তুমি॥
সতত বহয়ে তাথে মলয় পবন।
দেখি পাসরিবে তবে যত পরিশ্রম॥

হংসের পথ নির্ণয়।

অতি সে নিগূঢ় স্থল কহিল তোমায়।
বসন্ত-বাতাস তাহে বহয়ে সদায়॥
আপন মনের কথা কহিল যে আমি।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য চতুর বট তুমি॥
অনেক যতনে যাবে সেই বন ছাড়ি।
তাহা বই দেখিবে আভীর-(১) বৃন্দ-নারী॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে দিবানিশী।
কৃষ্ণ বিনে তাহার মলিন মুখশশী॥
নন্দ যশোদা আদি দেখিবে সেই স্থানে।
রামকৃষ্ণ বিনে তারা অন্য নাহি জানে॥
নিরবধি থাকে তারা পথ পানে চায়্যা।
কবে আর দেখিব কৃষ্ণ নয়ন ভরিয়্যা॥
দেখিবে সে নন্দরাণী আছে দাণ্ডাইয়া।
অস্থিচর্ম্ম-সার তার কৃষ্ণের লাগিয়া॥
দেখিতে না পায় রাণী নয়নের জলে।
ক্ষণে কত বার ডাকে কানাই কত দূরে॥

(১) গোপ।

আর তাহে রোহিণী ছাড়িল ব্রজপুরে।
দ্বিগুণ বাড়িল শোক নিবারিতে নারে॥
তা সভারে দেখিয়া কহিবে প্রিয়বাণী।
কৃষ্ণের সংবাদ গো আনিয়া দিব আমি॥

সেই বন ছাড়িয়া যাইবে অন্য বনে।
যেখানে বালক সঙ্গে কর‍্যাছেন ভোজনে॥
সেখানে মলয়-পত্র আছএ পড়িয়া।
দ্বিজপত্নী-স্থানে অন্ন আনিলা মাগিয়া॥
তবেত যাইহ তুমি সেই বন ছাড়ি।
তার পরে দেখিবে গোপের পূর্ব্ববাড়ী॥
সপ্ত দিবস ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টি কৈল।
তথির কারণে নন্দীশ্বরে বাড়ী কৈল॥
এইত পথের দিশা ললিতা কহিল।
হংসদূত-ইতিহাস নৃসিংহ রচিল॥

অচ্যুত দাসের কৃষ্ণ-লীলা।

এই গ্রন্থের একখানি মাত্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে ৪—১৫২ পত্র (প্রত্যেক পত্রে ২ পৃষ্ঠা, সুতরাং মোট ২৯৮ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত আছে। পুথি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে।

অক্রূরের আগমন।

একদিন অক্রূর নামেতে এক জন।
ব্রজেরে (১) আইল করি রথ আরোহণ॥
ব্রজপতি নন্দেরে দিলেন রাজ-লিখা।
শিরোধার্য্য করিঞা নিলেন সেই সখা॥

অক্রূর-দর্শনে নন্দের আনন্দ।

কহিল কি ভাগ্য আজি হইল আমারে।
অনেক দিনেতে তোমা দেখি মোর ঘরে॥
চরণ পাখাল আসুন মহাশয়।
তবেত পুছিব আমি কার্য্যের নিলয়॥
ধন্য ধন্য আমার এইত ব্রজপুরে।
পবিত্র হইলুঁ আজি দেখিঞা তোমারে॥

---

(১) ব্রজে।

যশোদা ও নন্দের পরিতাপ।

ইহা বলি নন্দঘোষ পত্র আউল্লাইল (১)।
পড়িয়া মনের তাপে মূর্চ্ছিত হইল ॥
কি কি বোল বলিয়া ধাইল সর্ব্বজনি।
চেতন করান নন্দ সভে পুছে বাণী ॥
ডাকিয়া কহেন নন্দ শুনহ অক্রূরে।
নরসানি (২) কাটারি দিয়া মার আগে মোরে ॥
তবে দুই শিশু লইয়া যাহ তুমি।
নিশ্চয় জানিল ইবে মজিলাঙ আমি ॥
যশোদা শুনিঞা ধায় আউদড় চুলে।
কে লব আমার শিশু অভাগ্য কপালে ॥
ক্রোধ দৃষ্টি অক্রূরেরে চাহেন যশোমতী।
তুমি ছার নিতে চাহ আমার শ্রীপতি ॥
তোর কংসরাজা মোর কি করিতে পারে।
অধিক হইলে না থাকিমু ব্রজপুরে ॥
আমার দুঃখের ধন সেই রাম কানু।
কি কার্য্য তাহার সঙ্গে মাঠে রাখে ধেনু ॥

বালকগণের কাকুতি।

আর যত গোকুলে আছিল ব্রজবাল।
অক্রূরে দেখিয়া আইল তৎকাল ॥
কহো তুমি মোর সখা নিঞা যাবে কোথা।
না করিহ সাধ মনে মোরা আছোঁ এথা ॥
তবেত অক্রূরে মোরা কৈলু কাকুবাণী।
না লইহ মথুরারে মোর চক্রপাণি ॥
তোমার প্রশংসা মোরা শুনিলুঁ বহুতে।
এই নিবেদন করি তোমার পদেতে ॥

গোষ্ঠ হইতে রামকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন।

সেইত সুশব্দ ধ্বনি অক্রূর শুনিল।
প্রেমেতে গদগদ হইঞা দেখিতে চলিল ॥
সঘনে গলিত ধারা দুইত চক্ষুতে।
কম্পিত শরীর হইঞা না পারে চলিতে ॥

(১) (কংসের পত্র) খুলিল। (২) এক প্রকার কাটারির নাম। প্রাচীন কোন কোন পুথিতে "নরসিংহ কাটারি" পাওয়া গিয়াছে।

পড়িঞা গড়িঞা গিঞা রহে কথো দূরে।
দেখে রাম কৃষ্ণ দুই বালক ভিতরে॥
সর্ব্বাঙ্গে গোখুর (১) রেণু পূরিছে দুহার।
হেরিঞা অক্রূর মনে করিল বিচার॥
কেবল পতিত হেতু জন্ম ক্ষিতিতলে।
দণ্ডবৎ করে পড়ি হইয়া কুতূহলে॥
দেখিয়া অক্রূর কৃষ্ণ তোলে কর ধরি।
আলিঙ্গন দিতে দুহে বহে প্রেম-বারি॥
আনন্দ-সাগরেতে দুহে ডুবে সেই খানে।
বালক সকল দেখি চাহে ঘনে ঘনে॥
এইরূপে রাম কৃষ্ণ অক্রূরে লইঞা।
গৃহেতে প্রবেশ করে অচ্যুত ভাবিঞা॥

রামকৃষ্ণ-দর্শনে অক্রূরের পরম আনন্দ।

কানাঞি বড় রঙ্গিঞা নাগর।
মথুরা যাবেন মনে প্রফুল্ল বিস্তর॥ ধুয়া॥

তবেত গোধন সর্ব্ব তোলাইঞা ঘরেতে।
বসিলা নন্দের কোলে হাসিতে হাসিতে॥
দেখিল বিমনা মাতা পিতা দুই জনে।
পুছিল কি বোল আজি দেখি হেন মনে॥
সঘন চিন্তিত আজি দেখি সর্ব্বলোকে।
ইহার কারণ পিতা কহ একে একে॥

নন্দের কথা।

শোকেতে আকুল নন্দ নাহি স্ফুরে বাণী।
সঘন নিশ্বাস বহে আকুল পরাণী॥
বদন ধরিঞা কৃষ্ণ কহে পুনঃ পুনঃ।
কহ কহ পিতা তুমি ইহার কারণ॥
কান্দিঞা কান্দিঞা নন্দ কহেন কৃষ্ণেরে।
রাজ-আজ্ঞা লইঞা আজি আইল অক্রূরে॥
তোমা দুহা যাইতে রাজা লিখিল যতনে।
ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ তথা করিল আরম্ভণে॥
হাট বাট নগর করিল পুরদ্বারে।
সুবর্ণ-কলস স্থাপে দুয়ারে দুয়ারে॥

(১) গরুর ক্ষুরের ধূলি।

নেত পাট দিয়া সর্ব্ব ঘর আচ্ছাদনে।
এমন কখন বাপু না শুনিল কাণে॥
ঘরে ঘরে পতাকা বান্ধিল শত শত।
এমন না কৈল কেহ রাজা হৈল যত॥
সেইত কুটিল-বুদ্ধি জানি সর্ব্ব দিনে।
এইত নিমিত্তে তাপী হইলুঁ বড় মনে॥
আর এক কথা মুঞি কহিলুঁ অক্রূরে।
সেইত হইল বড় মনের ভিতরে॥
চানূর মুষ্টিক নামে দুই মহাবলে।
থুইল আপন কাছে সেই কূটছলে॥

রাম কৃষ্ণ কহে পিতা না কর বিচারে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ চল যাই দেখিবারে॥
তাহার কুটিল বুদ্ধি নাহি কোন ভয়।
ত্রৈলোক্য আমার বশ জানিহ নিশ্চয়॥
সকল গোকুলে তুমি দেহত ঘোষণা।
কালি চল যাব দেখা করি সর্ব্বজনা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর লহ ভাব শত।
সভে মেলি চল যাব ব্রজে আছি যত॥
নন্দ বলেন শুন বাপু না যাইহ তথারে।
লুকাইয়া থোব তোমা চল অন্তুরে॥
আমা সভাকার প্রাণ তোরা দুই ভাই।
কোন বিঘ্ন হইলে মোরা মরিব সভাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর আর রাজকর।
তোমা বিনে যাও পাছে রাজার গোচর।
তবে যদি তোমা দোহা চাহে পুনর্ব্বার।
তখন যে জান তাহা করিহ বিচার॥

রামকৃষ্ণের মথুরাগমনে ইচ্ছা ও উদ্যোগ।

রাম কৃষ্ণ কহে কিছু না করিহ মনে।
সর্ব্বথা যাইব মোরা রাজ-দরশনে॥
তবেত জানিল নন্দ বচন নিশ্চয়।
অবশ্য যাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধনুর্ম্ময়॥
ডাকিঞা বাইতি রাজ্যে দিলেক ঘোষণা।
কালি যাব কর লইঞা আইস সর্ব্বজনা॥

রাম কৃষ্ণ আদি করি যত ব্রজসুতে।
বিহানে মথুরা চল ব্রজে আছে যতে॥
এইত রাজার আজ্ঞা পড় আসি সভে।
সভে মুদ্রা দিবে সেই যেবা ঘরে রবে॥
আর এক ভার দধি নিবে ঘরে ঘরে।
এইত নন্দের আজ্ঞা তোমা সভাকারে॥
এইরূপে ঘোষণা দিলেন ব্রজপতি।
ব্যাকুলী হইলু শুনি যতেক যুবতী॥
কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বাজিল সভাকার মন মথুরা যাইতে॥
ডাকিঞা অচ্যুত দাস কহে কৃষ্ণপদে।
অনুক্ষণ থাকি যেন তোমার আমোদে॥

কেমনে রাখিব কৃষ্ণ কহ মোরে সার।
মধুপুরী গেলে কৃষ্ণ না আসিব আর॥
তবেত ব্রাহ্মণী সব শুনি কৃষ্ণলীলা।
পুনরপি কৃষ্ণেরে পুছেন রসকলা॥
কহ গোপী প্রিয়া যদি জানিলে নিশ্চয়।
মথুরা যাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধনুর্ম্ময়॥
তবেত কেমনে তোরা ধরিবি পরাণে।
অবশ্য কহিবি তাহা শুনিব শ্রবণে॥
গোপী কহে শুন ঠাকুরাণী কহি সার।
ওকথা সুধাইহ না করি নমস্কার॥
যেমনে সে নিশি দিশি বঞ্চিলু আমরা।
কহিতে মরিব সভে না পুছ তোমরা॥
আমার শকতি নাই তাহাত কহিতে।
সুধাএ যে গোপী ছিল তাহার পীরিতে॥
তবে সেই গোপী-কর ধরিল ব্রাহ্মণী।
কহ কহ গোপী তুমি কৃষ্ণের কাহিনী॥
হরিষে সেইত গোপী হইঞা আগুয়ান।
কহিতে লাগিলা কথা পরম সন্ধান॥

ব্রাহ্মণীর নিকট গোপীর অবস্থা বর্ণন।

যখন শুনিব কৃষ্ণ যাব মথুরায়ে।
সেইক্ষণে সর্ব্ব সখী পড়িলু অন্তরে॥

করুণা করিঞা মোরা কান্দি জনে জনে।
কোন গোপী মূরছিঞা হয় অচেতনে ॥
কোন গোপী ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বলি কান্দে উভরায় ॥
কোন গোপী বলে চল রহি গিয়া পথে
ধরিঞা রাখিব কৃষ্ণ মথুরা যাইতে ॥
কোন গোপী বলে তারে কেমনে রাখিব।
রথে চড়াইঞা কৃষ্ণ অক্রূরে লইঞা যাব ॥
সেইত পাপিষ্ঠ অক্রূর কংস-অনুচরে।
করুণা করিঞা সভে বলিব তাহারে ॥
চরণে ধরিব তার লজ্জা তেয়াগিয়া।
দাসী হইলু তোমার মোরা যাহ কৃষ্ণ থুঞা ॥
তবে যদি সেই কথা না শুনে অক্রূরে।
গলাতে কাটারি দিয়া মরিব সত্বরে ॥

এইরূপে সর্ব্ব গোপী হৃদে করি মনে।
নিশি জাগরণ করি শ্রীকৃষ্ণে ধেয়ানে ॥
এবেত সুসজ্জ হইঞা সর্ব্ব গোপনারী।
পথেত রহিল গিঞা এইত বিচারি ॥
কহিল অচ্যুতদাস শুনহ গোপিনী।
নিজে মথুরার পথে যান চক্রপাণি ॥

শুনিঞা ব্রাহ্মণী বাণী * কৃষ্ণের চরিত্র-ধ্বনি
হৃদি মধ্যে হইল আনন্দী।
ধরিঞা গোপীর করে পুনঃ কহে কহ মোরে
তোমার চরণ মোরা বন্দি ॥
গোপী কহে ঠাকুরাণী এইত অযোগ্য বাণী
তব দাসী আমরা সর্ব্বজনে।
না বলিহ এই কথা মনেতে পাইল ব্যথা
বড় তাপ হইল এ বচনে ॥
তবে আসি দ্বিজনারী গোপিকারে কোলে করি
এই বোলে না কর বিচার।
ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র যেন সেইরূপে মোর মন
খাইবারে চাহে বারেবার ॥

গোপ-বালকগণের সজ্জা।

শুনি এইরূপ কথা মনেতে ঘুচিল ব্যথা
প্রেমেতে পূরিল দুই আখি।
ব্রাহ্মণী-চরণ-ধূলি শিরে লইল গোপনারী
কৃষ্ণ-গুণ কহে হইঞা সুখী ॥
তবেত প্রভাত-কালে সকল বালক মেলে
আইল সভে নন্দের দুয়ারে।
সাজিআ বিবিধ বেশ উভছান্দে বান্ধি কেশ
শিখিপুচ্ছ তাহার মাথে ধরে ॥
নব নব গুঞ্জা-হার চৌদিকে বেষ্টিত তার
দেখিতে সুন্দর সেই শোভা।
কপালে তিলক ধরে সেই পূর্ণ ইন্দুবরে
দামিনী জিনিঞা যার আভা ॥
কজ্জল লইল রঙ্গে মৃগমদ তার সঙ্গে
সুবাসিত শোভিত সুসারে।
খঞ্জন-যুগল নয়ন নাচএ তাহার হেন
সেইরূপ দেখি আখিবরে ॥
শ্রবণে রতন-ঝুরি মাণিক খিচনি সারি
অপরূপ সেই সব নির্ম্মাণে।
গলাতে পরিল হার অমূল্য রতন-সার
প্রশংসা করএ জনে জনে ॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-গন্ধে লেপিল গোপ-নারীবৃন্দে
আনন্দিত পূরিছে সৌরভে।
সেইত খঞ্জনগতি দেখিঞা অবনীপতি
আলিঙ্গন দিল ধরি সভে ॥
তবে হঞা কুতূহলি সকল বালক মেলি
রাজাএ বিবিধ বাক্য-সারে।
ফিরি ফিরি বনে বনে নাচএ রাখালগণে
হরিষ বাইতে মথুরারে ॥
কেহো শিঙ্গা বেণু বায় মধুর শব্দেতে গায়
কেহ বংশী বাজায় সুনাদে।
কেহো ভাবে বশ হৈঞা মন্দিরা পাখাজ (১) লইঞা
ডুবে কেহো কৃষ্ণের আমোদে ॥

(১) পাখোয়াজ।

কোন শিশু অবহেলে কাংস্য-বাদ্য করতালে
নাচে কেহো উভবাহু করি।
কোন গোপনারী আগে বান্ধিয়া মাথার পাগে
সঘনে বলিছে হরি হরি ॥

তবে দধি ভার কত আনিল গোপাল যত
রাখিল নন্দের আঙ্গিনাতে।
ঘৃত আনি বারাবারা হিরণ্য-কিরণ-পারা
দেখি কৃষ্ণ হইলা হরষিতে ॥
ডাকিঞা নন্দেরে তবে কহেন গোলোক-সারে
এই ঘৃত রাজযোগ্য হয়।
বস্ত্র অলঙ্কার ধনে ইবে সর্ব্ব গোপগণে
ভূষা কর আমার ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা নন্দ শুনি বস্ত্র অলঙ্কার আনি
দিল সভে প্রশংসা করিঞা।
ধন্য তোরা গোপ পুরে যেন ঘৃত কর ভারে
এত দিন না জানি থাকিঞা ॥
হরষিত গোপগণে পাইঞা বসন ধনে
নাচে সভে আনন্দিত হঞা।
হরি হরি ঘন ঘন ডাকিছে রাখালগণ
প্রেম-জলে নয়ন পূরিঞা ॥
এইরূপে কৃপানিধি বিহরিল নানাবিধি
আপনি সাজিতে কৈল মন।
কহিল অচ্যুতদাসে কৃষ্ণ-পদ অভিলাষে
শুন ভক্ত হইঞা সচেতন ॥

শুন সজনি গো কানাই মথুরা যাইবেন নিশ্চয়।
নিজ প্রাণ রাখিতে মোরে হইল সংশয় ॥ ধুয়া ॥

তবেত সাজিলা কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাহাত শুনহ সভে কহিব বিশেষে ॥
পরিল নেতের ধড়া হেমের বরণে।
[illegible] অঙ্গ করিল শোভনে

ক্ষুদ্র ঘন্টিকা তাহে বান্ধিল আমোদে।
চলিতে বাজএ নানা যন্ত্রের শবদে॥
তবেত বান্ধিল চূড়া কপালে টানিঞা।
সুগন্ধি-কুসুম-দাম তাহাতে বেড়িঞা॥
তাহার মূলেতে মণি-মাণিকের পাতি।
রবির কিরণ হেন দেখি সেই জ্যোতিঃ॥
তবেত দিলেন মত্ত শিখি-চাঁদ মাঝে।
সঘনে উড়িছে বায় অধিক বিরাজে॥
ললাটে তিলক দীর্ঘ অতি মনোহর।
নাসিকা পর্য্যন্ত শোভা দেখিতে সুন্দর॥
তাহার মধ্যেতে বিন্দু চান্দের কিরণে।
না জানি সে কিবা নিধি কহিলু চরণে॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে করে দোলমাল।
মদনমোহন বেশ সাজিলা গোপাল॥
কণ্ঠে কৌস্তভ-মণি দিল রঙ্গে তুলি।
ঘনশ্যাম মেঘে যেন চমকে বিজলী॥
আর নানাবর্ণ ফুলে গাঁথি এক মালা।
কৌতুকে ধরিল অঙ্গে সেই প্রাণ-কালা॥
কুঙ্কুম চন্দন-গন্ধ লেপিল শ্রীঅঙ্গে।
ভুবনে তুলনা নাই সেই শোভা সঙ্গে॥
করেতে কঙ্কণ হেম রতন জড়িতে।
পরিল নাগর কানু মথুরা যাইতে॥
চরণে নূপুর পিন্ধি নাচে পাক দিঞা।
ভাই বলরাম বলে ঝাঁট সাজ গিয়া॥
কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের সাজনে।
অনুক্ষণ সেই রূপ পড়ে মোর মনে॥
ভাবিঞা অচ্যুতদাস কহে সেই শোভা।
ভজহ ভকত লোক সেই কৃষ্ণ-আভা॥

রাজারাম দত্তের ভাগবত।

এই পুস্তকের অনেক প্রাচীন পুথি আমরা দেখিয়াছি। "শ্রীরামপ্রসাদ দেএ"র হস্তলিখিত একখানি পুথি সোসাইটির লাইব্রেরীর জন্য আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেখানি ১৭০৭ শকের (১৭৮৫ খৃঃ) লিখিত। ১২৩৭ বাং সনের (১৮২৯ খৃঃ) হস্তলিখিত একখানি পুথি হইতে নিম্নের অংশ নকল করা হইল।

দণ্ডীরাজার উপাখ্যান।

উর্ব্বশী দুর্ব্বাসার শাপে ঘোটকী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ঘোটকী দিবাভাগে শাপগ্রস্ত থাকিত, কিন্তু নিশাগমে স্বদেহ প্রাপ্ত হইত। অবন্তীর দণ্ডীরাজা এই ঘোটকী লাভ করেন। নিশাকালে ঘোটকী উর্ব্বশী হইয়া রাজার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত। নারদ কৃষ্ণকে এই সংবাদ প্রদান করেন। কৃষ্ণ দণ্ডীরাজার নিকট ঘোটকীটি চাহিয়া পাঠান। নানা প্রকার প্রীতিসূচক বাক্য এবং ভয়-প্রদর্শন উভয়ই তুল্যরূপ উপেক্ষা করিয়া দণ্ডী কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দণ্ডী এরূপ প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিজকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতেছেন। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ নিম্নের বিবরণে দৃষ্ট হইবে।

সমুদ্রের অসম্মতি।

অশ্বেতে চড়িয়া রাজা করিল গমন।
আপনার রক্ষা হেতু সত্যের কারণ॥
প্রথমেতে গেল রাজা সমুদ্রের স্থানে।
দণ্ডীকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসে আপনে॥
কি কারণে আইলে রাজা কহ বিবরণে।
রাজা বলে সিন্ধুরাজ করি নিবেদনে॥
এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে।
নিভৃতে রাখিয়াছিলাম কেহ নাহি জানে॥
নারদ কহিল গিয়া কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।

* * * *

দূত পাঠাইল কৃষ্ণ নিতে তুরঙ্গিণী।
ঘুড়ী না পাঞা ক্রোধ কৈল চক্রপাণি॥
বলেতে অশ্বিনী নিতে চাহে নারায়ণ।
অতএব এসেছি আমি লইতে শরণ॥

এমত রাজার বাক্য সমুদ্র শুনিয়া।
কহিতে লাগিল সিন্ধু রাজা সম্বোধিয়া॥
শুন রাজা তুমি না করিলে ভাল কর্ম্ম।
কৃষ্ণের সহিত বাদ বড়ই অধর্ম্ম॥

সেই প্রভু নারায়ণ ত্রিভুবন-পতি।
তার সনে বৈরিভাব বড়ই কুমতি॥
দেখহ পৃথিবী-ভার দূর করিবারে।
যুগে যুগে হয় প্রভু কত অবতারে॥
সত্যযুগে ছিল দৈত্য হিরণ্যকশিপু।
নরসিংহ-রূপে প্রভু হৈল তার রিপু॥
নখে বিদারিয়া প্রভু করিল বিদার।
সীতা মহাদেবী রাম করিল উদ্ধার॥
তাহাতে পাইলাম আমি দুঃখ অতিশয় (১)।
অদ্যাপি সে সব কথা মনেতে আছয়॥
পৃথিবীর দৈত্য কৃষ্ণ করিতে সংহার।
সেই রিপু যদুবংশে হৈল অবতার॥
কুবুদ্ধি হয়্যাছে তব শুন নরপতি।
অশ্ব লাগি বৈরিভাব তাহার সংহতি॥
হিত উপদেশ তোরে বলি নৃপমণি।
কৃষ্ণ মনঃপূত কর দিয়া তুরঙ্গিণী॥
নতুবা তোমারে আমি নারিব রাখিতে।
আমার অসাধ্য রণ তাহার সহিতে॥

সমুদ্রের মুখে তবে এতেক শুনিল।
যতেক ভরসা ছিল সব দূরে গেল॥
ধন হারাইয়া যেন ধনী যে কাতর।
সেই মত হইল দুঃখী দণ্ডী নৃপবর॥

বিভীষণের নিকট বিফল প্রার্থনা।

বড় হেন জানি আইলাম সমুদ্রের স্থানে।
সমুদ্রের বল যত জানিল এখনে॥
অতএব এথা থাকি নাই প্রয়োজনে।
লঙ্কাপুরী যাব যথা রাজা বিভীষণে॥

এত বলি দণ্ডীরাজা ত্বরিতে চলিল।
তুরঙ্গেতে আরোহিয়া লঙ্কাপুরে গেল॥

(১) সমুদ্রের বন্ধন-জনিত কষ্ট।

যেই স্থানে বসিয়া আছেন রাজা বিভীষণ।
তথা গিয়া দণ্ডী রাজা দিল দরশন॥
তবে রাজা বিভীষণ দণ্ডীকে দেখিয়া।
বসাইল অতিশয় আদর করিয়া॥
বিভীষণ বলে রাজা কহ বিবরণ।
কি কারণে তোমার হেথায় আগমন॥
এতেক শুনিয়া কহে দণ্ডী নরপতি।
আমার যে কথা তাহা শুন মহামতি॥
এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে।
বলে ইহা নিতে চায় দেব নারায়ণে॥
আপনি লইনু আমি তোমার শরণ।
বড় ভয় পাইয়াছি করহ রক্ষণ॥
বিভীষণ বলে দণ্ডী তুমি বুদ্ধিহীন।
কৃষ্ণ-সঙ্গে বাদ কর মরিবার চিন (১)॥
ত্রেতাযুগে হৈল প্রভু রাম অবতার।
দশস্কন্ধ হেন রাম করিল সংহার॥
তার সঙ্গে বাদ কর কেমন সাহস।
ঘুড়ী দিয়া কৃষ্ণকে খণ্ডায় অপযশ॥
দণ্ডী বলে বুঝিলাম তোমার বিক্রম।
এতেক বলিয়া দণ্ডী করিলা গমন॥

সুমেরু আশ্রয়-দানে ভীত।

মনে ভাবে ইবে কার লইব শরণ।
কে আছে এমন জন করিব রক্ষণ॥
এই মত দণ্ডী রাজা ভাবে মনে মন।
তুরঙ্গে চড়িয়া যায় আকাশে গমন॥
সুমেরু-পর্ব্বত যদি বড় বলবান্।
সে যদি রাখিতে পারে যাব তার স্থান॥
এত বলি সুমেরু-পর্ব্বত স্থানে গেল।
আপন বৃত্তান্ত রাজা কহিতে লাগিল॥
শুনহে পর্ব্বতরাজ মোর নিবেদন।
কৃষ্ণ-ভয়ে লইলাম তোমার শরণ॥
বনে পাইয়াছি ঘুড়ী শুনহ কারণ।
বলে ধরি নিতে চায় দেব নারায়ণ॥

(১) চিহ্ন।

এইত শরণাগত হইলাম তোমার।
আমারে রাখিলে ধর্ম্ম হইবে তোমার॥

এমত বচনে দণ্ডী বিনয় করিল।
সুমেরু শুনিয়া তবে ক্রোধযুক্ত হৈল॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মহাভীত হয়্যা।
কহিতে লাগিল তবে দণ্ডী সম্বোধিয়া॥
শুন রাজা তুমিত কৃষ্ণেতে অপরাধী।
অখিলের নাথ তিঁহ বিধাতার বিধি॥
কেমনে শরণ দিয়া রাখিব তোমারে।
কৃষ্ণ-সহ বাদ করে কে আছে সংসারে॥
কূর্ম্মরূপে পৃথিবী ধরিল নারায়ণ।
কিঞ্চিৎ লড়িতে কাঁপে এ তিন ভুবন॥
আমিহ তাহাতে না পারি স্থির হইতে।
কেমতে করিব যুদ্ধ তাহার সহিতে॥
অতএব ভাল চাহ যদি আপনার।
ঘুড়ী দিয়া তার স্থানে মাঁগ পরিহার॥
ভকতবৎসল হরি জানে সর্ব্বজনে।
শরণ লইলে দয়া করিব আপনে॥

বাসুকির উত্তর।

সুমেরুর বাক্য শুনি দণ্ডী নৃপবর।
নৈরাশ হইয়া দণ্ডী উঠিলা সত্বর॥
তুরঙ্গে চড়িয়া যায় মহাভীত মনে।
বাসুকির স্থানে গেলা পাতাল-ভুবনে॥
বাসুকিরে দণ্ডী রাজা নোঙাইল মাথা।
বিনয় পূর্ব্বকে বলে আপনার কথা॥
বড়ই ত্রাসিত হইয়া আছি নাগরাজ।
গোবিন্দের সঙ্গে বাদ বিপরীত কায॥
অরণ্যে পায়্যাছি আমি এই তুরঙ্গিণী।
অন্যায় করিয়া চায় দেব চক্রপাণি॥
তে কারণে নিতে চাহি তোমার শরণ।
গোবিন্দের ভয় হইতে করহ রক্ষণ॥
বাসুকি বলেন রাজা কি বলহ তুমি।
গোবিন্দের শত্রু যে রাখিতে নারি আমি॥

বিলম্ব না কর রাজা শুন মোর বাণী।
যথা গেলে রক্ষা পায় তথা যাহ তুমি॥

বাসুকির বোলে রাজা চিন্তিত হইল।
বিষণ্ণ বদন হয়্যা মৌনেতে উঠিল॥
মনেতে ভাবেন লব কাহার শরণ।
কৃষ্ণ-ভয় মোরে নিবারিব কোন্ জন॥
ধাতার চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
এই তুরঙ্গিণী শত্রু হইল আমারে॥
কেন বা দুর্ব্বাসা গেল ইন্দ্রের ভবনে।
কেন না উর্ব্বশী যাইল ইন্দ্রের সদনে॥
কেন বা দুর্ব্বাসামুনি শাপ দিল তারে।
তুরঙ্গিণী হয়্যা আইল বনের ভিতরে॥
মৃগয়াতে কি কারণে গেলাম আমি বনে।
কেন দরশন হইল তুরঙ্গিণী-সনে॥
কেন বা নারদ মুনি কৃষ্ণকে কহিল।
তাহার কারণে মোর প্রমাদ ঘটিল॥
যখন গোবিন্দ ঘুড়ী চাহিল মোর স্থানে।
বিপরীত বুদ্ধি মোর হৈল কি কারণে॥
কেন বা না দিল অশ্ব কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
কি বুদ্ধি করিব আমি না দেখি উপায়॥

বড় বড় মহতের লইল শরণ।
হেন জন নাই মোর করিতে রক্ষণ॥
এখন লইব আমি কাহার শরণ।
রক্ষাহেতু নাই দেখি এ তিন ভুবন॥
মহাবল-পরাক্রম ধর্ম্ম মহারাজা।
বীর সব আছে তার রণে মহাতেজা॥
সে জনে শরণ নিলে রাখয়ে আমারে।
প্রবন্ধ করিয়া যদি রাখিবারে পারে॥
এত বলি নরপতি চড়ি তুরঙ্গিণী।
হস্তিনায় গেল যথা কুরু-নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন দেখিল দণ্ডীর আগমন।
সভাতে আনিল রাজা করি সম্বোধন॥

দুর্য্যোধন বলে কথা শুন নরপতি।
কি কারণে তোমার বিষণ্ণ হইল মতি॥
অতিশয় ভয়যুক্ত দেখি যে তোমারে।
আপন বৃত্তান্ত রাজা কহত আমারে॥

দণ্ডী বলে মহারাজ করি নিবেদন।
বড় ভয় হইল আমি তোমার শরণ॥
এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে।
ঘুড়ী চাহি পাঠাইল দেব নারায়ণে॥
না দিনু কারণে দুঃখী হইল আমারে।
বলে ঘুড়ী নিতে চাহে দেব গদাধরে॥
ন্যায়পক্ষে তুরঙ্গিণী নিতে না পারিয়া।
বলে নিতে চাহেন কৃষ্ণ আমারে মারিয়া॥
বড় বড় মহতের শরণ লইল।
কেহ না শরণ দিয়া আমাত রাখিল॥
কুরুবংশে রাজা তুমি সভার প্রধান।
পৃথিবীতে রাজা নাই তোমার সমান॥
অতএব তোমার শরণ নিলু আমি।
কৃষ্ণ-ভয় হইতে রাজা রক্ষা কর তুমি॥

দুর্য্যোধনের উত্তর।

দণ্ডী রাজার বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন।
উত্তর না দিল রাজা বিষাদিত মন॥
শুন কহি দণ্ডী রাজা আমার বচন।
কৃষ্ণ-সহ বাদ কর কুমতি কথন॥
ত্রিভুবনের নাথ কৃষ্ণ জানহ যে তুমি।
আমার ঈশ্বর কৃষ্ণ তার দাস আমি॥
কৃষ্ণ বিনে যত্তপি হইত অন্য জন।
অবশ্য করিতাম রক্ষা শুনহ রাজন॥
কৃষ্ণের সহিত বাদ করিতে না পারি।
অন্য স্থানে যায় রাজা তুমি শীঘ্র করি
এমত বচন শুনি কৌরব রাজার।
বড়ই বিস্ময় মনে হইল তাহার॥

তবে দণ্ডী ভয় বড় মনেতে ভাবিয়া।
কোথা গেলে রক্ষা আমি পাইব যাইয়া॥
এই মোর মনেতে ভরসা ছিল অতি।
অবশ্য করিব রক্ষা কৌরবের পতি॥
দুর্য্যোধন নৃপতি করিব প্রতিকার।
সেই বলে কৃষ্ণদেব তাহার ঈশ্বর॥
এখন কাহার আমি লইব শরণ।
নাহি দেখি আমারে রাখিব কোন্ জন॥
যুধিষ্ঠির নরপতি ধর্ম্ম-অবতার।
ভ্রাতৃগণ আছে তার বিক্রমে অপার॥
রাখিতে পারিবে মোরে হেন লয় মনে।
এত ভাবি গেল রাজা যুধিষ্ঠির-স্থানে॥
ধর্ম্মরাজ-স্থানে গিয়া কৈল নমস্কার।
কহিতে লাগিল দণ্ডী কথা আপনার॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি মোর নিবেদন।
কৃষ্ণ-ভয়ে লইলাম তোমার শরণ॥
দণ্ডী বলে অবধান কর ধর্ম্মরাজ।
এই ঘুড়ী পাইলাম অরণ্যের মাঝ॥
বনে হইতে ঘুড়ী আমি এন্যাছি ধরিয়া।
কৃষ্ণ তাহা নিতে চাহে অন্যায় করিয়া॥
এই হেতু লইলাম তোমার শরণ।
শরণাগতে রাজা তুমি করহ রক্ষণ॥
শরণাগতেরে দয়া যে জন করএ।
সকল দানের ফল সেই জন পাএ॥
ধর্ম্ম হেন খ্যাতি রাজা আছয়ে তোমার।
তোমা বিনে মোরে রক্ষা কে করিব আর॥

যুধিষ্ঠির তথৈবচ।

এমত দণ্ডীর বাক্য শুনিয়া বিনয়।
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্ম মহাশয়॥
শুন দণ্ডী রাজা তুমি বড়ই অজ্ঞান।
ত্রিভুবন-কর্ত্তা সেই প্রভু ভগবান্॥
সংসারের সার সেই দেব নারায়ণ।
তাহার অধীন আমি শুনহ রাজন॥

সংসারের সার প্রভু অনাথের বন্ধু।
যার নাম স্মরণে তরএ ভবসিন্ধু॥
সকল কৃষ্ণের মায়া যত আছে যার।
আমরা সকল কৃষ্ণের যত পরিবার॥
কৃষ্ণের চরণ সেবি দিবস রজনী।
কৃষ্ণ নাম বিনে আমি অন্য নাই জানি॥
কৃষ্ণ-স্থানে অপরাধী হইতে না পারি।
শুন আমি কৃষ্ণের হই আজ্ঞাকারী॥
অতএব নাহিক আমার প্রয়োজন।
অন্য স্থানে যায় যথা পাইবে শরণ॥

আত্ম-হত্যার চেষ্টা।

এমত বচন ধর্ম্ম-রাজার শুনিয়া।
বলিতে লাগিল দণ্ডী বিষাদ ভাবিয়া॥
একে একে বিচারিয়া চাহিল সংসারে।
কেহ ত শরণ দিএ না রাখিল মোরে॥
যত যত মহাজন প্রধান প্রধান।
শরণ লইলাম কেহ নাই দিল স্থান॥
সমুদ্র সুমেরু আদি রাজা বিভীষণ।
নাগরাজ বাসুকি আদি রাজা দুর্য্যোধন॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলএ সংসারে।
কেহত শরণ দিয়া না রাখিল মোরে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি মনে হেন জানি।
প্রাণ যায় তথাপি না দিব তুরঙ্গিণী॥
কৃষ্ণ-স্থানে অপযশ হয়েছে আমার।
কুন (১) মুখে কৃষ্ণ-স্থানে যাব আমি আর॥
এত বলি দণ্ডী রাজা চড়ে তুরঙ্গিণী।
যথা গঙ্গাদেবী তথা যায় নৃপমণি॥
মনে ভাবি দণ্ডী রাজা যায় গঙ্গাতীরে।
তুরঙ্গিণী সহিত আমি তেজিব শরীরে॥

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা পতিতপাবনী।
মুক্তিপদ গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক্য-তারিণী॥

(১) কোন

পতিতপাবনী গঙ্গা লোকে হিতকারী।
ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা দেবী সুরেশ্বরী॥
গঙ্গায় তেজিলে প্রাণ পাই মুক্তিপদ।
এড়াব সকল দুঃখ যতেক আপদ॥

এত বলি নরপতি গঙ্গায় নাম্বিয়া।
স্নান করি প্রণমিঞা ভক্তিযুক্তি হঞা॥
তুরঙ্গিণী লয়্যা-রাজা করাইল স্নান।
গঙ্গাতে নাম্বিয়া যাঁয় তেজিতে পরাণ॥
তাহা শুনি সেই স্থানে যত লোক ছিল।
কৌতুক দেখিতে সভে একত্র হইল॥
বিধাতা-নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডনে না যায়।
কপালেতে যেই থাকে সেই হইতে চায়॥
বলভদ্র-সহোদরী (১) পায়্যা সমাচার।
গঙ্গাএ মরএ এক পুরুষ সুন্দর॥
এক ঘুড়ী লইয়া নাম্বিল গঙ্গা-মাঝে।
মরিতে নাম্বিয়াছে সে না জানি কি কাযে॥

এতেক বচন যদি সুভদ্রা শুনিল।
সকরুণ চিত্ত হয়্যা সেই স্থানে গেল॥
কূলেতে থাকিয়া ভদ্রা জিজ্ঞাসিল তারে।
প্রাণ তেজ কেবা তুমি কহত আমারে॥ সুভদ্রার মন্ত্রণা।
রাজা বোলে তোমার কুন প্রয়োজন।
সুভদ্রা বলিল কহ ইহার কারণ॥
দণ্ডী রাজা বলে কথা শুনহ সুন্দরি।
অবন্তীর রাজা আমি দণ্ডী নাম ধরি॥
এই তুরঙ্গিণী আমি বনেতে পাইলাম।
নিজ দেশে আনি তারে গুপ্তেতে রাখিলাম॥
ইহার বৃত্তান্ত কেহ না জানিল আর।
কৃষ্ণকে বৃত্তান্ত নারদ গেল কহিবার॥
ঘুড়ীর কারণে কৃষ্ণ দূত পাঠাইল।
প্রতিজ্ঞা নিমিত্তে ঘুড়ী কৃষ্ণকে না দিল॥

---

(১) সুভদ্রা।

প্রাণ রক্ষা করিতে উপায় না দেখিয়া।
গঙ্গায় মরিতে আইলাম তুরঙ্গিণী লয়্যা॥
কে তুমি সুন্দরী বট পুছ কি কারণ।
আমার কারণে কেন শোকাকুল মন॥
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার বনিতা।
যদি চিত্ত লয় আপনার মোর কথা॥

সুভদ্রা বলিল আমি কৃষ্ণের ভগিনী।
বলভদ্র-সহোদরা অর্জ্জুন-ঘরণী॥
বসুদেব-তনয়া আমি শুন নরপতি।
অর্জ্জুন আমার পতি পাণ্ডব সন্ততি॥
তোমারে দেখিয়া মোর হইল করুণা।
অবশ্য করিব আমি ইহার মন্ত্রণা॥
শুন দণ্ডী রাজা ভয় না করিহ মনে।
তোমারে রাখিব ভীম শুনহ বচনে॥
আমার ভাসুর হন ধর্ম্মের কনিষ্ঠ।
ভীমসেন মহাবীর বড়ই বলিষ্ঠ॥
সে তোমা শরণ দিয়া রাখিবে নিশ্চয়।
শুন তুমি মহারাজা না ভাবিহ ভয়।
এত বলি রাজাকে রাখিয়া সেই স্থানে।
চলিলা সুভদ্রা দেবী ভীমের সদনে॥
দ্বারে গিয়া উপস্থিত ভদ্রা পুরজন।
আগুবাড়ি আসি নিল পুরনারীগণ॥

নারীগণ দেখি জিজ্ঞাসিল ভীমসেনে (১)।
অভিমন্যু-জননী আইল কি কারণে॥
নারীগণ সম্বোধিয়া বলে সুভদ্রায়।
বড় কার্য্য হেতু আমি আইলাম হেথায়॥
দণ্ডী নামে এক রাজা অবন্তী দেশের।
মরিবারে আসিয়াছে ভয়ে গোবিন্দের॥
বনেতে পেয়েছে ঘুড়ী ইহার কারণ।
না দিল কৃষ্ণেরে তেই ক্রোধ অকারণ॥

(১) ভীমসেন নারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঘুড়ী লইতে চাহে কৃষ্ণ তাহারে মারিয়া।
কৃষ্ণ-ভয়ে ভ্রমে রাজা সংসার ভরিয়া॥
মহা মহা নরপতির শরণ নিয়াছিল।
কেহ ত শরণ দিয়া তারে না রাখিল॥
এমত জনেরে রক্ষা যে জন করয়।
ইহার ফলের কথা সংখ্যা নাহি হয়॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই বেদের বিধানে।
শরণাগতেরে রক্ষা করি প্রাণপণে।
ক্ষেত্রী হয়্যা শরণাগতে না করি পালন।
বড়ই অধর্ম্ম বেদে শাস্ত্রের লিখন॥
যদ্যপি এহারে রক্ষা কর মহাশয়।
বড় ধর্ম্ম হয় মোর বাক্যের পালয়॥
ইহা না করিলে বড় হইব অপমান।
ইহার নিমিত্তে আইলাম তব স্থান॥

ভীম-স্থানে কহে তবে যত নারীগণ।
সুভদ্রা কহিল আসি যত বিবরণ॥
এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃকোদর।
কিঞ্চিৎ হইল চিন্তা মনের ভিতর॥
ভীম বলে যদি রাখি দণ্ডী যে রাজন।
ঘরে আনি বিষ যেন করয়ে ভক্ষণ॥
না রাখিলে হয় মোরে বড় অপযশ।
ইহা হৈতে নাই মোর ক্ষেত্রীর পৌরুষ॥
ক্ষেত্রীর বংশেতে জন্ম লভে যেই জন।
শরণাগতেরে যেবা না করে পালন॥
তাহাতে ক্ষেত্রীর ধর্ম্ম না রহে কিঞ্চিৎ।
লোকে অপযশ হয় শুনিতে কুৎসিত॥
নিত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র মত এইত আছয়।
প্রাণ দিয়া রাখিব শরণ যেবা লয়॥
এত বলি আপন দূত দিল পাঠাইয়া।
দণ্ডী নৃপতিরে ভীম আনিল ডাকিয়া॥

তবে দণ্ডী নৃপতি ব্যাকুলিত চিত্তে।
উপনীত হৈল আসি ভীমের বিদিতে॥

ভীমকে নৃপতি তবে নমস্কার কৈল।
সাদর করিয়া ভীম আলিঙ্গন দিল॥
ভীমসেন জিজ্ঞাসিল শুন দণ্ডীরাজ।
আপন বৃত্তান্ত তুমি কহ কুন কায॥
কৃষ্ণের সহিত তোমার বিসম্বাদ কেনে।
কি হেতু তোমারে ক্রোধ কৈল নারায়ণে॥

শুনিয়া নৃপতি ভয়ে বলিল বচন।
আদ্যোপান্ত কহেন আপন বিবরণ॥
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন ভীমসেন।
মিথ্যা ক্রোধ আমারে করেন নারায়ণ॥
রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর।
শুন দণ্ডী রাজা তুমি না করিহ ডর॥
অভয় বচন রাজা দিলাম তোমারে।
কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে॥
সুভদ্রা আমাতে কথা হইল সকল।
চিত্ত স্থির হয়্যা থাক না হয় বিকল॥
ভীমের অভয় পায়্যা দণ্ডী যে কহিল।
শুনিয়া সুভদ্রা দেবী মহাতুষ্ট হৈল॥
ভীমেরে সুভদ্রা দেবী নমস্কার কৈল।
সকল মর্য্যাদা আজি আমার রহিল॥
ভীমেরে বহুত স্তুতি সুভদ্রা করিয়া।
আপনার পুরে গেল হরষিত হইয়া॥
শ্রীভাগবতের কথা অমৃত সমান।
রাজারাম দত্ত বলে শুনে পুণ্যবান্॥
শ্রদ্ধা করিয়া যেবা করএ শ্রবণ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন॥

দণ্ডীকে ভীমের অভয়-প্রদান।

পরীক্ষিত বলে মুনি করি নিবেদন।
তার পর কি হইল কহ তপোধন॥
মুনি বলে শুন রাজা অভিমন্যু-সুত।
একাদশ স্কন্ধের কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
এইরূপে দুই চারি দিবস যে গেল।
যুধিষ্ঠির রাজা তবে সকল শুনিল॥

শুনিয়া হইল রাজা বড়ই চিন্তিত।
কুকর্ম্ম করিল ভীম বড় অনুচিত॥
জনার্দ্দন আমার কর্ত্তা তার আমি দাস।
তার সঙ্গে বাদ কৈলে জীবনের নাশ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা নারায়ণ।
রাজ্য-সুখ ভোগ মোর তাহার কারণ॥
হেন প্রভু সনে বাদ করিবার চায়।
বিপরীত করেছে ভীম না দেখি উপায়॥
এত বলি নৃপতি মাএর স্থানে গেল।
মাএর গোচরে গিয়া সকলই কহিল॥

শুন মাতা ভীমসেন প্রমাদ করিল।
গোবিন্দের সঙ্গে ভীম বিবাদ বাড়াইল॥
ঘুড়ীর কারণে দণ্ডী রাজার সহিত।
কৃষ্ণ-সনে বিসম্বাদ হৈল উপস্থিত॥
পৃথিবীর মধ্যেতে অবন্তী-নরবরে।
কেহ ত শরণ দিয়া না রাখিল তারে॥
ভীম তারে রাখিয়াছে দিয়াত অভয়।
কৃষ্ণ-সঙ্গে বিসম্বাদ হইল নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের সহিত যদি বিসম্বাদ হৈল।
ভীমসেন ওগো মাতা প্রমাদ ঘটাইল॥
অতএব মাতা তুমি ভীম স্থানে যায়।
আপনি যাইয়া তুমি ভীমেরে বুঝায়॥
দণ্ডীরে রাখিলে মাতা হইবে প্রমাদ।
গোবিন্দের সঙ্গে তবে হইব বিবাদ॥
সত্বরে তাহারে ভীম দেউক ছাড়িয়া।
যথা ইচ্ছা তথা আপনে যাউক চলিয়া॥

অর্জ্জুন ও কুন্তীর নিষেধ।

ধর্ম্মরাজ-মুখে শুনি এতেক বচন।
ভীমের নিকটে গেলা কুন্তী ততক্ষণ॥
কুন্তী সহ একত্র হইয়া তিন ভাই।
শীঘ্রগতি উত্তরিল ভীমসেন-ঠাঁই॥
মাতা দেখি ভীমসেন সম্ভ্রমে উঠিল।
সম্ভাষণ করিয়া আসন আনি দিল॥

অর্জ্জুন বলিল তবে ভীমসেন ভাই।
আমরা সকল আসিয়াছি তব ঠাঁই॥
অভিমন্যু দেখহ এই তোমার গোচরে।
*　*　*　*
দণ্ডীকে শরণ দিয়া রেখেছ আপনে।
অপরাধী হৈলে ভাই গোবিন্দের স্থানে॥
তুমি কি না জান কৃষ্ণ ত্রিভুবন-পতি।
জানিয়া শুনিয়া তোমায় হইল কুমতি॥
আমা সভাকার কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
কত কত সঙ্কটেতে করিল তারণ॥
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কেন করি বিপরীত।
সর্ব্বথা না হয় ভাই এ কর্ম্ম উচিত॥
মাএর আদেশ আর ধর্ম্মের বচন।
সর্ব্বথা উচিত নাহি করিতে লঙ্ঘন॥

অর্জ্জুন-বচনে ভীম বড় ক্রোধ হইল।
চক্ষু পালটিঞা তবে গর্জ্জিএ উঠিল॥
কি নীত বুঝাহ তুমি কি না আমি জানি।
ক্ষেত্রি ধর্ম্ম ছাড়ি কহ কাপুরুষ-বাণী॥
যতেক দেখহ সৃষ্টি সংসার তাহার।
কত কত সঙ্কটেতে কর্য়াছে উদ্ধার॥
সর্ব্বত্র বান্ধব আমি কৃষ্ণ হেন জানি।
অতুল ভরসা তার চরণ দুখানি॥
যে করে সৃজন সৃষ্টি সে করে পালন।
সর্ব্বত্রেতে আত্মারূপে আছেন নারায়ণ॥
বড় বড় বিপত্তির সময় আমার।
তাহার প্রসাদে আমি প্যায়াছি নিস্তার॥
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে আমি দণ্ডীর কারণে।
অবশ্য করিব আমি যুদ্ধ তার সনে॥

ভীমসেন প্রতিজ্ঞায় অটল।

এতেক বলিল যদি বীর বৃকোদর।
ভীম সম্বোধিয়া কুন্তী করিল উত্তর॥
এ কথা উচিত নহে শুন পুত্র মোরে।
ইহাতে আছয়ে দোষ জানহ নিশ্চয়ে॥

অগ্নির সমান ক্রোধ ভীমসেন হৈল।

*　　*　　*　　*

ক্ষত্রিয় শরণাগতে না করে রক্ষণ।
তাহার জীবন থাকে কুন প্রয়োজন॥
দণ্ডীকে রাখিলাম ধ্রুব কহিলাম তোমারে।
যত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করিবে আমারে॥
ভীমের এতেক বাক্য কুন্তী দেবী শুনি।
চলি গেলা যথা আছে ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির-স্থানে গিয়া সকলি কহিল।
শুনিয়া নৃপতি মনে চিন্তিত হইল॥
অর্জ্জুন বলিল পুনঃ শুন মহাশয়।
কৃষ্ণের সহিত বাদ উচিত না হয়॥
ভীম বলে কণ্ঠে প্রাণ যাবৎ আছয়।
দণ্ডীকে না ছাড়ি দিব রাখিব নিশ্চয়॥
যদি মোর প্রাণ যায় ইহার নিমিত্তে।
তথাপি না ছাড়ি দণ্ডী কহিলাম তোমাতে॥
অন্যায় করিয়া কার্য্য করিলা নারায়ণ।
তে কারণ প্রাণভয়ে লইল শরণ॥
এমত শরণাগতে ত্যাগ করিবারে।
কুন শাস্ত্রে কহি আছে এমত বিচারে॥
যদ্যপি গোবিন্দ আইসে আমারে মারিতে।
তোমরা সহায় হয়্যা না আইস তাহাতে॥
কৃষ্ণ কিম্বা বধে মোরে তারে আমি জিনি।
না তেজিব দণ্ডী কভু বলিলাম বাণী॥

ভীমসেন অর্জ্জুনেতে হইল উত্তর।
শুনিয়া আইল তবে ধর্ম্ম-নৃপবর॥
যুধিষ্ঠির ভীমেরে বহুত বুঝাইল।
ক্রোধভাবে ভীমসেন কিছুই না বলিল॥
তবে ভীম কথন ভাবেন মনে রয়্যা।
ধর্ম্মরাজ-স্থানে কহে বিনয় করিয়া॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ মোর নিবেদন।
আপনে এমত বাক্য কহ কি কারণ॥

তোমার বচন আমি বেদ-তুল্য মানি।
কদাচিৎ লঙ্ঘি নাই শুন নৃপমণি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি এ কর্ম্ম করেছি।
অবশ্য রাখিব আমি মনেতে ভেবেছি॥
কণ্ঠেতে যাবৎ মোর প্রাণ যে থাকিব।
নিশ্চয় কহিলাম আমি দণ্ডী না ছাড়িব॥
যদি মোর প্রাণ যায় তাহার কারণ।
তথাপি তাহারে না ছাড়িব কদাচন॥
চরণে ধরিয়া কহি করিয়া বিনয়।
আর আজ্ঞা না করিহ ধর্ম্ম মহাশয়॥
এই অপরাধ রাজা ক্ষমা কর মোরে।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ করিবে আমারে॥
ভীমের শুনিয়া রাজা এমত ভারতী।
মনে মনে ভাবে রাজা হৈল বিপরীতি॥
বিধাতা বিপাকে মোর কৈল উপস্থিত।
ভাবিতে ভাবিতে রাজা মনেতে চিন্তিত॥
এত ভাবি ধর্ম্মরাজ নিঃশঙ্ক হইল।
ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি সঙ্গে লএ ভ্রাতৃগণ।
মন্ত্রণা করয়ে রাজা কি করি এখন॥

প্রদ্যুম্নের দৌত্য।

হেথায় কৃষ্ণের দূত দণ্ডীদেশ হোতে।
দ্বারকা নগরে গেল কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
কহিল কৃষ্ণের স্থানে সকল বৃত্তান্ত।
যে সকল হইল কহিল আদ্যোপান্ত॥
তুরঙ্গী লাগিয়া সেই দণ্ডী নৃপমণি।
পাত্র মিত্র যত ছিল যত রাজরাণী॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা তুরঙ্গী লইয়া।
সে দেশ হইতে দণ্ডী গেল পলাইয়া॥
শুনিঞা কহিল কৃষ্ণ কথাএ যাইব।
যথা গেছে তথা গিয়া খুঁজিয়া মারিব॥
স্বর্গে বা পাতালে কিবা থাকে পৃথিবীতে।
আকাশে থাকয়ে কিবা থাকে সমুদ্রেতে॥

অবশ্য পাইব লাগ ইহার ভিতর।
মারিয়া আনিব ঘুড়ী সভার গোচর ॥

এই মতে তথা হইতে কত দিন গেল।
দণ্ডীকে রেখেছে ভীম গোবিন্দ শুনিল ॥
দণ্ডী রাজা ভীমের শরণ লইয়াছে।
ভীমহ শরণ দিয়া তাহারে রেখেছে ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি বাক্য না শুনিঞা।
রাখিলেন ভীম তারে আশ্বাস করিঞা ॥
ত্রিভুবন মধ্যে যত সংসার ভিতর।
যতেক বৃত্তান্ত সব জানে গদাধর ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব বলে যদুপতি।
বুঝিলাম পাণ্ডবের হইল কুমতি ॥
মোর স্থানে অপরাধ করে যেই জন।
তাহারে অভয় দিয়া করয়ে রক্ষণ ॥
আমি তাহাদিগে অনুগ্রহ করি মনে।
বন্ধু হেন আমায় জানহ সর্ব্বজনে ॥
এ কারণে মত্ত ভাবে রাখে সভাকারে।
অবশ্য মত্ততা দূর করিব তাহারে ॥

এমত ভাবিয়া কৃষ্ণ সভাতে বসিয়া।
প্রদ্যুম্ন-কুমারে কৃষ্ণ আনিল ডাকিয়া ॥
কৃষ্ণ বলে প্রদ্যুম্ন পুত্র শুন মোর বাণী।
হস্তিনাতে যাহ যুধিষ্ঠির-রাজধানী ॥
পাণ্ডবের স্থানে কহ আমার সংবাদ।
কেনে চাহে আমা সঙ্গে করিতে বিবাদ ॥
পাণ্ডব আমার বন্ধু সর্ব্বদায় জানি।
মোর বড় প্রিয় যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥
ধনঞ্জয় বীর মোর প্রিয় অতিশয়।
কোন দিন পাণ্ডবের সনে অপন্তায় (?) ॥
ইহাতে অন্যথা বড় হইবেক জানি।
আমার পরম শত্রু দণ্ডী নৃপমণি ॥
সেই দণ্ডী ভীমের শরণ লইয়াছে।
[illegible] বচনে ভীম তাহারে রেখেছে ॥

পৃথিবীতে কেহ তারে না দিল শরণ।
তাহাকে রেখেছে ভীম কুন প্রয়োজন॥
অতএব বুঝিলাম চরিত্র তাহারে।
মোর সঙ্গে চাহেন বিবাদ করিবারে॥
যুধিষ্ঠির রাজাকে কহিল দ্রুত (১) বাণী।
দণ্ডীকে পাঠাএ দেহ সহ তুরঙ্গিণী॥
তবে তার সঙ্গে প্রীত করিবে আমার।
নতুবা পাণ্ডবকুল সবংশে সংহার॥
আমার বিক্রম কি না জানে নরপতি।
কুন মতে বলে যুঝিবেক আমার সংহতি॥
এই কথা কহিয়া প্রদ্যুম্নে পাঠাইল।
ত্বরিত চলিয়া তবে হস্তিনাতে গেল॥

যুধিষ্ঠির-চরণে গিয়া দণ্ডবৎ কৈল।
হাতে ধরি যুধিষ্ঠির আসনে বসাইল॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি পুছিল সমাচার।
কিবা হেতু আগমন হয়েছে তোমার॥
কহ কামদেব আগে কৃষ্ণের কুশল।
তাহার প্রসাদে মোর সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
বলভদ্র আদি কহ সভার বৃত্তান্ত।
আর সকলের কথা কহ আদ্যোপান্ত॥
এমত রাজার কথা শুনি বারে বার।
কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের কুমার॥
শুন রাজা কৃষ্ণ আছেন সর্ব্বত্র কুশল।
দ্বারকাতে আছে রাজা অতি সুমঙ্গল॥
দ্বারকাতে আছেন আনন্দ যে সকল।
কিন্তু এক কার্য্য বড় দেখি অমঙ্গল॥
কৃষ্ণের সহিত কেন বাড়ায় জঞ্জাল।
এই হেতু মোরে কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিল॥
সে সকল কথা কহি শুন মন দিয়া।
আদ্যোপান্ত কহি আমি শুন বিবরিয়া॥

---

(১) অকস্মী।

অবন্তীদেশের রাজা দণ্ডী দুরাচার।
কৃষ্ণের সহিত হৈল শত্রুতা তাহার॥

শরণ না পাইল সেই সকল ভুবনে।
তারে আশ্বাসিয়া রাখিয়াছে ভীমসেনে॥
এ কথা গোবিন্দ দেব আশ্চর্য্য শুনিয়া।
আমাকে তোমার স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
ঘুড়ী সঙ্গে দণ্ডীকে যে পাঠাইয়া দেউক।
নতুবা অনর্থ বড় পশ্চাতে হবেক॥
ইহাতে কল্যাণ রাজা নাহিক নিশ্চিত।
কৃষ্ণের বিক্রম যত তোমাকে বিদিত॥
জানিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়।
এই আমি কহিলাম শুন মহাশয়॥
প্রদ্যুম্নের বাক্য সব এমত শুনিয়া।
নিঃশব্দ হইল রাজা মৌনব্রত হয়্যা॥
তাহা শুনি কুপিত হইল ভীম বীর।
উত্তর দিলেন বীর নির্ভয়-শরীর॥

ভীমের উক্তি।

শুনহ প্রদ্যুম্ন তুমি আমার বচন।
রাজায় দেখাহ ভয় কিসের কারণ॥
দণ্ডীকে রেখেছি আমি আপনার বলে।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ করুন গোপালে॥
দণ্ডীকে বলহ তুমি অপরাধী করি।
কোন্ পক্ষে অপরাধ বুঝিতে না পারি॥
বনেতে পেয়েছে অশ্ব তার কিবা ভয়।
কি কারণে করে কৃষ্ণ অধর্ম্ম আশ্রয়॥
তে কারণে আসিয়াছে আমার সদনে।
আমি রাখিয়াছি তারে অভয় বচনে॥
ন্যায় পক্ষে রাখিয়াছি দণ্ডী রাজা আমি।
অন্যায় করিতে চাহ কি কারণে তুমি॥
কহ গিয়া কামদেব কৃষ্ণের গোচরে।
বড় শক্তি আছে কৃষ্ণ করুন আমারে॥

কামদেবের উত্তর।

ভীমের বচন কাম এতেক শুনিএ।
কহিতে লাগিল তবে ভীমেরে বুঝাএ॥
শুন ভীম ভাল বুদ্ধি নহিল তোমারে।
কৃষ্ণ প্রতি এত ক্রোধ কর বারে বারে॥
যেই নারায়ণ হন সর্ব্বভূতে প্রাণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্তা ভগবান্॥
তুমি দর্প কর ভীম তাহার সহিতে।
কৃষ্ণের মহিমা-গুণ শুন আমা হৈতে॥

মীন।

প্রথমে ধরিলা প্রভু মীন-অবতার।
জলেতে মজ্জিল বেদ করিল উদ্ধার॥
বেদ বিনে ধর্ম্ম কথা নাশ হয়ে ছিল।
হেন বেদ উদ্ধারিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কৈল॥

কূর্ম্ম।

দ্বিতীয়েতে কূর্ম্মরূপ ধরি নারায়ণ।
পৃষ্ঠেতে ধরিলা প্রভু সকল ভুবন॥
তাহার উপরে দেখ সংসারের ভার।
মানসে মানব-দেহ হৈল নৈরাকার॥
সেই প্রভু গোবিন্দেরে কর মন্দ জ্ঞান।
কুমতি হয়েছে তোমার বুঝিলাম মন॥

বরাহ।

তৃতীয় বরাহরূপ ধরিয়া শ্রীহরি।
জলে হৈতে তোলে পৃথ্বী দন্ত-অগ্রে করি॥
দশনের অগ্রে প্রভু পৃথিবী ধরেছে।
করিতে এ সব কর্ম্ম কার শক্তি আছে॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য দৈত্যের নন্দন।
ইঙ্গিতে জিনিল সেই এ তিন ভুবন॥
ইন্দ্র জিনিল স্বর্গে হৈল পুরন্দর।
মর্ত্ত্যলোকে গেল তবে সকল অমর॥
মহাদুষ্ট হিরণ্যাক্ষ মহাবলবান্।
যুদ্ধ করিবারে ভূমি চাইল নানা স্থান॥
ইঙ্গিতে লইল প্রভু তাহার জীবন।
সেই প্রভু জগত-ঈশ্বর ভগবান্॥
হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্পজ্ঞান।

* * * * *

নরসিংহ।

হিরণ্যকশিপু দৈত্য হৈল তার পরে।
কশ্যপ-ঔরসে জন্ম দিতির উদরে॥

স্বর্গে যুদ্ধ করিয়া যে ইন্দ্র খেদাইল।
বহুকাল স্বর্গে সেই ইন্দ্রত্ব করিল॥
তাহার তনয় হৈল প্রহ্লাদ যে নাম।
বিষ্ণু-ভক্তি বড় সেই বৈষ্ণব গুণবান্॥
অসুরের ধর্ম্ম বিষ্ণুর নিন্দার বিষয়।
পুত্রেরে বৈষ্ণব দেখি বড় ক্রোধ হয়॥
মারিবারে চেষ্টা পাইল অনেক প্রকারে।
গোবিন্দ-প্রসাদে মৃত্যু না হৈল তারে॥
প্রহ্লাদেরে বলে তবে হিরণ্যকশিপু।
শুন রে পাপিষ্ঠ পুত্র তুমি মোর রিপু॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বদা বলহ কি কারণে।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণে॥
তোর সেই নারায়ণ থাকয়ে কথায়।
কিরূপ ধরয়ে সেই কহত আমায়॥
প্রহ্লাদ বলেন রাজা শুন মোর বাণী।
সর্ব্বভূতে আছে প্রভু সেই চক্রপাণি॥
সর্ব্বভূতে তার গতি আছে সর্ব্ব ঠাঁই।
পরম পুরুষ সেই জগত গোসাঞি॥
রাজা বলে এই স্তম্ভ দেখি বিদ্যমান।
ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান্॥
প্রহ্লাদ বলেন দৈত্য শুন মোর বাণী।
সর্ব্বদা সর্ব্বের মধ্যে থাকে চক্রপাণি॥
এত শুনি হিরণ্য যে দৈত্যের ঈশ্বর।
অমনি তীক্ষ্ণ খড়্গ লয়্যা উঠিল সত্বর॥
ভক্তের যে কার্য্য রক্ষা করিতে নারায়ণ।
স্তম্ভ হৈতে বাহির হইল ততক্ষণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীহরি।
বাহির হইল তবে দেবতা মুরারি॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
ইঙ্গিতে নখেতে চিরি করিল বিদার॥
দেবশক্তি ধরে সেই দেব ভগবান্।
এমত জনারে তীম কর অপমান॥

বামন ।

বলি-রাজা ছিল দেখ বিরোচন-সুত ।
সমরে দুর্জ্জয় দৈত্য বিক্রমে অদ্ভুত ॥
ইন্দ্রকে জিনিঞা কৈল স্বর্গ অধিকার ।
নানা মতে অবজ্ঞা করিল দেবতার ॥
দেবতার উপকার করিতে নারায়ণ ।
দুই পদে পৃথিবী জুড়িল ততক্ষণ ॥
নাভিদেশ হৈতে এক পদ বাহির হৈল ।
সেই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য পৃথিবী জুড়িল ॥
হেন মতে বলিকে পাতালি পাঠাইয়া ।
স্বর্গেতে স্থাপিল তবে ইন্দ্রকে লইয়া ॥
হেন শক্তি ধরে সেই প্রভু ভগবান্ ।
এমত জনাকে ভীম কর অবজ্ঞান ॥

পরশুরাম ।

পৃথিবী ক্ষত্রিয়-ভারে আক্রান্ত হইল ।
জমদগ্নি-ঘরে প্রভু জনম লভিল ॥
রামরূপে পরশুরাম হৈল অবতার ।
নিঃক্ষেত্রী করিলা ক্ষিতি তিন সাত বার ॥
কার্ত্তবীর্য্য রাজা ছিল ক্ষিতির প্রধান ।
সহস্রেক বাহু ছিল মহাবলবান ॥
পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ যে হইল ।
সহস্রেক বাহু তার কুঠারে কাটিল ॥
কাটিয়া শরীর তার খণ্ড খণ্ড কৈল ।
ক্ষেত্রী মারি পরশুরাম নিঃক্ষেত্রী করিল ॥
নদ নদী বহাইল ক্ষত্রিয়-রুধিরে ।
হেন প্রভু নারায়ণ জগত-ঈশ্বরে ॥
কেন বুদ্ধি অবজ্ঞান কর বৃকোদরে ।
এমত তোমার কার্য্য নহে বীরবর ॥

রাম ।

ত্রেতাযুগে রামরূপে দশরথ-ঘরে ।
জন্মিলেন নারায়ণ কৌশল্যা-উদরে ॥
শুনিয়াছি রাবণ-রাজার সমাচার ।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু আছিল তাহার ॥
হরিল রামের সীতা সেইত রাবণ ।
সমুদ্র বান্ধিল রাম এইত কারণ ॥

পর্ব্বত-পাথরে বান্ধে শতেক যোজন।
কটক লইএ পার হৈল নারায়ণ॥
সবংশে রাবণে রাম করিল সংহার।
দেশেতে আনিল সীতা করিয়া উদ্ধার॥
আর যত কর্ম্ম কৈল রাম-অবতারে।
কতেক কহিএ আমি বুঝাব তোমারে॥
সেই প্রভু নারায়ণ সংসারের সার।
তারে অবজ্ঞান কর কুবুদ্ধি তোমার॥

পূর্ব্বে সেই নারায়ণ ক্ষীরোদ-সাগরে।
নিদ্রায় আছেন প্রভু যোগ-অনুসারে॥
ব্রহ্মার কর্ণ-মল হৈতে এক হইল বাহির।
তাহে মধু কৈটভ জন্মিল দুই বীর॥
প্রকাণ্ড শরীর সেই মহাবল ধরে।
সম্মুখে দেখিয়া যায় ব্রহ্মা মারিবারে॥
পলাইয়া যায় ব্রহ্মা অসুর দেখিয়া।
বিষ্ণু-নাভি-কমলেতে প্রবেশিল গিয়া॥
নিদ্রারূপে ভগবতী জগত-জননী।
আজ্ঞা দিয়া মোহিত করিল চক্রপাণি॥
প্রজাপতির কাতর শরণে নারায়ণ।
জানিলেন মহাপ্রভু জগত-কারণ॥
দেখিয়া অসুর চাহে ব্রহ্মা মারিবারে।
মহাক্রোধ হয়্যা প্রভু বধিল তাহারে॥
তার সম অসুরেতে বলবন্ত নাই।
লীলায় মারিল প্রভু জগত-গোসাঞি॥

মধু-কৈটভ-শাসন।

সেই প্রভু নারায়ণ জগত-কারণ।
কৃষ্ণরূপে অবতার হইল এখন॥
মহাবলবান্ কংস-রাজা মথুরাতে।
বকাসুর অঘাসুর পুতনা সহিতে॥
তৃণাবর্ত্ত কংসাসুর প্রলম্বাদি করি।
বালককালেতে হরি সকল সংহারি॥
[illegible] মারিল নৃপতি কংসাসুরে।
[illegible] বর্ণ সেই গেল যম-ঘরে॥

কৃষ্ণ।

ত্রিশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহতি করিয়া।
জরাসন্ধ নৃপতি তবে মথুরাতে গিয়া॥
বারে বারে কৃষ্ণদেবে করেন বা জয়।
মারিয়া অনেক সৈন্য করিলেক ক্ষয়।
হেন জন সঙ্গে চাহ বিবাদ করিতে।
না হয় উচিত ভীম কহিলাম তোমাতে॥
মত্ততা হইয়া তুমি না দেখ এখনে।
সঙ্কটে পড়িবে যবে জানিবে তখনে॥

ভীমের উত্তর।

ভীম বলে যে বলিলে প্রদ্যুম্ন কুমার।
ইহাতে তিলেক ভয় নাহিক আমার॥
যাহ তুমি কহিবা গিয়া গোবিন্দের স্থানে।
দণ্ডীকে রেখেছি আমি শুনহ বচনে॥
যত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করুন আসিয়া।
দণ্ডীকে নেউন কৃষ্ণ আমারে জিনিয়া॥

গদাধর দাসের জগন্নাথ-মঙ্গল।

গদাধর দাস সিঙ্গিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ মহাভারতকার কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-মঙ্গল রচনা করেন। বিশেষ বিবরণ কবি স্বয়ং জগন্নাথ-মঙ্গলের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা পাদ-টীকায় উদ্ধৃত হইল। (১)

কৃষ্ণ-বন্দনা।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বপ্রাণ প্রণমহ ভগবান্
শ্রীনন্দ-নন্দন সুরেশ্বর।
অতি আদি পুরাতনে নিন্দি ইন্দু নবঘনে
সদা নর-সুর-মনোহর॥

---

(১) ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়ণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে। নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে॥ তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।

তড়িৎ-নিন্দিত পীত রবি-বক্ষ সুশোভিত
চির-শোভা সঘন চপলা।
প্রফুল্লিত সরসিজ মুখ-শোভা কিবা তেজ
ভালে সিত সিন্ধু-যশঃ-কলা ॥
দাক্ষায়ণী-বংশ-ধ্বংস সজ্জন-অবতংশ
গুঞ্জা মুক্তা তবক রচিত।
সুচাঁচর কেশ-ভাতি মল্লিকা মালতী যূঁথী
ভুঞ্জে চক্ষু বিকচ তড়িত ॥
উর্দ্ধরেখা আদি চিহ্ন শ্রেষ্ঠ সব সুলক্ষণ
ভক্তজনে জাতি প্রাণ ধন।
শ্রীবৃন্দাবন ধাম ত্রিজগতে অনুপম
চিন্তামণি সুখদ সুন্দর।
তথি মধ্যে কল্পতরু শ্রীমুনি-মণ্ডন চারু
বিরাজেন নন্দকুমার ॥

দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ দুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন। দুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন ॥ তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥ রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥ প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধুরাম যে রাঘব ॥ সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার। ভুমেন্দু কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর। রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্তি ভগবানে। রচিলা পাঁচালির ছন্দ ভারত-পুরাণে ॥ জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥

স্কন্দ-পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্ম-পুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥ না বুঝয় পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তে কারণে রচিলাম পাঁচালির মতে ॥ [illegible] কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥ সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহ পঞ্চ শতে। সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে ॥ মঙ্গসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥ জগন্নাথ-সেবা বিনে নাহি জানে আন। রাজ্য হরি রাজ্য প্রাণ ধন ॥ অনেক করিল কার্য্য প্রভু জগন্নাথ। দুষ্টজন দলন দুঃখিত জন তাত ॥ পুত্রবৎ পালে প্রজা রাজ্য প্রজাগণ। জিনিঞা চম্পক-পুষ্প

ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম কেশব রসের ধাম
মিথ্যা ব্যর্থ কি দিব উপাম।
যত বিদগধ-ধ্বজে বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
লাজে পালাইল সব কাম ॥
গোপ-গোপিকা সঙ্গ নানাবিধ ক্রীড়ারঙ্গ
সমাপিত নিকুঞ্জ পুলিন।
নানারূপে বিহঙ্গম শ্যাম-মন-মনোরম
তরু দ্রুম তমাল নবীন ॥
বিকশিত কোকনদ কৃষ্ণকুঞ্জে সুখপ্রদ
অলিগণ গুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ।
বিকচ কমল পরে মন্দবায়ু ক্রীড়া করে
বৃন্দাবন অনিন্দ্য নিকুঞ্জ ॥
অবতার সে মুনি ধ্যায় ভব পদ্মযোনি
উদ্ধারিল জঙ্গম স্থাবর।
অশেষ দুঃখের হর্ত্তা অক্ষয় নিশ্চয় দাতা
না বুঝে অবোধ গদাধর ॥

অঙ্গের বরণ ॥ রাজচক্রবর্ত্তী সেই উৎকলের পতি। ধর্ম্ম-ন্যায় তোষণ করিল বসুমতী ॥ মহালয়া তাপি হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর ॥ মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর। বিশ্বেশ্বরের বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে। শুনিয়া পুরাণ বড় ইৎসা হৈল মনে ॥ পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন। নাহি সন্ধি-জ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ ॥ আমি অতি মূঢ়মতি করিনু রচন। ভাগবত-গ্রাহ করে শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥ পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে। যদি বা অশুদ্ধ হরি-প্রসঙ্গ জানিবে ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম যে করে আশ্রয়। ভব আদি পাদ-পদ্ম যাঁহার অন্তর ॥ দীন হীন তাহি আমি সে পদস্মরণ। চন্দ্র পরশিতে যেন বামনের মন ॥ শক্তি মাত্র ভরসা আছএ এক আর। পতিত-পাবন দীনবন্ধু নাম যার ॥ সেই নাম বিনে নাই আমার নিস্তার। ব্যাখ্যা করিয়াছে [illegible] যাহার ॥ আর মনোরঞ্জ অর্থ কহিতে বিস্তার। [illegible] কহে [illegible] ॥

জগন্নাথ-বন্দনা।

ধরণী লোটায়ে মাথা　　　　পরম মঙ্গলদাতা
প্রথমে প্রণাম জগন্নাথ।
পরম পুরুষ ব্রহ্ম　　　　প্রকৃতি অব্যক্ত কর্ম্ম
সর্ব্ব ধর্ম্ম এক প্রণিপাত॥
জ্ঞান পাদপদ্ম-মর্ম্ম　　　　পতিত-পাবনী জন্ম
শিরে সদা ধরে সদানন্দ।
অনাদি-নিদান-দাতা　　　　অখিল ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা
অনন্ত অদ্ভুত আদি কন্দ॥
লীলায় কন্দর নীল্যে　　　　লবণ-জলধি-কূলে
চারি চারু চারি কলেবর।
নীলমণি-কলেবর　　　　নীলচক্রে বরকর
সহিত নীলাক্ষি নীলাম্বর॥
ধন্য শ্রীপুরুষোত্তম　　　　ত্রিভুবনে নাহি সম
যথায় বিরাজে দেবরাজ।
যাহার উচ্ছিষ্ট অন্ন　　　　শমন দমন চূর্ণ
ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্রত যজ্ঞ কাষ॥
নয়ন নলিনী-পত্র　　　　অরুণ বসন যত
অধরোষ্ঠ পীযূষ-সমুদ্র।
আহার প্রাণের আশে　　　　আইসে মানব-বেশে
ব্রহ্মা আদি রবি চন্দ্র ইন্দ্র॥
নবঘন পুঞ্জ আভা　　　　শশী কোটি মুখ-শোভা
শরদিন্দু-তিলক ললাটে।
এ মুখ-দর্শনে নরে　　　　নরক দুস্তর তরে
ঘোর বন্ধ মায়াবন্ধ কাটে॥
ভকত-আয়ত-খণ্ড　　　　তুলি দুই ভুজদণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড-আশ্রয় যার ছায়া।
লেপিত চন্দন পীত　　　　বনমালা বিভূষিত
অঙ্গদাদি কঙ্কণ বলয়া॥
জগত মঙ্গল ধাম　　　　জয় জগন্নাথ নাম
যমভয় শ্রবণে বিনাশে।
সে নাম ভরসা করি　　　　এ ভব দুস্তর তরি
আহ্লাদক গদাধর দাসে॥

চৈতন্য-বন্দনা।

অবনীতে অবধোত — কৃষ্ণ পূর্ণরূপ-যুত
চূড়ামণি সন্ন্যাসী-আকার।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ — আর যত ভক্তবৃন্দ
চরণে করিয়া পরিহার॥
ক্ষিতি জম্বুদ্বীপ ধন্য — যাহে নবদ্বীপ রম্য
ধন্য ধন্য মিশ্র পুরন্দর।
যাহার ঘরেতে জন্ম — সন্ন্যাসীর রূপ ব্রহ্ম
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধর॥
ধন্য শচী গুণবতী — গুপ্তেতে কৌশল্যা মূর্ত্তি
অণসূয়া আকৃতি অদিতি।
দৈবকী দেবহূতি — ধার্ম্মিকা যশোমতী
রোহিণী রেণুকা সত্যবতী॥
ধন্য সে জঠর ধন্য — যাহে বসে শ্রীচৈতন্য
ক্ষিতিতলে অঞ্জলি অঞ্জন।
তীর্থ হেম অতি আভা — শশী কোটি মুখ-শোভা
বায় বেলা পাষণ্ড-দলন॥
সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভু — বৈষ্ণব-প্রধান শম্ভু
সীতা ঠাকুরাণী হৈমবতী।
অজরূপে হরিদাস — দেবঋষি শ্রীনিবাস
মুরারি ভূপতি রঘুপতি॥
সুন্দর গোপী আনন্দ — গৌরীদাস ভবানন্দ
পুরুষোত্তম দাস অনুপাম।
ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত — পরম শাস্ত্রেতে জ্ঞাত
সদা গোবিন্দের গুণগান॥
পুরহ কমলাকর — পুরুষোত্তম মনোহর
বিনোদিয়া কালিয়া কানাই।
সংসার আছিল যত — কৃষ্ণে ভক্তিহীন সুত
বিষয়ী বিষয় মূর্ত্তিমান্।
জগাই মাধাই আদি — যতেক পাষণ্ড বাদী
হরিগুণে সদাই বিতৃষন॥
দেখি গোরা হৈল খুই — সংসার হৈল মই
ত্রাসে কলি হইল [illegible]।

গৌরাঙ্গ গৌড়পতি কালসর্প ছন্নমতি
শিবা যেন দেখিয়া মাতঙ্গ ॥
অভক্তে অরুচি বড় তাহে মত্ত গদাধর
নাহি হেতু অন্য প্রতিকার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে কেবা তারে হেন জনে
পতিত-তারণ বল যার ॥

দ্বিজ পরশুরামের ভাগবত।

সুদামা-চরিত্র।

বাং ১২৩১ (১৮২৩ খৃঃ) সালের পুথি হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

রাজা পরীক্ষিতে যদি ব্রহ্মশাপ হইল।
গঙ্গার তীরেতে গিয়া মঞ্চার বাঁধিল ॥
মঞ্চের উপরে বৈসে রাজা পরীক্ষিত।
চৌদিকে বসিলা তার যতেক পণ্ডিত ॥
শুকদেব আদি করি বসিলা সর্ব্বজন।
হেন কালে পরীক্ষিত করে নিবেদন ॥
কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে।
যে যে কর্ম্ম গোবিন্দ করিলা কুতূহলে ॥
সেই বাক্য যাহাতে কৃষ্ণের গুণ গাথা।
সেই শ্রবণে যাহাতে শুনি কৃষ্ণ-কথা ॥
সেই হস্ত যাহাতে কৃষ্ণের কর্ম্ম করি।
মস্তকের সার্থক হয় প্রণাম নারায়ণে।
চক্ষুর সার্থক বলি কৃষ্ণের দর্শনে ॥
এতেক বলিল যদি রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণ-কথায় শুক মুনি হৈলা আনন্দিত ॥

কৃষ্ণ কথায় পরীক্ষিতের আনন্দ।

শুন শুন পরীক্ষিত হয়্যা একমন।
আছিলা কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন ॥
সুদামা তাহার নাম জগতে বিদিত।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে সে বিচারে পণ্ডিত ॥

লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান ॥
অতি বড় পতিব্রতা তাহার রমণী।
স্বামী-পরায়ণে সেত বড়ই সুখিনী ॥

সুদামার দারিদ্র্য।

স্ত্রীপুরুষে দুই জনে বড় দুঃখ পায়।
অনায়াসে যেবা যুড়ে (১) তাহা মাত্র খায় ॥
জীর্ণবস্ত্র পরিধান তৃণশূন্য ঘর।
অস্থিচর্ম্ম-সার মাত্র দেখি কলেবর ॥
অন্নাভাবে দুই জনার অঙ্গ হৈল দড়ি।
তৈলাভাবে দুহার গায়ে উড়ে খড়ি ॥
এই রূপে দুই জনে করে গৃহবাস।
অনলে বসিয়া যেন ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

একদিন বিপ্রপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে।
ক্ষুধাএ অজ্ঞান হৈয়া দাণ্ডাইল যোড়হাতে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ সকরুণ বাণী।
ত্রিভুবনে মোর সম নাহিক দুঃখিনী ॥
অন্ন অভাবে শরীর রক্ষা নাহি পায়।
উদর পুরিয়া অন্ন খাইতে ইচ্ছা যায় ॥
উদরের অন্ন হইল রজত কাঞ্চন।
যদি কথা রাখ মোর করি নিবেদন ॥
কৃষ্ণ হেন সখা তোমার দ্বারকা-নগরে।
লক্ষ্মী যার পদ সেবা অবিরত করে ॥
হেন সখা বিদ্যমানে এত দুঃখ পাই।
সব দুঃখ দূর হব যাহ তার ঠাঞি ॥
তোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর।

মথুরাগমনের পরামর্শ।

ব্রাহ্মণীর এত বোল শুনিঞা ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া বলিল বিপ্র শুনহ বচন ॥

বাদ-প্রতিবাদ।

গুরুকুলে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িতাঙ যখন।
সখা বলি কৃষ্ণ মোরে বলিতেন তখন ॥

---

(১) যাহা বিনা পরিশ্রমে লব্ধ হয় তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অর্থলোভ বা অর্থচেষ্টা ইহাদের ছিল না।

আজি তেঁহ লক্ষ্মীকান্ত দ্বারকা-ভুবনে।
আর নাকি আমাকে তার পড়িবেক মনে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শিরোমণি সে।
কেনে মোরে ধন দিবেন আমি তার কে॥
শুনিঞা ব্রাহ্মণী কহেন স্বামীর সাক্ষাতে।
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন॥
তাহার চরণারবিন্দ যে করে স্মরণ।
তাহারে আপনা দেন প্রভু নারায়ণ॥
বড় তুষ্ট হব প্রভু তোমা বন্ধু দেখি।
আপনাকে দিবেন প্রভু ধন কিসে লিখি॥
লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ জগতের সার।
তাহা বিনু দয়ার ঠাকুর নাই আর॥

পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণী কহিল যদি এত।
শুনিঞা সুদামা বিপ্র হইলা সম্মিত॥
এমন পরম ভাগ্য হইব আমার।
দেখিব সাক্ষাতে আজি দৈবকীকুমার॥
এতেক শুনিঞা বিপ্র ব্রাহ্মণীকে কয়।
ঘরে কিছু আছে যদি দিব্য উপায়ন॥
এ মোর পরম ভাগ্য কৃষ্ণ হেন সখা।
রিক্ত হস্তে কেমনে করিব তারে দেখা॥
শুনিঞা ব্রাহ্মণী এত স্বামীর উত্তর।
ভিক্ষা মাগিবারে গেলেন নগর ভিতর॥
চারি মুষ্টি ক্ষুদ ভিক্ষা পাইল চারি ঘরে।
প্রথমতঃ হেন গুলি লইল সাদরে॥
ভগ্নবস্ত্রে বাঁধিয়া আনিল ক্ষুদের পুটলি।
স্বামীর আগে আনি দিল হয়্যা কুতূহলী॥
ক্ষুদের পুটলি বিপ্র নিল কাখে করি।
কৃষ্ণ-দরশনে যান দ্বারকা-নগরী॥

দ্বারকা যাত্রা।

পথে পথে যান বিপ্র ভাবে মনে মন।
কেমতে হইব মোর কৃষ্ণ-দরশন॥

যে পদ অর্থয়ে ব্রহ্মা ভবানী দেবতা।
যে পদে জন্মিলা গঙ্গা মুক্তিপদ-দাতা ॥
গোপী সব পূজা কৈল যমুনার কূলে।
তপস্যার ফলে পাইল কদম্বের তলে ॥
হেন কৃষ্ণ কেমনে পাইব আমি দেখা।
না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা ॥
এতেক বলিয়া বিপ্র যান পথে পথে।
প্রবেশ করিল গিয়া সেই দ্বারকাতে ॥
গোবিন্দ ভাবনা করি যান দ্বারকাপুরী।
দেখিব সাক্ষাতে আমি দেবতা শ্রীহরি ॥
সচিন্তিত হইলা তবে সুদামা ব্রাহ্মণ।
সুখময় পুরীখান দেখিল তখন ॥
এ ভব-সংসারে প্রভু মোরে কর পার।
দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার ॥

ক্ষুদের পুটলি কক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার।
পূর্ব্বেতে আছিলে সখা ইবে যদি পাই দেখা
তবে জানি মহিমা তোমার ॥
এত বলি দ্বিজবর প্রবেশিলা এক ঘর
সেই ঘরে প্রভু নারায়ণ।
লক্ষ্মীর সহিত হরি আছিলা শয়ন করি
সখা দেখি উঠিলা তখন ॥
আইস অহে প্রিয় সখা চির দিনে হৈল দেখা
আজি মোর দিবস সফল।
ভাগ্যের নাহিক লেখা বন্ধুজনের সঙ্গে দেখা
সুদামারে প্রভু দিলা কোল ॥
তবেত ব্রহ্মাণ্ডনাথে ধরিয়া বিপ্রের হাতে
বসাইল পালঙ্ক উপরে।
প্রেমে অঙ্গ গদগদ ব্রাহ্মণের দুই পদ
ধুয়াইলা প্রভু গদাধরে ॥

বিপ্রের পাদোদক লঞা আপন মস্তকে দিয়া
তবে দিল লক্ষ্মীর মস্তকে।

সখা-সম্মিলন।

নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করান তারে
মুখশুদ্ধি তাম্বুল কর্পূরে।
তবে প্রভু চক্রপাণি অগুরু চন্দন আনি
ভূষিত করিলা দ্বিজবরে॥
গোবিন্দ ব্রহ্মণ্য দেবে ব্রাহ্মণের পদ সেবে
লক্ষ্মী দেবী ঢুলাএ চামরে।
তাহা দেখি লোকজন বিস্ময় হইল মন
পরস্পর কহে সভাকারে॥
শুন শুন ভক্ত লোক কৃষ্ণগুণ মোহে শোক
হরি-কথা অমৃতের ধার।
দ্বিজ পরশুরাম গায় ভজিএ সে রাঙ্গা পায়
ভব-সিন্ধু কিসে হব পার॥

বসিলা সুদামা বিপ্র পালঙ্ক উপরে
ক্ষিতিতলে বসিলেন প্রভু গদাধরে॥
কল্যাণ কুশল কহ কহ আগে সখা।
চির দিনে আমার সহিত হইল দেখা॥
গুরুকুলে আমরা পড়িতাম যখন।
মনে কিছু পড়ে সখা সে সব কথন॥
একদিন গুরুমাতা কহিল আমা সভাকারে।
তৃণ কাষ্ঠ বাছা সব কিছু নাই ঘরে॥
রন্ধনের কষ্ট পাই তৃণ কাষ্ঠ বিনে।
কাষ্ঠ ভাঙ্গি বাছা সব আন গিয়া বনে॥

বাল্যস্মৃতি।

গুরুমাতার আজ্ঞায় আমরা যত শিষ্যগণ।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে গেলাম গহন কানন॥
গহন কাননে গিয়া সে পরিলাম মোরা।
আচম্বিতে সভার দিশা হৈনু হারা॥
পথহারা হৈয়া মোরা ভ্রমি বনে বনে।
কোন পথে কোথা আইলাম জানিব কেমনে॥
কোনরূপে পথের করিতে নারি দিশা।
রাত্রি উপস্থিত হৈল অন্ধকার নিশা॥

দৈবযোগে বিধাতা হে বিপাকে লাগিল।
অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি কোথা হৈতে আইল॥

বিপরীত ঝড় বৃষ্টি হইল অকস্মাৎ।
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে ঘন বজ্রাঘাত॥
পরস্পর সভে সভার হাতে হাতে ধর‍্যা।
হাতাহাতী করে সভে বন-মধ্যে ফির‍্যা॥
কাতর হইয়া মোরা যত শিষ্যগণ।
এই মত পথ চেয়ে ভ্রমি বনে বন॥

হেথা গুরু কান্দেন কান্দেন গুরুমাতা।
ঝড় বৃষ্টি শিশুগুলি বধ হৈল কোথা॥
নিশি অবশেষ হৈল সূর্য্যের প্রকাশ।
গুরুদেব আইলেন করিতে তল্লাস॥
হেন কালে আমরা সব আইসি সেই পথে।
আমা সভায় দেখি গুরু লাগিলা কান্দিতে॥
আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে।
কত দুঃখ পাইলে তোমরা বিষম সঙ্কটে॥
হায় হায় ভাগ্যে সভার রক্ষা হৈল প্রাণ।
গুরুদেবে মোরা সভে করিলাম প্রণাম॥
তবে গুরুদেব মোরে হরিষ অন্তরে।
অনেক আশিস্ কৈল আমা সভাকারে॥
তবে গুরুমাতাকেঁ করিলাম নমস্কার।
লজ্জায় সে আশীর্ব্বাদ না কৈল অপার॥
আর কত কর্ম্ম করিলাম গুরু-নিকেতনে।
তাহা কথা কহি সখা সব আছে মনে॥
তবে তুমি কহ সখা আপন কুশল।
দ্বিজ পরশুরাম গান পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥

যে প্রস্তাবে আসিয়াছেন সুদামা ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব-আত্মা ভগবান্ জানেন কারণ॥
ভগ্নবস্ত্রে খুদগুলি এনেছে মোর তরে।
লজ্জার কারণে খুদ নাহি দেন মোরে॥
সুদামার দারিদ্র্য জানাতে চক্রপাণি।
ঈষৎ হাসিয়া কহে সুদামারে বাণী॥

শুন শুন অহে সখা সুদামা ব্রাহ্মণ।
কি এনেছ মোর তরে দিব্য উপায়ন ॥
অল্প বুঝি হেন বলি নাই দেন মোরে।
ভক্ত আনি দিলে আমি লইত সাদরে ॥ ক্ষুদ লুণ্ঠন।
পত্র পুষ্প ফল জল দেয় ভক্ত লোকে।
অভক্তের অন্নে মোর নাহি হয় ইচ্ছা।
তুমি কি এনেছ সখা না কহিয় মিথ্যা ॥
এতেক ভাবিএ তবে দেব বনমালী।
কাড়িয়া লইল কৃষ্ণ ক্ষুদের পুটলী ॥
ক্ষুদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলা বনমালী।

আহা অহো প্রিয় সখা লজ্জা কর কেনে।
বড় সন্তুষ্ট আমি এই উপায়নে ॥
এত বলি কৃষ্ণ সুদামার ক্ষুদ লইয়া।
এক মুষ্টি খাইলা কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
আর এক মুষ্টি যেই লইলা খাইতে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবী ধরিলেন হাতে ॥
যে খাইলে সেই ভাল না খাইও আর।
কত দিনে শুধে যাবে সুদামার ধার ॥
বিপ্রের বিষম ধার বলিলাম তোমারে।
কত কাল খাটিব গিয়া সুদামার ঘরে ॥
কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মীদেবি জানিছি সকল।
শুনেছ আমার নাম ভকতবৎসল ॥
সুদামার ক্ষুদ প্রভু খাইলা নারায়ণ।
তবে ত সুদামা বিপ্র আনন্দিত মন ॥
হরিষে শয়নে রহিলা কৃষ্ণের মন্দিরে।
অনুক্ষণ মনে ভাবেন দেব গদাধরে ॥
দ্বিজ পরশুরামে গান পুরাণের সার।
কিসের অভাব তাঁর কৃষ্ণ সখা যার ॥

শয়নে রহিলা দ্বিজ কৃষ্ণের মন্দিরে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবী চিন্তেন অন্তরে ॥
তিমুঠের ক্ষুদ খাল্যা নারায়ণে।
সুদামার ধার আমি শুধিব কেমনে ॥

ঋণ-দায়।

সংসারের মধ্যে ঋণগ্রস্ত যেই জন।
ভাবিতে চিন্তিতে কালী তাহার জীবন ॥
ঋণ বৈ পাপ নাই সংসার-ভিতরে।
তিন জন্ম সঙ্গে গোঙায় বলিল সভারে ॥
একে সেই ঋণ আরে সুদামা ব্রাহ্মণ।
কেমতে যাইব শোধ করিব কেমন ॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মী ভাবে মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা বলি তবে কৈলা স্মরণ ॥
আসিয়া সে বিশ্বকর্ম্মা হেট কৈল মাথা।
কি কারণে স্মরণ কৈলে জগতের মাতা ॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি আদেশ।

লক্ষ্মী বলে বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি সুদামার ভবন ॥
উত্তম বন্ধানে কর তার মধ্যে ঘর।
তাহার কাছেতে রাখ দিব্য সরোবর ॥
ইঙ্গিতে বিশ্বকর্ম্মা জানিল কারণ।
শীঘ্রগতি গেলা সেই সুদামা-ভবন ॥

সুবর্ণের ঘর দ্বার অতি মনোহর।
সুবর্ণের কলস শোভে চালের উপর ॥
চৌদিগে বেড়িয়া দিল মনোরম গড়।
গোধন বেড়ায় গৃহে কত পালে পাল ॥
তাহার কোণে সরোবর দেখিতে সুন্দর।
ভ্রমর ভ্রমরী সব করে কলরব ॥
ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই দাস দাসীগণ।
হস্তী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দ্রের ভুবন ॥
নানা আভরণ অঙ্গে দিতে নাই সীমা।
সরোবরে স্নান করে কতেক অঙ্গনা ॥

দুঃখিনী ব্রাহ্মণী হইল লক্ষ্মীর সমান।
তপস্তার ফলে দয়া কৈল ভগবান্ ॥
সুবর্ণের ঘর দুয়ার সুবর্ণের পিড়া।
জরা মৃত্যু রোগ শোক কার নাহি পীড়া ॥
এই সব বিশ্বকর্ম্মা করিয়া নির্ম্মাণ।
চারি দিকে চাহিয়া দেখে দ্বিজ অবলায় ॥

কোকিলের কলরব ডাকে কাকগণ।
বিপ্রের স্থান হইল যেন বৃন্দাবন॥
লক্ষ্মীর আজ্ঞায় হইল সকলি নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহায় গেলা নিজ স্থান॥
হেথা অন্তরে জানিয়া লক্ষ্মী করিল গমন।
চন্দ্রের কিরণ দেখি বিপ্রের ভবন॥
এক রূপে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
আর রূপে রহিলেন বিপ্রের গৃহেতে॥
ভবসিন্ধু মহাশয় কেমনে হব গতি।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোবিন্দ ভকতি॥

রাত্রি প্রভাত হইল উঠিলা ব্রাহ্মণ।
গোবিন্দ সহিত যে করিল আলিঙ্গন॥
বিপ্র বলেন প্রভু আমি যাই নিজ-বাস।
জন্মে জন্মে না ছাড়িব রাঙ্গাপদ আশ॥
এতেক বলিয়া দ্বিজ হইলা বিদায়।
প্রণাম করিলা কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পায়॥
লজ্জা হেতু বিপ্র কিছু না মাগিল ধন।
বিদায় হইয়া বিপ্র যান নিকেতন॥
পথে পথে যায় বিপ্র ভাবেন অন্তরে।
স্ত্রী আমারে পাঠাইল ধন মাগিবারে॥
লজ্জার কারণে আমি না মাগিল ধন।
স্ত্রীকে কি বলিব গিয়া নিকেতন॥
সর্ব্ব-আত্মা ভগবান্ জানেন সকল।
কেনে ধন নাঞি দিলেন ভকত-বৎসল॥
ধনে লুব্ধ হয়্যা পাছে পাসরিতাম তারে।
এই হেতু ধন কৃষ্ণ নাই দিলেন মোরে॥
অতএব বুঝিলাম কৃষ্ণ বড় দয়াময়।
এতেক আদর কৈল কৃষ্ণ মহাশয়॥
অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিলাম কারণ।
ভাবিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিকেতন॥
মণিময় পুরীখান দেখেন সম্মুখে।
দ্বিজ পরশুরাম গান শুন সর্ব্বলোকে॥

সুদামার বিস্ময়।

দাঁড়াইয়া সুদামা বিপ্র দেখে পুরীখান।
সূর্য্য-সমান আভা শোভিত বিমান॥
বিচিত্র উদ্যান উপরে মনোহর।
কোকিলের কলরব গুঞ্জরে ভ্রমর॥
চতুর্দ্দিগে শোভা করে দিঘী সরোবর।
প্রফুল্ল কুমুদ কহ্লার তাহার উপর॥
অনুক্ষণ দাস দাসী অপূর্ব্ব অঙ্গনা।
সরোবর-ঘাটে করে অঙ্গের মার্জ্জনা॥
পুরীখান দেখিয়া ভাবেন দ্বিজবর।
কোন রাজা আসি মোর নিল বাড়ী ঘর॥
এইখানে ছিল মোর ঘরের কুড়্যাখানি।
কোথাকারে গেল মোর দুঃখিনী ব্রাহ্মণী॥
হেন রত্নময় পুরী কে করিল না জানি।
উদর-জ্বালায় কিবা তেজিল পরাণী॥
মাতা পিতা নাই কেহ ভাই সহোদর।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ যাবেন কার ঘর॥
গিয়াছিলাম কৃষ্ণের ঠাঞি মাগিবারে ধন।
এই হেতু মোরে বিড়ম্বিল নারায়ণ॥
কেমনে জানিব বিড়ম্বিব নারায়ণ॥
কেমনে জানিব বিড়ম্বিব যে গোবিন্দে।
দাঁড়াইয়া ধরিতাম তার চরণারবিন্দে॥
দাণ্ডাইয়্যা সুদামা বিপ্র ভাবে মনে মন।
তাহা দেখি যত সব দাস দাসীগণ॥
যাইয়্যা কহিল সব ব্রাহ্মণীর কাছে।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ এক দাণ্ডাইয়া আছে॥

এত শুনি বিপ্রনারী হইলা সম্বিতি।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ নয় মোর প্রাণের পতি॥
দাস দাসী সহিতে যান স্বামীরে আনিতে।
লক্ষ্মী যেন চলিলেন কৃষ্ণ সম্ভাবিতে॥
বাড়ীর বাহির হৈলা বিপ্রের রমণী।
চিনিতে না পারে বিপ্র আপনার ব্রাহ্মণী॥
স্বামীর চরণে গিয়া কৈল নমস্কার।
বিপ্র বলে কে তুমি কহ সমাচার॥

এখানেতে ছিল মোর খড়ের কুড়্যাখানি।
তোমার সম্পদ সব ঘরে আইস তুমি ॥
তখন সুদামা বিপ্র বুঝিলা নিশ্চয়।
এ সব সম্পদ দিল কৃষ্ণ মহাশয় ॥
ব্রাহ্মণী সহিত তবে প্রবেশিলা সেই ঘরে।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন হইল প্রভুবে ॥
সুবর্ণের ঝারিতে দাসী আনিলেক জল।
আপনি ধুইলা প্রভুর চরণ-কমল ॥

সেই পাদোদক-জল লয়ে আপনাব মস্তকেতে দিল।
আনন্দ-সাগরে ভাসি সীমা না পাইল ॥
দিব্য বস্ত্র আনি দিল পবিবার তরে।
অগুরু চন্দন দিল সকল শরীরে ॥
নানা দ্রব্য উপায়ন করিল ভোজন।
সুবর্ণময় পুরী দেখি ইন্দ্রের ভুবন ॥
এত বলে মত্ত হৈলা সুদামা ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ মনে সেই গোবিন্দ-চরণ ॥

শুন শুন সর্ব্ব লোক হয়্যা একমন।
সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জিল্যা নারায়ণ ॥
একথা শুনিবেক যেবা হয়ে একমন।
তাহাকে তো দয়া করেন লক্ষ্মী নাবায়ণ ॥
এই উপাখ্যান যেবা লিখে রাখে ঘরে।
তাহাকে যে দয়া করেন লক্ষ্মী গদাধরে ॥
বিপ্র পরশুরাম গায় পুবাণের সাব।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার।
এতদূরে সুদামা-চরিত্র হৈল সায়।
হরি হরি বল সভে অমর সভায় ॥

শঙ্কর দাসের ভাগবত।

(রচনা-কাল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী।)

দোল-লীলা।

স্বর্গ-গঙ্গাজল তবে ব্রহ্মাএ লইয়া।
কৃষ্ণকে করায় স্নান আনন্দিত হইয়া॥
স্নানোদক শিরে নিল সর্ব্ব দেবগণ।
কৃষ্ণেরে করায়ে সর্ব্ব অঙ্গ-মার্জ্জন॥
ইন্দ্র পরায় তবে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল অগুরু চন্দন॥
চরণে নূপুর দিল রশনা কোমরে।
নানা রত্নে নিরমিত বলয় দুই করে॥
ভুজযুগে তাড় দিল অতি মনোহর।
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর॥
নানা রত্নে নিরমিত গজমতি হার।
আজানুলম্বিত দিল গলে বনমাল॥
ভালে গোরোচনা দিব্য করি ফোটা।
নীল মেঘেতে জেন বিজলীর ছটা॥
মস্তকে মুকুট দিল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তুলনা দিবার নাহি তাহার সমান॥

শ্রীকৃষ্ণের বেশ ও দোলায় আরোহণ।

শ্রীকৃষ্ণের বেশ কৈল দেব পুরন্দর।
মহেশ থুইল নাম দেবের ঈশ্বর॥
কহিল ব্রহ্মারে শিব শুনহ বচন।
দোলে চড়াইল কৃষ্ণ করিয়া শুভক্ষণ॥
শুভক্ষণে দোলে চড়েন দামোদর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর॥
দেব-দেবেশ্বর কৈল দোলে আরোহণ।
সকল দেবতা কৈল চরণ বন্দন॥
রুদ্র পিতামহ শক্র আর দিবাকর।
দোলের পীড়িতে তারা উঠিল সত্বর॥
চারি কোণে চারি দেব আসন ধরিয়া।
কৃষ্ণকে দোলান তারা আনন্দিত হৈয়া॥

লক্ষ্মী সরস্বতী দুহে চামর ঢুলায়।
গন্ধর্ব্বেরে সুররাজা ডাকিয়া আনায়॥

শুন শুন গোপ ভাই আমার বচন।
ফাগু খেলিবারে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন॥
দধি দুগ্ধ কলা চিনি চিড়া নারিকেল।
নানাবিধ উপহার আনিহ সত্বর॥
অপূর্ব্ব তাম্বূল ফাগু সুগন্ধী আবির।
চালাহ শকট ভরি যমুনার তীর॥
সকল গোপে চলে যেন দুই সারি করিয়া।
নৃত্য গায়েন ডাকিয়া আনে বাজনিয়া॥
নন্দের দুয়ারে বাদ্য উল্লাস বাজিল।
দোলা ঘোড়া পদাতিক সকল সাজিল॥
সকল গোপেরে নন্দ আদেশ করিল॥
চল চল ভাই সব যাই বৃন্দাবন।
প্রাতঃকালে নন্দঘোষ করিল গমন॥
নাটুয়া গাওন বাদ্য আগে চালাইয়া।
তার পিছে নন্দ যায় * * ॥

* * আমলকী লইয়া কুন্তল ঘসিল।
স্নান করে বিষ্ণুতৈল অঙ্গেত মাখিয়া।
কিশোরী করয়ে বেশ চিরুণী লইয়া॥
অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী।
অঙ্গে অনুলেপন করেন পত্রাবলী॥
পায়ের অঙ্গুলির মধ্যে পিছিয়া (১) পরিল।
কনক নূপুর দুই চরণেতে দিল॥ রাধিকার বেশ।
দিব্য বস্ত্র পরিলেন সকল রমণী।
তথির উপরে দিল কনক-কিঙ্কিণী॥
গজ-দন্ত-শঙ্খ দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণ-কঙ্কণ ছিল দিল তথির উপর॥
নানা-রত্ন-নিরমিত বাজুবন্দ সাজে।
বিচিত্র নির্ম্মাণ তাড় ভুজমাঝে॥

(১) পাশুলি শব্দের অপভ্রংশ (?)।

করের অঙ্গুলি মধ্যে রতন অঙ্গুরী।
হৃদয়ে পরিল সবে লক্ষের (১) কাঁচুলি ॥
কর্ণে কনকপাতা পরিল সুন্দর।
সাতলরী হার পরে অতি মনোহর।
রজত কাঞ্চন গজ-মুকুতা প্রবাল।
গাঁথিয়া পরিল হার দিব্য রত্ন-মাল ॥
নাসিকাতে নাকস্বানা বিচিত্র গঠন।
শ্রবণে পরিল সভে স্বর্ণের ভূষণ ॥
নয়ন খঞ্জন যুগে পরিল কজ্জল।
ললাটে সিন্দুর তার করিছে উজ্জ্বল ॥
সিন্দুরের চারিদিকে চন্দন শোভয়।
সুধাকর-মধ্যে যেন অরুণ উদয় ॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত শিরে মুকুট পরিল।
লক্ষের জাদ (২) দিয়া কুন্তল বান্ধিল ॥
নিতম্বে দোলয়ে বেণী দেখিয়ে সুন্দর।
বিচিত্র সুতলী দিল মস্তক উপর ॥
করিল অঙ্গের বেশ সব ব্রজ-রামা।
ত্রিজগতে দিতে নাহি তাহার উপমা ॥
কৃষ্ণে ভেটিবারে চলে রাধা ঠাকুরাণী।
নন্দ-যশোদার কিছু শুনহ কাহিনী ॥

জীবন চক্রবর্ত্তীর ভাগবত।

বাং ১১০৩ সনের (১৭৯৫ খৃঃ) পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

যমুনার তরঙ্গ-দর্শনে গোপীগণের উৎকণ্ঠা।

গোপীরে করিতে পার চলে কৃষ্ণ কর্ণধার
নায়্যা হৈয়া রহিলা আপনি।
জানিঞা প্রভুর ছল যমুনা অগাধ জল
অতি বেগে চলে তরঙ্গিণী ॥

---

(১) কাঁচুলী শব্দের পূর্ব্বে "লক্ষ" শব্দ প্রায়ই প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। "লক্ষ" অর্থ "লক্ষ টাকা মূল্যের" বলিয়া মনে হয়।

(২) লক্ষ টাকা মূল্যের মণিখচিত ফিতা।

মথুরায় গোপনারী সুখে বেচা কেনা করি
সভে বলে চল যাহ ঘর।

যাইতে অনেক দূর আছে বৃকভানু-পুর
বেলা হইল তৃতীয় প্রহর॥
বুড়ি বলে চল সভে বিলম্ব না কর তবে
এত বলি গমন ত্বরিত।
পরিহাস সখী-সঙ্গে হাসিতে খেলিতে রঙ্গে
যমুনার কূলে উপনীত॥
যমুনার জল দেখি গোপী বলে ওগো সখি
আজি বড় বিপরীত হয়।
মথুরা-গমন কালে যাই এক হাটু জলে
আসিতে সকল জলময়॥

সহসা যমুনার জল-বৃদ্ধি-দর্শনে গোপীদের আশঙ্কা।

কি করি কোথায় যাই উপায় না দেখি রাই
কেমনে হইব মোরা পার।
কি ক্ষণে আপনা খাইয়া আইলাঙ বাহির হইয়া
ঘরে যাইতে না পাইল আর॥
প্রথমে আসিতে পথে ঠেকিলাঙ ডানিব হাতে
বড়াই করিল বিমোচন।
বিচারিয়া কহ মোরে এইত বিষম ঘোরে
পার করে নাহি হেন জন॥
বেচিতে আইলাঙ দধি পথে এত ঠেক যদি
জানিলে আসিতাঙ মোরা কেনি।
বড়াই (১) সকল জান তবে না বলিলে কেন
এবে পার করহ আপনি॥

হাসিয়া বড়াই বলে পার হৈয়া যবে গেলে
না বুঝিলে তখন এমন।
আসিতে বাড়িল জল না জানি কি করি ছল
মোরে দোষ দেহ অকারণ॥

(১) বড়াই—বৃন্দাবনের বৃদ্ধা রমণী, ইনিই যোগমায়া, রাধা-কৃষ্ণ-মিলনের কারণ।

তোমার যৌবন দেখি কেবা মনে হৈল্যা সুখী
পথে করে এ সব জঞ্জাল।
মথুরায় বেচি কিনি পথে ঠেক্ নাঞি জানি
মোরা আসি যাই এত কাল॥
সভে বলে ওগো বুড়ী উপায় বল পাএ পড়ি
কেমনে হইব মোরা পার।
তুমি না করিহ রোষ সকলি আমার দোষ
তোমা বিনে কে আছে আমার॥
বুড়ী বলে দেখ চায়্যা অবশ্য থাকিব নায়্যা
দূরে আমি দেখিতে না পাই।
শুনি বড়াইর কথা গোপীগণ হরষিতা
ভাল ভাল বলিলা বড়াই॥

নৌকা-খণ্ড।

গোপীগণ দূরে চায় তরী দেখিবারে পায়
নায়্যা বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কেহ দেই কয়সান মনে হরষিত কান
তরী লইয়া আইলা তখন॥

নেয়ের আগমন।

কথো দূরে রাখি তরী গোপীর বদন হেরি
বলিতে লাগিলা কর্ণধার।
ডাকিলে কিসের তরে কেনে নাহি বল মোরে
কোথা ঘর কি নাম তোমার॥
গোপী বলে শুন নায়্যা আমরা গোপের মায়্যা
ঘর মোর গোকুল-নগরে।
গিয়াছিলাঙ মধুপুরী দধি বেচা কেনা করি
পুনরপি সভে যাই ঘরে॥
আপনার দান (১) লেহ সভা পার করি দেহ
বিলম্ব না করহ কর্ণধার।
শুনিঞা গোপীর বাণী হাসিলা রসিক-মণি
বলিতে লাগিলা পুনর্ব্বার॥

(১) পারিশ্রমিক।

আমার বচন শুন মোরে ডাক কি কারণ
বিবরিয়া কহিবে সকল।
চক্রবর্ত্তী নারায়ণ তস্য পুত্র জীবন
রচিলেন শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥

নেয়ের সঙ্গে বিতর্ক।

আমার বচন শুন গোপের অঙ্গনা।
আসিতে যাইতে কত পাইলে যন্ত্রণা ॥
বেলা হৈল অবসান দূরে আছে ঘর।
দুই চারি নহ গোপী দেখিএ বিস্তর ॥
পুরাতন তরী মোর নাহি সহে ভাব।
কেমনে করিব আমি এত গোপী পার ॥
আজিকার মত যদি থাক এইখানে।
কালি পার করি দিব বড়ই বিহানে ॥
পুরুষ নাহিক সঙ্গে যদি বাস ভয়।
আমি নাঞি যাব ঘর কহিল নিশ্চয় ॥
তবে যদি না থাকিবে আমার বচনে।
বসুপণ (১) কর‍্যা কড়ি লব জনে জনে ॥
যে করিতে পারি (২) তাহা আজি করি পার।
প্রভাতে করিব পার যেবা থাকে আর ॥
তরঙ্গিণী-তরঙ্গ দেখিতে লাগে ভয়।
কেমনে সকল গোপী আজি পার হএ ॥

শুনিঞা সকল গোপী যত যত জন।
চাতুরাই (৩) করি সভে ভাবে মনে মন ॥
ঠেকিল দানীর হাতে কিবা পুনর্ব্বার।
সেই মত যত কথা কহে কর্ণধার ॥
রূপ শোভা দেখি যেন নবীন যৌবন।
কেহ বলে নায়্যা কিবা করিল এমন ॥
অন্তর জানিঞা কেহ না কবে প্রকাশ।
বড়াইরে বৈল গোপী হইল জাতিনাশ ॥
আজি কর্ণধার যদি নাই করে পার।
ভবনে গমন তবে না হইবে আর ॥

(১) ঘাট পার। (২) যতটিকে আজ পার করিতে পারি।
(৩) চাতুরী।

এই স্থানে মোরা যদি আজি রাত্রি রই।
কুলটা রমণী বলি নাই লবে কোই॥
শুন গো বড়াই আমি কহি ইতিহাস।
যেন মতে শুন্যাছি সীতার বনবাস॥

সীতার কাহিনী।

এক রজকের নারী অযোধ্যা-নগরে।
বস্ত্র দিতে লয়ে গেল গৃহস্থের ঘরে॥
দেবতা আইল বৃষ্টি এমন সময়।
কত নিশি গেল ঝড় বরিষণ হয়॥
নিশিকালে রজকিনী আইল ভবনে।
রজক দেখিয়া তারে করএ তর্জ্জনে॥
এত রাত্রি কোথা ছিলি তুঞি একাকিনী।
তোরে আর না লইব দূর হ পাপিনি॥
রাম যেন সীতা লইয়া রাখিলেন ঘরে।
তেমত পাইলি মোরে তুঞিত আমারে॥
লোকের চরিত্র রাম জানিঞা আপনি।
নগরে ফিরিতেছিলা শুনিলা কাহিনী॥
রজকের বাণী শুনি কলঙ্কের ভয়।
সীতা-সতী বনে পাঠাইলা মহাশয়॥

প্রথমে যখন যাই মথুরার পথে।
ঠেকেছিলাও মুঞি এক গোঙারের হাতে॥
শুনিয়াছি লোক মুখে হেন সব কথা।
রজনী বঞ্চিতে মোরা নারিব সর্ব্বথা॥
বিপাকে পড়িয়া যদি থাকে এইখানে।
ঘরের বান্ধবগণ ইহা নাঞি জানে॥
বসুপণ মাগে নায়্যা গ্রহপণ (১) দি।
আজি দিক পার করি শুন গোপের ঝী॥

এত শুনি বুড়ী বলে শুন গোপীগণ।
কর্ণধারে দেখিয়া কেমন করে মন॥
নাহিক যৌবন মোর কি করিব আর।
দেখিয়া থাকিব রূপ মরুক যেনে পার॥

(১) নয় পণ।

হাসিয়া বড়াই পুনঃ কহিল কথন।
'কর্ণধারে বলে কিছু বিনয় বচন॥
পার হইতে তোমা সভার যদি থাকে সাধ।
না কর নায়্যার সঙ্গে তোমরা বিবাদ॥
সাধিতে আপন কায কিবা নাই করি।
বিবাদ হইয়া পাছে লয়্যা যায় তরী॥
তোমারে মরম কহি নায়্যা যাহা চায়।
পার হৈয়া চল সবে আমি দিব দায়॥
এত শুনি বিনোদিনী কহিল তখন।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল-গীত জীবন রচন॥

শুন ভাই কর্ণধার — গোপীগণে কর পার
ধর্ম্মপথে তুমি দেহ মন।
আমরা অবলা হই — নিশি যদি এথা রই
ছাড়িব সকল বন্ধুগণ॥
শাশুড়ী ননদী কাল — কথায় মারয়ে শাল
কত দুঃখ কহিব তোমারে।
আমরা বরজ-নারী — মাথায় পসরা করি
দধি বেচি নগরে নগরে॥
এমন বসন্ত কালে — বিধাতা লেখিল ভালে
নগর ভ্রমিয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
নারীগণ দুঃখ যত — তাহা বা কহিব কত
এ দুঃখ জানিতে কেহ নাই॥

গোপীগণের বিনয়।

শিশু যুবা বৃদ্ধ কালে — পিতা পতি পুত্র পালে (১)
নারী স্বতন্তরা কভু নয়।
সকল জানহ তুমি — কি আর বলিব আমি
বেলা অবসান মহাশয়॥
দয়া কর ওহে নাথ — পুরুষ নাহিক সাথ
বেলা দেখ হইল অবসান।
যেই ইচ্ছা পালিহ পাছে — ঠেকিলাঙ তোমাব কাছে
পার করি কর পরিত্রাণ॥

---

(১) "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রশ্চ স্থবিরে রক্ষেৎ স্ত্রিয়া নাস্তি [illegible]।"

তরী পুরাতন দেখি নদীর তরঙ্গ সখি
আজি মোর না দেখি নিস্তার।
রক্ষার কারণ তার আপনি রসিক রায়
তুমি হইয়াছ কর্ণধার ॥
শুনহ রসিকমণি পার না করহ কেনি
বধভাগী হইবে আপনি।
মহীতলে নখে লেখি পুনঃ কহে শশিমুখী
কৃপা কর মোরে চক্রপাণি ॥
ওহে কর্ণধার শুন ঘুষিব তোমার গুণ
আমরা বাঁচিব যত দিন।
লোকে যশ নাই যার বিফল জনম তার
সেই জন বড় কর্ম্মহীন ॥

শুনিঞা বিনয় বাণী হাসিয়া নাবিকমণি
বলিতে লাগিল পুনর্ব্বার।
পথে করে যদি ঠেক বেলা নাই অতিরেক
তেকারণে নাঞি করি পার ॥
শুনিঞা তোমার কথা মরমে লাগয়ে ব্যথা
নারী-নিন্দা না করিহ আর।
এই যত ঘর দ্বার নারী বিনে অন্ধকার
নারী লইয়া সকল সংসার ॥
এ রূপ যৌবন যার কোন্ অনুতাপ তার
নিরূপমা ভুবনমোহিনী।
আমার পুণ্যের ফলে দধি বেচিবার ছলে
দেখা দিবে আসিয়া আপনি ॥
শত শত একবারে তরী আরোহণ করে
দেখিয়াছি মোরা কত বার।
সকল জানহ তুমি বিপরীত কর কেনি
তবে কেনে নাঞি সহে ভার ॥
মন দিয়া কর পার আর দিব মণিহার
আর দিব অমূল্য রতন।
এত বলি নাঅ্যা বলে তরী ঠেকাইল জলে
চক্রবর্ত্তী রচিল জীবন ॥

কপট না করি আমি শুন গোপীগণ।
এই তরী বটে মোর অতি পুরাতন ॥
অতি বেগবতী নদী দেখি লাগে ভয়।
জলের তরঙ্গ দেখ অতিশয় হয় ॥
ঈষৎ পরাণ কাঁপে এই মোর তরী। কৃষ্ণের অবস্থা।
একে একে আনিবারে কত ভয় করি ॥
সাঁতারিতে নাঞি জান তোমরা অবলা।
মেঘের তরঙ্গ দেখ অবসান বেলা ॥
যমুনা করিব পার এমন সময়।
দেখিয়া তোমার রূপ মনে বাসি ভয় ॥
সাহস করিতে পার তবে বিনোদিনী।
যদি নায়ে পার হবে বৈস একাকিনী ॥
সুখময়ী এত শুনি কহিল তখন।
কর্ণধারে কহে কিছু বিনয় বচন ॥
ঠেকিলাঙ মুঞি এক গোঙারের হাতে।
বিলম্ব করিয়া দানী দিলেক যন্ত্রণা।
তেঞি এত কষ্ট পাইল সকল অঙ্গনা ॥
করিবে আপনি যদি একে একে পার।
বিলম্বি যন্ত্রণা যেন নাঞি পাই আর ॥
নায়্যা বলে শুন শুন বিনোদিনী রাই।
দুঃখ দেখি নারী পার করিয়া বেড়াই ॥
পার হৈতে ইচ্ছা যদি থাকয়ে তোমার।
আগে বিনোদিনী নায়ে চাপহ আমার ॥
গোপীর প্রধান রাধা চাপিলেন নায়।
হাসিয়া নাবিক-মণি মন্দ মন্দ বাএ ॥
হেন কালে মায়া-মেঘ গগনে উদয়।
প্রবল পবন-গতি মন্দ মন্দ বয় ॥
অগাধ সলিলে নৌকা নিল কর্ণধার।
জীবন বলেন শুন কৌতুক বিস্তার ॥

কখো দূরে রাখে তরী কৌতুক বিস্তার করি
খেয়া রাখিলেক কর্ণধার।
তোমার যৌবন ভরে তরী টলমল করে রাধার সঙ্গে দ্বন্দ্ব।
[illegible] করিব আজি পার ॥

গগনে উঠিল মেঘ বায়ু বহে অতিরেক
তরী ফিরে কুমারের চাক।
বিষম তরঙ্গ দেখি মনে ভয় হৈল সখী
আজি বড় হইল বিপাক॥
বড়াই হইল পার তরী-অঙ্গে নাহি ভার
ভেঞি দ্রুত লৈয়া গেলা তরী।
তোমার অঙ্গের ভরে তরণী আমার ঘোরে
বল দেখি উপায় কি করি॥

নায়্যা যদি এত কয় অন্তরে লাগিল ভয়
হাসিয়া কহেন বিনোদিনী।
আমি সে গোপের মায়্যা শুনহ সুন্দর নায়্যা
কি বলিব আমি কিবা জানি॥
মোর অঙ্গে এত ভার কোথা হৈতে আইল আর
এই দেখ সব কলেবর।
কেমন তোমার তরী মহিমা বলিতে নারি
তরী কেনে নাহি সহে ভার॥

কর্ণধার বলে রাই শুনহ আমার ঠাঞি
ভাল তুমি কহিলে আপনি।
কৃশ দেখি কলেবর যা হৈয়াছ এত ভার
ইহা আমি স্বপনে না জানি॥
শুনহ নাবিক-মণি পার না করিবে কেনি
নৌকা কেনে নাহি সহে ভার।
এবে নমস্কার করি কেমনে বঞ্চিবে নারী
মিছা কেনে কহ কর্ণধার॥
নবীন কাণ্ডারী তুমি এখনে জানিল আমি
না পারিলে রাখিতে তরণী।
নাহি দেখ নিজ দোষ কহিতে করহ রোষ
নানা কথা কহত আপনি॥
তুমি কহ নানা কথা বিপাকে ঠেকিল এথা
সকলি সহিতে আমি চাই।

যত সব দোষ মোর পার কর এই ঘোর
তব পুণ্যে পার হৈয়া যাই ॥
দিনে হৈল অন্ধকার দেখিতে না পাই আর
বায়ু বহে বড়ই প্রবল।
অগাধ সলিলে তরী যতনে রাখিতে নারি
পাছে নৌকা যায় রসাতল ॥
শুনিঞা নায়্যার কথা কহে বৃকভানু-সুতা
কর্ণধার কর অবধান।
বিধি মোহে দিল ভার তাহে কি করিব আর
অঙ্গ দূর না হএ নিদান ॥
বলয়াদি কর্ণধার জলে ফেলি অলঙ্কার
ইহা বিনে না দেখি উপায়।
নায়্যা বলে রাই শুন ফেলিবে সকল কেন
দেখি আগে কত ভার তায় ॥
কানুর বচন শুনি মনে ভাবে বিনোদিনী
নিশ্চয় মাগিল এই বর।
জীবন বলেন মাতা মনে না ভাবিহ ব্যথা
এখনি হইবে সুখে পার ॥

অঙ্গের বসন আগে খসাহ আপনি।
যত আভরণ আগে দিব বিনোদিনি ॥
বসনে নাহিক ভার শুন কর্ণধার।
যত ভার সব মোর এই অলঙ্কার ॥
আভরণ খসাইয়া দিল আগে করি।
না দিহ যন্ত্রণা তুমি না কর চাতুরী ॥
চাতুরী না করি রাই শুনহ বচন।
মোরে তুমি দোষ দেহ কিসের কারণ ॥
তরী টলমল করে নাঞি দেখ তুমি।
নৌকা ডুবে মোর দোষ নাই বিনোদিনি ॥
দিবসে হইল মোর ঘোর অন্ধকার।
না পারি রাখিতে তরী নাহিক নিস্তার ॥
দেখিয়া শুনিঞা রাই হইলা কাতর।
থরহরি-ধরে বাণী কাঁপে কলেবর ॥

পাএ ধরি কর্ণধার রাখ এইবার।
জাতি কুল শীল ছিল না রহিল আর ॥
নায়্যা বলে শুন রাই আমার বচন।
সকল পাইবে আগে রাখহ জীবন ॥
বসন ভূষণ রাখি ধর মোর করে।
যদি তরী ডুবে তবে ঝাঁপ দিব নীরে ॥
তোমাকে করিব আমি সাঁতারিয়া পার।
উপায় না দেখি রাই ইহা বিনা আর ॥
তবে যদি লাজ কর শুন বিনোদিনি।
আপনি বাহিয়া আন আমার তরণী ॥
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি পালাইয়া যাই।
তরণীর ভাল মন্দ তুমি জান রাই ॥
বহু টাকা মোর লাগিয়াছে এই নায়।
তরণী ডবিলে তুমি দিবে তার দায় ॥

কত শত ইন্দু জিনি বদন সুন্দর।
চমকে দামিনী কিবা অতি মনোহর ॥
নয়নে নয়নে কিবা সুধা বরিষয়।
চাঁদের উপর চাঁদ করিল উদয় ॥
জলধর কিবা শোভা সৌভাগ্য দামিনী।
শ্যাম-অঙ্গে শোভা তেন পাইল বিনোদিনী ॥
যমুনায় অপরূপ দুঁহার মিলন।
সুখের নাহিক সীমা মোহিত মদন ॥
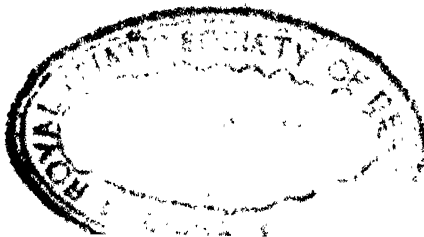
ভবানন্দ সেনের ভাগবত।

(ভাগবত—ভবানন্দ সেন—১৮শ শতাব্দী।)

ঘুঘু-চরিত্র।

বাং ১২১১ সালের (১৮০৩ খৃঃ) হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিলাপ।

কহ কহ ওরে পক্ষ (১) ব্রজের বারতা।
কেমনে আছেন মোর যশোমতী মাতা॥
কেমনে আছেন মোর পিতা নন্দঘোষ।
বিবরিয়া কহ পক্ষ চিত্তের সন্তোষ॥
ধবলী শ্যামলী মোর আর যে পিউলী।
কেমনে আছেন মোর রাধা চন্দ্রাবলী॥
কেমনে আছেন মোর সুবল আদি সখা।
কেমনে আছেন মোর ললিতা বিশাখা॥

ব্রজ-বিবরণ

পক্ষ বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন।
বিবরিয়া কি কহিব ব্রজের কথন॥
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
জীবন ছাড়িলে তনু কোন প্রয়োজন॥
মৃত তনু পড়্যা আছে যত গোপীগণ।
তব মাতা পিতা আছয়ে অন্ধ-সম॥
শাঙলী ধবলী গাই বহু ক্ষীরবতী।
তোমার বিহনে দুগ্ধ না দেয় এক রতি॥
রাধিকার বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে ঘন কালা।
সতত তোমার নাম তাহার জপমালা॥
রাধিকার কিবা গুণা হইলা দেব হরি।
কি লাগিয়া তাহারে আইলা পরিহরি॥
ভবানন্দ সেন বলে প্রভু-পদতলে।
বৃন্দাবন ছাড়ি কেনে মথুরায় রহিলে॥

---

(১) পাখী।

রাধার অবস্থা।

এত যদি জান হরি ছাড় কেন কিশোরী
কিবা দোষ হইল রাধার।
শুন ওহে ঘনশ্যাম সদা জপে অবিশ্রাম
তব নামে অস্থিচর্ম্ম-সার॥
জল বিনে যেন মীন সদা হয় অতি ক্ষীণ
শেষ বিনে যেমন সংসার।
কাম বিনে যেন রতি সদা কান্দে দিবা রাতি
তোমা বিনে রাধার কে আর॥
সীতার শোকে রঘুনাথ বানর লইয়া সাথ
পাঠাইলা বীর হনুমানে।
যাইয়া পবন-সুত রণ কৈল অদভুত
মারিল বহুত চরগণে॥
কনক-লঙ্কা ছারখার রাক্ষস করে হাহাকার
কান্দে রাজা শিব শিব স্মরি।
সেই মত গোপ-নারী কান্দিয়া আকুল হরি
ছারখার হইল ব্রজ-পুরী॥

দৈত্যকুলে বলি রাজা তোমায় করিল পূজা
তারে নিলে পাতাল-ভুবন।
তোমার শরণ লয় তার দশা এই হয়
কি করিব ব্রজ-নারীগণ॥
নল পুণ্য-শ্লোক রাজা ত্রিভুবনে মহা-তেজা
তারে তুমি কৈলে বনচারী।
যে জন শরণ লয় তার দশা এই হয়
কান্দাইলে যত গোপনারী॥
সমুদ্র-মথন-কালে দেব দৈত্যে সুধা তুলে
বিভাগ চাহিলা দৈত্যগণ।
হয়্যা তুমি মোহিনী সভার হরিলা প্রাণী
মধ্যস্থ করিল আচরণ॥
দেবতা সহায় হরি দৈত্যগণে পরিহরি
দেবে সুধা দিলে শ্রীনিবাস।
বিশ্বাসঘাতকী করি দেবেতে (১) অমর করি
দৈত্যগণে করিলে নৈরাশ॥

---

(১) দেবতাদিগকে।

সুধা দিয়া সভা তুণ্ডে রাহু-দৈত্যের কাট মুণ্ডে
তুমি কর ব্যাধের আচার।
পঞ্চম বরষ কালে পূতনা বধিলে হেলে
নারী-বধের কি ভয় তোমার॥
শঙ্খাসুরের নারী পতিব্রতা সুন্দরী
তাহারে হরিলে ছল করি।
মারিয়া তাহাব পতি মস্তকে রাখিলে সতী
সকল পার আপনি শ্রীহরি॥
তোমায় চিনে রাহু শনি পর্ব্বত কাট গুণমণি
সেই বটে তোমাব * * *
যুক্তি করে যত নারী যদি না আইসে হবি
শনির করিব আরাধন॥
তাহারে বশ করি দুঃখ দিবেক হরি
তবে পূবে মনের বাসনা।
যে যার শরণ লয় তাহারে এমন হয়
অবিরত কান্দে ব্রজাঙ্গনা॥
সদা কান্দে ব্রজনারী যমুনায় পড়ে বারি
সবে ক্ষীণ প্রবল যমুনা॥
তোমারে জান্যাছি দঢ় কাল-বরণ খল বড়
কত কব তব গুণকথা।
ভবানন্দ সেনে কয় বলিতে উচিত হয়
কহিবারে মনে পাই ব্যথা॥

উদ্ধবানন্দের রাধিকা-মঙ্গল।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল (সন ১৩০৩ সালের পরিষৎপত্রিকা, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

রাধিকার বেশ-বিন্যাস।

কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভানু রাজে।
আভরণ দিব আমি যেখানে যে সাজে॥
কামিলা (১) আনিয়া আভবণ সজ্ঞ কর (২)।
কটিমাঝে পরাইব সোণার ঘুন্ঘুর॥

---

(১) সেকরা। (২) সজ্ঞ সজ্ঞ প্রস্তুত কর।

কামিলা আনিঞা রাজা আদেশ করিল।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আভরণ সজ্জ কৈল ॥
আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি।
চাঁচর কেশে সোণার ঝাঁপা পিছে দোলে ঝুরি ॥
সুন্দর সরল পদ্ম কত চিত্র তায়।
কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায় ॥
চরণে ধরিয়া রাণী নূপুর পরায়।
বাহুতে ধরিয়া রাণী রাধারে নাচায় ॥
বৃকভানু-পুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে ॥
বরণ-কিরণ এ রাইর যেন কাঁচা সোণা।
রাধিকা-মঙ্গল উদ্ধবানন্দের রচনা ॥
অগাধ সমুদ্র লীলা কহনে না যায়।
এত দূরে রাধিকা-মঙ্গল হৈল সায় ॥

ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের প্রভাস-খণ্ড।

(রচনা-কাল ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।)
বটতলার পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

মথুরায় কৃষ্ণ-কর্তৃক রজক-বধ।

বলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কয়।
এ বেশে কংসের বাসে যাওয়া যোগ্য নয় ॥
কংস সভা করি বসিয়াছে সিংহাসনে।
কেমনে যাইব বল এমন বসনে ॥
কোন্ লাজে সভার মাঝে করিব প্রবেশ।
সকলে হাসিবে দেখে রাখালের বেশ ॥
চূড়া ধড়া ব্রজের ভাব করিয়া গোপন।
রাজসভা-যোগ্য চাই উত্তম বসন ॥
বিশেষ মাতুল হন কংস নরপতি।
আমরা হব রাজার ভগ্নীর সন্ততি ॥
লোকাচার বেদাচার বল কিসে ঢাকে।
এই বেশে দেখে সব হাসিবেক লোকে ॥

বেদাচারে কংস শত্রু লোকাচারে মাতুল।
বল দাদা কিসে হয় দুদিক প্রতুল॥
লোকাচারে বেদাচারে করিব গোপন।
বল কোথা পাই দাদা উত্তম বসন॥

এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলিল যখন।
হেন কালে কংসের রজক দিল দরশন॥
রাজ-সভায় যায় রজক বসন লইয়া।
ধোপাকে ডাকেন হরি বিনয় করিয়া॥
কংস রাজার রজক ভয় নাই মনে।
যত ডাকে তত যায় শুনেও না শুনে॥
তাহা দেখি ক্রোধ করে হইয়া অনিষ্ট।
ধোপার বস্ত্রের মোট কেড়ে লন কৃষ্ণ॥
রজক বলে কেরে তুই বালক দুর্জ্জন।
জাননা যে কংস রাজা দ্বিতীয় শমন॥
তাহার রজক আমি জান না কারণ।
জোর করে কেড়ে লও রাজার বসন॥
অজ্ঞান বালক তুই এ কি অসঙ্গত।
কটিদেশে ধটি আঁটা রাখালের মত॥
মরা ময়ূরের পাখা বাঁধিয়া মাথায়।
দস্যুগীরি কর্ত্তে বেটা এসেছ হেথায়॥
এমনি অতিশয় দুষ্টমি তোর দেখে।
কোন্ দ্বিজ পদাঘাত কৈল তোর বুকে॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে মন।
রাখাল হয়ে পর্ত্তে চাও রাজার বসন॥

রজকের কটূক্তি।

এতেক ভর্ৎসনা যদি রজক করিল।
অনিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গর্জ্জিয়া উঠিল॥
দক্ষ (১) করে রজকেরে করিয়া ধারণ।
চপেটাঘাতে কৈল তার মস্তক ছেদন॥

রজক-বধ।

রজক বধ করি হরি লইল বসন।
কে পরাবে বস্ত্র চিন্তা করেন তখন॥

(১) দক্ষিণ।

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন।
এত অবিচার কেন কৈল নারায়ণ॥
কি দোষে বধিল রজক কহ তপোধন।
রজকে বধিয়া কেন লইল বসন॥
রাজার রজক কাচে রাজার বসন।
বস্ত্র হরণ কৈল তার বধিয়া জীবন॥
পরধন-হরণে অনেক অত্যাচার।
জগৎ-ইষ্ট কৃষ্ণ হয়ে কৈল অবিচার॥
কি কথা শুনালে মুনি অতি অত্যাচার।
রজকে বধিল হরি করি অবিচার॥
কোন দোষের দোষী রজক তার নয়।
দয়াময় হয়ে কেন এতেক নিদয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর দেব নারায়ণ।
তিনি কেন হরিলেন পরের বসন॥
হরির বসনে যদি ছিল প্রয়োজন।
ব্রহ্মায়ে করিলে আজ্ঞা যোগাত বসন॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যার আজ্ঞাকারী।
দেবের দুর্লভ যার কুবের ভাণ্ডারী॥
পরম লক্ষ্মী গৃহিণী যার বিরাজমান।
বিনা দোষে রজকের বধিলা জীবন॥
ইহার তদন্ত কহ মুনি মহাশয়।
শুনিতে বাঞ্ছা করে শুনাতে আজ্ঞা হয়॥

কৃষ্ণের ন্যায়পরতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন।

মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ।
কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ॥
বস্ত্র-উপলক্ষে কৈলা রজক-উদ্ধার।
যেহেতু রজক-বধ শুন তত্ত্ব তার॥
ত্রেতাযুগে হৈল হরি রাম-অবতার।
অযোধ্যায় আইলে করি সীতার উদ্ধার॥
অযোধ্যায় শ্রীরাম যে রজকের ভাষে।
পঞ্চ মাসের গর্ভ সীতা দিল বনবাসে॥
লোক-মুখে শুনিয়া রজক গুণধাম।
যোড়করে আইল যথা আছেন শ্রীরাম॥

রজকের জন্মান্তরের কথা।

রামের নিকটে রজক আইল তখন।
গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ॥
আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমার কথায় হৈল জানকীর বন॥
কত অপরাধ কৈনু না যায় বর্ণন।
নিজ-হস্তে কর মম মস্তক ছেদন॥
পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি।
স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধনুর্ধারী॥
শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে।
নিন্দুকের অপরাধ ভুগিবেক কে॥
মম হস্তে দেহত্যাগ করে যেই জন।
অপরে গোলোকে কিম্বা বৈকুণ্ঠে গমন॥
এই হেতু বলি তোমায় রজক-কুমার।
বর দিনু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার॥
বর পেয়ে রজক-পুত্র অতি সমাদরে।
দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা-নগরে॥
বস্ত্র-উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন।
এই হেতু করিলেন রজক-নিধন॥
সংক্ষেপে কহিনু রাজা শুন তত্ত্ব তার।
ঈশ্বরচন্দ্র রচিল রজক-উদ্ধার॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস-বধ।

এখানেতে কংস করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
সিংহদ্বারে শঙ্খচূড় কোবল (১) বারণ॥
স্থানে স্থানে আয়োজন ঘৃতের কলসী।
পট্ট বস্ত্রাদি মধু তণ্ডুল রাশি রাশি॥
আম্র-শাখা স্থানে স্থানে কদলী-রোপণ।
আতপ তণ্ডুল স্থানে ঘট-সংস্থাপন॥
পাঠ করে দ্বিজগণ হোমে দিল মন।
যজ্ঞ-মন্ত্র পাঠ কত করে জনে জন॥

(১) কুবলয়াপীড় নামক হস্তী।

চন্দন ঘর্ষণ আদি করি রাশি রাশি।
বেদীমঞ্চে রাখিয়াছে মিশায়ে তুলসী॥
যজ্ঞ-রক্ষার্থে আছে সৈন্য বহুতর।
সুহৃদ্ বান্ধব কত পুরীর ভিতর॥
নন্দ উপানন্দ আছে ব্রজবাসিগণ।
যজ্ঞস্থলে বসিয়াছে হরষিত মন॥

স্নান করি পট্ট-বস্ত্র করিয়ে ধারণ।
চন্দন তুলসী অঙ্গে করিল লেপন॥
সুগন্ধি-পুষ্পের মালা গলদেশে পরি।
আছেন যজ্ঞ-মঞ্চে সুশোভন করি॥
এইরূপে কংস রায় বসি মঞ্চোপরে।
যজ্ঞে আহুতি দিতে অনুমতি করে॥

হেন কালে উপনীত দেব নারায়ণ।
সিংহদ্বারে আসি হরি দিল দরশন॥
দ্বারের অনতিদূরে ছিল সে কোবল।
রাম কৃষ্ণ প্রতি আসি করিলেন বল॥
কোবলের বল দেখি দেব নারায়ণ।
ক্রোধভরে কুঞ্জরের ধরিল দশন॥
দশন ধরিয়ে হরি মারিল আছাড়।
মরিল রাজার হস্তী চূর্ণ হৈল হাড়॥
হস্তীর দুই দন্ত উপাড়ি নারায়ণ।
দুই ভাই হস্তে দন্ত করিল ধারণ॥

কুবলয়াপীড়-বধ।

কোবল পড়িল রণে করিয়া চীৎকার।
সভা-সহিত সবে হৈল চমৎকার॥
অতি অসম্ভব সবে করে নিরীক্ষণ।
কোবল বধিল সেই শিশু দুই জন॥
কেহ বলে দুজনে নহে বধে এক জন।
নব কলেবর জিনি মেঘের বরণ॥
তাহার প্রমাণ দেখ রুধির কলেবরে।
দিগম্বরী আসি যেন রণেতে বিহরে॥

শঙ্খচূড় বলে আমি দেখেছি নয়নে।
ঐ কাল শিশু বধেছে কৌবল-জীবনে ॥
ঐ কাল শিশু হয়ে পর্ব্বত-আকার।
কৌবলের দন্ত ধরি করিল বিদার ॥
স্বচক্ষে দেখেছি আমি শুন হে রাজন।
হস্তী বধি শিশুরূপ করেছে ধারণ ॥
ঐ কালটি দুষ্টের শেষ শুন নরবর।
ঐ কালটী বধেছে তব কৌবল কুঞ্জর ॥
অতি শান্ত দান্ত শিশু শ্বেতবর্ণ যিনি।
ঐ কালটীর প্রায় দুষ্টের শিরোমণি ॥

শঙ্খচূড়-বধ।

এই কথা শঙ্খচূড় বলিল যখন।
ক্রোধভরে বলেন তখন দেব নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলেন শুন ওরে শঙ্খচূড়।
মুষ্ট্যাঘাতে তোমার এবার দর্প করিব চুর ॥
ইহা বলি ক্রোধভরে দেব গদাধর।
মুষ্ট্যাঘাত করে তার মস্তক উপর ॥
পড়িল যে শঙ্খচূড় ভূতলে লোটায়।
শঙ্খচূড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥

শঙ্খচূড় বধ করে দেব হৃষীকেশ।
যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণ করিলেন প্রবেশ ॥
বসিয়াছে কংসরায় যজ্ঞ ভাবি হৃষ্ট।
কংসের সভায় গিয়া দাণ্ডাইল কৃষ্ণ ॥
দর্শনার্থে দরশন উভয়ের হইল।
কংস কৃষ্ণ দেখিল কৃষ্ণ কংসে দেখিল ॥
কংস বলে শুন ওরে পামর দুর্জ্জন।
কৌবল-বধে কার বল করেছ প্রমাণ ॥
রাজার কৌবল বধ ভয় নাই মনে।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদনে ॥
পুতনা স্ত্রীহত্যা বধ করেছ দুরাচার।
সেই পাপ আসি তোরে করিল সঞ্চার ॥
কারাগারে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুরাচার।
আমার ভয়েতে তুমি যমুনা হৈলে পার ॥

কংস-বধ।

নরের মধ্যেতে তোরে নাহি করি গণ্য।
গোকুলে খাইলি তুই গোপ-গৃহে অন্ন॥
মাঠে মাঠে গোঠে গোঠে রাখালের সনে।
চরালি গোধন গরু গিয়া বৃন্দাবনে॥
এতেক ভৎ‍‍র্সনা যদি কৃষ্ণকে করিল।
মহাক্রোধ-ভরে কৃষ্ণ গর্জ্জিয়া উঠিল॥
ক্রোধ-ভরে কংসরাজার ধরি দুই কর।
হস্তি-দন্তাঘাত মারে মস্তক উপর॥
শিরভঙ্গ হইয়া সে কংস মহাবীর।
কুঞ্জরের দন্তাঘাতে ত্যজিল শরীর॥

রাধাকৃষ্ণ দাসের ভাগবত।

(রচনাকাল ১৯শ শতাব্দী।)

দ্বারকা-বিলাস।

যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের। এই কবিতার উপরে যে সকল গদ্য হেডিং দেওয়া আছে, তাহাও গ্রন্থকারের রচিত।

নারদগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর প্রসঙ্গ কহেন।

নারদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
মুনি প্রতি সাধুবাদ দিলেন তখন॥
উত্তরে উত্তরে পেয়ে মনে তুষ্ট অতি।
কহেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নারদের প্রতি॥
কহ কহ গুণাকর দেব-ঋষিবর।
গমনাগমন তব আছে চরাচর॥
দেখিয়াছ মুনিরাজ ইন্দ্র-চন্দ্রলোক।
শিবলোক ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ গোলোক॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে গমন তোমার।
হেরিয়াছ রম্য স্থান বিবিধ প্রকার ॥
আমিহ করেছি পুরী দ্বারকা নামেতে।
কিরূপ হয়েছে শুনি তোমাব মুখেতে ॥

শ্রীপতির শ্রীমুখেতে শুনে এই বাণী।
উত্তর করেন দেব-ঋষি মহামুনি ॥
মুনি বলে শুন হরি সংসারের সার।
তুলনার স্থান-দান নাহি দ্বারকার ॥
অতুল্য দ্বারক-পুরী এ তিন ভুবনে।
জনমিয়া হেন স্থান না দেখি নয়নে ॥
যথা তুমি আবির্ভাব ত্রিজগৎ-পতি।
সেই সে পরম স্থান প্রশংসিত অতি ॥
উত্তম হয়েছে পুরী শুন হে মাধব।
কিন্তু এক বিহীনেতে শ্রীহীন এ সব ॥
শুনিয়া বিস্ময় হয়ে কহে বিশ্বম্ভর।
শ্রীহীন কহিলে কেন কহ যোগি-বর ॥
এত মণি মুক্তা দিয়ে সাজাএছি পুর।
তথাচ শ্রীহীন কেন কহিলে ঠাকুর ॥

মুনি বলে শুন ওহে কমলার পতি।
সামান্য মণিতে কিহে শোভে দ্বারাবতী ॥
কত শত মণি মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন।
যাঁর কটাক্ষেতে লোক পায় নানা ধন ॥
এ হেন কমলা লক্ষ্মী নাহি যার ঘরে।
লক্ষ্মীহীনা দেখি পুরী দুঃখিত অন্তরে ॥
সেই দুঃখে দুঃখ বড় হতেছে হে মনে।
লক্ষ্মীহারা হয়ে হরি আছহ কেমনে ॥
বিদর্ভ-নগরে ভূপ ভীষ্মক-দুহিতে।
জন্ম লয়েছেন লক্ষ্মী রুক্মিণী-রূপেতে ॥
বিবাহ করিয়া লক্ষ্মী আন নারায়ণ।
তবে হবে দ্বারকার পরম শোভন ॥
কমলাক্ষী কমলা নাহিক গৃহে যার।
শ্রী বিনে শ্রীহীন তেঁই বলি দ্বারকার ॥

কমলার কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ।
সজল হইল দুটি কমল-লোচন॥
কমলা-কারণে নীল-কমল অস্থির।
সুস্থির না মানে মন হইল অস্থির॥
রুক্মিণীর নাম আসি অন্তরে পশিল।
নির্ব্বাণ বিচ্ছেদ-অগ্নি জ্বলন্ত হইল॥
হাসিয়া নারদ প্রতি কহেন গোবিন্দ।
ঘটক হইয়া মুনি করহ সম্বন্ধ॥
আটক কি আছে বলে দেব-ঋষি কয়।
কন্যা বিদর্ভেতে গিয়া করএ বিষয়॥
এত বলে দেব-ঋষি হইল বিদায়।
পয়ার প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাস গায়॥

নারদগোস্বামী ভীষ্মক-রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের কথা কহেন।

আনন্দে গোবিন্দ-গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
বিদর্ভে নারদ মুনি করিলা গমন॥
সভামাঝে ভূপতি বসেছে বাব দিয়া।
তথায় নারদ-মুনি উতরিলা গিয়া॥
নিরখিয়া নারদেরে নরেন্দ্র সত্বরে।
সভাসুদ্ধা উঠে রাজা অভ্যর্থনা করে॥
বন্দনা করিয়া রাজা যোগীর চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য পদে শীঘ্র করিলা অর্পণ॥
যোগাইয়া কুশাসন যোগীরে বসায়।
স্বাগত কুশল কথা জিজ্ঞাসেন রায়॥

রাজা বলে মুনি অদ্য মম শুভক্ষণ।
ভাগ্যগুণে দেখিলাম তোমার চরণ॥
ধন জন রাজ্য মোর সফল হইল।
তব দরশনে মনে সন্তোষ বাড়িল॥
মুনি বলে তুমি রাজা ধর্ম্মশীল অতি।
পরম বৈষ্ণব তুমি বিষ্ণুপদে মতি॥
শান্ত দান্ত সুশীল সুধীর গুণবান।
প্রজার পালনে তুমি অযোধ্যার রাম॥

দেব-দ্বিজ-অনুরক্ত তুমি হে ভূস্বামী।
দেখিলে তোমায় বড় তুষ্ট হই আমি॥
অপরে কহেন মুনি শুন দণ্ডধারী।
শুনেছি তোমার আছে অদত্তা কুমারী॥
পরম-লক্ষণ কন্যা রূপে ধন্যা অতি।
বর পাত্র স্থির কোথা করেছ নৃপতি॥

ভূপ বলে ভাল কথা কহিলে গোসাই।
দুহিতার তুল্যপাত্র দেখিতে না পাই॥
ভুবন-মোহিনী কন্যা কারে করি দান।
কহ কহ যোগি-রাজ ইহার বিধান॥
মুনি বলে শুন হে বিদর্ভ-অধিপতি।
পাইয়াছ যে কন্যা সে অতি ভাগ্যবতী॥
সকল কারণ আমি জেনেছি যোগেতে।
স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ তোমার গৃহেতে॥
সে কন্যা সামান্য কন্যা নহে নরেশ্বর।
তার তুল্য একমাত্র আছে পাত্রবর॥
যদু-বংশে জন্ম বসুদেবের কুমার।
দ্বারকা-নগরে বাস কৃষ্ণ নাম তার॥
ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সকলেতে।
শ্রীকৃষ্ণে প্রদান কর আপন দুহিতে॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনে নারদের মুখে।
ডুবিল ভীষ্মক ভূপ পরম পুলকে॥
রাজা বলে হেন দিন হবে কি গোসাই।
জগৎ-পতি কৃষ্ণ হবে আমার জামাই॥
যার নাম করে জীব ভব পার হয়।
সে কৃষ্ণ জামাতা হলে যমের কি ভয়॥
মূঢ়মতি আমি অতি কুমতি কুজ্ঞান।
হবে কি আমায় হরি করিবেন ত্রাণ॥
মুনি বলে যবে তব হয়েছে কুমারী।
তখনি জামাতা কৃষ্ণ হয়েছে তোমারি॥
শুন শুন মহীপতি বলিহে তোমারে।
নারায়ণ বিনা লক্ষ্মী কে লইতে পারে॥

জন্ম জন্ম কত পুণ্য করেছ রাজন।
সেই ফলে লাভ হল লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কায।
লগ্ন পত্র দিন স্থির কর মহারাজ ॥
এত বলি মুনিরাজ হইল বিদায়।
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃষ্ণ দাসে গায় ॥

রুক্মিণীর জনৈক সখী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া রুক্মিণীর নিকটে কহেন ॥

রাজার সভায় শুনে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
কোন সখী রুক্মিণীরে কহে করি রঙ্গ ॥
শুন ওগো রাজসুতা ঠাকুর কুমারী।
অতঃপর বিধি বিভা ঘটালে তোমারি ॥
এতদিনে ভগবতী হৈল অনুকূল।
ফুটাইল প্রজাপতি বিবাহের ফুল ॥
আসিয়া নারদমুনি রাজার সভায়।
সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ কথা কহিল রাজায় ॥
রূপবতী ওগো সতি আপনি যেমন।
কৃষ্ণ নামে শ্রেষ্ঠ রূপে কে আছে একজন ॥
তার সঙ্গে হল তব সম্বন্ধ নির্ব্বাহ।
সেই বরে নৃপবর দিবেন বিবাহ ॥
যেরূপ কহিল কথা নারদ গোসাই।
তার তুল্য পুরুষেতে সুপুরুষ নাই ॥
প্রসন্ন হএছে বিধি তোমার উপর।
ভাল হল ঘটে গেল মনোমত বর ॥
কৃষ্ণ নাম শুনে দেবী সখীর মুখেতে।
ডুবিল ভীষ্মক-সুতা পুলক রসেতে ॥
মনে মনে ভাবে দেবী হেন ভাগ্য হবে।
পুরাইব মন-সাধ পাইব মাধবে ॥

দাসী বলে শ্রীকৃষ্ণ কি রাখিবে চরণে।
সাজাইব সেই পদ তুলসী-চন্দনে ॥
এত ভাবি আঁখি-পদ্মে প্রেম-অশ্রু বয়
কৃষ্ণ নাম [illegible] প্রকাশয় ॥

মানসে সঁপিল দেবী কৃষ্ণ-পদে মন।
মনে মনে মাধবেরে করিলা বরণ॥
উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রতি কহেন রুক্মিণী।
দেখ কৃষ্ণ দয়া কর দেখিয়া দুঃখিনী॥
নাম শুনে শ্রীচরণে সপিলাম প্রাণ।
ভেবে দাসী কাল শশী কর কৃপা দান॥
এত ভাবি অশ্রুজলে নয়ন পূরিল।
কৃষ্ণনাম-রূপ অশ্রু অন্তরে পশিল॥
রুক্মিণীর ভাব দেখে কোন সখী কয়।
শুভকর্ম্ম শুনে মাগো কান্না ভাল নয়॥
বিবাহ শ্রবণে নারী হয় হৃষ্ট মন।
তোমার বিরস ভাব এ আব কেমন॥
আর সখী বলে সখী তা নয় তা নয়।
হয়েছে বয়স্থাকাল বিবাহ না হয়॥
সেই জন্য রাজ-কন্যা দুঃখিতা অন্তরে।
গলে সুধা দিলে ক্ষুধা তৃপ্ত নাহি করে॥
হেন রূপে সখী সবে রঙ্গ আবস্তিল।
রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বিজ ভাষায় রচিল॥

রুক্মিণীর বিবাহ-কারণ ভীষ্মক-রাজার স্বীয় পুত্রের সহিত পরামর্শ।

কহেন বিদর্ভপতি　　আপন অপত্য প্রতি
　　শুন বাছা রুক্মী গুণাকর।
তব ভগ্নী মম কন্যা　　রুক্মিণী রূপেতে ধন্যা
　　তার জন্যে চিন্তিত অন্তর॥
কন্যাকাল হল তার　　তুল্যপাত্র পাওয়া ভার
　　রুক্মিণীরে কারে করি দান।
রূপে গুণে কুলে শীলে　　হেন পাত্র নাহি মিলে
　　কি করিব ইহার বিধান॥
শুন শুন বাছা ধন　　অদ্যকার বিবরণ
　　হয়েছিল নারদ-আগমন।
বিবাহের কথা যত　　করিলাম অবগত
　　শুনিয়া কহিল তপোধন॥

রুক্মিণী লক্ষ্মী-রূপিণী নহে সামান্য কামিনী
এ কন্যার পতি-যোগ্য বর।
ভূমণ্ডলে পাওয়া ভার কৃষ্ণচন্দ্র বিনা আর
বসুদেব-পুত্র গুণাকর ॥

নিরমল যদু-কুল তাহে শ্রীকৃষ্ণ অতুল
অনুকূল হলে ভগবান।
কৃষ্ণে করি কন্যা দান বাড়াব কুলের মান
চরণে চরমে পাব স্থান ॥
সামান্য পুরুষ নয় সেই কৃষ্ণ বিশ্বময়
বেদে বলে সংসারের সার।
জামাতা করিয়া তারে কাঁটা দিব যম-দ্বারে
ভবে ফিরে আসিব না আর ॥
সেই কন্যা-তুল্য বর বুঝ রাজা তবান্তর
তবে লগ্ন পত্র করি স্থির।
যেমন মম নন্দিনী জামাতা হইলে তিনি
তবে ঘুচে মনের তিমির ॥

কৃষ্ণের পরম শত্রু দুষ্ট রুক্মী রাজ-পুত্র
হরি নাম করিয়া শ্রবণ।
শ্রবণেতে দিয়া কর কহে একি নরেশ্বর
কটূত্তর কহিলে বচন ॥
নারদের মন্ত্রণায় একি তব ভ্রান্তি রায়
কৃষ্ণে কন্যা দিতে চাহ দান।
করিলে এমত কায লজ্জা পাবে মহারাজ
হইবে কুলের অপমান ॥
তব সুতা সে রুক্মিণী আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী
গোপ-সুতে করিলে অর্পণ।
কুল-ধর্ম্ম দূর হবে রাজাগণে কুচ্ছা (১) কবে
চলুতে হবে নোয়াএ বদন ॥
কি কহিব নারদায় এ কথা কৈলে আমায়
সমুচিত করিতাম তার।

(১) কুৎসা=দুর্ণাম।

ক্ষান্ত হও মহারাজ কর না কুৎসিত কায
রুক্মিণীর পাত্র আছে আর ॥
রাধাকৃষ্ণ রাঙ্গা পায় বিক্রীত করিয়া কায়
মনে ভেবে যুগল-চরণ।
সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারকা-বিলাস
সুভাষায় করিল রচন ॥

যুবরাজ রুক্মীর শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দা।

রুক্মী কহে ওগো তাত করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণের কুলজী কই শুন দিয়া মন ॥
শুনেছ গোকুল-গ্রামে আহীর (১) একজন।
নন্দঘোষ নাম ধরে করে গোচারণ ॥
যেই কৃষ্ণে শ্রেষ্ঠ বলে নষ্ট লোকে গণে।
স্পষ্ট সেত নন্দ-সুত রাষ্ট (২) জগজনে ॥
নীচ মধ্যে গণি তারে গোপ-কুলে জন্ম।
রাখালি ঘেটালি করে বেড়ায় আজন্ম ॥
কৃষ্ণের বিনষ্ট কর্ম্ম কৈতে অঙ্গ জ্বলে।
গোকুলে গোয়ালা-বধূ হরে ছলে বলে ॥
চৌর্য্যকার্য্যে সেই কৃষ্ণ অতি চমৎকার।
চুরি করে ননী খেত গোপ-গোপিকার ॥
গোপ-কুলে জাতি-কুল করিল নির্ম্মল।
কৃষ্ণ সম কষ্টদাতা দিতে নাহি তুল ॥
রাখালের অগ্রগণ্য মান্ত গোয়ালার।
ক্ষিতিতলে ক্ষেত্রি-দলে গণ্য নহে তার ॥
বীরত্ব মহত্ব তার পেয়েছে প্রকাশ।
জরাসন্ধ-শঙ্কাতে করিল সিন্ধু-বাস ॥
বিন্দুবৎ বলবুদ্ধি নাহি তার ঘটে।
কপট লম্পটতায় পটু ভাল বটে ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে পর-হিংসা করে।
বিনি অপরাধে বধে কংস নৃপবরে ॥
দেখ দেখ মহারাজ কৃষ্ণের কুকর্ম্ম।
গোকুলে স্ত্রীহত্যা আদি করেছে আজন্ম ॥

(১) গোপ। (২) রাষ্ট্র=প্রকাশ।

লোকে বলে কৃষ্ণ বসুদেবের কুমার।
সে সম্পর্কে কংসরাজা মাতুল তাহাব॥
মাতৃ-ভ্রাতা মাতুল পরম গুরুজন।
ধন জন্য গুরু-বধ করিল দুর্জ্জন॥
এমন পাপিষ্ঠ কৃষ্ণ দুষ্ট কদাচারী।
কতগুলা মূর্খলোক ব্যাখ্যা করে তারি॥
বলিতে বলিতে রুক্মী ক্রোধে হুতাশন।
দুই চক্ষু হৈল যেন মধ্যাহ্ন-তপন॥
তর্জ্জন-গর্জ্জনে রুক্মী পিতা প্রতি কয়।
রুক্মিণীর তুল্য পাত্র আছে মহাশয়॥
আপনি দেখিয়া আমি সম্বন্ধ করিব।
ধনী মানী বীর দেখে রুক্মিণীরে দিব॥
চিন্তা ত্যজ মহীপতি ভেব না অন্তরে।
সম্বন্ধ করিতে আমি চলিগো সত্বরে॥
এত বলি যুবরাজ করিল গমন।
দেশ দেশান্তরে বর করে অন্বেষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দাস বলে দোষ নাই আমার।
স্তুতি নিন্দা নারায়ণ সমান তোমার॥

যুবরাজ শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর সম্বন্ধ করেন।

হেন মতে রাজপুত্র ভীষ্মক-নন্দন।
দমঘোষ-গৃহে রুক্মী করিলা গমন॥
রুক্মীরে দেখিয়া দমঘোষ রাজ্য-পতি।
আইস আইস বলে করে অভ্যর্থনা অতি॥
তবে বাপু আছ সুখে রাজ্যের কুশল।
রুক্মী কহে আশীর্ব্বাদে কুশল মঙ্গল॥
দমঘোষ বলে বাছা কহ বিবরণ।
কি লাগিয়া এ পর্য্যন্ত হল আগমন॥
রাজপুত্র বলে কিছু প্রয়োজন আছে।
সেই জন্য আগমন আপনার কাছে॥
অদত্তা কনিষ্ঠা এক আছএ আমারি।
উপযুক্ত বর পাত্র না পাই তাহারি॥
অতএব অন্তরে করেছি অনুমান।
তব সুত শিশুপালে ভগ্নী দিব দান॥

সর্ব্বাংশে সুন্দর তব পুত্র শিশুপাল।
ধনে মানে কুলে শীলে বিক্রমে বিশাল ॥
অনুমতি ইথে যদি করহ আপনি।
লগ্ন পত্র লেখাপড়া করিগো এখনি ॥

এত শুনি দমঘোষ সন্তোষ অন্তর।
হেসেও সে বলে এত করণীয় ঘর ॥
অকর্ত্তব্য নহে ইহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বিদর্ভেতে কুটুম্বিতে সুখের বিষয় ॥
এত শুনি রুক্মী অতি প্রফুল্লিত মন।
লগ্নপত্র নিধার্য্য করিল ততক্ষণ ॥
পণ গণ দান আদি নিল্লয় (১) হইল।
মিষ্টান্ন সন্দেশ রুক্মী বহু বিলাইল ॥
সুখ-যুত রাজ-সুত আসিয়া স্বস্থানে।
সমুদয় কহে নিজ পিতা-বিদ্যমানে ॥

শ্রবণে বিদর্ভপতি অতি দুঃখ-মন।
কুরব (২) শ্রবণে রায় নীরব বদন ॥
মনে মনে বলে কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময়।
মম ইচ্ছা পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥
বাসনা তোমায় আমি করি কন্যাদান।
সে সুখেতে দুঃখ দেয় মূর্খ কুসন্তান ॥
নিজে বৃদ্ধ অশক্ত অপত্য ভাল নয়।
মম সত্য পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥
এত ভাবি মহীপতি মৌনেতে থাকিল।
রুক্মী গিয়া অন্তঃপুরে রাণীরে কহিল ॥
কল্য মাতা ছয় দণ্ড পরে শুভক্ষণ।
রুক্মিণীর গাত্রে কর হরিদ্রা-লেপন ॥
শিশুপাল-সঙ্গে হল সম্বন্ধ নির্ব্বাহ।
পরদিনে গোধূলিতে হইবে বিবাহ ॥
এত শুনি রাজরাণী তুষ্ট অতিশয়।
পয়ার প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাস কয় ॥

---

(১) নির্ণয়। (২) কুকথা।

রুক্মিণীর জনৈক দাসী শিশুপাল-সহিত সম্বন্ধ শুনিয়া রুক্মিণীর নিকট কহেন।

রাণীর মহলে এত করিয়া শ্রবণ।
কোন সখী রুক্মিণীরে কহিছে তখন॥
শুভ সমাচার শুন ঠাকুর কুমারী।
আজি কালি মধ্যে বিভা ঘটাবে তোমারি॥
মিলেছে কুলীন বর অতি চমৎকার।
ঠাকুর জামাই পাল ঘোষের কুমার॥
বড়ই সুন্দর বর শিশুপাল নাম।
সুখেতে পূরাও দেবি নিজ মনস্কাম॥
শিশুপালের কথা শুনে সখীর বদনে।
করে আচ্ছাদিল দেবী যুগল-নয়নে॥
চিন্তিতা হইলা মনে অচিন্ত্যরূপিণী।
মনে মনে বলে রক্ষা কর চিন্তামণি॥
দাসী বলে পীতাম্বর দেহ পদাশ্রয়।
দূর কর শিশুপালে হও হে সদয়॥
তোমা ভিন্ন অন্য মতি নাহিক আমার।
দুঃখিনীরে দুঃখ-নীরে কর কৃষ্ণ পার॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি বেদাগমে বলে।
মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর রাখ পদতলে॥

এত বলি মৌনে রহে ভীষ্মক-নন্দিনী।
কাণাকাণি করে দেখে যতেক সঙ্গিনী॥
কেহ কহে ওমা ওমা এ আর কেমন।
বিবাহের নামে কেন বিরস বদন॥
বিবাহ শ্রবণে নারী হয় আনন্দিতা।
হর্ষযুতা ঠাকুরাণী হলে যে দুঃখিতা॥
কোন সখী বলে সখী তা নয় তা নয়।
বিবাহের নামেতে অমন লজ্জা হয়॥
নির্লজ্জ কহিবে লোকে সলজ্জ না হলে।
সেই হেতু মুখে লাজ মন রসে টলে॥
কোন সখী বলে ভাব বুঝেছি অন্তরে।
শিশুপালে ঠাকুরাণীর মনে নাহি ধরে॥

মনে মনে কারে বুঝি সঁপেছেন মন।
সেই ভাবে রাজবালা সচঞ্চল মন॥
হেন রূপে রঙ্গ করে যত সখীগণে।
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃষ্ণ দাসে ভণে॥

রুক্মিণীর গাত্রহরিদ্রা।

হয়ে আনন্দিতা ভীষ্মক-বনিতা
স্থির করি শুভক্ষণ।
মহা আনন্দেতে কন্যার অঙ্গেতে
করে হরিদ্রা লেপন॥
প্রতিবাসিগণ পায়্যা নিমন্ত্রণ
হয়ে সভে আনন্দিতা।
ভূপতি-ভবনে চলে রামাগণে
ভূষণে হয়ে ভূষিতা॥
যত নারীগণে গজেন্দ্র-গমনে
নিমন্ত্রণে সুখে যায়।
মধুর বচনে যত রামাগণে
রাণী বিনয় জানায়॥

পিরীবাসী যারা সভে মেলে তারা
করে মঙ্গল আচরণ।
সুখে কোন ধনী করে শঙ্খ-ধ্বনি
উল্লসিত নারীগণ॥
যত কুল-বালা আনন্দে বিভোলা
কমলা লইঞা রঙ্গে।
হুলু হুলু দিয়া হরিদ্রা লইয়া
পরশে রুক্মিণীর অঙ্গে॥
পুলকিতা হয়ে গন্ধ-তৈল লয়ে
মাখাইল অঙ্গময়।
তাহাতে রুক্মিণী বিশেষ দুঃখিনী
বিষ-প্রায় জ্ঞান হয়॥
পরে যত মেয়ে দেবীরে লইয়ে
বসায়ে কদলীতলে।

পরম যতনে জাহ্নবী-জীবনে
নাওয়াইল কুতুহলে॥
বিচিত্র বসন পরায় তখন
কাঁচলি বিজলী-প্রায়।
বিনাইয়া কেশ করিল বিন্যাস
কুসুম শোভিত তায়॥
কনকে বেষ্টিত রতনে জড়িত
মণিময় আভরণ।
রুক্মিণীর অঙ্গে পরাইল রঙ্গে
যেথা সাজে যেমন॥
আঁখি নীলোৎপল তাহাতে কজ্জল
উজ্জ্বল করিয়া দিল।
কোন স্ত্রী রসিকা চন্দন-কলিকা
নাসিকায় প্রকাশিল॥
অতি চমৎকার মালতীর হার
পরায়ে দিল গলেতে।
এস মা রুক্মিণি বলে নাপিতিনী
অলক্ত দিল পদেতে॥
একে দুটি পদ জিনি কোকনদ
অলক্ত পরিল তায়।
শোভিল এমন প্রভাত-তপন
উদিত যেন দু পায়॥
একান্ত মনেতে গুরু-চরণেতে
সমর্পণ করি মন।
রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বারকা-বিলাস
ভাষাতে করে রচন॥

কৃষ্ণের উদ্দেশে রুক্মিণী স্তব করেন।

দেবী রুক্মিণী দুঃখিনী হয়ে মনে।
বলে হে হরি হে মরি হে জীবনে॥
আমি কৃষ্ণ-প্রাণী সদা কৃষ্ণে মতি।
করুণা কর কিঞ্চিৎ দীনপতি॥

তার বিপদে শ্রীপদে ভিক্ষা করি।
রাখ দাসীজনে দীন-বন্ধু হরি॥
জেনে অসীম মহিমা ও নামেতে।
প্রাণ সঁপেছি হে তোমার প্রেমেতে॥
নাহি অন্য গতি তোমা ভিন্ন হরি।
যদি না তার হে তবে প্রাণে মরি॥
হে শ্রীকান্ত নিতান্ত অধিনী বলে।
দেহ কৃপাবারি মনোদুঃখানলে॥
তোমা বিহনে স্বপনে নাহি জানি।
দুঃখে ত্রাহি মে ত্রাহি মে চক্রপাণি॥
শুনি ভক্তজনে তুমি হিতকারী।
ভাবি ভক্তিভাবে তার হে মুরারি॥
আমি নিশ্চিত বিক্রীত শ্রীপদেতে।
কর পূর্ণ আশা মরি দুর্গমেতে॥
কৃপা-সিন্ধু তুমি পুরাণে শুনেছি।
যতনে চরণে শরণ লয়েছি॥
কর হিত উচিত হে বংশীধারী।
শরণাগত হে আমি যে তোমারি॥
রাধাকৃষ্ণ দাসে বিনয়েতে ভাষে।
হরি তার হে তার হে দীন দাসে॥

রুক্মিণী পত্র লিখিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করেন।

হেনরূপে ভাবান্তর ভীষ্মক-দুহিতা।
লক্ষ্মীকান্ত বিনে লক্ষ্মী অন্তরে দুঃখিতা॥
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ নাম সার।
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য মনে ধরে না যে আর॥
চিন্তামণি বিনা দেবী চিন্তাযুক্ত মনে।
কিরূপে পাইব কৃষ্ণ আখির অঞ্জনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি করিলা নিশ্চিত।
আত্মপত্র দ্বারকায় পাঠান উচিত॥
কারে পাঠাইব তথা কে আছে এমন।
গোপনে লইয়া লিপি যাবে কোন জন॥

এরূপে অচিন্তামরী অন্তরে চিন্তিয়া।
প্রতিবাসী এক দ্বিজে আনে ডাকাইয়া॥
সমুদায় বিবরণ কয়ে দ্বিজবরে।
কান্দে দেবী ব্রাহ্মণের দুটি পদে ধরে॥
গদগদ ভাবে দেবী প্রীতি করে কয়।
এক উপকার কর দ্বিজ মহাশয়॥
একবার দ্বারকায় যাইতে হইবে।
আমার এই পত্রখানি কৃষ্ণেরে সঁপিবে॥
বহু পুরস্কার কৃষ্ণ করিবে তোমায়।
জন্মের মত আমি তব বিকাইব পায়॥
ধনের প্রসঙ্গ শুনে নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ।
বলে মা অবশ্য তথা করিব গমন॥
রাখিব তোমার বাক্য দ্বারকায় যাব।
তব হিত করে ধন সমুচিত পাব॥
এত শুনি রুক্মিণী হইয়া তুষ্ট-মন।
পত্রমধ্যে লিখিলেন আত্ম-বিবরণ॥
সংগোপনে সেই পত্র ব্রাহ্মণে সঁপিল।
পত্র লয়ে দ্বিজবর দ্বারকা চলিল॥
দিবা রাত্রি যায় দ্বিজ বিশ্রাম না করে।
অপরেতে উত্তরিল দ্বারকা-নগরে॥

দেখি দ্বারকায় শোভা চমকে ব্রাহ্মণ।
কোন স্থানে আইলাম ভাবরে তখন॥
শুনেছি অমরাবতী ইন্দ্রের আলয়।
সেই বুঝি এই স্থান হইবে নিশ্চয়॥
কিম্বা ব্রহ্মলোক হবে ব্রহ্মার আবাস।
অথবা বৈকুণ্ঠ কিম্বা শিবের কৈলাস॥
পৃথিবীতে নানা রাজ্য করেছি ভ্রমণ।
কুত্রাপি এমন স্থান করিনে দর্শন॥
ধন্য ধন্য কৃষ্ণচন্দ্র বড় ধনী বটে।
বহু অর্থ পাব আমি কৃষ্ণের নিকটে॥

এত বলি পুর-মধ্যে করিল গমন।
দ্বিজ দেখি প্রণতি করেন নারায়ণ॥

মিষ্ট বাক্য কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিজ প্রতি কয়।
কোথা হৈতে আইলেন দ্বিজ মহাশয় ॥
বিপ্র বলে বাস করি বিদর্ভ-নগরে।
পত্র লয়ে আসিয়াছি কৃষ্ণের গোচরে ॥
অনুভাবে বুঝি কৃষ্ণ হইবে আপনি।
আসিয়াছি দিতে তোমায় এই পত্রখানি ॥
কৃষ্ণ বলে আমি কৃষ্ণ শুনহে ব্রাহ্মণ।
প্রদান করহ পত্র পড়ি বিবরণ ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ-হস্তে পত্র দিল।
রুক্মিণীর পত্র হরি পড়িয়া বুঝিল ॥
পাইয়া পবিত্র পত্র কৃষ্ণ পুলকিত।
পয়ার প্রবন্ধে দ্বিজ কবিল রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভে যাত্রা।

যাইতে বিদর্ভ-রাজ্যে কৃষ্ণ কৃপাবান্।
আজ্ঞা দিলা সারথিরে সাজাতে বিমান ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনে দারুক সত্বরে।
যতনে গরুড়-ধ্বজ রথ সজ্জা করে ॥
পবন-গমন অশ্ব রথেতে যুড়িল।
গদা খড়্গ ধনু অস্ত্র রথেতে তুলিল ॥
অপরেতে সুসজ্জিত হয়ে নারায়ণ।
চক্রোপরি চক্রধারী উঠিলা তখন ॥
ব্রাহ্মণে সঙ্গেতে করি যতনে লইল।
রঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিদর্ভে চলিল ॥
দারুক চালায় অশ্ব পবন-সমান।
চকিতে আকাশ-পথে উঠে রথখান ॥
দেখিয়া দ্বিজের মনে ত্রাস উপজিল।
হাতে হৈতে জল-পাত্র অমনি পড়িল ॥
কান্দিয়া ব্রাহ্মণ বলে হল সর্ব্বনাশ।
লভ্য যাকু পূর্ব্ব ধন হইল বিনাশ ॥
কৃষ্ণের নিকটে না মিলিল কড়া কড়ি।
পৈত্রিক বিষয় গেল আসি রড়ারড়ি (১) ॥

---

(১) দ্রুতগতি।

এত ভাবি কহে দ্বিজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
ওহে কৃষ্ণ রাখ রথ করিহে মিনতি (১) ॥
উঠিয়া তোমার রথে প্রমাদ ঘটিল।
পূর্ব্ব ধন জল-পাত্র মাটীতে পড়িল ॥
তুমিত আমার হস্তে বহু ধন দিলে।
সঞ্চিত ধনেতে শেষ বঞ্চিত করিলে ॥
কি আশ্চর্য্য এ ঐশ্বর্য্য বহুমূল্য ধন।
কিছু ব্যয় নাই মাত্র মধুর বচন ॥
ভাগ্যবন্ত দয়াবন্ত জান্তে বাকি নাই।
জলপাত্র তুলি দেও ফিরে ঘরে যাই ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে কৃষ্ণ লজ্জিত হইল।
রাখ রথ সারথিরে কহিতে লাগিল ॥
শুনে সূত বলে যথা পাত্রটি পড়িল।
তথা হৈতে রথ এক যোজন আইল ॥
ছাড়াইয়া চারি কোশ আগে এল রথ।
ফিরে যাওয়া এখন আর ভার এত পথ ॥
সে উত্তর দ্বিজবর শ্রবণ করিয়া।
বলে আমি রথ হইতে পড়ি ঝাঁপ দিয়া ॥
অতি ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অতি ভ্রান্ত মন।
তুচ্ছ ধনে বাসনা ত্যজিয়া কৃষ্ণধন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে সাধ্য যার।
সামান্য লাগিয়া তারে করে তিরস্কার ॥

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি।
স্থিরচিত্ত হও মনে বিপ্র মহামতি ॥
ধনের জন্যেতে তুমি হওনা দুঃখিত।
তুষিব তোমার চিন্ত্য দিয়া সমুচিত ॥
চল আগে বিদর্ভেতে করিহে গমন।
কষ্ট যাবে তুষ্ট হবে পাবে বহু ধন ॥
এত বলি প্রবোধিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
বিদর্ভে চলিলা হরি রুক্মিণী-হরণে ॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
দ্বিজবর বিরচিল দ্বারকা-বিলাস ॥

(১) বিনয়।

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভে গমন।

হেনরূপে হৃষীকেশ   বেড়াইয়া নানা দেশ
উত্তরিয়া বিদর্ভ-নগরে।
থাকি অতি সংগোপনে   বার্ত্তা দিতে প্রিয়াজনে
পাঠাইলা উক্ত দ্বিজবরে॥
হরিষে বিষাদ মন   হয়্যে চলিল ব্রাহ্মণ
যেখানেতে ভীষ্মক-নন্দিনী।
নিরক্ষিয়া সে ব্রাহ্মণে   কমলা প্রফুল্ল মনে
প্রণমিয়া কহেন রুক্মিণী॥
কহ দ্বিজ মহাশয়   গিএছিলে যে আশয়
সে বিষয় হল কি সুসার।
কি হইল মম পক্ষে   কি উত্তর কৃষ্ণ-পক্ষে
প্রাণ-রক্ষে হবে কি আমার॥

দ্বিজ বলে রাজকন্যা   আমারে হৈয় না দৈন্যা
কালী তব কুশল করেছে।
পাঠাইয়েছিলে যত্র   যারে লিখিছিলে পত্র
সেই কৃষ্ণ বিদর্ভে এসেছে॥
এত শুনি দ্বিজমুখে   শ্রবণ জুড়ায় সুখে
সুসংবাদ করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে অঙ্গ অবশ   উপজিল প্রেমরস
নিভিল বিচ্ছেদ-হুতাশন॥

দেবী অতি তুষ্ট মনে   বিনয়ে কহে ব্রাহ্মণে
ওহে দ্বিজ যে কর্ম্ম করিলে।
কি দিব সামান্য ধন   জন্মের মত হে ব্রাহ্মণ
বিনি মূলে আমারে কিনিলে॥
দ্বিজ বলে একি দায়   তুল্য দেখি দুজনায়
তিনিও বলেন ঐ কথা।
একি জ্বালা ভাবি তাই   দেওয়া থোয়া কারু নাই
মধুর বচন মাত্র বৃথা॥
এত ভাবি দুঃখ-মনে   ব্রাহ্মণ চলে ভবনে
[illegible] শুন চমৎকার।

লক্ষ্মী দিয়াছেন বর ঘুচেছে পত্রিকা-ঘর
মনোহর হয়েছে আগার ॥
দ্বিজের বনিতা যিনি ভূষণে ভূষিতা তিনি
দাস দাসী হয়েছে বিস্তর।
না দেখিয়া নিজ-ভর্ত্তা দুঃখে ব্রাহ্মণী উন্মত্তা
কোথা কর্ত্তা বলে নিরন্তর ॥
হেন কালে দ্বিজবর না দেখিয়া নিজ-ঘর
প্রতিবাসিগণে জিজ্ঞাসয়।
মম গৃহ কি হইল ব্রাহ্মণী কোথায় গেল
কে লইল আমার বিষয় ॥
রাধাকৃষ্ণ-রাঙ্গা-পায় বিক্রীত করিয়া কায়
মনে ভেবে যুগল-চরণ।
সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারকা বিলাস
পত্তমতে করিল রচন ॥

ব্রাহ্মণীর সহিত ব্রাহ্মণের পরিচয়।

ব্রাহ্মণ আপন ভবন অন্বেষণ না পাইয়া অত্যন্ত অশান্ত-ভ্রান্তযুক্ত হইয়া নগর-পথে ভ্রমণ করিবাতে ভগবদিচ্ছায় ঐ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক দাসীগণ সমভিব্যাহারে অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক স্বপতি অভাবে ঐ সতী অতি সকাতরা হইয়া পতির জন্যে দুঃখান্তঃ-করণে রাজপথ বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এমত কালে আপন ভর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষ পূর্ব্বক অনেক দাসীকে কহিলেন—হে দাসী ঐ ব্রাহ্মণকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন। যে আজ্ঞা বলিয়া দাসী ত্বরিত গমনে দ্বিজ-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যের দ্বারায় ব্রাহ্মণের প্রতি কহিতেছেন—হে ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিল হে দাসী আমি ভিক্ষুক দরিদ্র নির্ধন ব্রাহ্মণ আমাকে তোমার ঠাকুরাণীর কি প্রয়োজন। দেখিতে পাই তুমি ভাগ্যবন্ত ব্যক্তির বাটীতে থাক এবং ভাগ্যবতী নারীর প্রেরিতা আমি কি ভরসায় নারীর কথায় যাই, তথাপি দাসী সে সমস্ত কথা অন্যথা করিয়া ব্রাহ্মণের করগ্রহণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া হাস্য বদনে পতির চরণে শিরঃ সংস্থাপন করিবাতে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—এস বাছা পুত্রবতী ভব। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের কুরব শ্রবণে লজ্জিতা হইয়া বলে সে আবার কি কথা, চিনিতে বুঝি পার না,

আমি যে তোমার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ বলিল যদ্যপি তুই আমার ব্রাহ্মণী তবে কিরূপে এরূপ বিভব প্রাপ্ত হইয়াছিস এবং নানারূপ মণি মাণিক্য রজত কাঞ্চন বসন ভূষণ অপূর্ব্ব ভবন কার দ্বারায় সঞ্চয় করিয়াছিস, অনুমান করি কএক দিবস বাটীতে না থাকাতে আমাকে তুচ্ছ বোধ করিয়া

* * * * * ।

ব্রাহ্মণী কহিল হে স্বামিন্ আপনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি হইআ নষ্ট লোকের ন্যায় দুষ্ট কথা কহিবেন না, আমি পতিব্রতা পতিভক্তা পতি-প্রেমাসক্তা। নিজ ভর্ত্তা ভিন্ন অন্য পুরুষ পরেশ হইলেও দর্শন বা স্পর্শন করি না। তবে যেরূপে এরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কহি শ্রবণ কর—গত রাত্রে পূর্ব্ব পত্র-কুটীর-মধ্যে শয়নে থাকিয়া সুস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি—যেন জনৈক ভুবনমোহিনী গৌরাঙ্গী কমলাসনা কমল-বদনা কমল-নয়না আমার শিয়রে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—ওগো ব্রাহ্মণী তোমার ব্রাহ্মণেব গুণে আমি কমলা বাধিতা হওত অচলা হইয়া তোমার গৃহে চিরবাস করিলাম, এই স্বপ্নভঙ্গে আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চমৎকার জ্ঞান করিয়াছি। ব্রাহ্মণী এই কথা কহিবাতে ব্রাহ্মণের কোন মতে বিশ্বাস হইল না। পরে দৈববাণী শ্রবণে বিপ্র বিশ্বাস মানিয়া স্বনারীর কর গ্রহণান্তর স্বর্ণময় পুরীতে প্রবেশ করত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥

রুক্মিণী আদ্যা শক্তি দেবীকে পূজা করিয়া চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব করেন।

এখানেতে রুক্মিণীর শুন বিবরণ।
কৃষ্ণ-আগমন শুনে প্রফুল্লিত মন ॥
বসন ভূষণ পরে হয়ে আনন্দিতা।
সুস্থির হইলা মনে ভীষ্মক-দুহিতা ॥
অপরেতে রাজরাণী কহে নারীগণে।
রুক্মিণীরে লয়ে যাও দেবী-দরশনে ॥
কুলের দেবতা কালী আইস পূজা কোরে।
এত শুনি নারীগণ চলিল সত্বরে ॥
দেবীর আলয়ে গিয়া রুক্মিণী তখন।
পূজিয়া পার্ব্বতী-পদ করয়ে স্তবন ॥

জয় জয় জয়কালী কালান্ত-রূপিণী।
কালাচাঁদে পতি দে মা কাল-সীমন্তিনী ॥

খড়্গিনী খর্পর-ধরা খলহাস্য-মুখী।
খেদে মরি কৃষ্ণধনে দিয়া কর সুখী॥
গিরিজা গণেশ-মাতা গতি-প্রদায়িনী।
গোলোক-নাথেরে মোরে দেহগো জননী॥
ঘোরবনে দৈত্যগণে করিলে নির্ম্মূল।
ঘনশ্যামে পতি দে মা হয়ে অনুকূল॥
উকার-রূপিণী কালী উকার-রূপিণী।
উৎকণ্ঠা ঘুচায়ে দেও কৃষ্ণ গুণমণি॥
চণ্ডে বধে চামুণ্ডা হয়েছে তব নাম।
চিন্তামণি দিয়া মোর পুরাও মনস্কাম॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
ছলনা ছাড়িয়া মোরে দেহ কৃষ্ণধন॥
জগদম্বে জগন্মাতা জগতের গতি।
জগৎপতি কৃষ্ণ যেন হয় মম পতি॥
ঝরঝর রসনা হইতে সুধা ঝরে।
ঝটিতে শ্রীকৃষ্ণে দেখা জুড়াই অন্তরে॥
একার-রূপিণী মাগো একার-রূপিণী।
ইঙ্গিতে কৃষ্ণেরে দে মা ঈশান-মোহিনী॥
টলটল করে ধরা পরশে চরণ।
টেনে ফেলে শিশুপালে দে মা কৃষ্ণধন॥
ঠাকুরাণী কর পার ঠকঠকি-হাতে।
ঠাকুর ত্রিভঙ্গে দে মা ধরি চরণেতে॥
ডুম্বুরেতে সদাশিব তব গুণ গান।
ডরে মরি কৃষ্ণে দিয়া কর পরিত্রাণ॥
ঢলঢল সুধাপানে নয়নের তারা।
ঢেকে মেরে শিশুপালে কৃষ্ণে দে মা তারা॥
ণকার-রূপিণী দুর্গে ণকার-রূপিণী।
নন্দ-সুতে পতি দে মা নন্দের নন্দিনী॥
ত্রৈলোক্য-তারিণী তুমি তুল্য দিতে নাই।
তব পদে ধরি তারা কৃষ্ণে যেন পাই॥
থাকিতে জননী তুমি দুঃখ পাই মনে।
স্থির হই স্থান পেলে কৃষ্ণের চরণে॥
দুর্গা নামে দুর্গতি ঘুচাও তিন পুরে।
দীনবন্ধু কৃষ্ণে দে মা দুঃখ যাবু দূরে॥

ধনেশে করেছ ধনী ধন বিতরিয়া।
ধন্য কর এ দাসীরে কৃষ্ণধন দিয়া ॥
নিত্যময়ী নিরঞ্জনী নির্ব্বাণদায়িকা।
নারায়ণে পতি দে মা নগেন্দ্র-বালিকা ॥
পশুপতি পবিত্র পাইয়া তব পদ।
পীতাম্বরে পতি দিয়া ঘুচাও বিপদ ॥
ফুৎকারে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ফুৎকারেতে লয়।
ফাঁপরে পড়েছি দে মা কৃষ্ণ-পদাশ্রয় ॥
বিশ্ব-আদ্যা কালী তুমি বেদে শুন্তে পাই।
বংশীধর হয় বর এই বর চাই ॥
ভবদারা ভয়হরা ভূধর-অঙ্গনা।
ভগবানে পতি দিয়া ঘুচাও ভাবনা ॥
মহামায়া মহেশ্বরী মহিষ-মর্দ্দিনী।
মাধবে মিলায়ে দে মা মহেশ-মোহিনী ॥
যশোদা-কুমারী যোগমায়া যোগেশ্বরী।
যদুনাথে পতি দে মা মনোদুঃখে তরি ॥
রুদ্রাণী রুধির-ধারা বহে কলেবরে।
রমানাথে পতি দিয়া রক্ষা কর মোরে ॥
লোলোলোলো করে জিহ্বা লম্বিত চিকুর।
লক্ষ্মীকান্তে পতি দে মা দুঃখ যাকু দূর ॥
বগলা বরদা বামা বিভু-বিশ্বেশ্বরী।
বৈকুণ্ঠনাথেরে মোরে দে মা কৃপা করি ॥
শক্তিরূপা শ্যামা তুমি এ তিন সংসারে।
সুস্থ কর শ্যামচাঁদে সঁপিয়া আমারে ॥
হংসরূপা হংসেশ্বরী হেমন্ত-নন্দিনী।
হরি দিয়া হর দুঃখ হরবিলাসিনী ॥
ক্ষেমঙ্করী তব পদে এই অভিলাষ।
ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণে পাই পূর্ণ কর আশ ॥

রুক্মিণী-হরণ।

হর-সীমন্তিনী পূজিয়া রুক্মিণী
স্তব করি ভক্তিরূপে।
সহচরী সঙ্গে চলিলেন রঙ্গে
মজিতে ত্রিভঙ্গরূপে ॥

পথে যেতে যেতে বলে অন্তরেতে
কোথা হে দয়াল হরি।
প্রাণে মরে দাসী দেখা দেও আসি
কোথা আছ পরিহরি॥
না হেরে তোমায় ধৈর্য্য ধরা দায়
সহ্য নাহি হয় ক্লেশ।
কর পরিত্রাণ তবে থাকে মান
নহে প্রাণ অবশেষ॥
এসেছ আপনি শুনি গুণমণি
অধিনী জীবনে আছে।
কর হিতাহিত কর না বঞ্চিত
তবে যাব কার কাছে॥

এত ভাবি মনে সখীগণ সনে
দেবী করেন গমন।
বলে কোন মেয়ে হের দেখ চেয়ে
মেঘে আচ্ছন্ন গগন॥
ত্বরিত গমনে চলগো ভবনে
বিলম্বেতে নাহি ফল।
আচম্বিতে একি ঘোর মেঘ দেখি
চল চল এল জল॥
সে কথা শুনিয়া বিস্ময়া হইয়া
দেখেন দেবী রুক্মিণী।
নহে জলধর রথের উপর
কৃষ্ণরূপে কাদম্বিনী॥
দেবীমনে তুষ্ট বলে এল কৃষ্ণ
কষ্ট ঘুচাতে আমারি।
এতেক ভাবিয়া চলিল চলিয়া
রুক্মিণী রাজ-কুমারী॥
অপরে শ্রীহরি আসি ত্বরা করি
রথ লয়ে নিকটেতে।
রুক্মিণীর কর ধরি পীতাম্বর
তুলিল আপন রথে॥

রুক্মিণীরে হরি যদি লন হরি
প্রহরী যতেক ছিল।
হয়ে ক্রোধান্তর করে উচ্চৈঃস্বর
ধর ধর আরম্ভিল॥
হয়ে কোপবন্ত যতেক সামন্ত
শ্যামাঙ্গে বরিষে বাণ।
বলে ওরে চোর আয়ুঃ শেষ তোর
আজি হারাইলি প্রাণ॥
পাছু না বুঝিয়া মূষিক হইয়া
সিংহ-গৃহে কর জোর।
নাহি ত্রাণ পাবে আজি শাস্তি হবে
ঘোর ভেঙ্গে যাবে চোর॥
এতেক বলিয়া সকলে রুষিয়া
যুড়িয়া ধনুকে শর।
কৃষ্ণের উপরে অস্ত্র বৃষ্টি করে
যেন বর্ষে জলধর॥

হাসি নারায়ণ ধরি সুদর্শন
রিপু-অস্ত্র নিবারিল।
স্ব-অস্ত্রে কেশব নাশে সৈন্য সব
ত্রাসে কত পলাইল॥
হয়ে দুঃখ-যুত গিয়ে ভগ্নদূত
ধায়ে রুক্মীর গোচরে।
বহে ঘনশ্বাস বলে সর্ব্বনাশ
রুক্মিণী হরিল চোরে॥
দূতের বচন করিয়া শ্রবণ
রুক্মী ক্রোধানলে জ্বলে।
যত রাজা ছিল গর্জ্জিয়া উঠিল
রাগে মার মার বলে॥
হয়ে সুখ-যুত হাতে বান্ধি সূত
শিশুপাল এসেছিল।
রুক্মিণী-হরণ শুনিয়া তখন
শিরে হস্ত দে বসিল॥

শ্রীগুরু-চরণ করিয়া স্মরণ
বিকাইয়া সে চরণে।
রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বারকা-বিলাস
পয়ার প্রবন্ধে ভণে॥

রুক্মী রাগান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে যায়।

রুক্মী বলে কে করিল সাহস দুষ্কর।
কে হরিল রুক্মিণীরে কেবা সে তস্কর॥
যাইতে যমের ঘরে কে আসি ইচ্ছিল।
জ্বলন্ত অনলে আসি কেবা ঝাঁপ দিল॥
দূত বলে যুবরাজ নিবেদন করি।
জন্ম যার চৌর্য্যবৃত্তি নাম চোরা হরি॥
সেই কৃষ্ণ লম্পট কপট আগমনে।
রুক্মিণী হরিল পথে বধে সৈন্যগণে॥
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে করিয়া শ্রবণ।
অধিক জ্বলিল কোপে কৃষ্ণ-দ্বেষিগণ॥
ভীষ্মক ভূপতি শুনে এ সব সংবাদ।
বলে কৃষ্ণ পূরালে কি মোর মনসাধ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি বাঞ্ছা-সিদ্ধিকারী।
অতএব বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে আমারি॥

ডুবিল ভীষ্মক-ভূপ আনন্দ-সাগরে।
অপরে সমরে রুক্মী চলে ক্রোধভরে॥
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি ক্ষেত্রিগণে।
কোপ করি ধনু ধরি চলে সত্তে রণে॥
সসৈন্যে ভূপতিগণে কৃষ্ণেরে ঘেরিল।
মাতঙ্গ ধরিতে যেন পতঙ্গ ধাইল॥
আতঙ্ক ত্যজিয়া বলে জরাসন্ধ রায়।
এখানে মরিতে কেন আইলি দুরাশয়॥
লোভে ক্ষোভ পাপে মৃত্যু ঘটিল তোমার।
জান না যে জরাসন্ধ পালক ইহার॥
পালাইয়া বেঁচে আছ লুকায়ে সাগরে।
অদ্য সদ্য পাঠাইব যমালয় তোরে॥

শিশুপাল বলে একি সহ্য হয় আমার।
করিল আমাব হস্তে সূতা-বান্ধা সার॥
মম সঙ্গে সম্বন্ধ হইল পাকাপাকি।
স্বচ্ছন্দে করিল চুরি মোরে দিয়া ফাঁকি॥
কি কব দুঃখের কথা খেদে ফাটে বুক।
কোন লাজে দেশে গিয়া দেখাইব মুখ॥
এত বলি শিশুপাল অতি রাগান্তরে।
বাণ বরিষণ করে কৃষ্ণ-কলেবরে॥
অন্য অন্য যত রাজা যুদ্ধে প্রবেশিল।
কৃষ্ণের উপরে অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভিল॥
সমূহ বিপক্ষে যদি আরম্ভিল রণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিল নারায়ণ॥
শারঙ্গ ধনুকে কৃষ্ণ গুণ চড়াইয়া।
খরসান নানা বাণ এড়েন রুষিয়া॥
কৃষ্ণ-অস্ত্রে অম্বরে হইল অন্ধকার।
বিপক্ষের বাণ বাণে করিল সংহার॥
শ্রীকৃষ্ণের বাণ খেয়ে শত্রুর সামন্ত।
পড়িল অনেক জন হইল প্রাণান্ত॥
যত রথী সৈন্যপতি হইল মূর্চ্ছিত।
বিষ্ণু-বাণে বীরগণে ব্যথায় ব্যথিত॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রাধাকৃষ্ণ দাসে ভাষে দ্বারকা-বিলাস॥

শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে বলরাম আসিয়া যুদ্ধ করেন।

হেন রূপে রাজাগণে করে বিসম্বাদ।
মনে মনে মন্ত্রণা করেন কালাচাঁদ॥
শত্রুগণ সঙ্গে মোর সমর বাজিল।
দাদা বলরাম বার্ত্তা কিছু না জানিল॥
এত বলি বলরামে কবিল স্মবণ।
শ্যামের স্মরণে রামের চিত্ত উচাটন॥
যোগ-পথে অবগত হইয়া সকল।
বিদর্ভে চলিল রাম সমরে অটল॥

রুক্মীর সহিত কৃষ্ণ যুদ্ধ করে যথা।
করিয়া মৃগেন্দ্র-ধ্বনি উত্তরিল তথা॥

বলভদ্রে দেখি কৃষ্ণ তুষ্ট অতি মনে।
মধুপানে মত্ত রাম প্রবর্ত্তিল রণে॥
লাঙ্গল মুষল লয়্যে রাম করে রণ।
সৈন্য নাশে অগ্নি যেন দহে উলুবন॥
এক মুষলের ঘাতে শত শত মরে।
রিপুচয় পায় ভয় হাহাকার করে॥
দেখে রণ রাজাগণ শিরে হস্ত দিল।
বলে আর বাঁচা ভার লাঙ্গলা আইল॥
ত্রাস ভেবে শত্রু সবে করে হায় হায়।
কেহ কহে রক্ষা ভার অন্তকার দায়॥
কার্য্য নাই চল ভাই কেহ কহে কারে।
যুদ্ধ করে লাঙ্গলারে কে জিনিতে পারে॥

কেহ বলে যা বলিলে পালান মঙ্গল।
নহে প্রাণ অবসান হইতে মুষল॥
হেন মতে সকলেতে করএ বিচার।
সমরে সংহারে রাম সামন্ত অপার॥
ক্রোধ-যুত রাজ-সুত রুক্মী হয়ে মনে।
দর্প করে যুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
করে বাণ সুসন্ধান যত জানা ছিল।
সে সমস্ত হল ব্যর্থ কৃষ্ণ নিবারিল॥
হয়ে ত্রস্ত নিজ অস্ত্র এড়ি ভগবান।
খানখান করিলা রিপুর রথখান॥
কৃষ্ণচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র-অস্ত্র প্রহারিয়া।
বিরথী করিলা তার সারথি কাটিয়া॥

সমর ছাড়িয়া রুক্মী পলাইতে চায়।
ধরে কেশ হৃষীকেশ রথে বান্ধে তায়॥
রুক্মীরে বন্ধন যদি করিলেন হরি।
পায়ে ভয় ভঙ্গ দেয় রণে যত অরি॥
হেন রণে কৃষ্ণপক্ষে হয় জয় জয়।
বিপক্ষে বিমুখ হয় হয়ে পরাজয়॥

রুক্মীর বন্ধন দেখে বলেন বলাই।
বলি তাই একি ভাই করেছ কানাই॥
সম্বন্ধে গৌরব রুক্মী শ্যালক তোমার।
বন্ধন-মোচন শীঘ্র করহ উহার॥
এত বলি বলদেব বন্ধন এলায়।
মৃত্যুকল্প হয়ে দুঃখে রুক্মী গৃহে যায়॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রাধাকৃষ্ণ দাসে ভাবে দ্বারকা-বিলাস॥

দ্বারিকাবাসিনী নারীগণ রুক্মিণীরে নিরীক্ষণপূর্ব্বক রূপ-বর্ণন করেন।

কমলারে সঙ্গে লয়ে কমললোচন।
উদয় হইল আসি দ্বারকা-ভুবন॥
রুক্মিণীরে হেরে যত পুরবাসি-নারী।
বলে দিদি এ রূপের তুল্য দিতে নারি॥
বর্ণিতে ইহার বর্ণ হারি মানে বর্ণ।
এ বর্ণ নিকটে মরি কি ছার সুবর্ণ॥
স্বর্ণ বুঝি কেমনে এ বর্ণ দেখেছিল।
তেঁই সে বিরাগে দীপ্ত অনলে দহিল॥
মুখচন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দিত।
তাহে আঁখিপদ্ম নীলপদ্ম প্রকাশিত॥
কুসুম-কোদণ্ড যেন দ্বিখণ্ড করিয়া।
ভুরু-মাঝে মদন রেখেছ প্রকাশিয়া॥
গৃধিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব দেখে শ্রুতি-মূল।
নাসায় মিশায় খগ আর তিল-ফুল॥
সীঁথিতে সিন্দুর-বিন্দু কি শোভা করেছে।
প্রভাতের ভানু যেন উদয় হয়েছে॥
এ নারীর ওষ্ঠাধর না হেরেছে যেই।
তুচ্ছ পক্ক বিম্বকে প্রশংসা করে সেই॥
সাগরে মুক্তার স্থিতি শুনিগো শ্রবণে।
এবে কি করেছে বাস ইহার দশনে॥
হেরে বুঝি কুচপদ্ম পদ্ম লাজভরে।
মনদুঃখে সদা থাকে সলিল-ভিতরে॥

চাঁচর চিকুর কিবা দেখি চমৎকার।
হেন জ্ঞান যেন নব মেঘের সঞ্চার॥
কি কব কটির কথা আহা মরে যাই।
হেরে বুঝি লাজে সিংহ বনবাসী তাই॥
ইহার নিতম্ব বুঝি করিয়া দর্শন।
খেদে ক্ষিতি মাটি হল হেন লয় মন॥
জিনি রামরম্ভা-তরু ঊরু মনোলোভা।
পাদ-পদ্ম হতে স্থলপদ্ম নহে শোভা॥
এইরূপে রামাগণে রূপ প্রশংসয়।
পয়ার প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাসে কয়॥

রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

হেন রূপে নারীগণ প্রশংসিল সর্ব্বজন
অপরেতে কর্হ শ্রবণ।
বেদ-বিধি-অনুসারে কমলাক্ষী কমলারে
বিবাহ করিল নারায়ণ॥
রতনে রতন পায় মনের বেদনা যায়
কৃষ্ণ-বামে বসিল রুক্মিণী।
তমাল-বৃক্ষেতে যেন স্বর্ণলতা শোভেছেন
মেঘ-আড়ে যেন সৌদামিনী॥
যতনে রত্নাসনে বসিলেন দুই জনে
দাসীগণে করএ ব্যজন।
লক্ষ্মী পেয়ে নারায়ণ পরম সন্তুষ্ট মন
কমলার প্রফুল্ল বদন॥
মিলনে যুগল রূপ সুশোভিত অপরূপ
সেরূপ বর্ণন নাহি হয়।
হেরে করি অনুমান মনে হেন হয় জ্ঞান
রবি শশী একত্রে উদয়॥
নিত্য রূপ-নিরীক্ষণে বসন্ত সামন্ত সনে
স্বপ্রকাশ হইলা তথায়।
দেখিবারে নিত্য লীলা প্রকাশিত ষোল কলা
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়॥
মিলিয়া ভ্রমর সবে গুন গুন গুন রবে
ঝঙ্কার করয়ে নিরন্তর।

উভয়ের পাদ-পদ্ম জ্ঞান করি স্থলপদ্ম
মধু-লোভে ধায় মধুকর ॥
রাধাকৃষ্ণ-রাঙ্গা-পায় বিক্রীত করিয়া কায়
মনে ভাবি যুগল-চরণ।
সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারিকা-বিলাস
পদ্য-ছন্দে করিল রচন ॥

বৈশম্পায়ন জন্মেজয়ের প্রতি কহিতেছেন—শুন মহারাজ শ্রীহরি অষ্টাদশ সহস্র একশত অষ্ট মহিষী লইয়া সুখান্তরে দ্বারকা নগরে সকৌতুকে পরম সুখে স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বিহার করেন। প্রত্যেক মহিষীর গর্ভে শ্রীহরির দশ পুত্র দশ কন্যা হয়। প্রধান মহিষী রুক্মিণীর সন্তান প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি এবং জাম্বুবতীর সন্তান জাম্ব প্রভৃতি সত্যভামার সন্তান সারণ প্রভৃতি ইত্যাদি শ্রীহরির সন্তানদিগের নাম এবং শ্রীহরির কুমারদিগের এক এক ব্যক্তির ঐরূপ দশ দশ পুত্র ও দশ দশ কন্যা হয়। এমত প্রকারে শ্রীহরির ছাপ্পান্ন কোটি পুত্র পৌত্রে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল, তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত হইয়া দ্বারকায় কালযাপন করেন। শ্রীহরির বংশ-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ যে ব্যক্তি একান্ত চিত্তে শ্রবণ করে সে ব্যক্তি নিঃসন্তান থাকিলে সন্তান প্রাপ্ত হয়েন ॥